বাহারে শরিয়ত

(৫ম খণ্ড)

মূলঃ

সদ্‌রুশ শরিয়ত, বদরুত তরীকাত, আল্লামা

মুফতি আমজাদ আলী আ'যমী (রহঃ)

প্রকাশনায়

সাকলাইন প্রকাশন, বাংলাদেশ।

বাহারে শরিয়ত
(৫ম খণ্ড, রোযা ও যাকাত পর্ব)

মূল:
সদ্‌রুশ শরীয়ত, বদরুত তরীকত, আল্লামা মুফতি **আমজাদ আলী আ'যমী (রহঃ)**।

ফিকহ (অংশ) অনুবাদক মণ্ডলী:
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ
মাওলানা মুহাম্মদ আনিসুর রহমান আশরাফী
মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আবদুল আজিজ রজভী
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল কারিম
মাওলানা হাফিয মুহাম্মদ আতিকুর রহমান

হাদিস অংশ অনুবাদ এবং সম্পাদনায়:
মাওলানা মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর
প্রকাশক, সাকলাইন প্রকাশন, বাংলাদেশ।

গ্রন্থস্বত্ত্ব: প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত।
প্রথম প্রকাশ: ১০/০৭/২০২০ ইং রবিবার।
শুভেচ্ছা মূল্য: ২৪০/=
প্রকাশনায়: সাকলাইন প্রকাশন, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
ফেইসবুক পেইজ: **সাকলাইন প্রকাশন**।

যোগাযোগ: দেশ-বিদেশের যে কোন স্থানে বিভিন্ন সার্ভিসের মাধ্যমে কিতাবটি সংগ্রহ করতে যোগাযোগ- মোবাইল: 01723-933396-01973-933396

সূচিপত্র

অনুবাদকদের কথা/
প্রকাশক ও সম্পাদকের কথা/
যাকাতের বর্ণনা/
কোরআনের আলোকে যাকাত/
হাদিসের আলোকে যাকাতের বর্ণনা/
ফিক্‌হী মাসায়েল/
যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী/
(১) মুসলমান হওয়া/
(২) বালেগ হওয়া/
(৩) বিবেকবান হওয়া/
(৪) আযাদ হওয়া/
(৫) নিসাব পরিমাণ সম্পদ তার মালিকানায় হওয়া/
(৬) পূর্ণভাবে মালিক হওয়া/
(৭) নিসাব ঋণমুক্ত হওয়া/
(৮) নিসাব প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক সামগ্রী থেকে মুক্ত হবে/
(৯) মালে নামী বা বর্ধনশীল হতে হবে/
(১০) বছর অতিবাহিত হওয়া/
সাইমা বা বিচরণকারী পশুর যাকাতের বিবরণ/
উটের যাকাতের বর্ণনা/
গরুর যাকাতের বিবরণ/
ছাগলের যাকাতের বিবরণ/
বাণিজিক্য স্বর্ণ রৌপ্যের মালামালের যাকাতের বিবরণ/
স্বর্ণের নিসাবের বর্ণনা/
ঋণের যাকাত প্রসঙ্গে জরুরী মাসায়েল/
আশেরের বর্ণনা/
খনি ও গুপ্তধনের বর্ণনা/
কৃষিপন্য ও ফল ফলাদির যাকাতের বর্ণনা/
ফিক্‌হী মাসায়িল/
মালের যাকাত কাদেরকে দেয়া যায়/
যাকাতের খাত বর্ণনা/
সাদকায়ে ফিতরের বর্ণনা/

ফিকহী মাসায়েল/
সাদকায়ে ফিতরার পরিমাণ/
ভিক্ষা করা কার জন্য হালাল আর কার জন্য হালাল নয়/
নফল সাদকা সমূহের বর্ণনা/
হাদিসের আলোকে নফল সাদকার গুরুত্ব/
রোজার বর্ণনা/
হাদিসের আলোকে সিয়াম'র তাৎপর্য/
ফিকহি মাসায়েল/
রোজার সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ/
চাঁদ দেখার বর্ণনা/
চাঁদ দেখার শরয়ী বিধান/
টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনে চাঁদ দেখার সংবাদের শরয়ী বিধান/
যেসব কারণে রোজা ভঙ্গ হয় না /
রোজা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহের বর্ণনা/
রোজাবস্থার হুক্কা, বিড়ি, সিগারেট, সুরুট ইত্যাদি পান করার মাসআলা/
এসব অবস্থাদির বর্ণনা যেসব ক্ষেত্রে শুধু কাযা আবশ্যক হয়/
যে অবস্থায় কাফ্ফারা ও আবশ্যক হয়/
রোজার মাকরূহ সমূহের বর্ণনা/
সেহরী ও ইফতারের বর্ণনা/
হাদিসের আলোকে ইফতারের দোয়া/
যেসব অবস্থায় রোজা না রাখার অনুমতি রয়েছে/
নফল রোজার ফযিলত/
পয়েন্ট নং-১: আশুরা অর্থাৎ মহররমে রোজা এবং মহররমের নবম তারিখের রোজা রাখা উত্তম/
পয়েন্ট নং-০২: আরাফাতের অর্থাৎ জিলহজ্বের নবম তারিখের রোজা/
পয়েন্ট নং-৪: শাবানের রোজা এবং শবে বরাত তথা শাবানের ১৫ তারিখে ফযিলত/
পয়েন্ট নং-৫: প্রত্যেক মাসের তিন রোজা বিশেষ করে আইয়্যামে বীজ তথা মাসের ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখে রোজা রাখা/
পয়েন্ট নং-৬: সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোজা/
পয়েন্ট নং-৭: অন্য দিন সমূহে রোজা/
মান্নতের রোজার বর্ণনা/

মান্নাত ছয় প্রকার হতে পারে/
ই'তিকাফের বর্ণনা/
ই'তিকাফের ফিকহী আহকাম/
ই'তিকাফের প্রকারভেদ ও বিধান/
ই'তিকাফ সম্পর্কিত ছত্রিশটি মাসায়েল/

অনুবাদকদের কথা

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে অগণিত শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের জন্য 'বাহারে শরিয়ত'র মতো একটি অনবদ্য ফিকহিগ্রন্থের অনুবাদ আমাদের কতিপয় ক্ষুদ্র মানুষদের করার তাওফিক দান করেছেন। বেহদ-বেশুমার দরুদ ও সালামের নাযরানা পেশ করছি, সে মহান নাবিজি সারওয়ারে কায়িনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার আলিশান দরবারে পাকে। যে নাবির বরকতময় যবানপাক থেকে পবিত্রতা অর্জনের বিধানাবলি জানার সৌভাগ্য অর্জন করেছি।

গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে স্বরণ করছি, ভারত বর্ষের খ্যাতিমান মহাপুরুষ, বিশ্ববরেণ্য মুফতি, হুযুর আল্লামা আমজাদ আলী আলাইহির রাহমাহকে যিনি 'বাহারে শরীয়ত'র মতো এতো বড়ো গ্রন্থ রচনা করে মুসলিম মিল্লাতের প্রতি অশেষ দয়া করেছেন।

প্রিয়পাঠক! খ্যাতিমান লেখক মুফতি আমজাদ আলি আ'যমির লিখিত বহু কিতাবের মধ্যে 'বাহারে শরিয়ত' কিতাবটি অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ ও বেশ প্রয়োজনীয় কিতাব। সহজ-সরল ও প্রাঞ্জলতায় ভরপুর উর্দু ভাষার উপর রচিত যতোসব ফিকহি কিতাব রয়েছে তৎমধ্যে এই কিতাবটিই খুবই গ্রহণীয় ও নির্ভরযোগ্য। যে কিতাবের প্রশংসা স্বয়ং আ'লা হযরত (রহঃ) নিজে করেছেন। যেখানে ইসলামি শরিয়তের জটিল-কঠিন মাসআলা-মাসায়িলগুলোকে সহজবোধ্যভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যা যুগযুগধরে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রত্যেত্ত অঞ্চলের আলিম-ওলামা থেকে শুরু করে বিভিন্ন গবেষকদের কল্যাণ সাধন করে আসছে।

সমানভাবে সকলে উর্দুভাষায় পারদর্শী না হওয়ায় কিতাবটির ফায়দা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে অনেকে। এসবের বিবেচনায় এই কিতাব অনুবাদ করা যুগের উল্লেখযোগ্য চাহিদা মনে করে কাজটি হাতে নিই। অনুবাদের মতো একটি জটিল কাজ আল্লাহ ও রাসূলের মেহেরবানিতে সম্পাদন করতে সক্ষম হই। প্রকাশকের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও গ্রহণ করেন, সাকালাইন প্রকাশন। এবং প্রখ্যাত লেখক মাওলানা শহিদুল্লাহ বাহাদুরের সফল প্রচেষ্টাই এতে যোগ করা হয়েছে হাদিসের মূল ইবারাত ও প্রয়োজনীয় তাখরিজ। যা বহু

কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবুও মহতী কাজটি সম্পাদনের কারণে পাঠককে অন্যরকম কল্যাণ দেবে; উপকৃত হবে বাংলা ভাষাভাষী সবধরনের গবেষকগণও।

এ পুরো খণ্ডেই গ্রন্থকার (রহঃ) রোযা, যাকাত এবং ই'তিকাফসহ বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন।

অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা **মাকতুবাতুল মাদিনা, করাচী, পাকিস্তান** এর ছাপাকে অনুসরণ করেছি। বাহারে শরিয়তের এই খণ্ডটিও বরাবরের মতো নির্ভুল ও একটি সর্বাধুনিক অনুবাদ করার জন্যে আমাদের চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিলো না বললেও চলে। কিন্তু এতদাসত্ত্বেও ভুল-ত্রুটি রয়ে যাওয়াটা খুবই অস্বাভাবিক কিছু নয়। অতএব, উল্লেখযোগ্য কোনো বিচ্যুতি যদি কারো নযরে পড়ে প্রকাশক বরাবর জানালে, আগামীতে সংশোধন করে দিবেন। ইনশা আল্লাহ!

অনুবাদক মণ্ডলী:

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ

মাওলানা মুহাম্মদ আনিসুর রহমান আশরাফী

মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আবদুল আজিজ রজভী

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল কারিম

মাওলানা হাফিয মুহাম্মদ আতিকুর রহমান

প্রকাশক ও সম্পাদকের কথা

মহান আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে শুকরিয়া ও সিজদা আদায়ের পর দরুদ ও সালামের অগণীত নাযরানা পেশ করছি মানবতার মুক্তির একমাত্র দূত হুযূর নাবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার বরকতময় চরণযুগলে। অতিব ভক্তি ও ভালোবাসার সাথে স্বরণকরি সেসব মহাত্মা সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমদের যাঁদের প্রতিটি আকায়িদ ও আমাল আমাদের জন্যে মুক্তির পাথেয়।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! সর্বপ্রথম ঈমান-আক্বিদা বিষয়ক জ্ঞান শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরযে আইন। অতঃপর দ্বীনের অন্যান্য জরুরী জ্ঞান শিক্ষা করা ফরয। সে জ্ঞানকে ইলমে ফিকহ বলা হয়।

প্রখ্যাত আলেমেদ্বীন সদ্‌রুশ শরিয়ত বদরুত ত্বরিকত আল্লামা মুফতি আমজাদ আলী (রহঃ) দরজাত বুলন্দির লক্ষে বিনম্র চিত্তে মাওলায়ে কায়িনাতের মহান দরবারে পাকে দোয়া করছি। যিনি অত্যন্ত চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে **'বাহারে শরিয়ত'** নামক উর্দু কিতাবটি রচনার মাধ্যমে আমাদেরকে প্রজন্মের জন্য একটি জীবন্ত গাইড লাইন উপহার দিয়েছেন।

প্রিয়পাঠক! মুসলিম মিল্লাতের জন্য সর্বযুগে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ইসলামের সঠিক আকিদা। আকিদা ছাড়া কোনো ইবাদাত আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার আশা করা যায় না। এজন্য উক্ত গ্রন্থাকার প্রথম খণ্ডে তিনি আক্বিদার আলোচনা করেছেন। আক্বিদা শুদ্ধ হওয়ার পরই আমলের গূরুত্ব অপরিসীম। তাই তিনি আমল এবং ফিকহী সকল বিধি-বিধান সংক্রান্ত বিষয়ের আলোকপাত করেছেন।

বাতিল বা ভ্রান্ত মতবাদ বিরোধী সেই রকম মুজাহিদদের অন্যতম, সদ্‌রুশ শরিয়ত বদরুত ত্বরিকত আল্লামা মুফতি আমজাদ আলী (রহঃ) এর 'বাহারে শরিয়ত' কিতাবটি আমার অনেক স্বপ্নের একটি চমৎকার কিতাব। এই কিতাবটি পড়লে যে কোনো ব্যক্তি সকাল থেকে সন্ধা এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত সকল বিষয়ের সমাধান পাবেন ইনশা আল্লাহ। গ্রন্থটি ২০ খণ্ডে সমাপ্ত। আমি অনুবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে মাকতুবাতুল মাদিনা, করাচী, পাকিস্তান এর ছাপাকে অনুসরণ করেছি।

আমি আগ্রহী হলাম কিতাবটি অনুবাদ প্রকাশ করার জন্য। যেহেতু আমি অনুবাদের প্রতি মনোনিবেশ করি না, তাই আমি আমার সাথে সুপরিচিত কতিপয় অনুবাদকদের সহযোগিতা কামনা করি। তারা শত ব্যস্ততার মধ্য দিয়েও সকল খণ্ডের ফিকহী অংশের পাণ্ডুলিপি তৈরী করে আমাকে দেন। গ্রন্থাকার (রহঃ) এ কিতাবে প্রত্যেক বিষয়ের ফিকহী আলোচনা করার পূর্বে হাদিসে পাক উল্লেখ করেছেন। বিশেষকরে প্রথম খণ্ড থেকে শুরু করে ২০তম খণ্ড পর্যন্ত গ্রন্থের অর্ধেকের কাছাকাছি তিনি হাদিসে পাকই উল্লেখ করেছেন। তাই আমি অধম নিজে হাদিসের অংশের অনুবাদের দায়িত্ব নেই, আর বাকি শুধু ফিকহী অংশকে অনুবাদকদের অনুবাদ করার দায়িত্ব অর্পন

করি, যেন কাজটি খুব দ্রুত এবং গবেষণামূলক হয়। বর্তমানে পৃথিবীর ভয়ংকর ফিতনা হচ্ছে সালাফী তথা আহলে হাদিস, তারা প্রিয় নবীর অসংখ্য নির্ভরযোগ্য সনদ বিশিষ্ট হাদিসে পাককে যঈফ জাল বলে উড়িয়ে দিচ্ছে। তাই এ কিতাবটি যেহেতু হানাফী ফিকহের উপরে লিখিত সেহেতু আমি এ গ্রন্থে উল্লিখিত সহীহ বুখারী-মুসলিম ব্যতিত যে হাদিসে পাক বর্ণিত হয়েছে তার প্রত্যেকটি সনদের গ্রহণযোগ্যতা তুলে ধরেছি এবং যে হাদিসগুলোর সনদকে আলবানী যঈফ-জাল বলেছেন সেগুলোর দাঁতভাঙা জবাব দেয়ার চেষ্টা করেছি। গ্রন্থাকার (রহঃ) এ কিতাবে যে সকল বিষয়ের ফিকহী আলোচনার পূর্বে যে সকল হাদিসে পাক এনেছেন সেগুলোর স্বপক্ষে থাকা ভিন্ন সনদের আরোও অনেক হাদিসে পাক আমি হাশিয়ায় উল্লেখ করেছি। এগুলো করার এক মাত্র কারণ হলো আহলে হাদিসদের মুখোশ উন্মোচন, নিজেকে বড় পণ্ডিত সাজানোর জন্য নয়।

দাওয়াতি ইসলামীর প্রকাশনা বিভাগ 'মাকতুবাতুল মাদিনা' মজলিস বোর্ডের অনুকরণে গ্রন্থকার (রহঃ) এ কিতাবটির অধিকাংশ মাসায়েল কোন ফিকহের কিতাব থেকে চয়ন করা হয়ে তা টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে। কিতাবটির ফিকহী অংশ একাধিক অনুবাদক করার কারণে ভাষা কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে, তারপরও আমার শ্রদ্ধেয় মাওলানা মুফতি আবদুল আজিজ রযভি সকল খণ্ডের ভাষার মিল রাখার চেষ্টা করেছেন। তবুও সব মিলিয়ে অনুবাদ ও শব্দ গাঁথুনির কারিশমা অসম্ভব সুন্দর হয়েছে বলে আশাবাদি।

এ খণ্ডে গ্রন্থকার (রহঃ) রোযা, যাকাত এবং ই'তিকাফ সংক্রান্ত বিষয়ে সুবিস্তারে আলোকপাত করেছেন। বিশেষ করে নফল রোযা, নফল সাদকা, চলার সচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষা করার নিন্দা এবং ই'তিকাফের বিধি-বিধান পর্যন্ত বিষয়গুলোর সুবিস্তারে আলোকপাত করেছেন।

আমি একজন প্রকাশক ও সম্পাদকের ভূমিকায় কিতাবটি নিপূণতার লক্ষে বহু-চেষ্টা করেছি। অজানা বশত: গ্রন্থের কোনো জায়গায় যদি উল্লেখযোগ্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়লে সরাসরি আমাকে জানাবেন অথবা আমাকে মেইল করতে পারবেন। আপনার জন্যে দোয়া করবো। পরবর্তী প্রকাশের সময় বিশুদ্ধ করে দেবো। ইনশাআল্লাহ!

প্রিয় পাঠক! আশা করি, দীর্ঘ এই (অনূদিত) পুস্তকটি পরোপুরি পড়লেই সফলতার মুখ দেখবে আমাদের পরিশ্রম।

আরজগুজার

মাওলানা মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর
প্রকাশক, সাকলাইন প্রকাশন, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ইমেইল: sbahadur1998@gmail.com

যাকাতের বর্ণনা

কোরআনের আলোকে যাকাত:

মহান আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন-১

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

-"(মুত্তাকী যারা) আমার দেয়া জীবিকা থেকে আমার পথে ব্যয় করে।" (সূরা-বাকারা, আয়াত নং-৩)

মহান রব ইরশাদ করেন-

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

-"হে মাহবুব! তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ করুন, যা দ্বারা আপনি তাদেরকে পরিচ্ছন্ন এবং পবিত্র করবেন।" (সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত নং-১০৩)

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

-"সফলতা অর্জন করে তারাই, যারা যাকাত আদায় করে থাকে।" (সূরা আল-মু'মিনুন, আয়াত নং-৪)

মহান রব ইরশাদ করেন-

مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-"আর তোমরা যে সব বস্তু আল্লাহর পথে ব্যয় করো, তিনি তার পরিবর্তে আরো অধিক দেবেন। এবং তিনি সর্বাপেক্ষা রিযিকদাতা।" (সূরা সাবা, আয়াত নং-৩৯) আল্লাহ ইরশাদ করেন-

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۞ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ

-"(২৬১) তাদের উপমা, যারা আপন সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে সেই একটি শস্য বীজের মতো, যা উৎপাদন করে সাতটা শীষ। প্রত্যেকটি শীষে একশ' করে শস্য দানা থাকে; এবং আল্লাহ তা থেকেও অধিক বৃদ্ধি করেন যার

জন্য চান। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, জ্ঞানময়। (২৬২) ঐসব লোক যারা স্বীয়-ধন সম্পদ হতে আল্লাহর পথে ব্যয় করে, অতঃপর ব্যয় করার পর না খোঁটা দেয়, না ক্লেশ দেয়, তাদের প্রতিদান তাদের রবের নিকট রয়েছে এবং তাদের না আছে কোন আশংকা না আছে কিছু দুঃখ। (২৬৩) ভালো কথা বলা এবং ক্ষমা প্রদর্শন করা, ঐ দান-খায়রাত অপেক্ষা শ্রেয়তর, যার পরে কষ্ট দেয়া হয়। আল্লাহ তা'য়ালা বেপরোয়া (অভাবমুক্ত), সহনশীল।" (সুরা আল-বাকারাহ, আয়াত নং-২৬১-২৬৩)

আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন-

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ

-"কস্মিনকালেও কখনো পূর্ণ পর্যন্ত পৌঁছবেনা যতক্ষণ আল্লাহর পথে আপন প্রিয়বস্তু ব্যয় করবে না এবং তোমরা যা কিছু ব্যয় করো তা আল্লাহর জানা আছে।" (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত আয়াত নং-৯২)

মহান আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন-

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

-"কোন মৌলিক পূণ্য এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে, হ্যাঁ, মৌলিক পূণ্য হলো এ যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, কিয়ামত দিবসের উপর ফিরিশতাদের উপর এবং সমস্ত নবী-রাসূলগণের উপর, আল্লাহর প্রেমে আপন প্রিয় সম্পদ দান করবে আত্মীয়-স্বজন, এতিমগণ, মিসকীনগণ, মুসাফির ও সাহায্য প্রার্থীদেরকে আর গর্দানসমূহ (গোলাম ও বন্দীদের) মুক্তকরণে; এবং নামাযে কায়েম রাখবে ও যাকাত প্রদান করবে। আর আপন প্রতিশ্রুতি পূরণকারীরা যখন অঙ্গীকার করে এবং বিপদে, সংকটে এবং জিহাদের সময় ধৈর্যধারণকারীরা। এরাই হচ্ছে- ওই সব লোক, যারা আপন কথা সত্য প্রমাণ করেছে এবং এরাই হচ্ছে খোদাভীরু।" (সূরা-বাকারা, আয়াত নং-১৭৭)

মহান রব আরো ইরশাদ করেন-

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

-"এবং যারা কার্পণ্য করে ঐ জিনিসের মধ্যে, যা আল্লাহ তাদেরকে আপন করুণায় দান করেছেন, তারা কখনো যেন সেটাকে নিজের জন্য মঙ্গলজনক মনে না করে; বরং সেটা তাদের জন্য অকল্যাণকর। তারা যেসব সম্পদের মধ্যে কার্পণ্য করেছিলো অদূর ভবিষ্যতে, কিয়ামতের দিন সেগুলো তাদের গলায় শৃঙ্খল হবে।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং-১৮০)

মহান রব ইরশাদ করেন-

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

-"আর যারা স্বর্ণ ও রূপা সঞ্চিত করে রাখে এবং আল্লাহর পথে তা ব্যয় করে না তাদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন বেদনাদায়ক শাস্তির। (৩৫) সেদিন জাহান্নামের আগুণে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তাদের ললাট পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করা হবে। (সেদিন বলা হবে) এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা রেখেছিলে। সুতরাং এক্ষণে আস্বাদ গ্রহণ করো জমা করে রাখার।" (সূরা তাওবা, আয়াত নং-৩৪-৩৫) এভাবে যাকাতের বিধান সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত বর্ণনা করা হয়েছে, যার দ্বারা যাকাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। এ প্রসঙ্গে অসংখ্য হাদিসও বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে কতিপয় হাদিসে পাক উল্লেখ করা হল-

হাদিসের আলোকে যাকাতের বর্ণনা

হাদিস-১-২: ইমাম বুখারী (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلاَ: (لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ) الآيَةَ

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, যাকে আল্লাহ্ তা'য়ালা সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে তার যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন তার সম্পদকে টেকো মাথা সাপ স্বরূপ বানানো

হবে, যার চক্ষুর উপর দু'টি কালো বিন্দু থাকবে, কিয়ামতের দিন তা তার গলায় বেড়ী স্বরূপ করা হবে, অতঃপর সাপ তার মুখের দুই দিকে কামড় দিয়ে ধরবে, তারপর বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সংরক্ষিত ধন, অতঃপর হুজুর সাঃ **لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ** আয়াতটি পাঠ করলেন।"[১]

অনুরূপ হাদিস ইমাম তিরমিযী রহঃ, ইমাম নাসাঈ রহঃ এবং ইমাম ইবনে মাযাহ রহঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।[২]

হাদিস-৩:

ইমাম আহমদ রহঃ সংকলন করেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا جُعِلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، يُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبْهَتُهُ وَظَهْرُهُ

-"সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেন, যে সম্পদের যাকাত আদায় করা হয়নি, কিয়ামতের দিন সে সম্পদ নেড়ে (চুলহীন) সাপ হবে, এর মালিক তার নিকট

---

১ . ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ২/১০৬ পৃ. হা/১৪০৩, ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, ১৪/২৯৮ পৃ. হা/৮৬৬১, বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/১৩৬ পৃ. হা/৭২২৩, সুনানে নাসাঈ, ৫/৩৯ পৃ. হা/২৪৮২, বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ৫/৪৭৮ পৃ. হা/১৫৬০, তিবরিযি, মিশকাত, ৫/৪৭৮ পৃ. হা/১৫৬০, মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব. ১/৩০৭ পৃ. হা/১১৩৮

২. ইমাম ইবনে মাযাহ (রহঃ) সহ অন্যান্য ইমামগণ সংকলন করেন-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ، إِلَّا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، حَتَّى يُطَوَّقَ عُنُقَهُ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ} الْآيَةَ [آل عمران: 180]

-"সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)-এর মধ্যে সবচেয়ে বড় মুফতি, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি তার মালের যাকাত আদায় করে না, তার মালকে কিয়ামতের দিন বিষধর সাপে পরিণত করা হবে, এমনকি তা তার গলায় পেচিয়ে দেয়া হবে। এরপর রাসূল (সাঃ)-এর সমর্থনে আল্লাহর কিতাবের নিম্নোক্ত আয়াত আমাদের তিলাওয়াত করে শুনান- "এবং যারা কার্পণ্য করে ঐ জিনিসের মধ্যে, যা আল্লাহ তাদেরকে আপন করুণায় দান করেছেন, তারা কখনো যেন সেটাকে নিজের জন্য মঙ্গলজনক মনে না করে" (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত নং-১৮০)।" (সুনানে ইবনে মাযাহ, ৩/৬ পৃ. হা/১৭৮৪, ইমাম হুমাইদী, আল-মুসনাদ, ১/২০৫ পৃ. হা/৯৩, সুনানে ইবনে মাযাহ, ৫/৮২ পৃ. হা/৩০১২, তিনি বলেন- **هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ** -"এ হাদিসটি হাসান, সহীহ।")

থেকে পলায়ন করবে, কিন্তু তা তাকে আঘাত থাকবে যতক্ষণ না তার আঙ্গুলগুলো (খাদ্যরূপে) তার সাপের মুখে দিবে।"[৩]

হাদিস-৪-৫:

সহীহ মুসলীম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে-

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالْإِبِلُ؟ قَالَ: وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، أَوْفَرَ مَا كَانَتْ، لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟ قَالَ: وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ، وَلَا غَنَمٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ، وَلَا جَلْحَاءُ، وَلَا عَضْبَاءُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

-"হযরত আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সোনা রূপার (নিসাব পরিমাণ) মালিক হবে অথচ তার হক (যাকাত) আদায় করবে না তার জন্য কিয়ামতের দিন (তা দিয়ে) আগুনের পাত বানানো হবে। এগুলোকে জাহান্নামের আগুনে এমনভাবে গরম করা হবে যেন তা আগুনেরই পাত। সে পাত দিয়ে তার পাঁজর, কপাল ও পিঠে দাগ দেয়া হবে। তারপর এ পাত পৃথক করা হবে। আবার আগুনে উত্তপ্ত করে তার শরীরে লাগানো হবে। আর লাগানোর সময়ের মেয়াদ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। (এ অবস্থা চলবে) বান্দার (জান্নাত জাহান্নামের) ফায়সালা হওয়া পর্যন্ত।

তারপর তাকে নেয়া হবে জান্নাত অথবা জাহান্নামে। সাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! উটের বিষয়টি (যাকাত না দেবার পরিণাম) কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন, উটের মালিক যদি এর হক (যাকাত) আদায় না

৩ . ইমাম বায্যার, আল-মুসনাদ, ১৩/১৫৪ পৃ. হা/৭৭২০

করে- যেদিন উটকে পানি খাওয়ানো হবে সেদিন তাকে দুহানোও তার একটা হক- ক্বিয়ামাতের দিন ওই ব্যক্তিকে সমতল ভূমিতে উটের সামনে মুখের উপর উপুড় করে। তার সবগুলো উট গুণে গুণে (আনা হবে) মোটা তাজা একটি বাচ্চাও কম হবে না। এসব উট মালিককে নিজেদের পায়ের নীচে ফেলে পিষতে থাকবে, দাঁত দিয়ে কামড়াবে। এ উটগুলো চলে গেলে, আবার আর একদল উট আসবে। যেদিন এমন ঘটবে, সে দিনের মেয়াদ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। এমনকি বান্দার হিসাব-নিকাশ শেষ হয়ে যাবে। তারপর ঐ ব্যক্তি জান্নাত অথবা জাহান্নামের দিকে অগ্রসর হবে।

সাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল! গরু-ছাগলের যাকাত আদায় না করলে (মালিকদের) কি অবস্থা হবে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি গরু-ছাগলের মালিক হয়ে এর হক (যাকাত) আদায় করে না কিয়ামতের দিন তাকে সমতল ভূমিতে উপুড় করে ফেলা হবে। তার সব গরু ও ছাগলকে (ওখানে আনা হবে) একটুও কম-বেশি হবে না। গরু-ছাগলের শিং বাঁকা কিংবা ভঙ্গ হবে না। শিং ছাড়াও কোনটা হবে না। এসব গরু ছাগল শিং দিয়ে মালিককে গুতো মারতে থাকবে, খুর দিয়ে পিষবে।[৪]

অনুরূপ হাদিস বুখারী ও মুসলিম শরীফে উট, গরু ও ছাগলের যাকাত না দেয়ার পরিণাম সম্পর্কে হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে।[৫]

---

৪ . ক. ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ২/৬৮০ পৃ. হা/৯৮৭
খ. ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৮/৩৮৩ পৃ. হা/৮৯৪৫
গ. ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/২০০ পৃ. হা/৭৪১৮
ঘ. ইমাম বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ৫/৪৮০ পৃ. হা/১৫৬২
ঙ. ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৩০৪ পৃ. হা/১১২৬
চ. মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৬/৩০২ পৃ. হা/১৫৭৯৫
ছ. খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৫৫ পৃ. হা/১৭৭৩, পরিচ্ছেদ: **كتاب الزَّكَاة**

৫ . ইমাম বুখারী (রহঃ) হাদিসটি এভাবে সংকলন করেন-

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَوْ: وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ، أَوْ كَمَا حَلَفَ مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ، أَوْ بَقَرٌ، أَوْ غَنَمٌ، لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا، إِلَّا أُتِيَ بِهَا يَوْمَ القِيَامَةِ، أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ

-"হযরত আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, কসম সেই সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ (বা তিনি বললেন) কসম সেই সত্তার, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, অথবা অন্য কোন শব্দে শপথ করলেন, উট, গরু বা বকরী থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি এদের হক আদায় করেনি সেগুলো যেমন ছিল তার চেয়ে বৃহদাকার ও মোটা তাজা করে কিয়ামতের দিন উপস্থিত করা হবে এবং তাকে পদপিষ্ট করবে এবং শিং দিয়ে গুঁতো দিবে। যখনই দলের শেষটি চলে যাবে তখন পালাক্রমে আবার প্রথমটি ফিরিয়ে আনা হবে। মানুষের বিচার শেষ না হওয়া

হাদিস নং-৬: ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ، قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ، إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ ، فَقَالَ: وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّ

-"হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাত বরণ করলেন আর তাঁর পরে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে খলিফা করা হলো এবং আরবের যারা কাফির হবার তারা কাফির হয়ে গিয়েছিল, তখন হযরত উমার (রাঃ) হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে বললেন, আপনি কী করে লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি মানুষের সঙ্গে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলার পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধ করার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত। অতএব যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলল, সে তার জান ও মালকে আমার থেকে নিরাপদ করে নিল।

তবে ইসলামী বিধানের আওতায় পড়লে আলাদা। তাদের প্রকৃত হিসাব আল্লাহর কাছে হবে। হযরত আবূ বকর (রাঃ) বললেন, যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে, আমি অবশ্য অবশ্যই তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো। কেননা, যাকাত হল মালের হক। আল্লাহর শপথ! যদি তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট যা আদায় করতো, এখন তা (সেভাবে) দিতে অস্বীকার করে, তাহলেও আমি অবশ্যই তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো। হযরত উমার (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি দেখছিলাম যে, যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আবূ বকরের সিনা খুলে দিয়েছেন। সুতরাং আমি বুঝতে পারলাম এ সিদ্ধান্ত সঠিক।"[৬]

পর্যন্ত তার সাথে এরূপ চলতে থাকবে।" (ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ২/১১৯ পৃ. হা/১৪৬০, ইমাম বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ৫/৪৭৭ পৃ. হা/১৫৫৯)

৬ . ক. ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ৯/৯৩ পৃ. হা/৭২৮৪

হাদিস নং-৭: ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: 34]، قَالَ: كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ، فَانْطَلَقَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ، إِلَّا لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ، وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ، فَكَبَّرَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হয়, যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভুত করে ...শেষ পর্যন্ত (সূরা তাওবা, আয়াত নং-৪০), রাবী বলেন, তখন মুসলমানদের নিকট তা খুবই গুরতর মনে হল। হযরত উমার (রাঃ) বলেন, আমি তোমাদের এই উদ্বেগ দূরীভূত করবো। অতঃপর তিনি গিয়ে বলেন, ইয়া নাবীআল্লাহ্! এই আয়াত আপনার সাহাবীদের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের অবশিষ্ট ধন-সম্পদ পবিত্র করতে যাকাত ফরয করেছেন। আর তিনি মীরাছ এইজন্য ফরয করেছেন, যাতে পরিত্যক্ত মাল তোমাদের পরবর্তী বংশধরেরা পেতে পারে।

তখন হযরত উমার (রাঃ) 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দেন। অতঃপর তিনি হযরত উমার (রাঃ)-কে বলেন, আমি কি তোমাকে লোকদের পুঞ্জীভুত মালের চেয়ে উত্তম মাল সর্ম্পকে অবহিত করবো না? তা হল পূন্যবতী নারী যখন সে (স্বামী) তার দিকে দৃষ্টিপাত করে তখন সে সন্তুষ্ট হয়। আর যখন সে (স্বামী) তাকে কিছু

খ. ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ১/৫১ পৃ. হা/২০

গ. ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ১/২৮৮ পৃ. হা/৯৪১

ঘ. ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/১৯১ পৃ. হা/৭৩৭৭

ঙ. তিরমিযি, আস-সুনান, ৪/২৯৯ পৃ. হা/২৬০৭

চ. ইমাম ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, ১/৪৫০ পৃ. হা/২১৭

ছ. ইমাম নাসাঈ, আস-সুনান, ৫/১৪ পৃ. হা/২৪৪৩

জ. ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, ২/৯৩ পৃ. হা/১৫৫৬

করার নির্দেশ দেয়, তখন সে তা পালন করে। আর যখন সে (স্বামী) তার নিকট হতে অনুপস্থিত থাকে তখন সে তার (ইজ্জত ও মালের) হেফাযত করে।"[৭]

হাদিস-৮: ইমাম বুখারী রহঃ স্বীয় তারিখে, ইমাম শাফেয়ী রহঃ, ইমাম বায্যার রহঃ এবং ইমাম বায়হাকী রহঃ সংকলন করেন-

عَنْ عَائِشَةَ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالًا إِلَّا أَهْلَكَتْهُ

-"উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেন, যে মালে কখনো যাকাত মিলবে না, নিশ্চয়ই তাকে ধ্বংস করে দিবে।"[৮]

কতিপয় ইমামগণ এ হাদীসের এ অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, যে সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হয়েছে, আদায় করেনি এবং সম্পদের সাথে মিলায়ে নিল, এটা হারাম, এটা হালালকেও ধ্বংস করবে। (ইমাম মুনযিরী রহঃ বলেন)-

أَن الرجل يَأْخُذ الزَّكَاة وَهُوَ غَنِي عَنْهَا فَيَضَعهَا مَعَ مَاله فتهلكه وَبِهَذَا فسره الإِمَام أَحْمد وَالله أعلم

-"ইমাম আহমদ (রহঃ) এর অর্থ এরূপ বলেছেন যে, যে ধনী ব্যক্তি যাকাত গ্রহণ করল তার যাকাত তার মালকে ধ্বংস করবে, যাকাত তো দরিদ্র ব্যক্তিদের জন্য। এখানে উভয় অর্থ বিশুদ্ধ।"[৯]

---

৭ . ক. ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, ২/১২৬ পৃ. হা/১৬৬৪
খ. ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ১/৫৬৭ পৃ. হা/১৪৮৭
গ. ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/১৪০ পৃ. হা/৭২৩৫
ঘ. ইমাম আবি ইয়ালা, আল-মুসনাদ, ৪/৩৭৮ পৃ. হা/২৪৯৯
ঙ. ইমাম আহমদ, ফাযায়েলস সাহাবা, ১/৩৭৪ পৃ. হা/৫৬০
চ. ইবনে আছির, জামেউল উসূল, ৬/৩০২ পৃ. হা/৬৫৩
ছ. খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৫৯ পৃ. হা/১৭৮১, পরিচ্ছেদ: **كتاب الزَّكَاة**

৮ . ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/২৬৮ পৃ. হা/৭৬৬৬, শুয়াবুল ঈমান, ৫/১৬৬ পৃ. হা/৩২৪৬, আল-মা'রিফাতুল সুনানি ওয়াল আছার, ৬/১৮৩ পৃ. হা/৮৪২৪, আস-সুনানুস সুগড়া, ২/৮২ পৃ. হা/১২৮৯, মুসনাদে শাফেয়ী, হা/৬০৭, ইমাম ক্বাদাঈ, মুসনাদিশ শিহাব, ২/১০ পৃ. হা/৭৮১, ইমাম বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ৫/৪৮২ পৃ. হা/১৫৬৩, ইমাম ইবনে আদি, আল-কামিল, ৭/৪৩২ পৃ. ক্রমিক. ১৬৮২, ইমাম মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৬/৩০৬ পৃ. হা/১৫৮১০, আল্লামা মানাভী লিখেন- **باسناد ضَعِيف**-"হাদিসটির সনদ দুর্বল।" (আল্লামা মানাভী, তাইসির বিশারহে জামেউস সাগীর, ২/৩৪৮ পৃ.) তিনি এ হাদিসটিকে 'মুহাম্মদ বিন উসমান বিন ছাফওয়ান' নামক রাবী সনদে থাকার কারণে যঈফ বলেছেন। (মানাভী, ফয়যুল ক্বাদীর, ৫/৪৪৩ পৃ.) কিন্তু আসলে বিষয়টি তা নয়, শুধু একজন মুহাদ্দিস তাকে যঈফ বলেছেন। (যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৪/৯৬৩ পৃ. ক্রমিক. ৩২৩) কিন্তু ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন। (ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস সিকাত, ৭/৪২৪ পৃ. ক্রমিক.১০৭২৮) তাই হাদিসটি কমপক্ষে হাদিসটি 'হাসান'।

৯ . ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৩০৯ পৃ. হা/১১৪৩

হাদিস নং-৯: ইমাম তাবরানী (রহঃ) তাঁর মু'জামুল আওসাত নামক গ্রন্থে সংকলন করেন-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا ابْتَلَاهُمُ اللهُ بِالسِّنِينَ

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ)ইরশাদ করেন, যে গোত্র যাকাত আদায় করবে না, আল্লাহ তা'আলা সে জাতিকে দূর্ভিক্ষে নিমজ্জিত করবেন।"[১০]

হাদিস-১০: ইমাম তাবরানী (রহঃ) তাঁর 'মু'জামুল আওসাত' নামক কিতাবে সংকলন করেন-

قَالَ عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تلف مَال فِي بر وَلَا بَحر إِلَّا بِحَبْس الزَّكَاة

-"হযরত ফারুকে আজম (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, হুজুর করীম (সাঃ)ইরশাদ করেন, জলে স্থলে যে সম্পদ ধ্বংস হয় তা যাকাত আদায় না করার কারণেই ধ্বংস হয়ে থাকে।"[১১]

হাদিস নং-১১: সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আহনাফ বিন কায়স (রাঃ) হতে বর্ণিত। সৈয়্যদানা আবু যার গিফারী (রাঃ) ইরশাদ করেন,

بَشِّرِ الْكَانِزِينَ، بِكَيٍّ فِي ظُهُورِهِمْ، يَخْرُجُ مِنْ جُنُوبِهِمْ، وَبِكَيٍّ مِنْ قِبَلِ أَقْفَائِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ

-"তাদের স্তনের উপর জাহান্নামের গরম পাথর রাখা হবে। সীনা ভেঙ্গে কাঁধ দিয়ে বের হয়ে যাবে, কাঁধের হাড়ের উপর রাখা হবে, হাড় ভেঙ্গে সীনা দিয়ে বেরিয়ে আসবে।"[১২] সহীহ্ মুসলিম শরীফে এটাও রয়েছে যে, আমি নবী করীম (সাঃ)কে বলতে শুনেছি,

بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفَيْهِ، وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفَيْهِ،

---

১০ . ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৫/২৬ পৃ. হা/৪৫৭৭ এবং ৭/৪০ পৃ. হা/৬৭৮৮, ইমাম মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৬/৩০৬ পৃ. হা/১৫৮১১, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৩০৯ পৃ. হা/১১৪৫, তিনি বলেন- **رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَرُوَاته ثِقَات** -"হাদিসটি তাবরানী তার মু'জামুল আওসাত নামক কিতাবে বর্ণনা করেছেন, আর বর্ণনাকারীগণ সকলেই বিশ্বস্ত।"

১১ . ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৩০৮ পৃ. হা/১১৪১ এবং হা/১১৪৩, ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ১/৩১ পৃ. হা/৩৪, শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, হা/১০৫৯০, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৬/৩০৬ পৃ. হা/১৫৮০৭

১২ . ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ২/৬৯০ পৃ. হা/৯৯২,

-"সম্পদ কুক্ষিগতকারীদের সুসংবাদ দাও যে, একটি পাথর জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে, তাদের কারো বুকের মাঝখানে রাখা হবে। এমনকি তার কাঁধের হাড় ভেদ করে বেরিয়ে যাবে এবং কাঁধের হাড়ের উপর রাখা হলে তা স্তনের বোটা ভেদ করে বেরিয়ে যাবে এবং পাথরটি (আগুনের উত্তাপের ফলে) কাঁপতে থাকবে।"[১৩]

হাদিস নং-১২: ইমাম তাবরানী রহঃ হযরত আমিরুল মু'মিনীন আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। নবী করীম (সাঃ)ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ، وَلَنْ يُجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِذَا جَاعُوا وَعَرَوْا إِلَّا بِمَا يُضَيِّعُ أَغْنِيَاؤُهُمْ، أَلَا وَإِنَّ اللهَ يُحَاسِبُهُمْ حِسَابًا شَدِيدًا، وَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

-"মহান রব ধনীদের উপরে দরিদ্রদের জন্য তাদের মাল হতে নির্ধারিত পরিমান মাল ফরয করেছেন, দরিদ্র লোকেরা কখনো উপবাসের যাতনা ভোগে না, কিন্তু ধনীদের হতেই তারা নির্যাতিত হয়। সাবধান! এমন ধনীদের থেকে আল্লাহ কঠোর হিসাব গ্রহণ করবেন এবং তাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি দিবেন।"[১৪]

হাদিস নং-১৩: ইমাম তাবরানী (রহঃ) খাদেমুর রাসূল (ﷺ), হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন,

وَيْلٌ لِلْأَغْنِيَاءِ مِنَ الْفُقَرَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُونَ: رَبَّنَا، ظَلَمُونَا حُقُوقَنَا الَّتِي فُرِضَتْ لَنَا عَلَيْهِمْ، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، لَأُدْنِيَنَّكُمْ وَلَأُبَاعِدَنَّهُمْ

---

১৩ . ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ২/৬৯০ পৃ. (৩৫) হা/৯৯২

১৪ . ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৪/৪৮ পৃ. হা/৩৫৭৯ এবং মু'জামুস সগীর, ১/২৭৫ পৃ. হা/৪৫৩, হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩/৬২ পৃ. হা/৪৩২৪, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৩০৬ পৃ. হা/১১৩০, তিনি বলেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَالصَّغِير وَقَالَ تفرد بِهِ ثَابت بن مُحَمَّد الزَّاهِد قَالَ الْحَافِظ وثابت ثِقَة صَدُوق روى عَنهُ الْبُخَارِيّ وَغَيره وَبَقِيَّة رُوَاته لَا بَأْس بهم

-"ইমাম তাবরানী (রহঃ) তাঁর মু'জামুল আওসাত নামক কিতাবে বর্ণনা করেন, এবং তিনি বলেন, এটি একক সাবিত ইবনে মুহাম্মদ জাহেদ বর্ণনা করেছেন, ইমাম হাফেয (রহঃ) বলেন, রাবী সাবেত নির্ভরযোগ্য, সত্যবাদী, তার থেকে ইমাম বুখারী (রহঃ)সহ আরও অনেকে বর্ণনা করেছেন, অন্যান্য বর্ণনাকারীদের মধ্যে কোন অসুবিধা নেই।" (ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৩০৬ পৃ. হা/১১৩০) তাই আহলে হাদিস আলবানীর তামামুল মিন্নাহ নামক কিতাবে একে যঈফ বলার কোন ভিত্তি নেই।

-"কিয়ামতের দিবসে ধনীদের জন্য দরিদ্রদের পক্ষ থেকে অনিষ্ঠতা রয়েছে। ফকীর ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে আরজ করবে, হে আমাদের রব! তুমি তার উপর আমাদের যে হক ফরজ করেছো, সে অন্যায়ভাবে তা আমাদেরকে দেয়নি। তখন আল্লাহ বলবেন, আমার সম্মান ও মহত্বের শপথ, আমি তোমাকে আমার নৈকট্য দান করবো এবং তাকে দূরে রাখবো।"[১৫]

হাদিস নং-১৪: ইমাম ইবনে খুজায়মা রহঃ, ইমাম ইবনে হিব্বান রহঃ স্বীয় 'আস-সহীহ' গ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ)ইরশাদ করেন,

وَأَمَّا أَوَّلُ ثُلَّةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ فَأَمِيرٌ مُسَلَّطٌ، وَذُو ثَرْوَةٍ مِنْ مَالٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ فِي مَالِهِ، وَفَقِيرٌ فَخُورٌ

-"তিন ব্যক্তি প্রথমে দোযখে যাবে, এর মধ্যে একজন হচ্ছে সেই ধনী যে স্বীয় সম্পদে আল্লাহর হক (যাকাত) আদায় করেনি। আর অপরজন হচ্ছেন অহংকারী ফকির।"[১৬]

হাদিস নং-১৫: ইমাম আহমদ রহঃ তাঁর 'আল-মুসনাদ' নামক কিতাবে সংকলন করেন-

عَن عمَارَة بن حزم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ أَربع فرضهن الله فِي الْإِسْلَام فَمن جَاءَ بِثَلَاث لم يغنين عَنهُ شَيْئا حَتَّى يَأْتِي بِهن جَمِيعًا الصَّلَاة وَالزَّكَاة وَصِيَام رَمَضَان وَحج الْبَيْت

---

১৫ . ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৫/১০৭ পৃ. হা/৪৮১৩ এবং মু'জামুস সগীর, ২/১৩ পৃ. হা/৬৯৩, হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩/৬২ পৃ. হা/৪৩২৫, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৩০৬ পৃ. হা/১১৩৩, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৬/৩১০ পৃ. হা/১৫৮২২, ইমাম হাইসামী (রহঃ) বলেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْحَارِثُ بْنُ النُّعْمَانِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

-"হাদিসটি ইমাম তাবরানী (রহঃ) তাঁর মু'জামুস সাগীর নামক কিতাবে এবং মু'জামুল আসাত নামক কিতাবে বর্ণনা করেছেন। সনদে হারেস ইবনে নু'মান নামক রাবী রয়েছেন, তিনি দুর্বল রাবী।" তবে আল্লামা মুগলতাঈ (রহঃ) লিখেন- **وأبو حاتم بن حبان في جملة الثقات.** -"ইমাম আবু হাতেম ইবনে হিব্বান (রহঃ) তাকে নির্ভরযোগ্য বলে গন্য করেছেন। (আল্লামা মুগলতাঈ, ইশমালু তাহযিবুল কামাল, ৩/৩২২ পৃ. ক্রমিক. ১১১৩) এছাড়াও ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন বিষয়টি মশহুর। (ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস সিকাত, ৪/৩৫ পৃ. ক্রমিক. ২১৫৮)

১৬ . সহীহ ইবনে খুজায়মা, ২/১০৭৩ পৃ. হা/২২৪৯, ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ৭/২৬৮ পৃ. হা/৩৫৯৬৯

-"হযরত আমারা বিন হাযম (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ)ইরশাদ করেন, আল্লাহপাক ইসলামে চারটি জিনিস ফরজ করেছেন, যে ব্যক্তি এর মধ্যে তিনটি আদায় করবে, তা তার কোন কাজেই আসবে না, যতক্ষণ না চারটি যথাযথভাবে আদায় কারা হয়, নামায, যাকাত, রমজানের রোজা, বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জ।"[১৭]

হাদিস নং- ১৬: ইমাম তাবরানী (রহঃ) তাঁর মু'জামুল কবীরে সহীহ সনদে সংকলন করেন-

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أُمِرْنَا بِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، فَمَنْ لَمْ يُزَكِّ فَلَا صَلَاةَ لَهُ

-"হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে, যেন সালাত আদায় করি এবং যাকাত প্রদান করি, যে যাকাত প্রদান করবে না তার সালাত কবুল হবে না।"[১৮]

হাদিস নং-১৭: সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মুসনদে আহমদ, সুনানে তিরযিতে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন,

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ، إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ

-"তিনি বলেন, আল্লাহর পথে সাদকা করলে সম্পদ কমে যায় না, মাফ করলে সম্মান বৃদ্ধি হয় এবং নম্রতা প্রদর্শনকারী মর্যাদা আল্লাহ বাড়িয়ে দেন।"[১৯]

---

১৭ .ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৩০৮ পৃ. হা/১১৩৯, ইমাম আহমদ (রহঃ) এভাবেও আরেকটি সূত্র সংকলন করেন-

عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَرْبَعٌ فَرَضَهُنَّ اللهُ فِي الْإِسْلَامِ، فَمَنْ جَاءَ بِثَلَاثٍ، لَمْ يُغْنِينَ عَنْهُ شَيْئًا، حَتَّى يَأْتِيَ بِهِنَّ جَمِيعًا الصَّلَاةُ، وَالزَّكَاةُ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَحَجُّ الْبَيْتِ

-"হযরত যিয়াদ ইবনে নুয়াইম হাদ্বরামী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, আল্লাহপাক ইসলামে চারটি জিনিস ফরজ করেছেন, যে ব্যক্তি এর মধ্যে তিনটি আদায় করবে, তা তার কোন কাজেই আসবে না, যতক্ষণ না চারটি যথাযথভাবে আদায় কারা হয়, সালাত, যাকাত, রমজানের রোজা, বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জ।" (ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/২১৬ পৃ. হা/৮২২, ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, ২৯/৩২৮ পৃ. হা/১৭৭৮৯, ইবনে কাসির, জামেউল মাসানীদ, ৩/৫১ পৃ. হা/৩১৮৪, হাদিসটি মুরসাল এবং 'হাসান' পর্যায়ের।)

১৮ . ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ১০/১০৩ পৃ., হা/১০০৯৫, ইমাম আজরী, আশ-শারি'আ, ২/৫৯২ পৃ. হা/২২৫, ইমাম হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩/৬২ পৃ. হা/৪৩২৯, তিনি বলেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَلَهُ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.

-"হাদিসটি ইমাম তাবরানী (রহঃ) তাঁর মু'জামুল কাবীর নামক কিতাবে বর্ণনা করেছেন, সনদটি সহীহ।"

হাদিস নং-১৮: সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন,

مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ اللهِ، دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ، يَعْنِي الجَنَّةَ، يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصِّيَامِ، وَبَابِ الرَّيَّانِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا عَلَى هَذَا الَّذِي يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، وَقَالَ: هَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلِّهَا أَحَدٌ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرٍ

-"যে ব্যক্তি কোন জিনিসের জোড়া জোড়া আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবে তাকে জান্নাতে প্রবেশের জন্য সকল দরজা হতে আহ্বান করা হবে। বলা হবে, হে আল্লাহর বান্দা! এ দরজাই উত্তম। যে ব্যক্তি সালাত সম্পাদনকারী হবে তাঁকে সালাতের দরজা দিয়ে প্রবেশের জন্য ডাকা হবে। যে ব্যক্তি জিহাদকারী হবে তাকে জিহাদের দরজা হতে ডাকা হবে। যে ব্যক্তি সাদাকাহকারী হবে, তাকে সাদকাহর দরজা দিয়ে ডাকা হবে। যে ব্যক্তি সাওম পালনকারী হবে তাকে সাওমের দরজা বাবুররাইয়ান হতে ডাকা হবে। হযরত আবূ বাকর (রাঃ) বললেন, কোন ব্যক্তিকে সকল দরজা দিয়ে ডাকা হবে এমন তো অবশ্য জরুরী নয়, তবে কি এরূপ কাউকে ডাকা হবে? নাবী ﷺ বললেন, হ্যাঁ, হবে। আমি আশা করছি তুমি তাদের অন্তর্ভূক্ত হবে, হে আবূ বাকর!।"[২০]

হাদিস নং-১৯: ইমাম বুখারী রহঃ, ইমাম মুসলিম রহঃ, ইমাম তিরমিযী রহঃ, ইমাম নাসাঈ রহঃ, ইমাম ইবনে মাযাহ রহঃ, ইমাম খুযায়মা (রহঃ) প্রমুখ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী (সাঃ)ইরশাদ করেন,

---

১৯ . ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, হা/২৫৮৮, সহীহ ইবনে খুজায়মা, হা/২৪৩৮, ৫/২০৫ পৃ. হা/৫০৯২

২০ . ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ৫/৬ পৃ. হা/৩৬৬৬, সহীহ ইবনে খুজায়মা, হা/২৪৮০, মুয়াত্তায়ে মালেক, ৩/৬৬৭ পৃ. হা/১৭০০ (আজমী সম্পাদিত), সুনানে নাসাঈ, ৪/১৬৮ পৃ. হা/২২৩৮, সুনানে তিরমিযি, ৬/৫৫ পৃ. হা/৩৬৭৪, সহীহ মুসলিম, ২/৭১১ পৃ. পরিচ্ছেদ: (২৭): **بَابُ مَنْ جَمَعَ الصَّدَقَةَ، وَأَعْمَالَ الْبِرِّ** , ইমাম বাগভী, শরহে সুন্নাহ, হা/১৬৩৫, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১১/৫৪৭ পৃ. হা/৩২৫৬৬, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৯২ পৃ. হা/১৮৯০, পরিচ্ছেদ: **بَاب فضل الصَّدَقَة** ,

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ

-"যে ব্যক্তি হালাল রোজগার হতে একটি খেজুর পরিমান দান করবে (আল্লাহ তা কবুল করবেন) এবং আল্লাহ তা'য়ালা কেবল পবিত্র মাল কবুল করেন আর আল্লাহ তায়ালা তা নিজের (কুদরতী) ডান হাত দিয়ে তা কবুল করেন। অতঃপর আল্লাহ কল্যাণার্থে লালন পালন করেন, যেভাবে তোমাদের কেউ নিজের ঘোড়ার বাচ্চা (যত্ন সহকারে) লালন পালন করে থাকে, অবশেষে সেই সাদকাহ পাহাড় বরাবর হয়ে যায়।"[২১]

হাদিস নং ২০-২১: ইমাম নাসাঈ, ইবনে মাযাহ, ইবনে খোজায়মা ও ইবনে হিব্বান 'আস-সহীহ' গ্রন্থে ইমাম হাকেম (রহঃ) তার মুস্তাদরাকে সহীহ সূত্রে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ও হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে,

خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا، فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَكَبَّ، فَأَكَبَّ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا يَبْكِي لَا نَدْرِي عَلَى مَاذَا حَلَفَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فِي وَجْهِهِ الْبُشْرَى، فَكَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ، وَيُخْرِجُ الزَّكَاةَ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ، إِلَّا فُتِّحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، فَقِيلَ لَهُ: ادْخُلْ بِسَلَامٍ

-"একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সম্বোধন করে তিনবার বললেন, ঐ সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ। তিনবার বলার পর তিনি উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন। আমাদের প্রত্যেকেই উপুড় হয়ে পড়ে গিয়ে ক্রন্দন করতে লাগলো। আমরা বুঝতেই পারলাম না যে, তিনি কোন কথার উপর শপথ করলেন। অতঃপর তিনি স্বীয় মস্তক উত্তোলন করলেন। তাঁর চেহারাতে তখন আনন্দের বিচ্ছুরণ পরিলক্ষিত হচ্ছিল, যা আমাদের কাছে সব রকমের নিয়ামত অপেক্ষা অধিক প্রিয় ছিল। অতঃপর তিনি বললেন, যে বান্দা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, রমযান মাসে সাওম পালন করে, যাকাত প্রদান করে এবং সাতটি কবিরা গুনাহ

---

২১ . ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ২/১০৮ পৃ. হা/১৪১০ এবং হা/৭৪৩০, মুসনাদে আহমদ, ১৪/১১৫ পৃ. হা/৮৩৮১, বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/২৯৫ পৃ. হা/৭৭৪৬, সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৩৩১৯, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৯২ পৃ. হা/১৮৮৮, পরিচ্ছেদ: **بَاب فضل الصَّدَقَة** , ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩ পৃ. হা/১২৬৩, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৬/৩৫২ পৃ. হা/১৬০২০

পরিত্যাগ করে থাকে, অবশ্যই তার জন্য জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হবে এবং তাকে বলা হবে যে, তুমি প্রশান্ত চিত্তে জান্নাতে প্রবেশ করো।"[২২]

হাদিস নং-২২: ইমাম আহমদ (রহঃ) 'সহীহ' সূত্রে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ)ইরশাদ করেন,

تُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِكَ فَإِنَّهَا طُهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ، وَتَصِلُ أَقْرِبَاءَكَ، وَتَعْرِفُ حَقَّ الْمِسْكِينِ، وَالْجَارِ، وَالسَّائِلِ

-"স্বীয় সম্পদের যাকাত আদায় কর। যাকাত সম্পদ রক্ষাকারী পবিত্রকারী, তোমাকেও পবিত্র করবে। নিকটাত্মীয়দের সাথে সাদাচরণ কর, মিসকীন, প্রতিবেশী ও ভিক্ষুকের হক আদায় করো।"[২৩]

হাদিস-নং ২৩: ইমাম তাবরানী রহঃ তাঁর মু'জামুল আওসাত এবং মু'জামুল কাবীর নামক কিতাবে হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন,

الزَّكَاةُ قَنْطَرَةُ الْإِسْلَامِ

-"রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেন, যাকাত ইসলামের সেতু।"[২৪]

---

২২ . সুনানে নাসাঈ, ৫/৮ পৃ. হা/২৪৩৮, পরিচ্ছেদ: **بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ** এবং আস-সুনানুল কোবরা, ৩/৬ পৃ. হা/২২৩০, সহীহ ইবনে খুজায়মা, হা/৩৩৫, সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/১৭৪৮, ইবনে আছির, জামেউল উসূল, হা/৭২৮৪, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/১৪৬ পৃ. হা/৫৩৫

২৩ . ইমাম হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩/৬৩ পৃ. হা/৪৩৩২, তিনি বলেন-

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

-"ইমাম আহমদ (রহঃ) ও ইমাম তাবরানী (রহঃ) তাঁর মু'জামুল আওসাত নামক কিতাবে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, সনদের সমস্ত রাবী সহীহ বুখারীর ন্যায়।" ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/২৯৯ পৃ. হা/১১০৪, পরিচ্ছেদ: **كتاب الصَّدقَات التَّرْغِيب فِي أَدَاء الزَّكَاة وتأكيد وُجُوبهَا** , তিনি বলেন- **رَوَاهُ أَحْمَد وَرِجَاله رجال الصَّحِيح** -"ইমাম আহমদ (রহঃ) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, আর সনদের সমস্ত রাবী সহীহ বুখারীর ন্যায়।" ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ২/৩৯২ পৃ. হা/৩৩৭৪, তিনি বলেন- **هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ** -'এ হাদিসটির সনদ শাইখাইনের শর্তানুসারে সহীহ, যদিওবা তাঁরা সংকলন করেননি।" ইমাম যাহাবী (রহঃ)ও তাঁর সাথে একমত পোষণ করেছেন। মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৬/২৯৪ পৃ. হা/১৫৭৬৯

২৪ . ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৮/৩৮০ পৃ. হা/৮৯৩৭, ইমাম বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৫/২০ পৃ. হা/৩০৩৮, ইমাম ক্বাদাঈ, মুসনাদিশ শিহাব, ১/১৮৩ পৃ. হা/২৭০, ইমাম ইবনে কাসির, জামেউল মাসানীদ ওয়াল সুনান, ৯/২৯৪ পৃ. হা/১১৮৭৯, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৬/২৯৩ পৃ. হা/১৫৭৫৮, হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩/৬২ পৃ. হা/৪৩২৭, ইমাম হাইসামী (রহঃ) বলেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ ; إِلَّا أَنَّ بَقِيَّةَ مُدَلِّسٌ، وَهُوَ ثِقَةٌ.

-"হাদিসটি ইমাম তাবরানী (রহঃ) তাঁর মু'জামুল কাবীর এবং আওসাত নামক কিতাবে বর্ণনা করেন, সনদের সকল রাবী নির্ভরযোগ্য, কেবল রাবী বাকিয়্যাহ নামক ব্যক্তি ছাড়া, তিনি মুদাল্লিস (তাদলীসকারী), তবে তিনি নির্ভরযোগ্য।" আহলে হাদিস আলবানী সনদে থাকা 'দাহ্হাক ইবনে হামরাহ'

হাদিস নং-২৪: ইমাম তাবরানী রহঃ তাঁর মু'জামুল আওসাত নামক হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী (সাঃ)ইরশাদ করেন,

اُكْفُلُوا لِي بِسِتٍّ خِصَالٍ وَأَكْفُلُ لَكُمُ الْجَنَّةَ . قُلْتُ: مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ، وَالزَّكَاةُ، وَالْأَمَانَةُ، وَالْفَرْجُ، وَالْبَطْنُ، وَاللِّسَانُ

-"যে আমার জন্য ছয়টি জিনিসের জিম্মাদার হবে, আমি তার জন্য জান্নাতের জিম্মাদার হব। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! সেগুলো কি? তিনি ইরশাদ করলেন, সালাত, যাকাত, আমানত, লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা, পেটের পবিত্রতা, জিহ্বাকে সংযত করা।"[২৫]

হাদিস-২৫: ইমাম বায্যার (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ عَلْقَمَةَ رضي الله عنه أَنَّهُمْ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ تَمَامَ إِسْلَامِكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ

-"হযরত আলকামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। প্রিয়নবী ইরশাদ করেন, তোমাদের ইসলামের পূর্ণতা হলো এটা যে, তোমরা স্বীয় সম্পদের যাকাত আদায় করো।"[২৬]

হাদিস-২৬: ইমাম তাবরানী (রহঃ) তাঁর মু'জামুল কাবীর নামক কিতাবে বর্ণনা করেন-

---

নামক রাবীকে দুর্বল আখ্যা দিয়ে এই হাদিসকে যঈফ বলেছেন। (আলবানী, সিলসিলাতুল দ্বঈফাহ, ১১/১১৩ পৃ. হা/৫০৬৮) আল্লামা মুগলতাঈ (রহঃ) এ সনদের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে বলেন-

قال ابن زنجويه في كتاب الترغيب .....: وكان الضحاك ثقة في الحديث،

-"ইমাম ইবনে যানযুওয়াই (রহঃ) তাঁর কিতাবুল তারগীব নামক কিতাবে বলেন, রাবী যাহ্হাক হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে নির্বরযোগ্য।" (আল্লামা মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৭/১৩ পৃ. ক্রমিক. ২৫৩৮) তিনি আরও উল্লেখ করেন-

ولما ذكره ابن شاهين في الثقات قال: وثقه إسحاق بن راهويه.

-"ইমাম ইবনে শাহীন (রহঃ) তাকে নির্ভরযোগ্য রাবীদের মধ্যে গণ্য করেছেন। এবং ইমাম ইসহাক ইবনে রাহুওয়াই (রহঃ)ও তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।" (আল্লামা মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৭/১৫ পৃ. ক্রমিক. ২৫৩৮) ইমাম হাইসামী (রহঃ) উক্ত রাবী সম্পর্কে এক হাদিসের তাহকীকে লিখেন-

وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ.

-"ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ) তাঁকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন।" (ইমাম হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ২/১৭৪ পৃ. হা/৩০৬১) এ হাদিসটির সনদের মান কমপক্ষে 'হাসান'।

২৫ . ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৫/১৫৪ পৃ. হা/৪৯২৫

২৬ . ইমাম হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩/৬২ পৃ. হা/৪৩২৬, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৩০১ পৃ. হা/১১১৩

عَنْ مُجَاهِدًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَلْيُؤَدِّ زَكَاةَ مَالِهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি প্রিয়নবী (সাঃ)কে ইরশাদ করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান রাখে, সে যেন তার মালের যাকাত আদায় করে, যে আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে, অর্থাৎ মন্দ কথা মুখে বের করবে না। আর যে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে অর্থাৎ মেহমানদারী করে।"[২৭]

হাদিস নং-২৭: ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ

-"হযরত হাসান বসরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রিয়নবী (সাঃ)ইরশাদ করেন, যাকাত আদায় করে স্বীয় সম্পদকে সুদৃঢ় দূর্গে সংরক্ষিত করো, সাদকা দানের মাধ্যমে স্বীয় রোগীদের সেবা করো, অবতীর্ণ বিপদপদ দূরীকরণার্থে দোয়া ও বিনয়ের সাথে আল্লাহর নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করো।"[২৮]

---

২৭ . ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ১২/৪২৩ পৃ. হা/১৩৫৬১, ইমাম হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩/৬৫ পৃ. হা/৪৩৪৫, তিনি বলেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَابْلُتِّيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

-"হাদিসটির সনদে ইয়াহইয়া ইবনে আব্দুল্লাহ নামক একজন রাবী রয়েছেন, তিনি দুর্বল।" তবে ইমাম যাহাবী (রহঃ) তাঁর এক কিতাবে উক্ত রাবী সম্পর্কে উল্লেখ করেন-

وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة

-"ইমাম ইবনে আদী (রহঃ) বলেন, উক্ত রাবীর অনেক হাদিস রয়েছেন সঠিক।" (ইমাম যাহাবী, মিযানুল ইতিদাল, ৪/৩৯০ পৃ. ক্রমিক. ৯৫৬৩) আসল কথা হলো তার হাদিস সহীহ বুখারীতে তালীক সূত্রে বর্ণিত আছে। (ইমাম যাহাবী, দিওয়ানুল দুআফা, ১/৪৩৫ পৃ. ক্রমিক.৪৬৫৪) সব মিলিয়ে হাদিসটি কমপক্ষে 'হাসান' বলে বুঝা যায়।

২৮ . ইমাম আবু দাউদ, কিতাবুল মারাসীল, ১/১২৭ পৃ. হা/১০৫, ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ২/২৭৪ পৃ. হা/১৯৬৩, শাজারী, তারতিবুল আমালী, হা/১০৩২, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৬/২৯৩ পৃ. হা/১৫৭৬০, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৩০১ পৃ. হা/১১১২, পরিচ্ছেদঃ **كتاب الصَّدقَات التَّرْغِيب فِي أَدَاء الزَّكَاة وتأكيد وُجُوبهَا**, ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী (রহঃ) হাদিসটির মারফু আরেকটি সূত্র এভাবে উল্লেখ করেন-

হাদিস নং-২৮: ইমাম ইবনে খুজায়মা (রহঃ) তাঁর 'আস-সহীহ', ইমাম তাবরানী রহঃ তার মু'জামুল আওসাত নামক কিতাবে এবং ইমাম হাকেম রহঃ তাঁর আল-মুস্তাদরাক নামক কিতাবে হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ)ইরশাদ করেন,

مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ، فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهُ

عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ

-"তাবেয়ী হযরত আসওয়াদ (রহঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেন, যাকাত আদায় করে স্বীয় সম্পদকে সুদৃঢ় দূর্গে সংরক্ষিত করো, সাদকা দানের মাধ্যমে স্বীয় রোগীদের সেবা করো, অবতীর্ণ বিপদপদ দূরীকরণার্থে দোয়া ও বিনয়ের সাথে আল্লাহর নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করো।" (ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাজানী, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/১০৪ পৃ. এবং ৪/২৩৭ পৃ., ইমাম তাবরানী, কিতাবুদ দোয়া, ১/৩৫ পৃ. হা/৪৮ এবং ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ১০/১২৮ পৃ. হা/১০১৯৬, ইমাম কুদাঈ, মুসনাদিশ শিহাব, ১/৪০১ পৃ. হা/৬৯১, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৬/২৯৩ পৃ. হা/১৫৭৫৯, ইমাম হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩/৬৩ পৃ. হা/৪৩৩৬, ইমাম বায়হাকী (রহঃ) হাদিসটির মারফু আরেকটি যঈফ সনদ এভাবে উল্লেখ করেন-

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ

-"হযরত আবূ উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেন, যাকাত আদায় করে স্বীয় সম্পদকে সুদৃঢ় দূর্গে সংরক্ষিত করো, সাদকা দানের মাধ্যমে স্বীয় রোগীদের সেবা করো, অবতীর্ণ বিপদপদ দূরীকরণার্থে দোয়া ও বিনয়ের সাথে আল্লাহর নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করো।" (ইমাম বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৫/১৮৪ পৃ. হা/৩২৭৯) তিনি হাদিসটির মারফু আরেকটি যঈফ সনদ এভাবে উল্লেখ করেন-

مُطَرِّفُ بْنُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَرُدُّوا نَائِبَةَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ

-"তাবেয়ী হযরত মুতাররিফ ইবনে সামুরা ইবনে জুনদুব (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেন, যাকাত আদায় করে স্বীয় সম্পদকে সুদৃঢ় দূর্গে সংরক্ষিত করো, সাদকা দানের মাধ্যমে স্বীয় রোগীদের সেবা করো, অবতীর্ণ বিপদপদ দূরীকরণার্থে দোয়া ও বিনয়ের সাথে আল্লাহর নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করো।" (ইমাম বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৫/১৮৪ পৃ. হা/৩২৮০)

-"যে নিজের সম্পদের যাকাত আদায় করলো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা তার নিকট থেকে সব অনিষ্ঠতা দূর করে নিলো।"[২৯]

ফিক্‌হী মাসায়েল

শরীয়াতে যাকাত হল, আল্লাহর উদ্দেশ্যে শরীয়াতের নির্ধারিত বিধানানুযায়ী নিজের মালের একাংশের স্বত্বাধিকার কোন অভাবী গরীবের প্রতি অর্পন করা। অভাবী গরীব হাশেমী বংশের লোক হতে পারবে না। হাশেমী বংশের আযাদ ক্রীতদাসও হতে পারবে না এবং এর লাভ হতে নিজকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রাখবে।[৩০] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-১: যাকাত ফরজ। অস্বীকারকারী কাফির। অনাদায়কারী ফাসিক, হত্যার যোগ্য। আদায়ে বিলম্বকারী স্বাক্ষ্যের অনুপযোগী। [৩১] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-২: মুবাহ হিসেবে দিলে যাকাত আদায় হবে না। যেমন: অভাবী গরীব লোককে যাকাতের নিয়তে খাবার খাওয়ানো হলে যাকাত আদায় হবে না। যেহেতু স্বত্বধিকার অর্পণ করা পাওয়া যায়নি। আর যদি খাবার তাকে অর্পন করা হয় সে খেয়ে থাকে বা নিয়ে যায়, তাহলে আদায় হবে। অনুরূপভাবে যাকাতের নিয়তে অভাবী লোককে কাপড় দিলে বা পরিধান করিয়ে দিলে, আদায় হবে। [৩২] (দুররুল মুখতার)

---

২৯ . ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ২/১৬১ পৃ. হা/১৫১৭৯, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৬/২৯৭ পৃ. হা/১৫৭৭৮, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৩০১ পৃ. হা/১১১১, হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩/৬৩ পৃ. হা/৪৩৩৪, তিনি বলেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ،

-"ইমাম তাবরানী (রহঃ) তার মু'জামুল আওসাতে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, আর সনদটি 'হাসান'।" ইমাম ইমাম খুজায়মা (রহঃ), হাকেম নিশাপুরী (রহঃ)সহ আরও অনেকে এ শব্দে হাদিসটি সংকলন করেছেন-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ.

-"হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি প্রিয় নবী রাসূলে আরাবী (সাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেন, যে নিজের সম্পদের যাকাত আদায় করলো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা তার নিকট থেকে সব অনিষ্ঠতা দূর করে নিলো।" (ইমাম খুজায়মা, আস-সহীহ, হা/২২৫৮, ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ১/৫৪৭ পৃ. হা/১৪৩৯, ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/১৪১ পৃ. হা/৭২৩৮, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৬/২৯৩ পৃ. হা/১৫৭৬২, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৩০১ পৃ. হা/১১১১) ইমাম হাকেম (রহঃ) বলেন-

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ

-"এ হাদিসটি সহীহ মুসলিমের শর্তানুসারে সহীহ।"

৩০ . ইমাম তামরতাশী, তানভিরুল আবসার (দুররুল মুখতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/২০৩-২০৬

৩১ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭০ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ

৩২ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/২০৪ পৃ.

মাস'আলা নং-৩: ফকীরকে যাকাতের নিয়তে বসবাসের জন্য বাসস্থান দিলে, যাকাত আদায় হবে না। যেহেতু মালের কোন অংশ তাকে দেয়া হয়নি বরং উপকার ভোগের মালিক করা হয়েছে মাত্র। [৩৩] (দুররুল মুখতার)।

মাস'আলা নং-৪: স্বত্বাধিকার অর্পনে এটাও আবশ্যক যে, এমন লোককে দিবে যে গ্রহণ করতে জানবে, এমন যেন না হয় যে নিক্ষেপ করবে, বা প্রতারিত হবে, অন্যথায় আদায় হবে না। যেমন একেবারে ছোট ছেলে বা পাগলকে দেয়া হলে, আর ছেলের যদি এতটুকু জ্ঞান না থাকে তাহলে তার পক্ষ থেকে তার অভাবী গরীব পিতা বা যার তত্ত্বাবধানে রয়েছে সে গ্রহণ করবে।[৩৪] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী

মাস'আলা নং-৫: যাকাত ওয়াজিব হওয়ার একাধিক শর্তাবলী রয়েছে:

(১) মুসলমান হওয়া:

কাফিরের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। অর্থাৎ যদি কোন কাফির মুসলমান হয় তাকে এ নির্দেশ দেয়া যাবে না যে, কুফরে থাকা অবস্থার যাকাত দিতে হবে।[৩৫] (ফিকহের কিতাবসমূহ দ্রষ্টব্য)। মাজাআল্লাহ! কেউ ধর্মত্যাগী হয়ে গেল, সে মুসলিম থাকাবস্থায় যে যাকাত আদায় করেনি, তা তার থেকে রহিত হয়ে যায়।[৩৬] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৬: কাফির দারুল হারবে (অমুসলিম রাষ্ট্রে) মুসলমান হয়ে ওখানে কয়েক বছর অবস্থান করবে, পরে মুসলিম রাষ্ট্রে আসছে, এ কথা যদি তার জানা থাকে যে, ধনী মুসলমানের উপর যাকাত ওয়াজিব, তাহলে ঐ সময়ে তার উপর যাকাত ওয়াজিব, অন্যথায় হবে না। আর যদি মুসলিম রাষ্ট্রে মুসলমান হয় এবং কয়েক বছরের যাকাত আদায় করেনি, তাহলে পিছনের বছরগুলোর যাকাত ওয়াজিব হবে। যদিওবা বলে যে, যাকাত ফরজ হওয়ার বিষয়ে আমার জানা ছিল না। যেহেতু মুসলিম রাষ্ট্রে না জানাটা ওজর নয়।[৩৭] (আলমগীরী ইত্যাদি)

(২) বালেগ হওয়া:

(৩) বিবেকবান হওয়া:

---

৩৩ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/২০৫ পৃ.

৩৪ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/২০৪ পৃ.

৩৫ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২০৭ পৃ. অনুচ্ছেদ: **مَطْلَبٌ فِي أَحْكَامِ الْمُعْتُوهِ**

৩৬ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭১ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ

৩৭ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭১ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ

নাবালেগ ও পাগলের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। যদি পূর্ণ পাগল অবস্থায় থাকে, আর যদি বছরের প্রথম ভাগে ও শেষে ভাল হয়ে যায় যদিও বছরের বাকী সময় পাগল ছিল তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে। আর যদি জন্ম থেকে পাগল অবস্থায় বালেগ হয়, তাহলে তার বছর গণনা করে জ্ঞান ফিরে আসার পর থেকে শুরু হবে। অনুরূপ সাময়িক পাগলও যদি পাগল অবস্থায় পূর্ণ বছর অতিবাহিত করে তাহলে যখন ভাল হবে তখন থেকে বছর শুরু হবে।[৩৮] (জাওয়াহিরা, আলমগীরি, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৭: বধিরের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। এমতাবস্থায় যদি পুরো বছর অতিবাহিত হয়। কোন কোন সময় সুস্থ হলে তখন যাকাত ওয়াজিব। যার উপর সংজ্ঞাহীনতা সৃষ্টি হয়েছে তার উপর যাকাত ওয়াজিব। যদিও বেহুশ অবস্থায় পূর্ণ এক বৎসর অতিবাহিত হয়।[৩৯] (আলমগীরি, রদ্দুল মুখতার)

(৪) আযাদ হওয়া:

গোলামের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। যদিও অনুমতিপ্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ মালিক তাকে ব্যবসার অনুমতি দিয়েছে অথবা মোকাতিব (আর্থিক চুক্তিবদ্ধ গোলাম) বা উম্মেওয়ালাদ (সন্তান উৎপাদনকাল পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ বাদী) অথবা "মুসতা'আ" অর্থাৎ যুগ্ন গোলাম যাকে একজন অংশীদার আযাদ করেছে, যেহেতু সে ধনী নয় এ কারণে অবশিষ্ট অংশীদারদের অংশ উপার্জন করে পূর্ণ করার হুকুম দেয়া হয়েছে, এসব গোলামকে যাকাত প্রদান করা যাবে না।[৪০] (আলমগীরি ইত্যাদি)

মাস'আলা নং-৮: মালিকের অনুমতি প্রাপ্ত গোলাম যা কিছু উপার্জন করে, তার উপার্জিত সম্পদের যাকাত তার উপরও বর্তাবে না, তার মালিকের উপরও বর্তাবে না। যদি সম্পদ মালিককে দিয়ে দেয়, তাহলে সে বছরগুলোর যাকাত মালিক আদায় করবে, যদি অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম ঋণগ্রস্ত না হয়। তার উপার্জনের উপর

---

৩৮ . ক. আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭২ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

খ. ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২০৭ পৃ. অনুচ্ছেদ: **مَطْلَبٌ فِي أَحْكَامِ الْمَعْتُوهِ**

৩৯ . ক. আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭২ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

খ. ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২০৭ পৃ. অনুচ্ছেদ: **مَطْلَبٌ فِي أَحْكَامِ الْمَعْتُوهِ**

৪০. আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭১ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

সাধারণতঃ যাকাত ওয়াজিব নয়, উপার্জন মালিক গ্রহণের পূর্বে হোক বা পরে হোক।[৪১] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৯: মোকাতেব (আর্থিক চুক্তিবদ্ধ গোলাম) যা কিছু উপার্জন করে তার উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। তার উপরও নয় তার মালিকের উপরও নয়। যদি মালিককে দেয় এবং বছর অতিক্রম হয়, তখন যাকাতের শর্ত মোতাবেক মালিকের উপর ওয়াজিব হবে এবং পিছনের বছরগুলোর যাকাত ওয়াজিব হবে না।[৪২] (রদ্দুল মুহতার)

(৫) নিসাব পরিমাণ সম্পদ তার মালিকানায় হওয়াঃ

নিসাব পরিমাণের কম হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না।[৪৩] (তানভীর, আলমগীরি)

(৬) পূর্ণভাবে মালিক হওয়া[৪৪]:

অর্থাৎ তার নিয়ন্ত্রণে থাকা।

মাস'আলা নং-১০: হারানো মাল বা সমুদ্রে ডুবা মাল বা কারো আত্মসাৎ কৃত, কিন্তু তার কাছে আত্মসাতের স্বাক্ষী নেই, বা জঙ্গলে পুতে রেখেছে বা কোথায় পুতে রেখেছে স্মরণ নেই বা অপরিচিত লোকের নিকট আমানত রেখেছে বা কার নিকট রেখেছে তাও স্মরণ নেই বা ঋণ গ্রহীতা ঋণের কথা অস্বীকার করছে এবং তার কাছে কোন স্বাক্ষীও নেই পরবর্তীতে এসব মাল পাওয়া যায়, তাহলে যতদিন পর্যন্ত এ মাল হস্তগত হয়নি ততদিনের যাকাত ওয়াজিব হবে না।[৪৫] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-১১: যদি ঋণ এমন লোককে দেয়, যে স্বীকার করছে কিন্তু আদায়ে বিলম্ব করছে বা অপারগ হয়েছে বা কাজীর দরবারে তার দারিদ্রতার কথা প্রকাশ করছে বা কর্জ গ্রহণের বথা অস্বীকার করছে, কিন্তু ঋণদাতার স্বাক্ষী মওজুদ আছে এমতাবস্থায় যখন মাল পাওয়া যাবে তখন বিগত বছরগুলোর যাকাতও ওয়াজিব হবে।[৪৬] (তানভীর)

---

৪১ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২১৪ পৃ. অনুচ্ছেদঃ **مَطْلَبٌ فِي أَحْكَامِ الْمَعْتُوهِ**

৪২ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২১৪ পৃ. অনুচ্ছেদঃ **مَطْلَبٌ فِي أَحْكَامِ الْمَعْتُوهِ**

৪৩ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭২ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

৪৪ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭২ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

৪৫ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/২১৮ পৃ.

৪৬ . ইমাম তামরতাশী, তানভিরুল আবসার (দুররুল মুখতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/২১৯ পৃ.

মাস'আলা নং-১২: চারণ ক্ষেতের (ভূমির) প্রাণী কেউ আত্মসাৎ করছে, যদিও আত্মসাতকারী স্বীকার করে, তবুও পাওয়া যাবার পরও সে সময়ের যাকাত ওয়াজিব হবে না।[৪৭] (খানিয়া)

মাস'আলা নং-১৩: আত্মসাত কৃত বস্তুর যাকাত আত্মসাতকারীর উপর ওয়াজিব নয়, যেহেতু সেগুলো তার মাল নয়, বরং আত্মসাৎকারীর উপর ওয়াজীব হল যার সম্পদ তাকে ফেরত দেয়া, আত্মসাতকারী যদি সে মালকে নিজের মালের সাথে মিলিয়ে ফেলে এবং পৃথক করা অসম্ভব হয় এবং তার সমুদয় মাল যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে সমস্ত মালের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে।[৪৮] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-১৪: একজন অন্যজনের হাজার টাকা ছিনতাই করছে, অতঃপর অন্য ছিনতাইকারী সে টাকা পুনরায় ছিনতাই করে নিয়ে খরচ করে ফেলছে এবং উভয় ছিনতাইকারীর মালিকানায় হাজার হাজার টাকা আছে, এমতাবস্থায় প্রথম ছিনতাইকারীর উপর যাকাত ওয়াজীব হবে, দ্বিতীয় ছিনতাইকারীর উপর নয়।[৪৯] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-১৫: বন্ধকী জিনিসের যাকাত, বন্ধকদাতা ও বন্ধক গ্রহীতা কারো উপর ওয়াজিব নয়। বন্ধক দাতা তো মালিকই নয় এবং বন্ধক গৃহীতার মালিকানাও পূর্ণ নয়, যেহেতু জিনিস তার নিয়ন্ত্রণে নয় এবং বন্ধক ছেড়ে দেয়ার পর বন্ধককালীন সময়ে যাকাত ওয়াজিব নয়।[৫০] (দুররুল মুখতার ও অন্যান্য ফিকহের কিতাব)

মাস'আলা নং-১৬: যে মাল ব্যবহারের জন্য ক্রয় করেছে এক বছর পর্যন্ত তা হস্তগত করেনি, তাহলে হস্তগত হওয়ার পূর্বে ক্রেতার উপর যাকাত ওয়াজিব নয় এবং হস্তগত করার পর সে বছরেরও যাকাত দেয়া ওয়াজিব।[৫১] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

(৭) নিসাব ঋণমুক্ত হওয়া:

---

৪৭ . ফাতওয়ায়ে খানিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১২৪ পৃ.

৪৮ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২৫৯ পৃ. অনুচ্ছেদ: **مَطْلَبٌ فِيمَا لَوْ صَادَرَ السُّلْطَانُ جَائِرًا فَنَوَى**

৪৯ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭৩ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

৫০ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/২১৪ পৃ.

৫১ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২১৫ পৃ. অনুচ্ছেদ: **مَطْلَبٌ فِي زَكَاةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَفَاءً**

মাস'আলা নং-১৭: নিসাবের মালিক বটে- কিন্তু এ পরিমাণ ঋন রয়েছে যে, ঋণ পরিশোধ করার পর নিসাব পরিমাণ থাকে না, তখন যাকাত ওয়াজিব নয়। এ কর্জ বান্দার হোক যেমন কর্জ, মূল্যবান স্বর্ণ, কোন বস্তুর জরিমানা বা আল্লাহর কর্জ হোক যেমন যাকাত, খারাজ, যেমন কোন ব্যক্তি মাত্র এক নিসাবের মালিক এবং দু'বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে, যাকাত আদায় করেনি, তাহলে শুধু প্রথম বছরের যাকাত ওয়াজিব, দ্বিতীয় বছরের নয়। কারণ প্রথম বছরের যাকাত তার উপর কর্জ হিসেবে রয়ে গেছে, যেটা বের করে ফেললে নিসাব বাকী থাকে না, সুতরাং দ্বিতীয় বছরের যাকাত ওয়াজিব হবে না। অনুরূপভাবে দু'বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে, কিন্তু তৃতীয় বছরের একদিন বাকী রয়ে গেছে, আরো পাঁচ দিরহাম অর্জন হয়েছে, তখন প্রথম বছরের যাকাত ওয়াজিব হবে। যেহেতু দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরের যাকাত বের করে ফেললে নিসাব বাকী থাকে না, তবে যেদিনে পাঁচ দিরহাম অর্জন হয়েছে সেদিন থেকে এক বছর পর্যন্ত যদি নিসাব বাকী থাকে তাহলে সে বছর পূর্ণ হওয়ায় যাকাত ওয়াজিব হবে। অনুরূপ নিসাব পূর্ণ ছিল কিন্তু বছর সমাপনান্তে যাকাত দেয়নি, অতঃপর সম্পূর্ণ মাল নষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর আরো সম্পদ উপার্জন করছে, যা নিসাবের পরিমাণ ছিল, কিন্তু প্রথম বছরের যাকাত থেকে তার কর্জের টাকা বের করে নিলে নিসাব পরিমাণ বাকী থাকে না, সেক্ষেত্রে নতুন বছরের যাকাত ওয়াজিব নয়। আর প্রথম বারের মালকে ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করেনি বরং অনিচ্ছাকৃতভাবে ধ্বংস হয়ে যায়, তখন তার যাকাত দিতে হবে। তার যাকাত কর্জ নয়। এমতাবস্থায় নতুন বছরের যাকাত ওয়াজিব হবে।[৫২] (আলমগীরি, রুদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-১৮: নিজে ঋণগ্রস্ত নয় বরং ঋণগ্রস্তের জিম্মাদার হয়েছে। জিম্মাদারীর টাকা বের করে ফেললে, নিসাব বাকী থাকে না, তখন যাকাত ওয়াজিব হবে না। যেমন যায়েদের হাজার টাকা আছে, আমর কারো নিকট থেকে এক হাজার টাকা কর্জ নেয়, যায়েদ তার জামিন হয়, এমতাবস্থায় যায়েদের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা যায়েদের কাছে যদিও টাকা রয়েছে, কিন্তু আমরের কর্জে আবদ্ধ। কর্জদাতার এখতিয়ার রয়েছে যে, যায়েদের নিকটে তলব করতে পারে, টাকা পাওয়া না গেলে যায়েদকে আটক করার অধিকারও তার রয়েছে কেননা যায়েদের এ টাকা কর্জে আবদ্ধ হয়ে আছে। সুতরাং যাকাত

---

৫২ . ক. আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭২-১৭৪ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

খ. ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২১০ পৃ. অনুচ্ছেদঃ **مَطْلَبٌ الْفَرْقُ بَيْنَ السَّبَبِ وَالشَّرْطِ وَالْعِلَّةِ**

ওয়াজিব হবে না। আর যদি আমর (নামক ব্যক্তি) দশ ব্যক্তির জামিন হয়েছে এবং সবার কাছে হাজার হাজার টাকাও রয়েছে, তখনও কারো উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। যেহেতু কর্জদাতা যে কারো নিকট তলব করতে পারে, আর পাওয়া না গেলে যাকে ইচ্ছে আটক করাতে পারে।[৫৩] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-১৯: যে কর্জ মেয়াদী হয়, বিশুদ্ধ মাযহাব মতে তার যাকাত ওয়াজিব হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়।[৫৪] (রদ্দুল মুহতার)

সাধারণতঃ মোহরের কর্জ দাবী করা হয় না। সুতরাং স্বামীর যতই মোহরের কর্জ থাকুক না কেন যখন তার নিকট নিসাব পরিমাণ মাল থাকে যাকাত ওয়াজিব হবে।[৫৫] (আলমগীরি)

বিশেষকরে বিলম্বে আদায়যোগ্য মোহর যেটা আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত, তা আদায়ের নির্দিষ্ট কোন সীমা থাকে না, এবং তা তলব করার স্ত্রীর কোন অধিকারই নেই। যতক্ষণ না মৃত্যু হয় বা তালাক পতিত হয়।

মাস'আলা নং-২০: স্ত্রীর খরচাদি বহন করা স্বামীর উপর কর্জ হিসেবে ধার্য করা যাবে না। যতক্ষণ না কাজী নির্দেশ দিয়ে থাকে বা উভয়ে পরস্পর কোন পরিমাণ নির্ধারণ না করে। দু'টির কোনটি না হলে যাকাত রহিত হয়ে যাবে। তা দেয়া স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে না। স্ত্রী ব্যতীত কোনো আত্মীয়ের খরচাদি বহন করা সে সময় কর্জ হবে, যখন এক মাসের কম সময় অতিবাহিত হয়। অথবা সে আত্মীয় কাজীর নির্দেশে কর্জ নেয়, দু'টির না হয় তাহলে যাকাত রহিত হয়ে যাবে। তা যাকাতের প্রতিরোধক নয়।[৫৬] (আলমগীরি, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-২১: কর্জ ঐ সময় যাকাত প্রতিরোধক হবে, যদি তা যাকাত ওয়াজিব হওয়ার আগের হয়ে থাকে। আর যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদের উপর বছর অতিবাহিত হওয়ার পর কর্জ হয়ে থাকে, তাহলে যাকাতের উপর কর্জের

---

৫৩ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২১০ পৃ. অনুচ্ছেদ: **مَطْلَبٌ الْفَرْقُ بَيْنَ السَّبَبِ وَالشَّرْطِ وَالْعِلَّةِ**

৫৪ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২১১ পৃ. অনুচ্ছেদ: **مَطْلَبٌ الْفَرْقُ بَيْنَ السَّبَبِ وَالشَّرْطِ وَالْعِلَّةِ**

৫৫ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭৩ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

৫৬ . ক. আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭৩ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

খ. ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২১১ পৃ. অনুচ্ছেদ: **مَطْلَبٌ الْفَرْقُ بَيْنَ السَّبَبِ وَالشَّرْطِ وَالْعِلَّةِ**

কোন প্রতিক্রিয়া হবে না (অর্থাৎ যাকাত আদায় করতে হবে)।[৫৭] (রদ্দুল মুহতার ও অন্যান্য ফিকহের কিতাব)

মাস'আলা নং-২২: বান্দার নিকট থেকে যে কর্জ করা হবে না, তা এক্ষেত্রে বিবেচ্য নয়, অর্থাৎ সে কর্জ যাকাত প্রতিরোধক নয়। যেমন মান্নাত, কাফ্ফারা, সাদকা, ফিতরা, হজ্ব, কোরবানী। যদি এসবগুলোর খরচাদি নিসাব থেকে বের করে ফেলা হয় এবং যদিও নিসাব বাকী না থাকে তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে। উরশ (একদশমাংশ) ও খারাজ ওয়াজিব হওয়ার জন্য কর্জ প্রতিবন্ধ নয়। যদিও ঋণগ্রস্ত হয়; এসবগুলোর, উপর যাকাত ওয়াজিব হবে।[৫৮] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার ও অন্যান্য ফিকহের কিতাব)

মাস'আলা নং-২৩: যে কর্জ বছরের মাঝখানে গ্রহণ করা হয়েছে, অর্থাৎ বছরের শুরুতে ঋণগ্রস্ত ছিল না, অতঃপর ঋণগ্রস্ত হয়েছে, অতঃপর বছর পূর্ণতায় কর্জব্যতীত নিসাবের মালিক হয়; মনে করুন, কর্জদাতা কর্জ ক্ষমা করে দিয়েছে, এখন যেহেতু তার জিম্মায় কর্জ নেই এবং বছরও পূর্ণ হয়েছে এখনই তাকে যাকাত দিয়ে দেবে, তবে যখন এক বছর অতিবাহিত হলে যাকাত ওয়াজিব হবে তা নয়; আর বছরের শুরু হতে ঋণ গ্রস্ত থাকে, কর্জদাতা বছর সমাপনান্তে ঐ কর্জ ক্ষমা করে দেয় তাহলে এখন যাকাত ওয়াজিব হবে না। বরং এখন থেকেই এক বছর অতিবাহিত হলে যাকাত ওয়াজিব হবে।[৫৯] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-২৪: এক ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত ও একাধিক নিসাবের মালিক হয়েছে, প্রত্যেক প্রকার নিসাব দ্বারা কর্জ আদায় করা যায়, যেমন তার নিকট টাকা, স্বর্ণ মুদ্রা, ব্যবসায়িক সরঞ্জাম, উন্মুক্ত বিচারণের প্রাণীও রয়েছে, তখন টাকা ও স্বর্ণমুদ্রা কর্জের বিকল্প মনে করে, অন্যান্য মালের যাকাত দিবে। আর যদি টাকা ও স্বর্ণমুদ্রা না থাকে এবং বিচারণশীল প্রাণীসমূহের কয়েক প্রকার মিলে নিসাব হয়। যেমন চল্লিশটি ছাগল, ত্রিশটি গাভী এবং পাঁচটি উট; তাহলে যাদ্বারা যাকাত সহজ হয় তা থেকে যাকাত দেবে, অন্যগুলো কর্জের অন্তর্ভুক্ত মনে করবে। উপরোল্লেখিত অবস্থায় যদি ছাগল সমূহ বা উট যাকাত দিতে চায় তাহলে একটি

---

৫৭ . ক. আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭৩ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

খ. ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২১০ পৃ. অনুচ্ছেদ: **مَطْلَبٌ الْفَرْقُ بَيْنَ السَّبَبِ وَالشَّرْطِ وَالْعِلَّةِ**

৫৮ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২১০ পৃ. অনুচ্ছেদ: **مَطْلَبٌ الْفَرْقُ بَيْنَ السَّبَبِ وَالشَّرْطِ وَالْعِلَّةِ**

৫৯ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২১৫ পৃ. অনুচ্ছেদ: **مَطْلَبٌ فِي زَكَاةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَفَاءً**

ছাগল দিতে হবে এবং গরুর যাকাতের ক্ষেত্রে এক বছরের গরুর বাছুর দেবে। প্রকাশ থাকে যে, একটি ছাগল দেয়া, একটি বাছুর দেয়ার চেয়ে সহজ বিধায় ছাগল দেয়া যাবে। আর যদি সমান হয় তখন এখতিয়ার থাকবে। যেমন উট পাচঁটি এবং ছাগল চল্লিশটি উভয়ের যাকাত একটি ছাগল, তখন তার এখতিয়ার থাকবে যে, যেটি ইচ্ছে কর্জের জন্য রাখবে, যা ইচ্ছা যাকাত দেবে। এসব বিবরণ সে সময়ের জন্য যখন বাদশাহর পক্ষ থেকে কোন যাকাত উসূলকারী আসে। অন্যথায় যদি নিজেই দিতে চায় তখন সর্বাবস্থায় এখতিয়ার থাকবে।[৬০] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-২৫: একজনের হাজার টাকা কর্জ আছে, আর অন্য জনের নিকট হাজার টাকা রয়েছে আর বাসস্থান ও খেদমতের গোলাম রয়েছে, যাকাত ওয়াজিব হবে না, যদিও বাসস্থান বা গোলাম দশ দশ হাজার টাকা মূল্যের হয়। যেহেতু এসব বস্তু মৌলিক প্রয়োজনীয়। আর যদি টাকা মওজুদ থাকে কর্জের জন্য টাকা নির্ধারণ করবে, বাসস্থান ও গোলাম নয়।[৬১] (আলমগীরি)

(৮) নিসাব প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক সামগ্রী থেকে মুক্ত হবে[৬২]:

মাস'আলা নং-২৬: মূল ব্যবহারিক সামগ্রী অর্থাৎ জীবন যাপনের জন্য মানুষের যেসব জিনিসের প্রয়োজন হয়, ঐসব জিনিসের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। যেমন বসবাসের ঘর, শীতে-গ্রীষ্মে পরিধানের পোষাক, গৃহের আসবাব পত্র, বাহনের জন্তু, খেদমতের বাঁদী গোলাম, যুদ্ধের হাতিয়ার, পেশাজীবিদের হাতিয়ার, বিদ্বান লোকদের প্রয়োজনীয় কিতাব, খাদ্যশস্য।[৬৩] (হেদায়া, আলমগীরি, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-২৭: যদি কেউ এমন বস্তু খরিদ করে যা কোন কাজে ব্যবহার করবে। আর ঐবস্তুর চিহ্ন যদি ঐ কাজে বিদ্যমান থাকে, যেমন চামড়া পরিস্কার করার জন্য কেমিক্যাল সামগ্রী ও তৈল ইত্যাদি যদি ঐসব বস্তুর উপর বছর

---

৬০ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২১৬ পৃ. অনুচ্ছেদ: **مَطْلَبٌ فِي زَكَاةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَفَاءً**

৬১ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭৩ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

৬২ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭২ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

৬৩ . ক. আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭২ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

খ. ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২১২ পৃ. অনুচ্ছেদ: **مَطْلَبٌ فِي زَكَاةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَفَاءً**

অতিক্রান্ত হয় তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে। তেমনিভাবে কোন শিল্পী মূল্য নিয়ে কাপড় রং করার জন্য মূলবান রং, জাফরান ইত্যাদি খরিদ করার পর যদি তা নিসাব পরিমাণ হয় এবং বছরও অতিক্রান্ত হয় তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে। আর এমন বস্তু সমগ্রী যার চিহ্ন অটুট থাকে না যেমন সাবান যদি তা নিসাব পরিমাণ হয় এবং বছরও অতিক্রান্ত হয়, তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে না।[৬৪] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-২৮: আতর বিক্রেতা আতর বিক্রির জন্য শিশি ক্রয় করলে এগুলোর যাকাত দিতে হবে।[৬৫] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-২৯: খরচ করার জন্য টাকা পয়সায় রুপান্তর করা হয়, এগুলোও মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভূক্ত। মৌলিক প্রয়োজনে খরচের জন্য টাকা রেখেছে বছরে যা খরচ হয়েছে তা খরচ হয়ে গেছে, যা বাকী থাকে তা যদি নিসাব পরিমাণ হয়, এর যাকাত ওয়াজিব হবে। যদিও এ নিয়্যতে রাখে যে আগামীতে মৌলিক প্রয়োজনে খরচ করা হবে, তাহলে বছর সমাপনান্তে মূল প্রয়োজনে খরচ করা হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না।[৬৬] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৩০: বিদ্বান ব্যক্তিদের জন্য কিতাবসমূহ মূল প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। আর যদি তা অযোগ্য লোকের নিকট হয়, তখনও কিতাবের যাকাত ওয়াজিব হবে না। যদি ব্যবসার জন্য না হয়। পার্থক্য হল এই, বিদ্বান লোকের নিকট এ কিতাবগুলো ছাড়া যদি নিসাব পরিমাণ মাল না থাকে তাহলে যাকাত নেয়াটা জায়িয হবে, আর অযোগ্য লোকের জন্য নাজায়িয হবে। যদি তাঁর কিতাবের মূল্য দুইশত দিরহামের সমপরিমাণ হয়, উপযুক্ত বিদ্বান বলতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝায়, যা পড়তে বা শুদ্ধ করার জন্য যার ঐসব কিতাবের প্রয়োজন হয়। কিতাব বলতে ধর্মীয় কিতাবাদি, ফিক্হ, তাফসীর, হাদিস যদি একটি কিতাবের কয়েকটি কপি থাকে, একের অতিরিক্ত যত কপি থাকে তা যদি দু'শত টাকা মূল্যের হয়, তখন যিনি যোগ্যতা সম্পন্ন হন তার জন্য যাকাত নেয়া জায়িয হবে না। একই কিতাবের অতিরিক্ত কপি যে পরিমাণ মূল্যের হোক অথবা একাধিক কিতাবের

---

৬৪ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭২ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

৬৫ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২১৮ পৃ. অনুচ্ছেদ: **مَطْلَبٌ فِي زَكَاةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَفَاءً**

৬৬ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২১৩ পৃ. অনুচ্ছেদ: **مَطْلَبٌ فِي زَكَاةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَفَاءً**

অতিরিক্ত কপির মূল্যে একত্রে নিসাব পরিমাণ হয়।[৬৭] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৩১: হাফেজের জন্য কোরআন শরীফ মূল ব্যবহারিক সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত নয়। যে হাফেজ নয়, একের অতিরিক্ত কপি মূল প্রয়োজনের বহিঃর্ভূত। অর্থাৎ কোরআন শরীফের হাদিয়া যদি দু'শত দিরহাম মূল্যের হয়, তাহলে যাকাত নেয়া জায়িয হবে না।[৬৮] (জাওহেরা, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৩২: চিকিৎসকের জন্য চিকিৎসা শাস্ত্রের গ্রন্থাবলী মূল প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। যদি তা লেখা-পড়ার প্রয়োজনে নিয়োজিত রাখে এবং দেখার প্রয়োজন হয়। নাহু, ছরফ, নক্ষত্র বিদ্যা, কাব্য, গল্প ও উপন্যাসের গ্রন্থাবলী মূল প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত নয়। উসূলে ফিক্হ, কালামশাস্ত্র, চরিত্র গঠনের সহায়ক গ্রন্থাবলী। যেমন: ইহ্ইয়াউল উলূম, কিমিয়ায়ে সাদাত, ইত্যাদি গ্রন্থাবলী মূল প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত।[৬৯] (রদ্দুল মোহতার)

মাস'আলা নং-৩৩: কাফিরদের কুফুরি ও বাতিল আক্বীদা সম্পন্ন লোকদের মতবাদ খণ্ডনে এবং আহলে সুন্নাতের সমর্থনে যেসব কিতাবাদি থাকে তা মূল প্রয়োজনের অন্তর্ভূক্ত। অনুরূপভাবে আলেম যদি বাতিল আক্বীদার কিতাবাদি এজন্য রাখে যে, তা খণ্ডন করবে সেসব কিতাবাদিও মূল প্রয়োজনের অন্তর্ভূক্ত। যিনি আলেম নন তার জন্য সেসব কিতাবাদি দেখাও জায়িয নেই।

(৯) মালে নামী বা বর্ধনশীল হতে হবে:

অর্থাৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবার যোগ্য হওয়া, বাস্তবোচিত হোক বা নির্দেশমত হোক, অর্থাৎ যদি বৃদ্ধি করাতে চায় তাহলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত করতে পারে। অর্থাৎ সে নিজে বা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে হোক, প্রত্যেকটির দু'অবস্থা রয়েছে। এক কারনে তা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। তাকে প্রাকৃতিক বলা হয়, যথা- স্বর্ণ রৌপ্য এগুলো এজন্য পয়দা হয় যে তা ক্রয় করা হবে অথবা এজন্যই যে এগুলো সৃষ্টি জীব নয়। কিন্তু এর দ্বারা ওটাও লাভ হয় যে, এটাকে কর্মগত বলা হয়। স্বর্ণ রৌপ্য ব্যতিত বস্তু সামগ্রি কর্মগত যে, ব্যবসা বানিজ্যের মাধ্যমে এগুলো হ্রাস বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সাধারণত স্বর্ণ ও রৌপ্যে যাকাত ওয়াজিব হয়, যদি তা নিসাব পরিমান হয়।

---

৬৭ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২১৭ পৃ. অনুচ্ছেদ: **مَطْلَبٌ فِي زَكَاةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَفَاءً**

৬৮. (ক) আল্লামা আবু বকর ইবনে হাদ্দাদ, জাওয়াহারাতুন নায়্যারাহ, কিতাবুয যাকাত, ১১৯ পৃ.। (খ) ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২১৭ পৃ. অনুচ্ছেদ: **مَطْلَبٌ فِي زَكَاةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَفَاءً**

৬৯ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২১৭ পৃ. অনুচ্ছেদ: **مَطْلَبٌ فِي زَكَاةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَفَاءً**

যদিওতা মাটিতে পুঁতে রাখা হয়, ব্যবসা করা হোক বা না হোক, এগুলো ছাড়া অন্যান্য বস্তু অবশিষ্ট বস্তু সময়ের ওপর তখন যাকাত ওয়াজিব হবে, যখন ঐগুলোর দ্বারা ব্যবসা করা উদ্দেশ্য হয়, অথবা উন্মুক্ত মাঠে বিচরণ করার জন্য ছেড়ে দেয়া হয়।

সারকথা তিন প্রকার মালের উপর যাকাত ওয়াজিব (১) অলংকার অর্থাৎ সোনা, চাঁদি (২) ব্যবসায়িক সামগ্রী (৩) বিচরণকারী প্রাণী অর্থাৎ চারণভূমিতে ছেড়ে দেয়া পশু।[৭০] (ফিকহের অধিকাংশ কিতাব দ্রষ্টব্য)

মাস'আলা নং-৩৪: ব্যবসায়িক নিয়ত, কখনো প্রকাশ্য হয়, কখনো নির্দেশমূলক। প্রকাশ্য চুক্তির সময়ই ব্যবসার নিয়ত করে নেবে, চুক্তি ভিত্তিক হোক বা ভাড়াভিত্তিক হোক, মূল্য টাকার ভিত্তিতে হোক বা স্বর্ণ মুদ্রার ভিত্তিতে হোক বা যে কোন সামগ্রীর দ্বারা হোক। নির্দেশমূলক পদ্ধতি হলো এই যে, ব্যবসায়িক সূত্রে জিনিস ক্রয় করছে, বা বাসস্থান যা ব্যবসার জন্য, কোন কিছুর বিনিময়ে তা ভাড়া দেয়, তাহলে এ সামগ্রী এবং ঐসব ক্রয়কৃত বস্তু ব্যবসার জন্য হবে, যদিও প্রকাশ্যভাবে ব্যবসার নিয়ত করেনি, অনুরূপভাবে কারো নিকট থেকে কোন জিনিসের জন্য কর্জ নিলে, তা-ও ব্যবসার জন্য হবে। যেমন দু'শত দিরহামের মালিক, এক মন গম ধার নিল তা যদি ব্যবসার জন্য না হয় তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে না। গমের দাম দু'শত দিরহামে বিনিময় করে নিলে, নিসাব বাকী থাকে না। আর যদি ব্যবসার জন্য হয় তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে। গমের মূল্যে দু'শত দিরহামের সাথে মিলালে পূর্ণটাই কর্জ গণ্য করবে, তাহলে দু'শত দিরহাম বাকী থাকবে, বিধায় যাকাত ওয়াজিব হবে।[৭১] (আলমগীরি, দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৩৫: যে চুক্তিতে বিনিময়ই হয়নি, যেমন দান, অসিয়ত, সাদকা, অথবা বিনিময় হয় কিন্তু মাল দ্বারা বিনিময় হয় না, যেমন কোন মেয়ে লোক মহর বাবদ কোন সম্পদ লাভ করে বা কোন পুরুষ খোলার বিনিময়ে স্ত্রীর কাছ থেকে মাল লাভ করে বা কোন ক্রীতদাস হতে আযাদীর বিনিময়ে মাল লাভ করে; এ দু'প্রকার চুক্তির মাধ্যমে যদি কোন বস্তুর মালিক হয়, তাহলে ব্যবসার নিয়ত সহীহ হবে না। অর্থাৎ যদিও ব্যবসার নিয়ত করে যাকাত ওয়াজিব হবে না।

---

৭০ . (ক) আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭৪ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ। (খ) ইমাম আহমদ রেযা খাঁন, ফাতওয়ায়ে রযভিয়্যাহ, ১০/১৬১ পৃ.

৭১ . ক. আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭৪ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

খ. ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২২১ পৃ. অনুচ্ছেদ: **مَطْلَبٌ فِي زَكَاةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَفَاءً**

অনুরূপভাবে যদি এমন জিনিস মিরাস পায়, এর মধ্যেও ব্যবসার নিয়ত সহীহ হবে না।[৭২] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৩৬: মালিকের নিকট ব্যবসায়িক মাল ছিল, তার মৃত্যুর পর ওয়ারিশগণ ব্যবসার নিয়ত করে, তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে বিচরণকারী পশু মিরাসী সম্পত্তি হিসেবে পাওয়া গেলে যাকাত ওয়াজিব হবে। বিচরণকারী হিসেবে রাখতে ইচ্ছা করুক বা না করুক।[৭৩] (আলমগীরি, দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৩৭: ব্যবসার নিয়তের জন্য শর্ত হলো এই যে, চুক্তির সময়ই নিয়ত করতে হবে। যদি নির্দেশনামূলক হয়, চুক্তির পর নিয়ত করলে যাকাত ওয়াজিব হবে না। অনুরূপভাবে রাখার জন্য কোন বস্তু নেয় এবং নিয়্যত করে যে, যদি লাভ পাই বিক্রি করে দিবো, তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে না।[৭৪] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৩৮: ব্যবসার উদ্দেশ্যে কোন গোলামকে ক্রয় করে, পরে তাকে খেদমতের জন্য ব্যবহার করার নিয়ত করলে সেটা ব্যবসার মাল হিসেবে গণ্য হবে না যতক্ষণ না বিক্রি করবে এমন জিনিসের বিনিময়ে বিক্রি করলো যার মধ্যে যাকাত ওয়াজিব।[৭৫] (আলমগীরি, দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৩৯: মণি মুক্তার উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। যদিও বা হাজার হাজার থাকে, তবে যদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে রাখা হয়, তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে।[৭৬] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৪০: জমিনের উৎপাদিত ফসলে ব্যবসায়িক নিয়ত করলে যাকাত ওয়াজিব হবে না। জমিন উশরী বা কৃষিজ পণ্যের হোক বা খাজনার হোক, নিজ মালিকানাধীন হোক বা ধার নেয়া হোক, তবে জমিন যদি খাজানা ভিত্তিক ধার নেয়া বা ভাড়ার ভিত্তিতে নেয়া হয়, কিন্তু ব্যবসার জন্য রাখা বীজ বপন করে, তাহলে উৎপাদিত ফসলে ব্যবসায়িক নিয়ত শুদ্ধ হবে।[৭৭] (রদ্দুল মুহতার)

---

৭২ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭৪ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

৭৩ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭৪ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

৭৪ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/২৩১ পৃ.

৭৫ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/২৩১ পৃ.

৭৬ . ইমাম তামরতাশী, তানভিরুল আবসার (দুররুল মুখতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/২৩০ পৃ.

৭৭ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২২২ পৃ. অনুচ্ছেদ: **مَطْلَبٌ فِي زَكَاةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَفَاءً**

মাস'আলা নং-৪১: মুদারিব মুদারাবা মাল দিয়ে যা কিছু ক্রয় করেছে যদিও ব্যবসার নিয়ত না থাকে, যদিও নিজে খরচ করার জন্য ক্রয় করে এর উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। এমনকি মুদারাবা মাল থেকে গোলাম ক্রয় করছে, তারপর তার পরিধানের কাপড় এবং খাদ্যশস্য ক্রয় করছে, তাহলে এসবগুলো ব্যবসার জন্যই হবে। সবগুলোর যাকাত ওয়াজিব হবে।[৭৮] (দুররুর মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

(১০) বছর অতিবাহিত হওয়া:

বছর বলতে চন্দ্র বছর বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ চন্দ্র মাসের বার মাস। বছরের শুরুতে এবং বছরের শেষ নিসাব পূর্ণ ছিল, কিন্তু বছরের মাঝে নিসাব কমে যায়, তাহলে এ কম হওয়া কারণ কোন প্রভাব ফেলবে না। অর্থাৎ যাকাত ওয়াজিব হবে।[৭৯] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৪২: ব্যবসার মাল বা স্বর্ণ রৌপ্য বছরের মাঝে একই জাতীয় বা ভিন্ন জাতীয় বস্তু দ্বারা পরিবর্তন করলে। এ কারণে বছর অতিবাহিত হওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষতি হবে না। যদি বিচরণকারী পশু পরিবর্তন করে তাহলে বছর কেটে যায়। অর্থাৎ ঐ দিন থেকে বছর গণনা শুরু হবে যেদিন পরিবর্তন করেছে।[৮০] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৪৩: যে নিসাবের মালিক বছরের মধ্যখানে সে আরো কিছু একই জাতীয় মাল অর্জন করলো, তখন এ নতুন মাল পৃথক বছরে গণ্য হবে না বরং প্রথম মালের বছর সমাপ্তি ঐ মালের ক্ষেত্রে বছর পূর্ণতা হিসাবে গণ্য হবে, যদিও বছর পূর্ণ হওয়ার এক মিনিট পূর্বে অর্জন করেছে। চাই সে মাল তার পূর্বের মাল থেকে অর্জিত হোক, বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হোক, অথবা দান হিসেবে অর্জন করুক, অথবা অন্য কোন বৈধ উপায় হস্তগত হোক। আর যদি মাল ভিন্ন জাতীয় হয় যেমন তার নিকট প্রথমে উট ছিল এখন ছাগল অর্জন হল, তাহলে তার জন্য নতুন বছর গণ্য হবে।[৮১] (জাওহিরা)

মাস'আলা নং-৪৪: নিসাবের অধিকারী ব্যক্তি বছরের মাঝখানে কিছু মাল অর্জন করছে, তার নিকট দু'প্রকারের নিসাব রয়েছে- উভয়টির পৃথক বছর হয়েছে,

---

৭৮ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২২১ পৃ. অনুচ্ছেদ: **مَطْلَبٌ فِي زَكَاةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَفَاءً**

৭৯ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭৫ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

৮০ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭৫ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

৮১ . আল্লামা আবু বকর ইবনে হাদ্দাদ, জাওয়াহারাতুন নায়্যারাহ, কিতাবুয যাকাত, ১৫৫ পৃ.।

তাহলে যে মাল বছরের মাঝখানে অর্জিত হয়েছে সেগুলো ঐসব মালের সাথে একত্রিত করলে সেসব মালের যাকাত প্রথমে ওয়াজিব হবে। যেমন তার নিকট এক হাজার টাকা ছিল এবং সায়েমা প্রাণীর মূল্য যার যাকাত দেয়া হয়েছে, উভয়টি একত্রে মিলানো যাবে না। এখন বছরের মাঝখানে আরো এক হাজার টাকা অর্জন করছে, তখন উভয়টির বছর পূর্ণতা তখনই হবে যদি প্রথমটির সাল পূর্ণতা পায়।[৮২] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৪৫: কারো নিকট বিচরণশীল প্রাণী রয়েছে, বছর সমাপনান্তে তার যাকাত দেয়, তারপর তা টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়, তার নিকট প্রথম থেকেই নিসাব পরিমাণ টাকা ছিল, যার অর্ধ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এসব টাকার সাথে মিলাবে না। বরং এগুলোর জন্য সে সময় থেকে নুতন বছর হিসেবে শুরু করতে হবে। এ বিধান তখন হবে যদি এ মূল্য টাকা নিসাব পরিমাণ হয়, নতুবা সর্বসম্মতিক্রমে ঐসবের সাথে মিলানো যাবে। অর্থাৎ সেগুলোর যাকাত ঐসব টাকার সাথে দেয়া যাবে।[৮৩] (জাওহিরা)

মাস'আলা নং-৪৬: বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি সায়েমা বিচরণশীল পশু টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে তাহলে বিক্রিত টাকা পূর্বের টাকার সাথে মিলায়ে নেবে– যা পূর্ব থেকে তার নিকট নিসাব পরিমাণ মওজুদ ছিল। অর্থাৎ ঐসবের বছর সমাপনান্তে সেগুলোরও যাকাত দেয়া যাবে। ঐসবের জন্য নতুন বছর শুরু করতে হবে না। অনুরূপ যদি পশুর বিনিময়ে পশু বিক্রি করে তাহলে ঐ পশুকে এ পশুর সাথে মিলাবে যা পূর্ব থেকে তার নিকট ছিলো। সায়েমা পশুর যাকাত যদি দেয়া হয়, অতঃপর সায়েমা না রাখে, তা বিক্রি করে দেয়, তাহলে মূল্যগুলো পূর্বের মালের সাথে মিলিয়ে নেবে।[৮৪] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৪৭: উট, গরু, ছাগল একটি অপরটির বিনিময়ে বছর পূর্বে বিক্রি করে দেয়, বিক্রির পর থেকে নতুন বছর শুরু হবে। এভাবে যদি ব্যবসার নিয়তে অন্য জিনিসের বিনিময়ে বিক্রি করে তাহলে বিক্রির পর থেকে এক বছর অতিক্রম করার পর যাকাত ওয়াজিব হবে। আর যদি একই জাতীয় জিনিসের বিনিময়ে বিক্রি করা হয় অর্থাৎ উটের বিনিময়ে উট, গরুর বিনিময়ে গরু; তখনও একই

---

৮২ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/২৫৫ পৃ.

৮৩ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭৫ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

৮৪ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭৫ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিধান প্রযোজ্য হবে। আর যদি বছর পূর্ণ হওয়ার পর বিক্রি করে, তাহলে যে যাকাত ওয়াজিব হয়েছে তাও তার জিম্মায় থাকবে।[৮৫] (জাওহিরা)

মাস'আলা নং-৪৮: বছরের মাঝখানে বিচরণশীল পশু বিক্রি করে ফেলে এবং বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে ত্রুটির কারণে ক্রেতা তা ফিরিয়ে দেয়, তাহলে কাজী বা বিচারকের নির্দেশে ফেরত দেয়া হয়, তখন নতুন বছর শুরু হবে না, অন্যথায় ফেরত দেয়ার পর থেকে নতুন বছর শুরু করবে। আর যদি দান করা হয় অতঃপর বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে ফেরত নেয়া হয় অথবা স্বেচ্ছায় নেয়া হোক।[৮৬] (জাওহিরা)

মাস'আলা নং-৪৯: কারো নিকট খারাজ বা খাজনার জমি ছিল, খাজনা পরিশোধের পর বিক্রি করে দেয়, তখন মূল্যগুলো মূল নিসাবের সাথে মিলিয়ে নেবে।[৮৭] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৫০: কারো নিকট টাকা রয়েছে যেগুলোর যাকাত আদায় করা হয়েছে। অতঃপর ঐ টাকা দিয়ে বিচরণশীল প্রাণী ক্রয় করে এবং তার নিকট এ জাতীয় প্রাণী পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল, তাহলে এগুলো পূর্বের প্রাণীর সাথে মিলাবে না।[৮৮] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৫১: কোন ব্যক্তি কাউকে এক হাজার টাকা দান করে, বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সে আরো এক হাজার টাকা অর্জন করে অতঃপর দানকারী ব্যক্তি তার প্রদত্ত টাকা কাজীর নির্দেশে ফিরিয়ে নেয়। তখন তার উপর এ নতুন টাকার যাকাত ওয়াজিব হবে না, যতক্ষণ না তা এক বছর অতিক্রম করে।[৮৯] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৫২: কারো নিকট ব্যবসার ছাগল আছে, যার মূল্য দু'শ দিরহাম মূল্য পরিমাণের, বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে একটি ছাগল মারা যায়, বছর পূর্ণ হওয়া

---

৮৫ . আল্লামা আবু বকর ইবনে হাদ্দাদ, জাওয়াহারাতুন নায়্যারাহ, কিতাবুয যাকাত, ১৫০ পৃ.।

৮৬ . আল্লামা আবু বকর ইবনে হাদ্দাদ, জাওয়াহারাতুন নায়্যারাহ, কিতাবুয যাকাত, ১৫০ পৃ.।

৮৭ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭৫ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

৮৮ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭৫ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

৮৯ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭৫-১৭৬ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

পূর্বে সে ছাগলের চামড়া রং করে পরিশোধন করে নেয়, চামড়ায় যদি নিসাব পূর্ণ করে তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে।[৯০] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৫৩: যাকাত দেয়ার সময় অথবা যাকাতের মাল পৃথক করার সময় যাকাতের নিয়ত শর্ত। নিয়ত অর্থ হলো, জিজ্ঞাস করা হলে যেন বলতে পারে যে এটা যাকাত।[৯১] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৫৪: বছরব্যাপী দান খায়রাত করতেই আছে এখন নিয়ত করছে যে যা কিছু দিয়েছি তা যাকাত; তাতে যাকাত আদায় হবে না।[৯২] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৫৫: এক ব্যক্তিকে উকিল নিযুক্ত করে, তাকে দেয়ার সময় যাকাতের নিয়ত করেনি, কিন্তু উকিল নিযুক্তকারীর যাকাতের নিয়ত করলে হয়ে যাবে।[৯৩] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৫৬: দেয়ার সময় নিয়ত করেনি, পরে নিয়্যত করেছে ঐ মাল যদি ফকিরের নিকট মজুদ থাকে অর্থাৎ তার মালিকানায় থাকে, তাহলে এ নিয়ত যথেষ্ট হবে, তার নিকট না থাকলে এ নিয়ত হবে না।[৯৪] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৫৭: যাকাত দেয়ার জন্য উকিল বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করে প্রতিনিধিকে যাকাতের নিয়তে মাল দেয়, কিন্তু উকিল ফকিরকে দেয়ার সময় নিয়ত করেনি তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। এভাবে যাকাতের মাল জিম্মী (ইসলামী রাষ্ট্রের বিধর্মী প্রজা) কে দেয়, সে যেন ফকিরকে দেয় এবং জিম্মীকে দেয়ার সময় নিয়ত করে থাকলে সে নিয়তে যথেষ্ট হবে।[৯৫] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৫৮: উকিল বা প্রতিনিধিকে দেয়ার সময় বলেছে, নফল সাদকা বা কাফ্ফারা, কিন্তু এর পূর্বে প্রতিনিধি তা ফকিরকে দিয়ে দেয়, সে যদি যাকাতের নিয়ত করে তাহলে যাকাতই হবে, যদিও উকিল বা কাফ্ফারার নিয়তে ফকিরকে দিয়ে দেয়।[৯৬] (দুররুল মুখতার)

---

৯০ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭৬ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

৯১ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭০ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

৯২ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭১ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

৯৩ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭১ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

৯৪ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/২২২ পৃ.

৯৫ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/২২২ পৃ.

৯৬ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২২৩ পৃ. অনুচ্ছেদঃ **مَطْلَبٌ فِي زَكَاةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَفَاءً**

মাস'আলা নং-৫৯: এক ব্যক্তি কয়েকজন যাকাতদাতা প্রতিনিধি হয়েছে, সে সকলের যাকাত একত্র করে নেয়, তখন তার উপর ক্ষতিপূরণ বর্তাবে। যা কিছু ফকিরদেরকে দেয়া হল তা হবে নিঃস্বার্থ দান, অর্থাৎ না মালিকের নিকট থেকে তার বিনিময় পাবে আর না ফকিরদের থেকে। অবশ্য ফকিরদেরকে দেয়ার পূর্বে মালিক একত্রে মিলানোর অনুমতি দিয়ে থাকলে তার উপর ক্ষতিপূরণ বর্তাবে না। এভাবে ফকিরও যদি যাকাত নেয়ার জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করে এবং মাল মিলিয়ে নেয়, তাহলে ক্ষতিপূরণ তার উপর বর্তাবে না। তবে সে সময় এটা আবশ্যক যে, যদি একজন ফকিরের প্রতিনিধি হয় এবং কয়েক স্থান থেকে এ পরিমাণ যাকাত পায়, যার সমষ্টি নিসাব পরিমাণ হয়, এমতাবস্থায় যে তাকে জেনে যাকাত দেয় তার যাকাত আদায় হবে না। অথবা কয়েকজন ফকিরের প্রতিনিধি হলে যাকাত এত পরিমাণ সংগ্রহ করেছে যে, প্রত্যেকের অংশ নিসাব পরিমাণ হয় তখন এমন প্রতিনিধিকে যাকাত দেয়া জায়িয হবে না। যেমন: তিনজন ফকিরের প্রতিনিধি হয়ে ছয়শত দিরহাম পায়, জনপ্রতি দু'শত দিরহাম হয় যা নিসাব পরিমাণ আর যদি ছয়শত থেকে কম পায় তাহলে কারো পক্ষে নিসাব পরিমাণ হবে না, আর প্রত্যেক ফকির যদি তাকে পৃথক পৃথকভাবে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে, তখন সমষ্টিগত দৃষ্টি কোণ দেখবে না, বরং প্রতি একজনের যা মিলানো হয়েছে, তা দেখতে হবে, এমতাবস্থায় ফকিরদের অনুমোদিত ব্যতীত মিলানো জায়িয নেই। আর যদি মিলানো হয় তবুও যাকাত আদায় হবে এবং ফকিরদের ক্ষতিপূরণ দেবে। আর যদি ফকিরদের প্রতিনিধি না হয়, তাকে দেয়া যাবে, যত নিসাবই তার নিকট একত্র হোক না কেন।[৯৭] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৬০: একাধিক ওয়াকফের মুতাওয়াল্লী হল এক স্থানের আমদানী অন্যটির সাথে মিলানো জায়িয নেই। অনুরূপভাবে দালালের পন্যের মূল্যে বিক্রিত মাল মিশ্রিত করা জায়িয হবে না। অনুরূপভাবে কয়েকজন ফকিরের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করে যা পাওয়া যায়, ফকিরের অনুমতি ব্যতীত এটা মিলানো জায়িয হবে না। অনুরূপ আটা পেষণকারীর জন্য এটা জায়িয নেই যে, এটা অন্য লোকের গমের সাথে মিলিয়ে দেবে, তবে যেসব স্থানে মিলানো প্রচলিত আছে সেখানে মিলানো জায়িয আছে। এসব অবস্থায় ক্ষতিপূরর্ণ দিতে হবে।[৯৮] (খানিয়া)

মাস'আলা নং-৬১: প্রতিনিধি নিযুক্তকারী স্পষ্টভাবে মিলানোর অনুমতি দেয়নি তবে প্রথা প্রচলিত হয়েছে যে, প্রতিনিধি মিলাতে পারবে, এটাকে অনুমতি মনে

---

৯৭ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২২৩ পৃ. অনুচ্ছেদ: **مَطْلَبٌ فِي زَكَاةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَفَاءً**

৯৮ . ফাতওয়ায়ে খানিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১২৫ পৃ. অনুচ্ছেদ: ফি আদায়িল যাকাত।

করতে হবে। যদি প্রতিনিধি প্রচলিত প্রথা সম্পর্কে অবগত থাকে তবে সওদাগরের জন্য মিশ্রিত করার অনুমতি নেই, যেহেতু এটা প্রচলন নেই।[৯৯] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৬২: প্রতিনিধির এখতিয়ার রয়েছে যে, মালের যাকাত নিজ সন্তান ও স্ত্রীকে দিতে পারবে যদি তারা অভাবগ্রস্ত হয়। ছেলে যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক হয় তাকে দেয়ার জন্য স্বয়ং প্রতিনিধিকেও অভাবগ্রস্ত হওয়াটা জরুরী। কিন্তু নিজ সন্তান ও স্বয়ং প্রতিনিধিরা অভাবগ্রস্ত হওয়া জরুরি। কিন্তু নিজ সন্তান ও স্ত্রীকে তখনই দিতে পারবে যদি প্রতিনিধি নিযুক্তকারী তাদের ছাড়া অন্য কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দেয়ার জন্য বলে না থাকে। অন্যথায় নিজ সন্তান ও স্ত্রীকে দিতে পারবে না।[১০০] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৬৩: প্রতিনিধি নিজের জন্য গ্রহণ করার এখতিয়ার নেই, তবে যাকাতদাতা যদি বলে থাকে যে স্থানে ইচ্ছা প্রদান করতে পারবে। তাহলে নিতে পারবে।[১০১] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৬৪: যাকাতদাতা প্রতিনিধিকে হুকুম দেয়নি নিজেই যাকাতদাতার পক্ষ থেকে দিয়ে দেয়, তাহলে হবে না। যদিও পরে যাকাতদাতা অনুমতি দিয়ে থাকে।[১০২] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৬৫: যদি যাকাতদাতা প্রতিনিধিকে যাকাতের টাকা দেয় প্রতিনিধি তা রেখে দেয় এবং নিজের টাকা যাকাতের জন্য দেয় জায়িয হবে। যদি এ নিয়ত থাকে যে, এগুলোর বিনিময়ে মালিকের টাকা নিয়ে যাবে। আর যদি প্রথমে প্রতিনিধি যাকাতদাতার টাকা নিজে খরচ করে ফেলে, পরে নিজের টাকা যাকাতের জন্য দেয় তাহলে যাকাত আদায় হবে না। বরং এটা হবে প্রহসন, এতে প্রতিনিধিকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।[১০৩] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

---

৯৯ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২২৩ পৃ. অনুচ্ছেদঃ **مَطْلَبٌ فِي زَكَاةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَفَاءً**

১০০ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২২৪ পৃ. অনুচ্ছেদঃ **مَطْلَبٌ فِي زَكَاةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَفَاءً**

১০১ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/২২৪ পৃ.

১০২ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২২৩ পৃ. অনুচ্ছেদঃ **مَطْلَبٌ فِي زَكَاةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَفَاءً**

১০৩ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২২৪ পৃ. অনুচ্ছেদঃ **مَطْلَبٌ فِي زَكَاةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَفَاءً**

মাস'আলা নং-৬৬: যাকাতের প্রতিনিধি এখতিয়ার রয়েছে যে, মালিকের বিনা অনুমতি সে অন্যকে প্রতিনিধি বানাতে পারবে।[১০৪] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৬৭: কোনো ব্যক্তি এ কথা বলে যে, যদি আমি এ ঘরে যাব, তখন আমি আল্লাহর জন্য একশ টাকা খরচ করবো। তারপর ঘরে যায়, আর যাবার সময় এটা নিয়্যাত করে যে, তা আমি যাকাতের অর্থ থেকে দিয়ে দেব; তাহলে যাকাত আদাই হবে না।[১০৫] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৬৮: যাকাতের সম্পদ রেখেছে ফকির লুটে নেয়, আদায় হয়ে যাবে। যদি হাত থেকে পড়ে যায় এবং ফকিররা তুলে নেয়, সে তাদেরকে চিনতে পারে এতে সন্তুষ্ট হয়ে যায় আর নষ্ট না হয়, তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।[১০৬] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৬৯: আমানতদারের নিকট আমানত বিনষ্ট হয়ে গেছে, সে মালিককে বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য কিছু টাকা দেয়, দেয়ার সময় যাকাতের নিয়ত করে, মালিক অভাবগ্রস্ত হলেও যাকাত আদায় হবে না।[১০৭] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৭০: মাল যাকাতের নিয়তে পৃথক করলেই দায়িত্বমুক্ত হবে না, যতক্ষণ না অভাবগ্রস্ত ফকিরের হাতে দেয়া হয়, এমনকি মৃত্যুবরণ করলেও যাকাত রহিত হবে না। এতে উত্তরাধিকারত্ব জারী হবে।[১০৮] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৭১: বছর সমাপনান্তে পূর্ণ নিসাব দান করে দেয়, যদি যাকাতের নিয়ত না করে, বরং নফলের নিয়তে করেছে বা কিছুই করেনি যাকাত আদায় হয়ে যাবে। সম্পূর্ণ নিসাব অভাবগ্রস্তকে দিয়ে দেয়। মান্নত অথবা অন্য কোন ওয়াজিব নিয়ত করলেও, সহীহ হবে। কিন্তু যাকাত তার দায়িত্বে থেকে রহিত হবে না। মালের কিছু অংশ দান করলে, সে অংশেরও যাকাত বাদ যাবে না। বরং তার দায়িত্বে থাকবে। আর যদি সম্পূর্ণ মাল নষ্ট হয়ে যায়-তাহলে সম্পূর্ণ

---

১০৪ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২২৪ পৃ. অনুচ্ছেদঃ **مَطْلَبٌ فِي زَكَاةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَفَاءً**

১০৫ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭১ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

১০৬ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৩ পৃ. বাব নং-৩, অনুচ্ছেদ নং-২।

১০৭ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭১ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

১০৮ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২২৫ পৃ. অনুচ্ছেদঃ **مَطْلَبٌ فِي زَكَاةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَفَاءً**

যাকাত রহিত হবে। আর যদি আংশিক নষ্ট হয়, যে পরিমান নষ্ট হয়েছে তা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট মালের যাকাত ওয়াজিব হবে। যদিও তা নিসাব পরিমাণ না হয়। হালাক বা নষ্ট হওয়া বলতে, নিজের কোন ক্রিয়া ছাড়াই নষ্ট হয়ে যাওয়া। যেমন চুরি হয়ে গেছে, বা কাউকে ঋণ বা ধার দিয়া সে অস্বীকার করে, কোন স্বাক্ষীও নেই বা সে মারা গেছে পরিত্যক্ত কোন সম্পদ রেখে যায়নি, আর যদি নিজের ক্রিয়ার কারণে ধ্বংস হয় যেমন খরচ করে ফেলেছে, বা নিক্ষেপ করেছে, বা ঋণী ব্যক্তিকে দান করেছে, তাহলে বিধিমতে পুনরায় যাকাত দেয়া ওয়াজিব হবে। এক পয়সাও বাদ যাবে না। যদিও রিক্ত হস্তে হয়।[১০৯] (আলমগীরি, দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৭২: ফকির বা অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে কর্জ দিয়ে, সম্পূর্ণ কর্জ ক্ষমা করে দিলে যাকাত রহিত হবে। যদি আংশিক ক্ষমা করে তাহলে আংশিক যাকাত রহিত হবে। এ অবস্থায় যদি নিয়ত করা হয় যে, সম্পূর্ণটা যাকাত হয়ে যাক, তাহলে হবে না। ধনীকে কর্জ দেয়, কর্জ ক্ষমা করে দিলে, যাকাত রহিত হবে না, বরং তার জিম্মায় থাকবে। ফকিরের নিকট কর্জ পাবে সম্পূর্ণ কর্জ ক্ষমা করে দেয় এবং এটা নিয়ত করে যে, অমুকের উপর যে কর্জ রয়েছে, এটা তার যাকাত, তাহলে যাকাত আদায় হবে না।[১১০] (আলমগীরি, দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৭৩: কারো নিকট টাকা পাওনা আছে। ফকিরকে তার থেকে উসূল করে নিতে বলে, যাকাতের নিয়ত করলে, গ্রহণের পর আদায় হয়ে যাবে। ফকিরের উপর কর্জ রয়েছে সে কর্জ মালের যাকাত হিসেবে পেতে চায় অর্থাৎ সে চায় যে, কর্জ ক্ষমা করা হোক এবং মালের যাকাত হিসেবে দেয়া হোক, এটা হতে পারে না। অবশ্য এটা হতে পারে যে, তাকে মালের যাকাত দেবে। কর্জ পরিশোধে অস্বীকার করলে হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে। এতেও পাওয়া না গেলে, বিচারকের নিকট মুকাদ্দমা পেশ করবে বলবে যে তার নিকট টাকা আছে আমাকে কর্জ পরিশোধ করছে না।[১১১] (দুররুল মুখতার ও অন্যান্য ফিকহের কিতাব)

মাস'আলা নং-৭৪: যাকাতের টাকা মৃত ব্যক্তির কাফনে, মসজিদ নির্মাণ ও উন্নয়নে ব্যবহার করতে পারবে না। কারণ এক্ষেত্রে ফকিরকে মালিক বানানো হচ্ছে না। এক্ষেত্রে খরচ করার নিয়ম হলো ফকিরকে মালিক বানিয়ে দেয়া। পরে

---

১০৯ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭১ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

১১০ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭১ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

১১১ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/২২৬ পৃ.

সে যেন ঐসব কাজে খরচ করে। এতে উভয়ে সাওয়াব পাবে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ مَرَّتِ الصَّدَقَةُ عَلَى يَدِي مِائَةٍ لَكَانَ لَهُمْ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَ أَجْرِ الْمُبْتَدِئِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (দ.) ইরশাদ করেন, যদি শত হাতে সাদকা বদল হয়, তাহলে সবাই দাতার মত সাওয়াব পাবে এবং দাতার সাওয়াবে হ্রাস পাবে না।"[১১২] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৭৫: প্রকাশ্য ঘোষণা সহকারে দেয়া উত্তম। নফল সাদকা গোপনে দেয়া উত্তম।[১১৩] (আলমগীরি)

যাকাত প্রকাশ্যে দেয়ার কারণ হলো এই যে, গোপনে দিলে লোকজন অপবাদ ও মন্দ ধারণার সুযোগ পাবে, ঘোষণা সহকারে দিলে অন্যজন উৎসাহী হবার কারণ হবে। তাকে দেখে অন্যজনও যাকাত দিতে উৎসাহিত হবে। তবে লৌকিকতা না থাকা জরুরী, এতে সাওয়াব বিনষ্ট হবে। বরং তা হবে গুনাহ ও শাস্তিযোগ্য হবে।

মাস'আলা নং-৭৬: যাকাত দেয়ার সময় ফকীরকে যাকাত বলে দেয়ার প্রয়োজন নেই, বরং যাকাতের নিয়তেই যথেষ্ট। এমনকি যদি দান অথবা কর্জ বলে দেয়া হয় এবং যাকাতের নিয়ত করা হয়, তাহলে আদায় হবে।[১১৪] (আলমগীরি) এভাবে মান্নত, হাদিয়া, অথবা পান খাওয়ার জন্য অথবা শিশুদেরকে মিষ্টি খাওয়ানোর জন্য বা ঈদের জন্য বলে দিলে আদায় হয়ে যাবে। অনেক অভাবী লোক যাকাতের টাকা নিতে চায় না, যাকাত শব্দ বলে দিতে চাইলে তারা নিবে না। এ অবস্থায় যেন যাকাত শব্দের ব্যবহার না করে।

মাস'আলা নং-৭৭: যাকাত আদায় না করে, এখন অসুস্থ হয়ে পড়েছে ওয়ারিশগণ থেকে গোপন করবে। পূর্বে দেয়নি এখন দিতে চায় কিন্তু মাল নেই যদ্বারা আদায় করা যাবে, কর্জ করে যদি আদায় করতে চায় এবং কর্জ পরিশোধ করার যদি

---

১১২ . (ক) ইমাম খতিবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ, ৭/৬৩৬ পৃ. ক্রমিক. ৩৫২১, বশীর বিন যিয়াদ আল-বালখীর জীবনী। (খ) ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২২৭ পৃ. অনুচ্ছেদ: **مَطْلَبٌ فِي زَكَاةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَفَاءً**

১১৩ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭১ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

১১৪ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭১ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রবল ধারণা থাকে তাহলে কর্জ নিয়ে আদায় করা উত্তম। অন্যথায় নয়। যেহেতু বান্দার হক আল্লাহর হকের চেয়ে অধিক কঠোর।[১১৫] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৭৮: নিসাবের অধিকারী বছর সমাপ্তির পূর্বেও যাকাত আদায় করতে পারবে, তবে শর্ত হলো, বছর সমাপ্তিতে নিসাবের অধিকারী হতে হবে। বছর শেষে যদি নিসাবের অধিকারী না থাকে অথবা বছরের মাঝখানে নিসাবের মাল সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়, যা কিছু দেবে তা হবে নফল হবে। যে ব্যক্তি নিসাবের অধিকারী নয় সে যাকাত দিবে না। ভবিষ্যতে যদি নিসাবের অধিকারী হয় সে যাকাত দিবে না। ভবিষ্যতে যদি নিসাবের অধিকারী হয়, তাহলে যা পূর্বে দিয়েছে তা যাকাতের হিসেবে ধরা হবে না।[১১৬] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৭৯: নিসাবের অধিকারী যদি পূর্ব থেকে কয়েক নিসাবের যাকাত দিতে চায় দিতে পারবে। বছরের শুরুতে এক নিসাবের মালিক ছিল, কিন্তু দু'তিন নিসাবের যাকাত দিয়ে দেয় বছর শেষে যত নিসাবের যাকাত দিয়েছিল তত নিসাবের মালিক হয়ে গেছে। এবং সব নিসাবের যাকাত আদায় হয়ে যাবে। আর যদি সারা বছর এক নিসাবের মালিক রয়েছে বছরের পর আরো অধিক মাল অর্জন করেছে, পরর্তীগুলোর যাকাতের হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে না।[১১৭] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৮০: নিসাবের অধিকারী কয়েক বছরের অগ্রিম যাকাত দিতে পারবে।[১১৮] (আলমগীরি) অল্প অল্প যাকাত দিতে থাকলে বছর শেষে হিসেবে করবে এতে যাকাত পূর্ণ হলে ভাল, সামান্য কম হলে দ্রুত আদায় করে দেবে। আর অধিক দিয়ে দিলে আগামী বছরের সাথে মিলায়ে নেবে।

মাস'আলা নং-৮১: এক হাজার টাকার মালিক ছিলো, দু'হাজার টাকার যাকাত দেয়, নিয়ত করছে যে, বছরের মধ্যে আর এক হাজার হলে এটা সে এক হাজারের যাকাত হবে। নতুবা আগামী বছরের হিসাবে ধরা হবে-এটা জায়িয হবে।[১১৯] (আলমগীরি)

---

১১৫ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২২৮ পৃ. অনুচ্ছেদঃ **مَطْلَبٌ فِي زَكَاةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَفَاءً**

১১৬ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭৬ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

১১৭ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭৬ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

১১৮ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭৬ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

১১৯ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭৬ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

মাস'আলা নং-৮২: পাঁচশত টাকা আছে ধারণা করে পাঁচশত টাকার যাকাত দিয়ে দেয়, অতঃপর জানতে পারে যে, চারশত টাকা রয়েছে, তাহলে যা অধিক দেয়া হয়েছে তা পরবর্তী বছরের হিসেবে ধরা হবে।[১২০] (খানিয়া)

মাস'আলা নং-৮৩: কারো নিকট স্বর্ণ-রৌপ্য উভয়ে রয়েছে, বছর সমাপ্তির পূর্বে একটির যাকাত দেয়, তাহলে উভয়টির যাকাত হবে। অর্থাৎ বছরের মাঝখানে দু'টির একটি ধ্বংস হয়ে গেছে, যদিও যেটার নিয়তে যাকাত দিয়েছে, যেটা রয়ে গেছে এটা হবে তার যাকাত। যদি কারো নিকট গরু, ছাগল, উট সবগুলো নিসাব পরিমাণ থাকে এসব থেকে যেটার অগ্রিম যাকাত দিয়েছে সেটার যাকাত দেয়া হবে, সেটার যাকাত ধরা হবে। অন্যটির নয়। যদি বছরের মাঝখানে নিসাবের পরিমান না থাকে তাহলে তা অবশিষ্টলোর যাকাত হিসেবে নির্ধারণ করা যাবে না।[১২১] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৮৪: বছরের মাঝখানে যে ফকিরকে যাকাত দেয়া হয়েছে। বছর শেষে যে ধনী হয় গেছে বা মারা গেল বা (নাউযুবিল্লাহ) ধর্মত্যাগী হয়ে গেছে, তাহলে যাকাতের উপর তার কোন প্রভাব নেই। তা আদায় হয়ে যাবে যে ব্যক্তির উপর যাকাত ওয়াজিব সে যদি মারা যায়, যাকাত রহিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ তার সম্পদ থেকে যাকাত দেয়া জরুরী নয়। তবে যদি অসিয়াত করে যায় সম্পদের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত অসিয়াত কার্যকর হবে, আর যদি বুদ্বিমান প্রাপ্তবয়স্ক ওয়ারিশগণ অনুমতি দেয় তাহলে সর্ম্পূণ মাল থেকে আদায় করা যাবে।[১২২] (আলমগীরি, দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৮৫: যাকাত দিয়েছে কি না সন্দেহ হয় পুনরায় দিয়ে দিবে।[১২৩] (রদ্দুল মুহতার)

সাইমা বা বিচরণকারী পশুর যাকাতের বিবরণ

'সাইমা' (বা বিচরণকারী পশু) এমন প্রাণীকে বলা হয়-যা বছরের অধিকাংশ সময় মুক্তমাঠে বিচারণ করে জীবন ধারণ করে, এর উদ্দেশ্য শুধু দুধ, বংশ বৃদ্ধি গোশত চর্বি ইত্যাদি উৎপাদন।[১২৪] (তানভীর)

---

১২০ . ফাতওয়ায়ে খানিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১২৬ পৃ.

১২১ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭৬ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

১২২ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭৬ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

১২৩ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২২৮ পৃ. অনুচ্ছেদঃ **مَطْلَبٌ فِي زَكَاةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَفَاءً**

গৃহপালিত গবাদি পশু ঘরে থাকে, ঘাস খাওয়ানো হয়, অথবা কৃষিকাজ বা ভার বহন বা যানবাহন হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পালিত পশু যদিও বিচরণ করে আহার করে তা সাইমা হবে না। এসব পশুর যাকাত ওয়াজিব হবে না। এভাবে যদি মাংস খাওয়ার জন্য হয় তাও সাইমা হবে না। যদিও জঙ্গলে বিচরণ করে। ব্যবসায়িক পশু মুক্তভাবে বিচরণ করলে তাও নয়। বরং মূল্য নির্ধারণ করে তার যাকাত আদায় করতে হবে।[১২৫] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-১: ছয়মাস চারণেক্ষেত্রে থাকে ছয় মাস খাবার দেয়া হয়। তাও সাইমা নয়। উদ্দেশ্য হলো পশুকে মুক্তভাবে বিচরণ করতে দেবে পশু থেকে কাজ নেবে কিন্তু তা করেনি, এমনকি বছর শেষে হয়ে গেছে তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে। আর যদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে হয় এবং ছয়মাস বা ততোধিক সময় চারণক্ষেত্রে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত সাইমা হিসেবে নিয়ত না করবে শুধু বিচরণ করলে সাইমা হবে না।[১২৬] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-২: ব্যবসার জন্য ক্রয় করেছে, অতঃপর সাইমা করে নেয় তখন থেকে যাকাতের বছর শুরু হবে। ক্রয় করার সময় থেকে নয়।[১২৭] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৩: বছর সমাপ্তির পূর্বে সাইমা পশু কোন জিনিসের বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়, জিনিস যদি এ জাতীয় হয় যার উপর যাকাত ওয়াজিব এবং প্রথম থেকে তার নিসাব তার নিকট মওজুদ ছিল না, তাহলে সে সময় থেকে বছর গণনা শুরু করবে।[১২৮] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৪: ওয়াকফকৃত প্রাণী এবং জিহাদের ঘোড়ার যাকাত নেই। এভাবে অন্ধ বা হাত-পা কর্তিত পশুর যাকাত নেই। অবশ্য অন্ধ পশু চারণক্ষেত্রে অবস্থান করে তাহলে ওয়াজিব হবে।[১২৯] এভাবে যদি নিসাব কম হয় এবং তার নিকট অন্ধ

---

১২৪ . ইমাম তামরতাশী, তানভিরুল আবসার (দুররুল মুখতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/২৩২ পৃ. অনুচ্ছেদ: সায়িমা যাকাত।

১২৫ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/২৩৩ পৃ. অনুচ্ছেদ: সায়িমা যাকাত।

১২৬ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭৬ পৃ. দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

১২৭ . ইমাম তামরতাশী, তানভিরুল আবসার (দুররুল মুখতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/২৩৫ পৃ. অনুচ্ছেদ: সায়িমা যাকাত।

১২৮ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/২৩৫ পৃ. অনুচ্ছেদ: সায়িমা যাকাত।

১২৯ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/২৩৬ পৃ. অনুচ্ছেদ: সায়িমা যাকাত।

পশু থাকে নিসাবের সাথে পশু মিলালে নিসাব পূর্ণ হলে তখন যাকাত ওয়াজিব হবে। (আলমগীরি)

তিন প্রকারের পশুর যাকাত ওয়াজিব যদিও তা সাইমা হোক। (১) উট (২) গরু (৩) ছাগল। এসবের নিসাব বিস্তারিত বর্ণনার পর অন্যান্য বিধান বর্ণনা করা হবে।

উটের যাকাতের বর্ণনা

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহঃ) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ

-"হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি প্রিয় নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণ মালে যাকাত নেই, পাঁচ উটের কম সংখ্যায় যাকাত নেই এবং পাঁচ উকিয়ার কম পরিমাণে (রৌপ্যে) যাকাত নেই।"[১৩০]

উটের যাকাতের বিস্তারিত বর্ণনা বুখারী শরীফের হাদীসে রয়েছে-যা হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

মাস'আলা নং-১: উট পাঁচটির কম হলে যাকাত ওয়াজিব নয়। যদি পাঁচটি বা পাঁচটির অধিক হয় কিন্তু পঁচিশের কম হয় তখন প্রতি পাঁচটিতে একটি করে ছাগল ওয়াজিব। অর্থাৎ পাঁচটি হলে একটি বকরী, দশটি হলে দু'টি বকরী। এ হিসেবে গণ্য হবে।[১৩১] (বিভিন্ন ফিকহের কিতাব)

মাস'আলা নং-২: যাকাতে যে বকরী দেয়া হবে তা যেন এক বছরের কম না হয়। বকরী হেক বা বকরা হোক এখতিয়ার রয়েছে।[১৩২] (রদ্দুল মুহতার ও অন্যান্য কিতাব)

মাস'আলা নং-৩: দু' নিসাবের মাঝখানে যা হবে তা ক্ষমাযোগ্য । অর্থাৎ এগুলোর যাকাত দিতে হবে না। যেমন- সাতটি বা আটটি হলে সেক্ষেত্রে একটি বকরী দিতে হবে।[১৩৩] (দুররুল মুখতার)

---

১৩০ . ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ২/৬৭৩ পৃ. হা/৯৭৯

১৩১ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭৭ পৃ. দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

১৩২ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২৩৮ পৃ. অনুচ্ছেদঃ **بَابُ نِصَابُ الْإِبِلِ**

মাসআলা নং-৪: পঁচিশটি উট হলে একটি বিনতে মাখাজ (**بنت مخاض**) দিতে হবে। বিনতে মাখাজ বলা হয়-যেটা এক বছর হয়েছে দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণকারী উষ্ট্রী শাবককে। ৩৬ পর্যন্ত একই হুকুম অর্থাৎ বিনতে মাখাজ দিতে হবে। ৩৬ হতে ৪৫টি উটের যাকাত একটি বিনতে দিতে হবে। বিনতে লাবুন (**بنت لبون**) যেটা দু'বছরের হয়েছে, তৃতীয় বর্ষে পদার্পণকারী উষ্ট্রী শাবককে বলা হয়। ৪৬ হতে ৬০টি পর্যন্ত উটের যাকাত একটি হিক্কাহ দিতে হবে। হিক্কাহ (**حقه**) পূর্ণ তিন বছর অর্থাৎ চতুর্থ বর্ষে পদাপর্ণকারী উষ্ট্রী শাবককে হিক্কাহ বলা হয়। ৬১ হতে ৭৫টি পর্যন্ত উটের যাকাত একটি জাযাআহ (**جزاعه**); যেটা চার বছর হয়েছে পঞ্চম বর্ষে পদার্পণকারী উষ্টী শাবককে জাযাআহ বলা হয়। ৭৬টি হতে ৯০টি পর্যন্ত উটের যাকাত দু'টি বিনতে লাবুন। ৯১ হতে ১২০টি পর্যন্ত উটের যাকাত দু'টি হিক্কাহ।[১৩৪]

এরপর একশত পয়তাল্লিশ পর্যন্ত দু'টি হিক্কাহ এবং প্রত্যেক পাঁচটিতে একটি বকরী। যেমন- ১২৫টি হলে দু'টি হিক্কাহ ১টি বকরী চার বছরের। ১৩০টি হলে দু'টি হিক্কাহ দু'টি বকরী। এভাবে হিসেব চলতে থাকবে। তারপর ১৫০টি হলে তিনটি হিক্কাহ এরচেয়ে অধিক হলে তাহলে প্রথমের হিসাবানুযায়ী হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক পাঁচটিতে ১টি বকরী এবং পাঁচটি হলে বিনতে মাখাজ, ৩৬টি হলে বিনতে লাবুন। এ পর্যন্ত একশত ছিয়াশি বরং একশত নব্বই পর্যন্ত হুকুম

---

১৩৩ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২৩৮ পৃ. অনুচ্ছেদ: **بَابُ نِصَابُ الْإِبِلِ**

১৩৪ . অতি সহজভাবে বুঝার জন্য নিম্নে উটের যাকাতের একটি চিত্র দেয়া হলো-

ক. যে সংখ্যার উপর যাকাত ওয়াজিব:

খ. যাকাতের সংখ্যা:

১. ৫ থেকে ৯ পর্যন্ত-একটি বকরি।

২. ১০ থেকে ১৪ পর্যন্ত-২ বকরি।

৩. ১৫ থেকে ১৯ পর্যন্ত-৩ বকরি।

৪. ২০ থেকে ২৪ পর্যন্ত- ৪ বকরি।

৫. ২৫ থেকে ৩৫ পর্যন্ত- এক বছরের একটি উটনী।

৬. ৩৬ থেকে ৪৫ পর্যন্ত- ২ বছরের উটনী।

৭. ৪৬ থেকে ৬০ পর্যন্ত- ৩ বছরের উটনী।

৮. ৬১ থেকে ৭৫ পর্যন্ত- ৪ বছরের উটনী

৯. ৭৬ থেকে ৯০ পর্যন্ত- ২ বছরের ২ উটনী।

১০. ৯১ থেকে ১২০ পর্যন্ত- ৩ বছরের ৩টি উটনী।

উপরোক্ত নিয়মে অর্থাৎ এ পর্যন্ত হলে তিনটি হিক্কাহ একটি বিনতে লাবন, অতঃপর ১৯৬ হতে ২০৪ পর্যন্ত ৪টি হিক্কাহ। পাঁচটি বিনতে লাবুন দেয়ারও এখতিয়ার আছে। দু'ইশত হওয়ার পর উপরোক্ত নিয়মে হবে, যে নিয়মে একশত পঞ্চাশের পর হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি পাঁচটি উটে ১টি বকরী, পঁচিশে বিনতে মাখাদ, ছত্রিশে বিনতে লাবুন। অতঃপর ২৪ হতে ২৫০ পর্যন্ত পাঁচটি হিক্কাহ, এ নিয়মের ভিত্তিতে হিসেবে হবে।[১৩৫] (ফিকহের সব কিতাব সমূহ)

মাস'আলা নং-৫: উটের যাকাত যে ক্ষেত্রে এক, দুই তিন বা চার বছরের উষ্ট্রী শাবক দিতে হবে, সেক্ষেত্রে মাদী শাবক হওয়া জরুরী। নর দিলে তা যেন মাদী শাবকের মূল্য পরিমাণ হয়, অন্যথায় নেয়া যাবে না।[১৩৬] (দুররুল মুখতার)

গরুর যাকাতের বিবরণ

ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযী রহঃ, ইমাম নাসাঈ রহঃ, ইমাম দারেমী (রহঃ) প্রমুখ হযরত মুয়াজ বিন জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا، أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ يَعْنِي مُحْتَلِمًا دِينَارًا، أَوْ عَدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ

-"নবী করীম ﷺ যখন তাকে ইয়ামনের গভর্ণর নিযুক্ত করে প্রেরণ করলেন, তখন ইরশাদ করেছেন, প্রতি ত্রিশটি গরুর জন্য পূর্ণ এব বছর বয়সের একটি নর বা মাদী বাচ্চা এবং প্রতি চল্লিশটার জন্য পূর্ণ দুই বছর বয়সের একটি নর বা মাদী বাচ্চা যাকাত প্রদেয় হবে।"[১৩৭] অনুরূপ হাদিস আবু দাউদ শরীফে হযরত আমিরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। এতে একথাও

---

১৩৫ . ক. ইমাম যায়লাঈ, তাবায়েনুল হাকায়েক, কিতাবুয যাকাত, ২/৩৪ পৃ. (খ) ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২৩৮ পৃ. অনুচ্ছেদ: **بَابُ نِصَابُ الْإِبِلِ**

১৩৬ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/২৪০ পৃ. অনুচ্ছেদ: **بَابُ نِصَابُ الْإِبِلِ**

১৩৭ . ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, ২/১০১ পৃ. হা/১৫৭৬, সুনানে ইবনে মাযাহ, হা/১৮০৩, সুনানে দারেমী, ২/১১০ পৃ. হা/১৬৬৩, বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/১৬৫ পৃ. হা/৭২৮৬, ইমাম ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, ১১/২৪৪ পৃ. হা/৪৮৮৬, ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ২০/১২৯ পৃ. হা/২৬১, সুনানে দারা কুতনী, ২/৪৭৫ পৃ. হা/১৯০৪, ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/৩৬২ পৃ. হা/৯৯২২, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৬৬ পৃ. হা/১৮০০, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৬/৫৬৩ পৃ. হা/১৬৯৪৯

উল্লেখ রয়েছে যে, চাষাবাদ, পরিবহণ বা দুধ সরবরাহ ইত্যাদি প্রয়োজনে পোষা গরুর উপর যাকাত ধার্য হবে না।[১৩৮]

মাস'আলা নং-১: গরু ত্রিশের কম হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না। গরু ত্রিশ পূর্ণ হলে ১টি তাবী বা তাবীআহ দিতে হবে। পূর্ণ এক বছর বয়সের নর বাচ্চাকে তাবী বলা হয়, পূর্ণ এক বছর বয়সের মাদী বাচ্চাকে তাবীআহ বলা হয়। ৪০টা গরুর যাকাত ১টা মুসিনা বা মুসিন্না দিতে হবে। মুসিনা বলা হয় ঐ নর গো-শাবককে যা দু'বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পর তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করেছে। মুসিন্না বলা হয় ঐ মাদী গো- শাবককে যা দু'বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পর তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করেছে। ৬৯ পর্যন্ত এ হুকুম কার্যকর হবে। ৬০টি গরুর যাকাত দু'টি তাবী বা তাবীআহ। অতঃপর প্রতি ত্রিশটির জন্য ১টি তাবীআহ এবং প্রতি ৪০টির জন্য মুসিন্না। যেমন- ৭০টি গরুর যাকাত ১টি তাবী বা তাবীআহ এবং ১টি মুসিন। ৮০টি গরুর যাকাত দু'টি মুসিন বা মুসিন্নাহ। এ নিয়মে চলবে। যেক্ষেত্রে ত্রিশ এবং চল্লিশ নেসাব হবে, সেক্ষেত্রে এখতিয়ার রয়েছে, যাকাতে তাবী দেবে বা মুসিন দেবে। ১২০টি গরুর যাকাতে এখতিয়ার আছে, চারটি তাবীআহ বা তিনটি মুসিন্নাহ দেবে।[১৩৯] (ফিকহের কিতাব সমূহ দ্রষ্টব্য)

মাস'আলা নং-২: মহিষের যাকাত গরুর যাকাতের নিয়মে প্রদেয় হবে। যদি গরু মহিষ উভয় থাকে তাহলে যাকাত একত্রে দিতে পারবে। যেমন- বিশটি গরু এবং ১০টি মহিষ আছে তাহলে একত্রে মিলায়ে যাকাত দেয়া ওয়াজিব হবে। যে পশুর সংখ্যা অধিক সেটার বাচ্চা যাকাতে দিতে হবে। অর্থাৎ গরু বেশী হলে গরুর বাচ্চা, মহিষ বেশী হলে মহিষের বাচ্চা দিয়ে যাকাত দিতে হবে। কোনটি যদি অধিক না তাহলে এমন বাছুর নেয়া হবে যা মধ্যম আকৃতির।[১৪০] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৩: গরু-মহিষের যাকাতে এখতিয়ার আছে, নর-মাদী উভয় দেয়া যাবে। গরু অধিক হলে মাদী বাচ্চা, নর অধিক হলে নর শাবক দেয়া উত্তম।[১৪১] (আলমগীরি)

ছাগলের যাকাতের বিবরণ

---

১৩৮ . ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, ২/১০১ পৃ. হা/১৫৭২

১৩৯ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২৩৮ পৃ. অনুচ্ছেদঃ গরুর যাকাত।

১৪০ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭৮ পৃ. পরিচ্ছেদঃ **الْبَابُ الثَّانِي فِي صَدَقَةِ السَّوَائِمِ**

১৪১ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭৮ পৃ. পরিচ্ছেদঃ **الْبَابُ الثَّانِي فِي صَدَقَةِ السَّوَائِمِ**

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। হযরত ছিদ্দিক আকবর (রাঃ) যখন তাঁকে বাহারাইনে প্রেরণ করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামা কর্তৃক নির্ধারিত ফরজ ছদকাসমূহ তাকে লিখে দেন, ওখানে বকরীর নেসাবের বর্ণনাও ছিল। এটাও ছিল। এটাও ছিল যে, যাকাতে বৃদ্ধা বকরী, ত্রুটিযুক্ত বকরী ও বকরা দেয়া যাবে না। তবে যাকাত উসূলকারী নিতে চাইলে নিতে পারবে। যাকাতের ভয়ে বিক্ষিপ্তগুলোকে একত্র করবে না, একত্রিত গুলোকে বিচ্ছিন্ন করবে না।[১৪২]

মাআসলা নং-১: চল্লিশের কম হলে ছাগলের কোন যাকাত নেই। চল্লিশ হলে একটি ছাগল। এ হুকুম একশত বিশ পর্যন্ত অর্থাৎ একশ বিশ পর্যন্ত একটি ছাগল, একশ একুশে (১২১) দু'টি ছাগল। দুইশত এক হলে ৩টি ছাগল এবং চারশত হলে চারটি ছাগল। অতঃপর প্রতি শতে একটি ছাগল। দু' নিসাবের মাঝখানে যা থাকে ওসবের যাকাত মাফ।[১৪৩] (ফিকহের কিতাব সমূহ দ্রষ্টব্য)

মাস'আলা নং-২: যাকাতে ছাগল বা ছাগী উভয় দেয়ার এখতিয়ার আছে। যা দেয়া হোক না কেন জরুরী হলো, যেন এক বছরের কম না হয়। যদি কম হয়, তাহলে মূল্য হিসেবে যেন দেয়া হয়।[১৪৪] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৩: ভেড়া, দুম্বা, ছাগলের অন্তর্ভুক্ত। এক প্রকার দ্বারা নিসাব পূর্ণ না হলে অন্য প্রকারের সাথে মিলিয়ে অন্য প্রকার ললিয়ে নিসাব পূর্ণ না হলে অন্য প্রকারের সাথে মিলিয়ে একত্র করা যাবে এবং যাকাত হিসেবে ভেড়া দুম্বাও দেয়া যাবে, তার বয়স যেন এক বছরের কম না হয়।[১৪৫] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৪: জন্তুর বংশ মায়ের দিক থেকে ধরতে হবে। তবে যদি পুরুষ হরিণ দ্বারা বকরীর গর্ভে বাচ্চা হয় তবে বকরীর মধ্যে ধরা হবে। আর নেসাবে যদি একটি কম হয় অন্যটি দিয়ে নিসাব পূর্ণ করবে। আর (পুরুষ) বকরা দ্বারা যদি হরিণীর গর্ভে বাচ্চা হয় তা নিসাবে ধরা যাবে না। নীল গাভী ষাঁড় দ্বারা

---

১৪২ . ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ১/৪৯০ পৃ. হা/১৪৫৪-১৪৫৫

১৪৩ . (ক) আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭৮ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الثَّانِي فِي صَدَقَةِ السَّوَائِمِ**, (খ) ইমাম তামরতাশী, তানভিরুল আবসার (দুররুল মুখতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/২৪৩ পৃ. অনুচ্ছেদ: **بَابِ زَكَاةِ الْغَنَمِ**

১৪৪ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/২৪৩ পৃ. অনুচ্ছেদ: **بَابِ زَكَاةِ الْغَنَمِ**

১৪৫ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/২৪২ পৃ. অনুচ্ছেদ: **بَابِ زَكَاةِ الْغَنَمِ**

গর্ভবতী হয় তা গাভী হিসেবে ধরা হবে না। আর যদি নীল গাভী ষাঁড় গরু গর্ভবতী হয় তা গরু বা গাভী ধরা হবে।[১৪৬] (আলমগীরি)

মাসআলা নং-৫: যেসব পশুর উপর যাকাত ওয়াজিব ওসব যেন কমপক্ষে এক বছরের হয়। সবগুলো যদি এক বছরের কম বয়সের বাচুর হয়, তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবেনা। এসবের মধ্যে একটিও যদি এক বছর বয়সের থাকে তাহলে সবগুলো ওটির অনুগামী হলে যাকাত হবে। যেমন বকরীর চল্লিশটি বাচ্চা এক বছরের চেয়েও কম বয়সে ক্রয় করে, তাহলে ক্রয় করার সময় থেকে এক বছর যাকাত ওয়াজিব হবে না। যেহেতু সে সময় নিসাবের উপযুক্ত ছিল না। বরং ওসবের কোনটি যদি এক বছর বয়সের হয়ে যায় তখন থেকে বছর হিসেবে করবে। এভাবে যদি কারো নিকট নিসাব পরিমাণ ছাগল থাকে, ছয়মাস অতিক্রম করার পর ওসবের চল্লিশটি বাচ্চা হল অতঃপর ছাগল ছিল না বাচ্চাগুলো ছিল তাহলে বছর সমাপ্তিতে ছানাগুলো যেহেতু নিসাবের উপযুক্ত হয়নি বিধায় যাকাত ওয়াজিব হবে না।[১৪৭] (জাওহির)

মাস'আলা নং-৬: কারো নিকট উট, গরু, ছাগল সবগুলো আছে। কিন্তু নেসাবের চেয়ে কম অথবা আংশিক, তাহলে নিসাব পূর্ণ করার জন্য সবগুলো একত্র করা যাবে না। এবং যাকাতও ওয়াজিব হবে না।[১৪৮] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৭: যাকাতে মধ্যম ধরনের পশু গ্রহণ করবে। নির্বাচন করে উৎকৃষ্টগুলো নিবে না। তবে তার নিকট সবগুলো উন্নতমানের হলে নিতে পারবে এবং এমন পশু নিবে না যাকে খাওয়ার জন্য মোটাতাজা করা হয়েছে এবং এমন মাদীকেও নেবে না যেটা স্বীয় বাচ্চাকে দুগ্ধ পান করায়। ছাগীও নিবে না।[১৪৯] (আলমগীরি, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৮: যে বয়সের পশু যাকাত দেয়া ওয়াজিব তার কাছে সে বয়সের নেই এর চেয়ে বড় থাকলে তা দিয়ে দেবে। অতিরিক্ত মূল্য ফিরিয়ে নেবে, কিন্তু যাকাত উসূলকারীর জন্য নেয়া ওয়াজিব নয়, যাকাত উসূলকারী যদি বড়টি নিতে না চায় যেটা ওয়াজিব হয়েছে সেটা তলব করবে বা তার মূল্য নেবে। এক্ষেত্রে

---

১৪৬ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭৮ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الثَّانِي فِي صَدَقَةِ السَّوَائِمِ**

১৪৭ . আল্লামা আবু বকর ইবনে হাদ্দাদ, জাওয়াহারাতুন নায়্যারাহ, কিতাবুয যাকাত, ১৫৪ পৃ. পরিচ্ছেদ: ঘোড়ার যাকাত প্রসঙ্গ।

১৪৮ . ইমাম তামরতাশী, তানভিরুল আবসার (দুররুল মুখতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/২৮০ পৃ. অনুচ্ছেদ: মালের যাকাতের বিবরণ।

১৪৯ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/২৫১ পৃ. অনুচ্ছেদ: **بَابِ زَكَاةِ الْغَنَمِ**

তার এখতিয়ার রয়েছে, যে ধরনের পশু ওয়াজিব হয়েছে তা নেই এর চেয়ে কম বয়সের রয়েছে তাহলে সেটা দিয়ে দেবে। যতটুকু কম হবে ততটুকুর মূল্য দিয়ে দেবে। অথবা ওয়াজিব পশুর মূল্য দেবে। উভয়েই করা যাবে।[১৫০] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৯: ঘোড়া, গাধা, খচ্চর বিচরণশীল হলে তার যাকাত নেই। তবে যদি ব্যবসার জন্য হয়, তাহলে ঐগুলোর মূল্য নির্ধারণ করে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দেবে।[১৫১] (দুররুল মুখতার ও অন্যান্য ফিকহের কিতাব)

মাস'আলা নং-১০: দু'নিসাবের, মাঝখানেরগুলো মাফ। তার যাকাত নেই অর্থাৎ বছর সমাপ্তির পর যা মাফ করা হয়েছে তা যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে যাকাতে কম দেয়া যাবে না। ওয়াজিব হওয়ার পর নিসাব যদি নষ্ট হয়ে যার তার যাকাত রহিত হয়ে যাবে। ধ্বংস হওয়া মাফের অন্তর্ভুক্ত হবে। এরপর থাকলে বাকী নিসাবের সাথে যুক্ত হয়। এভাবে চলতে থাকবে। যেমন- ৮০টি ছাগল ছিল, ৪০টি মারা গেছে তখনও একটি বকরী ওয়াজিব হবে। চল্লিশের পর দ্বিতীয় চল্লিশটি মাফ। চল্লিশটি উট থেকে পনেরটি মারা গেল, তাহলে একটি বিনতে মাখাজ দেয়া ওয়াজিব। চল্লিশের মধ্যে চারটি অতিরিক্ত তা বের করে নেবে। এরপর ৩৬টি নিসাব তাও যথেষ্ট নয় আরো ১১টি বের করে নেবে ২৫টি থাকলে পঁচিশটির মধ্যে একটি বিনতে মাখাজ দিতে হবে। এভাবে প্রদান করবে।[১৫২] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-১১: যাকাতে দু' বকরী ওয়াজিব হলে একটি মোটাতাজা বকরী দেবে যার মূল্যে দু'টি বকরীর সমান হয়। (জাওহিরা)

মাস'আলা নং-১২: বছর সমাপ্তির পর নিসাবের অধিকারী নিজে নিসাব ধ্বংস করে দিলে যাকাত রহিত হবে না। যেমন- পশুকে ষাস পানি না দেয়ার কারনে মারা যায়। তবুও যাকাত দিতে হবে। এভাবে কারো নিকট কর্জ পাবে কর্জ গৃহীতা ধনী ব্যক্তি ছিল, বছর সমাপ্তির পর কর্জদাতা কর্জ মাফ করে দিলে এটা ধ্বংসের পর্যায়ভুক্ত, বিধায় যাকাত দিতে হবে। আর যদি কর্জ গৃহীতা অপরাগ বা দুর্বল হয়

---

১৫০ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭৭ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الثَّانِي فِي صَدَقَةِ السَّوَائِمِ**

১৫১ . ইমাম তামরতাশী, তানভিরুল আবসার (দুররুল মুখতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/২৪৪ পৃ. অনুচ্ছেদ: অনুচ্ছেদ: **بَابِ زَكَاةِ الْغَنَمِ**

১৫২ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/২৪৬ পৃ. অনুচ্ছেদ: **بَابِ زَكَاةِ الْغَنَمِ**

এবং তাকে মাফ করে দেয়া হয়, তাহলে যাকাত রহিত হবে।[১৫৩] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-১৩: নিসাবের অধিকারী বছর সমাপ্তির পর কর্জ দেয় বা ধার দেয়, বা ব্যবসার মালকে ব্যবসার বিনিময়ে বিক্রয় করে যাকে দেয়া হয় সে অস্বীকার করে, বা তার নিকট কোন প্রমাণ নেই বা গৃহীতা মারা গেছে এবং উত্তরাধিকারী রেখে যায়নি, তাহলে এটা ধ্বংস করা নয় বিধায় যাকাত রহিত হবে। আর যদি বছর সমাপ্তির পর ব্যবসার মালকে ব্যবসার মাল ভিন্ন অন্য জিনিসের বিনিময়ে বিক্রি করে অর্থাৎ মালের বিনিময়ে যেটা নিয়ে তা দ্বারা ব্যবসা উদ্দেশ্য নয়। যেমন: সেবার জন্য গোলাম বা পরিধানের জন্য কাপড় ক্রয় করে বা সাইমা পশু সাইমা পশুর পরিবর্তে বিক্রি করে, যার হাতে বিক্রয় করছে, সে অস্বীকার করে, বিক্রেতার নিকট কোন সাক্ষী নেই বা মারা গেছে এবং পরিত্যক্ত কোন সম্পদ রেখে যায়নি, তাহলে এটা ধ্বংস হবে না বরং ধ্বংস করা হবে বিধায় যাকাত ওয়াজিব হবে। বছর সামাপ্তির পর ব্যবসার মালকে স্ত্রী মোহরানায় দিলে বা স্ত্রী স্বীয় নিসাবের বিনিময়ে নিজেকে স্বামী থেকে মুক্ত করে নেয় তাহলে যাকাত দিতে হবে।[১৫৪] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-১৪: কারো নিকট মুদ্রা ছিল যা এক বছর অতিক্রম করেছে কিন্তু এখনো যাকাত দেয়নি এগুলোর বিনিময়ে ব্যবসার জন্য কোন দ্রব্য ক্রয় করে নেয়, দ্রব্য ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে যাকাত রহিত হবে। কিন্তু যদি এ পরিমান গচ্চা দিয়ে খরিদ করে যে, এ পরিমান লোকসান দিয়ে লোকেরা ক্রয় করছে না, তাহলে এর আসল মূল্যের চেয়ে যা অতিরিক্ত দেয়া হয়েছে তার যাকাত রহিত হবে না। যেহেতু তা নিজে ধ্বংস করা হয়েছে। আর যদি ব্যবসায় জন্য না হয় যেমন: সেবার জন্য গোলাম খরিদ করছে গোলাম মারা যায়। তাহলে সে টাকার যাকাত রহিত হবে না।[১৫৫] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-১৫: ইসলামী শাসক যদি অত্যাচারী বা বিদ্রোহী হয়, সাইমা পশুর যাকাত নিয়ে নেয়, বা দশমাংশ উসূল করে নেয় এবং ওখানেই খরচ করে দেয়, তাহলে পুনরায় দেয়ার প্রয়োজন হবে না। আর যদি ওখানে খরচ না করে দিতে

---

১৫৩ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/২৪৭ পৃ. অনুচ্ছেদ: **بَابِ زَكَاةِ الْغَنَمِ**

১৫৪ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/২৪৮-২৫০ পৃ. অনুচ্ছেদ: **بَابِ زَكَاةِ الْغَنَمِ**

১৫৫ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২৪৮ পৃ. অনুচ্ছেদ: **بَابِ زَكَاةِ الْغَنَمِ**

হবে। আর খারাজ বা খাজনা সরিয়ে নিলে সাধারণতঃ পুনরায় দেয়ার প্রয়োজন নেই।[১৫৬] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-১৬: যাকাত উসূলকারীর সামনে সাইমা পশু বিক্রি করে দেয়, তাহলে যাকাত উসূলকারীর এখতিয়ার রয়েছে ইচ্ছে করলে যাকাত পরিমাণ মূল্য তার নিকট থেকে নিয়ে নেবে। এক্ষেত্রে ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যাবে। আর ইচ্ছে করলে যে পশু ওয়াজিব হয়েছি তা বিক্রয় করে নেবে, ঐসময় যা নিয়েছে সেক্ষেত্রে তা বাতিল হয়ে যাবে। যাকাত উসূলকারী ওখানে ছিল না বরং এমন সময় এসেছে যে সময় ক্রয় বিক্রয় চুক্তি থেকে উভয়ই পৃথক হয়ে গেছে তাহলে পশু নিতে পারবে না। যে পশু ওয়াজিব হয়েছে তা মূল্য নেবে।[১৫৭] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-১৭: যে শষ্যের উপর দশমাংশ ওয়াজিব হয়েছে তা বিক্রি করে দেয়, তাহলে যাকাত উসূলকারীর এখতিয়ার থাকবে ইচ্ছে করলে বিক্রেতা হতে মূল্য নেবে বা ক্রেতা থেকে সেই পরিমাণ শষ্য নিয়ে নেবে। এ রূপ বেচা-কেনা তার সামনে হোক বা দু'জন পৃথক হয়ে যাবার পর হয়, যাকাত উসূলকারী এসে থাকুক।[১৫৮] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-১৮: ৮০টি ছাগল থাকলে একটি ছাগল যাকাত দেয়া ওয়াজিব হবে। চল্লিশ চল্লিশ দু'টি দল করে দু'টি বকরা যাকাত নেয়া যাবে না। দুই অংশ চল্লিশটি চল্লিশটি বকরী রয়েছে দুই অংশের সবগুলো একত্রে করে এক দল করে এক বকরী যাকাত দেয়া যাবে না। বরং প্রতি দল থেকে একটি করে নিতে হবে। এভাবে একজনের নিকট ৩৯টি বকরী রয়েছে, আর একজনের নিকট চল্লিশটি রয়েছে, তাহলে ৩৯টি বকরীর মালিক থেকে কিছু নেয়া যাবে না। মূল কথা হলো, যেগুলো একত্রে আছে সেগুলো পৃথক করা যাবে না আর যেগুলো পৃথক আছে সেগুলো একত্রে করা যাবে না।[১৫৯] (আলমগীরি ও অন্যান্য)

মাস'আলা নং-১৯: গবাদি পশু বিভিন্ন প্রকার হলে যাকাতে কোন প্রভাব পড়বে না। পশু যে প্রকারের হোক না কেন, প্রত্যেকের অংশ যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে উভয়টির উপর পূর্ণরূপে যাকাত ওয়াজিব। একটির অংশ নিসাব পরিমাণ

---

১৫৬ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/২৫৫ পৃ. অনুচ্ছেদ: **بَابِ زَكَاةِ الْغَنَمِ**

১৫৭ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮১ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الثَّالِثُ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْعُرُوضِ**

১৫৮ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮১ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الثَّالِثُ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْعُرُوضِ**

১৫৯ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮১ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الثَّالِثُ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْعُرُوضِ**

হয়, অন্যটির না হয় তাহলে যেটির নিসাব আছে সেটির উপর যাকাত ওয়াজিব। অন্যটির উপর নয়। যেমন একজনের চল্লিশটি বকরী অন্যজনের ত্রিশটি আছে সে মালিকের উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। যদি কোনটি নিসাব পরিমাণ না হয় বরং সমষ্টিগতভাবে নিসাব হয় তাহলে কারো উপর কিছু ওয়াজিব হবে না।[১৬০] (আলমগীরি ও অন্যান্য)

মাস'আলা নং-২০: ৮০টি বকরীতে ৮১ জন অংশীদার রয়েছে এক ব্যক্তি প্রতি বকরীর অর্ধাংশের অংশীদার এবং প্রত্যেক ব্যক্তি বকরীর দ্বিতীয় অংশের অংশীদার তাদের মধ্যে এক এক জনের সব অংশের সমষ্টি চল্লিশের সমান, তারা সকলেই অর্ধেক অর্ধেক বকরীর অংশীদার, কারো উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না।[১৬১] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-২১: অংশীদারী গবাদী পশুর যাকাত দিলে প্রত্যেককে নিজ অংশ অনুযায়ী দিতে হবে। অংশের অতিরিক্ত দেয়া হলে সেটা শরিকদের থেকে ফিরিয়ে নেবে। যেমন একজনের ৪১টি বকরী আছে অন্যজনের ৮২টি, মোট ১২৩টি, দু'টি যাকাত দেয়া হয়, অর্থাৎ প্রতিজন থেকে একটি করে একজন যেহেতু এক তৃতীয়াংশের অংশীদার, দ্বিতীয়াংশের, বিধায় দুই তৃতীয়াংশের মালিককে দুই তৃতীয়াংশ দিতে হবে, যার সমষ্টি এক তৃতীয়াংশ ও একটি বকরী এবং এক তৃতীয়াংশের অধিকারীকে এক তৃতীয়াংশ দিতে হবে। যার সমষ্টি দুই তৃতীয়াংশ এবং এর উপর এক বকরী ওয়াজিব বিধায় দুই তৃতীয়াংয়শের অধিকারী এক তৃতীয়াংশের অধিকারী থেকে তৃতীয়াংশ নেয়ার যোগ্য বিবেচিত হবে। সর্বমোট ৮০টি বকরী রয়েছে একজন দুই তৃতীয়াংশের মালিক, অন্যজন এক তৃতীয়াংশের যাকাতে এক বকরী নেয়া হয়, তৃতীয়াংশের অধিকারী নিজ অংশীদার থেকে তৃতীয়াংশ বকরীর মূল্য নিয়ে যাবে। যেহেতু তার উপর যাকাত ওয়াজিব নয়।[১৬২] (রদ্দুল মুহতার)

বাণিজিক্য স্বর্ণ রৌপ্যের মালামালের যাকাতের বিবরণ:

---

১৬০ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮১ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الثَّالِثُ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْعُرُوضِ**

১৬১ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/২৮১ পৃ. অনুচ্ছেদ: মালের যাকাতের বিবরণ।

১৬২ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২৮০ পৃ. অনুচ্ছেদ: মালের যাকাতের বিবরণ।

হাদিস নং-১: সুনানে আবি দাউদ ও সুনানে তিরমিযী শরীফে আমিরুল মু'মিনীন হযরত মাওলা আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ: مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

-"ঘোড়া ও গেলামের সাদকা (যাকাত) আমি ক্ষমা করেছি। অতঃপর তোমাদের রৌপের যাকাত দিবে প্রতি চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম। আর একশ নব্বই দিরহামে কোন যাকাত নেই। যখন রৌপ্য দুইশত দিরহামে উপনীত হবে, তখন পাঁচ দিরহাম সাদকা (যাকাত) দাও।"[১৬৩]

হাদিস নং-২: ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) এর অপর একটি বর্ণনায় হযরত আলী (রাঃ) নবী করীম (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন, হুজুর আকরাম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ

-"প্রত্যেক চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম যাকাত দিবে। আর যতক্ষণ দুইশত দিরহাম পূর্ণ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের উপর যাকাত নেই। যখন কারো নিকট পূর্ণ দুইশত দিরহাম হবে তখন তাতে পাঁচ দিরহাম যাকাত ওয়জিব হবে। অতঃপর যত বেশী হবে এ হিসাব অনুযায়ী যাকাত দিবে।"[১৬৪]

হাদিস নং-৩: ইমাম তিরমিযী (রহঃ) সংকলন করেন-

---

১৬৩ . সুনানে তিরমিযি, ৩/৭ পৃ. হা/৬২০, ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, ২/১০১ পৃ. হা/১৫৭৪, ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, ২/১১৮ পৃ. হা/৭১১, ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/১৯৮ পৃ. হা/৭৪০৬ এবং ৪/৪২৭ পৃ. হা/৭৫২০, মুসনাদে আবি ই'য়ালা, হা/৫৬১, ইমাম ইবনে আছির, জামেউল উসূল, ৪/৫৮৬ পৃ. হা/২৬৬৭, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৬৫ পৃ. হা/১৭৯৯, মুসনাদে বায্যার, হা/৬৭৮, মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক, হা/৭০৭৭

১৬৪ . সুনানে আবি দাউদ, আস-সুনান, ২/৯৯ পৃ. হা/১৫৭২, ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/৪২৭ পৃ. হা/৭৫২১, সুনানে দারেকুতনী, ২/৪৭২ পৃ. হা/১৮৯৮, ইমাম ইবনে আছির, জামেউল উসূল, হা/২৬৬৬, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৬/৩১৯ পৃ. হা/১৫৮৩৭, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৬৫ পৃ. হা/১৭৯৯

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَفِي أَيْدِيهِمَا سُوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُمَا: أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ؟، قَالَتَا: لاَ، قَالَ: فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللهُ بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟، قَالَتَا: لاَ، قَالَ: فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ.

-"হযরত আমর ইবনে শুয়াইব (রা.) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর পিতামহ হতে বর্ণনা করেন যে, একদা দু'জন স্ত্রীলোক রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিকট আসে, তখন তাদের দু'হাতে দু'টি স্বর্ণের বালা ছিল। হুজুর (ﷺ) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি এসবের যাকাত আদায় করো? উত্তর দিল, না। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁদেরকে বললেন, তোমরা কি পছন্দ কর যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে আগুনের বালা পরাবেন? তারা বললো, কখনও না। হুজুর ﷺ বললেন, তাহলে তোমরা এগুলোর যাকাত প্রদান করবে।"[১৬৫]

হাদিস নং-৪: ইমাম মালেক রহঃ ও ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ، فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

-"উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি স্বর্ণের বালা পরিধান করতাম, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! ইহা কি সেই গুপ্তধনের অন্তর্ভূক্ত? যে বিষয়ে কোরআনে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে? তখন হুজুর (ﷺ) বললেন, যা যাকাতের নিসাব পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং তার যাকাত দেয়া হয় তা গুপ্তধন বা কন্জ নয়।"[১৬৬]

হাদিস নং-৫: ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহঃ 'হাসান' সূত্রে সংকলন করেন-

---

১৬৫ . ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ২/২২ পৃ. হা/৬৩৭, মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক, ৪/৮৫ পৃ. হা/৭০৬৫, ইমাম বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ৬/৪৮ পৃ. হা/১৫৮৩, ইমাম ইবনে আছির, জামেউল উসূল, হা/২৬৮৮, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৩১১ পৃ. হা/১১৫১

১৬৬ . ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, ২/৯৫ পৃ. হা/১৫৬৪, ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ১/৫৪৭ পৃ. হা/১৪৩৮, তিনি বলেন- **هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ**- "এ হাদিসটি সহীহ বুখারীর শর্তানুসারে সহীহ।" ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/১৪০ পৃ. হা/৭২৩৪, ইমাম ইবনে আছির, জামেউল উসূল, হা/২৬৯১, ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ২৩/২৮১ পৃ. হা/৬১৩, সুনানে দারাকুতনী, ২/৪৯৬ পৃ. হা/১৯৫০, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৬৮ পৃ. হা/১৮১০

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، قَالَتْ: دَخَلْتُ أَنَا وَخَالَتِي عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَلَيْنَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ؟ قُلْنَا: لَا، قَالَ: أَفَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللهُ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ أَدِّيَا زَكَاتَهُ

-"হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ (রাঃ)থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি ও আমার খালা রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) এর খেদমতে উপস্থিত হলাম, আমরা স্বর্ণের বালা পরিধান করেছিলাম, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন, তোমরা এসবের যাকাত দিয়েছে কি? আমরা বললাম, না। ইরশাদ করলেন, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করো না? তিনি তোমাদের আগুনের বালা পরিধাণ করাবেন? তোমরা এসবের যাকাত আদায় করো।"[১৬৭]

হাদিস নং-৬: ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ

-"হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে আদেশ করতেন যে, আমরা যা বিক্রির জন্য তৈরী করি তার যেন (সাদকা) যাকাত দেই।"[১৬৮]

স্বর্ণের নিসাবের বর্ণনা

মাস'আলা নং-১: স্বর্ণের নিসাব বিশ মিসকাল অর্থাৎ সাড়ে সাত তোলা এবং রৌপের নিসাব দু'শ দিরহাম অর্থাৎ ৫২ সাড়ে বায়ান্নতোলা তোলা বলতে প্রচলিত টাকানুযায়ী এক ভরি দশ আনা ধরা হয়। স্বর্ণ-রৌপ্যের যাকাতে ঐ ওজনই বিবেচ্য হয়, মূল্য ধর্তব্য নয়। যেমন সাত তোলা স্বর্ণ বা এর কম ওজনের অলংকার বা পাত্র তেরী করা হলে কারিগরী খরচ সহ দু'শ দিরহামের অধিক হয়ে যায়, আজকাল সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের মূল্যে রৌপ্যের নিসাবের সমতুল্য হবে।

---

১৬৭ . ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ২৪/১৭০ পৃ. হা/৪৩১, মুসনাদে আহমদ, ৪৫/৪৮৬ পৃ. হা/২৭৬১৪, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৩১২ পৃ. হা/১১৫৩, তিনি বলেন- **رَوَاهُ أَحْمد بِإِسْنَاد حسن** -"হাদিসটির সনদ 'হাসান'।" ইমাম হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩/৬৭ পৃ. হা/৪৩৫৫, তিনি বলেন- **رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.** -"হাদিসটি ইমাম আহমদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, আর হাদিসটির সনদ 'হাসান'।"

১৬৮ . ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, ২/৯৫ পৃ. হা/১৫৬২, ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/২৪৭ পৃ. হা/৭৫৯৭ এবং আল-মা'রিফাতুল সুনানি ওয়াল আছার, ৬/১৪৭ পৃ. হা/৮৩১১, ইমাম বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ৬/৫২ পৃ. হা/১৫৮৪

মোট কথা পরিমাপে যদি নিসাব পরিমাণ না হয়, তাহলে যাকাত ওয়াজিব নয়। মূল্যে যা হোক না কেন, অনরূপ স্বর্ণের যাকাত স্বর্ণ দ্বারা আর রৌপ্যের যাকাত রৌপ্যে দ্বারা দেয়া হয়, সেক্ষেত্রে মূল্য নয়, ওজনই ধর্তব্য হবে। যদিও বা কারিগরী খরচসহ এর মূল্য বৃদ্ধি পায়। মনে করুন রৌপ্যের বাজার দর ভরি (তোলা) দশ আনা এবং যাকাত বাবদ এক ভরি ওজনের একটি রূপার টাকা দেয় যা ষোল আনা সমতুল্য কিন্তু যাকাতের বেলায় এক ভরি তথা দশ আনাই ধরা হবে। টাকার মূল্যমান হিসেবে অতিরিক্ত ছয় আনার কোন হিসেবে ধরা হবে না।[১৬৯] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-২: পূর্বে যা বলা হয়েছে যে, যাকাত আদায়ের ব্যাপারে মূল্য ধর্তব্য নয়, এটা তখনই প্রযোজ্য হবে যখন কোন জিনিসের যাকাত স্বজাতীয় বস্তু দ্বারা আদায় করা হয়। যদি স্বর্ণের যাকাত রৌপ্য দ্বারা রৌপ্যের যাকাত স্বর্ণ দ্বারা রৌপ্যের যাকাত স্বর্ণ দ্বারা আদায় করা হয়, তখন মূল্যই ধর্তব্য হবে। যেমন স্বর্ণের যাকাতে রৌপ্যের কোন বস্তু দেয়া হয়, যার এক স্বর্ণমুদ্রা, তাহলে এক স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করা হয়েছে বলে গণ্য হবে, যদিও ঐ বস্তুর রৌপ্য পনের টাকা সমানও না হয়।[১৭০] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৩: স্বর্ণ রৌপ্য যখন নিসাব পরিমাণ হয়, তখন এগুলোর যাকাত চল্লিশ ভাগের এক ভাগ দিতে হবে। ওগুলো যেমনই হোক বা ওসবের মুদ্রা যেমন রূপার টাকা বা স্বর্ণের আশরাফী ওগুলো দ্বারা কোন বস্তু প্রস্তুত করা হয়, ওগুলোর ব্যবহার জায়িয হয়, যেমন মহিলার অলংকার বা পুরুষের জন্য সাড়ে চারমাশার চেয়ে কম রূপার আংটি বা চেইন ব্যতীত সোনা রূপার বোতাম। ব্যবহার করা নাজায়িয হবে, যেমন রৌপ্য বা স্বর্ণের বরতন, ঘড়ি, সুরমাদানি, এসবের ব্যবহার পুরুষ ও মহিলা সবার জন্য হারাম, বা পুরুষের জন্য সোনা রূপার সেলাইকৃত অলংকার বা স্বর্ণের আংটি যা সাড়ে চার মাশার অতিরিক্ত রূপার আংটি বা কয়েকটি আংটি বা কয়েকটি পাথরের আংটি; মোটকথা যে রকমই হোক যাকাত ওয়াজিব হবে। যেমন সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ আছে তাহলে দু'মাশা যাকাত ওয়াজিব বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা আছে, তাহলে এক তোলা তিন মাশা ছয় রতি যাকাত ওয়াজিব হবে।[১৭১] (দুররুল মুখতার)

---

১৬৯ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২৬৭-২৭০ পৃ. অনুচ্ছেদ: মালের যাকাতের বিবরণ।

১৭০ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২৭০ পৃ. অনুচ্ছেদ: মালের যাকাতের বিবরণ।

১৭১ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২৭০ পৃ. অনুচ্ছেদ: মালের যাকাতের বিবরণ।

মাস'আলা নং-৪: স্বর্ণ রৌপ্য ব্যতীত ব্যবসার যে পন্য আছে, এর মূল্য যদি স্বর্ণ রৌপ্যের নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে তার উপরও যাকাত ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ এই জিনিসের মূল্যের চল্লিশ ভাগের একাংশ। আর যদি ব্যবসার পন্যের মূল্য নিসাব পরিমাণ না হয় কিন্তু তার নিকট ব্যবসার পন্য ছাড়া স্বর্ণ রৌপ্যও আছে, তাহলে ব্যবসার মাল ও স্বর্ণ রৌপ্য মূল্য মিলে যদি নিসাব পরিমাণ হয়, যাকাত ওয়াজিব হবে। ব্যবসার জিনিসের মূল্য এমন মুদ্রা দ্বারা নির্ধারণ করবে, যা প্রচলন বেশী। যেমন- হিন্দুস্থানে চান্দির টাকা প্রচলন বেশী। ওখানে তা মূল্য নির্ধারণ করবে। যদি কোন স্থানে স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রার সমান প্রচলন থাকে, তাহলে যে কোন একটা মূল্য নির্ধারণ করা যাবে। আর যদি টাকা মূল্য নির্ধারণ করলে নিসাব পরিমাণ না হয়, আশরাফী দ্বারা নির্ধারণ করলে নিসাব পরিমাণ হয়, অথবা আশরাফীর মুদ্রা না হয়, টাকা দ্বারা হয়, তাহলে তা দ্বারা নিসাব পূর্ণ হয় তা মূল্য নির্ধারণ করবে, উভয় দ্বারা যদি নিসাব পূর্ণ হয়ে যায় কিন্তু একটাতে নিসাব ছাড়াও নিসাবের এক পঞ্চমাংশ অতিরিক্ত হয়, তাহলে তা মূল্য নির্ধারণ করবে যার হিসেবে নিসাব ছাড়া নেসাবের এক পঞ্চমাংশ অতিরিক্ত হয়।[১৭২] (দুররুল মুখতার ও অন্যান্য)

মাস'আলা নং-৫: নিসাবের অতিরিক্ত মাল আছে এবং তা যদি নিসাবের এক পঞ্চমাংশ হয় তাহলে তার যাকাত ওয়াজিব হবে। উদাহারণ স্বরূপ বলা যায় যে, ২৪০ দিরহাম অর্থাৎ ৬৩ তোলা রৌপ্য আছে, তাহলে ছয় দিরহাম অর্থাৎ ১ তোলা ৬ মাশা ৭৫/১ রক্তি যাকাত ওয়াজিব। অর্থাৎ সাড়ে বায়ান্ন তোলার পর প্রতি সাড়ে দশ তোলায় ৩ মাশা ১৫/১ রক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। অনুরূপ স্বর্ণ ৯ তোলা থাকলে ২ মাশা ৫/৩ রক্তি যাকাত ওয়াজিব। অর্থাৎ সাড়ে সাত তোলার পর প্রতি দেড় তোলায় ৫-৩/৩ রক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। তবে এক পঞ্চমাংশের কম হলে মাফ। অর্থাৎ স্বর্ণ ৯ তোলা থেকে যদি এক রত্তিও কম হয়, তাহলে কেবল সাড়ে সাত তোলারই ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ ২ মাশা যাকাত দিতে হবে। অনুরূপ রৌপ্য যদি ৬৩ তোলা থেকে এক রক্তিও কম হয়, তাহলে যাকাত শুধু সাড়ে বায়ান্ন তোলারই দিতে হবে। অর্থাৎ ১ তোলা ৩ মাশা ৬ রক্তি ওয়াজিব হবে। অনুরূপ এক পঞ্চমাংশের পর যা অতিরিক্ত হয় তাও যদি এক পঞ্চমাংশ হয়, তাহলে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ দিতে হবে, অন্যথায় মাফ। এ নিয়ামানুযায়ী জারী। ব্যবসার মালেরও একই হুকুম।[১৭৩] (দুররুল মুখতার)

---

১৭২ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২৭০-২৭২ পৃ. অনুচ্ছেদ: মালের যাকাতের বিবরণ।

১৭৩ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২৭২ পৃ. অনুচ্ছেদ: মালের যাকাতের বিবরণ।

মাস'আলা নং-৬: স্বর্ণ-রৌপ্যে যদি খাদ থাকে তবে স্বর্ণ-রৌপ্যের অংশ বেশী, তাহলে স্বর্ণ-রৌপ্য হিসেবে নির্ধারণ করবে এবং সবটার উপর যাকাত ওয়াজিব। অনুরূপ খাদ যদি স্বর্ণ-রৌপের সমান হয়, তখনও যাকাত ওয়াজিব। আর যদি স্বর্ণ অধিক হয়, তখন স্বর্ণ-রৌপ্য হিসেবে ধর্তব্য হবে না। এমতাবস্থায় কয়েক পদ্ধতি হতে পারে যেমন- স্বর্ণ রৌপ্য যদি এ পরিমাণ হয় যে, পৃথক করলে নিসাব পরিমাণ হয়। অথবা নিসাব পরিমাণ না হয়। তবে তার নিকট আরো মাল রয়েছে ঐসব মাল একত্র করলে নিসাব পরিমাণ হয়। অথবা তার যদি মূল্য নির্ধারণ করা হয় এবং মূল্য যদি নিসাব পরিমাণ হয়, ঐ অবস্থায় যাকাত ওয়াজিব। উপরোক্ত দিক সমূহের কোনটি যদি না হয়, তা দিয়ে যদি ব্যবসা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ব্যবসার শর্তাবলীর ভিত্তিতে ঐসব ব্যবসার মাল হিসেবে গণ্য করবে এবং ঐসবের মূল্যে যদি স্বয়ং অথবা অন্য জিনিসের সাথে মিলানোর পর নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে। অন্যথায় হবে না।[১৭৪] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৭: স্বর্ণ-রৌপ্য উভয় পরস্পর মিলিয়ে নিলে, স্বর্ণ বেশী হলে, স্বর্ণ হিসেবে ধরবে, উভয় যদি সমান হয় অথবা স্বর্ণ নিসাব পরিমাণ আছে, রৌপ্যের সাথে মিলানোর পর, তখন স্বর্ণ বেশী হয় স্বর্ণ হিসেবে ধরবে। আর যদি রৌপ্য বেশী হয় রৌপ্য হিসেবে ধরবে। নিসাব পরিমাণ হলে রৌপ্যের অনুযায়ী যাকাত দেবে। কিন্তু যে পরিমান স্বর্ণ আছে তা যদি রৌপ্যের মূল্যের চেয়ে অধিক হয়, তাহলে সম্পূর্ণটাই স্বর্ণ হিসেবে নির্ধারণ করবে।[১৭৫] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৮: কারো কাছে স্বর্ণও আছে রৌপ্যও আছে আর উভয়ে নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে স্বর্ণকে রৌপ্য বা রৌপ্যকে স্বর্ণ ধার্য করে যাকাত দেয়ার প্রয়োজন নেই। বরং প্রত্যেকটির পৃথক পৃথকভাবে যাকাত প্রদান করা ওয়াজিব। তবে যাকাত দাতা উভয় নিসাবের যাকাত একই বস্তু দ্বারা আদায় করার ইচ্ছা করলে আদায় করতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে ফকীরের লাভের দিক বিবেচনা করে মূল্য ধার্য করা ওয়াজিব। যেমন হিন্দুস্থানে মুদ্রার চেয়ে চান্দির টাকার প্রচলন বেশী, তাই স্বর্ণের মূল্য চান্দির দ্বারা নির্ধারণ করে চান্দি যাকাত দেবে। স্বর্ণ-চান্দি উভয়ের কোনটাই নিসাব পরিমাণ নেই, তাহলে স্বর্ণের মূল্যকে চান্দির সাথে মিলাবে বা চান্দির মূল্যকে স্বর্ণের সাথে মিলাবে। একত্রিত করার পর নিসাব

---

১৭৪ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২৭৩-২৭৫ পৃ. অনুচ্ছেদঃ মালের যাকাতের বিবরণ।

১৭৫ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২৭৫-২৭৭ পৃ. অনুচ্ছেদঃ মালের যাকাতের বিবরণ।

পরিমাণ না হলে কোন যাকাত নেই। যদি স্বর্ণের মূল্য চান্দির সাথে একত্রিত করার পর নিসাব পরিমাণ হয় আর চান্দির মূল্য স্বর্ণের সাথে মিলালে নিসাব পরিমাণ না হয়, বা এর বিপরীত হয়, তাহলে যাতে নিসাব পূর্ণ হবে সেটাই ধরা ওয়াজিব। আর যদি উভয়ে নিসাব পূর্ণ হয়ে যায়, তখন যা ইচ্ছা তা করবে। কিন্তু যদি একটির ক্ষেত্রে নিসাবের অতিরিক্ত পঞ্চমাংশ বৃদ্ধি পায়, তখন তাই গ্রহণ করা ওয়াজিব। যেমন সোয়া চাব্বিশ তোলা চান্দি আছে আর পৌনে চার তোলা স্বর্ণ আছে: যদি পৌনে চার তোলা স্বর্ণের মূল্য সোয়া চাব্বিশ তোলা চান্দির মূল্যের সাথে একত্রিত করা হয়। তাহলে চান্দিকে স্বর্ণ, বা স্বর্ণকে চান্দি হিসেবে ধরা যায় আর যদি পৌনে চার তোলাস্বর্ণের পরিবর্তে ৩৭ তোলা চান্দি পাওয়া যায় কিন্তু সোয়া চাব্বিশ তোলা চান্দি পৌনে চার তোলা স্বর্ণ পাওয়া না যায় তাহলে স্বর্ণকে চান্দি হিসেবে ধার্য করা ওয়াজিব। কারণ এক্ষেত্রে নিসাব পূর্ণ হয়ে যায় বরং এক পঞ্চমাংশ অতিরিক্ত হয়। অথচ অন্যদিকে নিসাবও পূর্ণ হয় না। অনুরূপ যদি প্রত্যেক নিসাব কিছু অতিরিক্ত হয় এবং অতিরিক্ততা নিসাবের এক পঞ্চমাংশ হয় তাহলে তারও যাকাত দিতে হবে। আর যদি প্রত্যেক নিসাবের এক পঞ্চমাংশের কম অতিরিক্ত থাকে তাহলে উভয়ে একত্রিত করার পরও এক পঞ্চমাংশ নিসাবের সমান না হলে যাকাত দিতে হবে না। আর যদি উভয়ে মিলে নিসাবের এক পঞ্চমাংশ হয়, তখন এখতিয়ার থাকবে তবে যদি একটা নিসাব পরিমাণ হয় অন্যটার এক পঞ্চমাংশ হয় তাহলে সেটাই গ্রহণ করবে, যেটাতে নিসাব পরিমাণ হয়। যদি একটাতে নিসাব বা এক পঞ্চমাংশ হয় তাহলে সেটা গ্রহণ করবে, যাতে নিসাব পরিমাণ হয়। যদি একটাতে নিসাব বা এক পঞ্চমাংশ হয়, অন্যটাতে হয় না, তখন যেটাতে নিসাব পরিমাণ বা এক পঞ্চমাংশ হয়ে থাকে সেটা ধরা ওয়াজিব।[১৭৬] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার ও অন্যান্য ফিকহের কিতাব)

মাস'আলা নং-৯: স্বর্ণ চান্দির পয়সা যদি প্রচলিত থাকে তা যদি দুইশত দিরহাম বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা চান্দি, বিশ মিসকাল বা সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের মূল্য বরাবর থাকলে যাকাত ওয়াজিব।[১৭৭] আর যদি অচল হয়ে যায় ব্যবসার জন্য না হয়ে থাকলে যাকাত ওয়াজিব নয়। (ফাতওয়ায়ে কারীউল হেদায়া)

কাগজের টাকারও যাকাত যতদিন টাকা প্রচলিত ও চালু থাকে, এটাও পারিভাষিক মুদ্রা, এটাও পয়সার হুকুমের পর্যায়ভুক্ত।

---

১৭৬ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২৭৮ পৃ. অনুচ্ছেদ: মালের যাকাতের বিবরণ।

১৭৭ . আল্লামা সিরাজুদ্দীন উমর বিন আলী হানাফী, ফাতওয়ায়ে ক্বারীউল হেদায়া, ২৯ পৃ.

ঋণের যাকাত প্রসঙ্গে জরুরী মাসায়েল

মাস'আলা নং-১০: যে মাল অন্যকে ঋণ হিসেবে দেয়া হয়েছে, তার যাকাত কার উপর ওয়াজিব এবং কখন ওয়াজিব হবে এ বিষয়ের তিন পদ্ধতি আছে। ঋণ যদি বৃহৎ হয় যেমন: কর্জ যেটাকে প্রচলিত অর্থে দান বলা হয় এবং ব্যবসার মালের মূল্য উদাহারণ স্বরূপ কোন মাল ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয়, তা কারো নিকট বাকীতে বিক্রি করল, বানিজ্যিক পন্যের ভাড়া যথা- কোন জায়গা বা জমিন ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করে তা কাউকে বসবাস করার বা কৃষি কাজের জন্য ভাড়া দিয়েছে, এ ভাড়া যদি ঋণ হিসেবে থেকে যায়, এটা হবে শক্তিশালী ঋণ, শক্তিশালী ঋণের যাকাত ঋণগ্রস্ত অবস্থায়ই ঐ বছর প্রদান করা ওয়াজিব হবে। তবে আদায় করবে তখন ওয়াজিব হবে যদি নিসাবের এক পঞ্চমাংশ উসূল হয়, তবে উসূল পরিমান যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ চল্লিশ দিরহাম আদায় হলে এক দিরহাম দেয়া ওয়াজিব। আশি দিরহাম আদায় হলে দুই দিরহাম দেয়া ওয়াজিব হবে, এ নিয়মানুসারে দেবে। দ্বিতীয় প্রকার মধ্যবতী ঋণ, ব্যবসার জন্য নয় এমন কোন মালের পরিবর্তে হওয়া যেমন: ঘরের শস্য, ফসল বা বহেনের ঘোড়া বা সেবার ক্রীতদাস, অথবা অন্য কোন মৌলিক প্রয়োজনীয় বস্তু বিক্রি করে দাম ক্রেতার নিকট বাকী থাকে, এমতাবস্থায় যাকাত দেয়া তখন জরুরী হবে যদি দু'শত দিরহাম আয়ত্বে এসে যায়। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে ওয়ারিশী সূত্রে পায়, যদিও তা ব্যবসার মালের বিনিময়ে হয়, তাহলে ওয়ারিশ দু'শত দিরহাম হস্তগত করলে বা মৃত ব্যক্তির মৃত্যর বছর অতিক্রম হলে, ওয়ারিশের উপর যাকাত দেয়া জরুরী। তৃতীয় প্রকার ঋণ হচ্ছে দুর্বল ঋণ, যে ঋণ মালের পরিবর্তে হয়। যেমন: স্ত্রীর মোহরানা, খোলা তালাকের বিনিময়, দিয়ত করে, চুক্তিবদ্ধ গোলামের বিনিময়, দোকান বা জায়গা ব্যবসার নিয়তে ক্রয় না করে এগুলোর ভাড়া ভাড়াটিয়ার উপর বর্তাবে। এসবের যাকাত তখন ওয়াজিব হবে, যদি নিসাব পরিমাণ আয়ত্বে আসার পর বছর অতিক্রান্ত হয়, বা তার নিকট একই জাতীয় অন্য নিসাব যদি থাকে এবং বছর পূর্ণ হয় তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে।

বৃহৎ ঋন বা মধ্যবর্তী ঋণ কয়েক বছর পর উসূল হয় তাহলে পূর্ববতী বছর সমূহের যাকাত যা তার উপর ঋণ হিসেবে ছিল তা পরবর্তী বছরের হিসাবে পূর্বে নিয়মানুসারে আদায় করবে। উদাহারণ হিসাবে বলা যায় যে, আমরের নিকট যায়েদ তিনশত দিরহাম কর্জ পাবে পাঁচ বছর পর চল্লিশ দেরহামের চেয়েও কম পরিশোধ করে, তাহলে কিছু দিতে হবে না। চল্লিশ দিরহাম উসূল হলে এক দিরহাম দেয়া ওয়াজিব হবে। এখন উনচল্লিশ দিরহাম অবশিষ্ট আছে যা নিসাবের এক পঞ্চমাংশেরও কম বিধায় বাকী বছরসমূহের যাকাত এখনো ওয়াজিব হবে

না। আর যদি তিনশ' দিরহাম ঋণ দেয়া থাকে, তাহলে যতক্ষণ দু'শত দিরহাম উসূল না হবে কিছু দিতে হবে না। পাঁচ বছর পর দু'শত দিরহাম উসূল হলে, তাহলে একুশ দিরহাম ওয়াজিব হবে। প্রথম বছর পাঁচ দিরহাম দেয়া হয়, আর আছে ১৯৫ দিরহাম এর মধ্যে ৩৫ দিরহাম নিসাবের এক পঞ্চমাংশেরও কম হওয়ার কারণে, এর যাকাত মাফ। আর আছে একশত ষাট। এতে চার দিরহাম যাকাত ওয়াজিব, তৃতীয় বছরে অবশিষ্ট আছে একশত একানব্বই দিরহাম তাতেও চার দিরহাম ওয়াজিব হবে। চর্তুথ বছরে চার দিরহাম। তাতে চার চার দিরহাম দিতে হবে। পঞ্চম বছরে থাকবে ১৮৩ দিরহাম। তাতেও চার দিরহাম দেয়া ওয়াজিব হবে। সুতরাং সর্বমোট একুশ দিরহাম আদায় করা ওয়াজিব হবে।[১৭৮] (দুরুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-১১: ঋণগ্রস্ত হওয়ার পূর্বের বছর নিসাব জারী ছিল, তাহলে বছরের মাঝখানে যে ঋণ কারো উপর অর্পিত হয়, এ বছরকেও পূর্বে বছরে যা জারী ছিল তা ধার্য করতে হবে। ঋণগ্রস্ত হওয়ার সময় থেকে নয়। ঋণগ্রস্ত হওয়ার পূর্বে এ জাতীয় নিসাবের বছর চালু না থাকলে ঋণগ্রস্ত হওয়ার সময় থেকে গণ্য হবে।[১৭৯] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-১২: কারো উপর বৃহৎ ঋণ বা মধ্যম পার্যায়ের ঋণ ছিল, ঋণদাতা মারা যায় মৃত্যুর সময় এ ঋণের যাকাত অসিয়ত করা জরুরী নয়, এ ধরনের ঋণের যাকাত আদায় করা ওয়াজিবই হবে না। ওয়ারিশের উপর যাকাত তখনই ওয়াজিব হবে যখন মৃত ব্যক্তির এক বছর অতিক্রম হবে এবং বৃহৎ ঋণের চল্লিশ দিরহাম আর মধ্যম ঋণে দু'শত দিরহাম উসূল হবে।[১৮০] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-১৩: বছর পূর্ণ হওয়ার পর ঋণদাতা ঋণ ক্ষমা করলে, অথবা বছর পূর্ণ হবার পূর্বে মালে যাকাত দান করে দেয়, তাহলে যাকাত রহিত হয়ে যাবে।[১৮১] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-১৪: স্ত্রী মোহরের টাকা উসূল করে নেয়, বছর অতিক্রম করার পর স্বামী সহবাসের পূর্বে স্ত্রীকে তালাক দেয় তাহলে অর্ধেক মোহর ফিরিয়ে দিতে হবে

---

১৭৮ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২৮১-২৮৩ পৃ. অনুচ্ছেদ: মালের যাকাতের বিবরণ।

১৭৯ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২৮৩ পৃ. অনুচ্ছেদ: মালের যাকাতের বিবরণ।

১৮০ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২৮৩ পৃ. অনুচ্ছেদ: মালের যাকাতের বিবরণ।

১৮১ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২৮৩-২৮৫ পৃ. অনুচ্ছেদ: মালের যাকাতের বিবরণ।

এবং পূর্ণ মোহরের যাকাত ওয়াজিব হবে। স্বামীর মোহরের টাকা ফিরিয়ে দেয়া পর থেকে বছর ধার্য হবে।[১৮২] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-১৫: এক ব্যক্তি একথা স্বীকার করে যে, অমুক ব্যক্তি আমার নিকটে কর্জ পাবে এবং তাকে দিয়ে দিয়েছি অতঃপর পূর্ণ বছর অতিক্রম হওয়ার পর দু'জনই বলে যে, কর্জ ছিল না, তাহলে কারো উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না।[১৮৩] (আলমগীরি) তবে বিশুদ্ধ কথা হলো এই যে, এ প্রসঙ্গ তখনই হবে, যদি ঋণের কথা তার স্মরণ থাকে। নতুবা নিছক যাকাত রহিত করার জন্য এ ধরনের পন্থা অবলম্বন করা আল্লাহর নিকট শাস্তির যোগ্য হবে।

মাস'আলা নং-১৬: ব্যবসার মাল বছর অতিক্রম করার পর যে মূল্য হবে তা ধার্য করতে হবে, তবে শর্ত হলো যে, বছরের শুরুতে মালের মূল্য যেন দুইশত দিরহামের কম না হয়, আর যদি বিভিন্ন প্রকারের মালসামগ্রী হয়, তাহলে সমষ্টি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য বা সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের পরিমাণ হতে হবে।[১৮৪] (আলমগীরি) অর্থাৎ যদি তার এ পরিমাণের মাল থাকে, তার কাছে যদি স্বর্ণ রৌপ্য ছাড়া অন্য মাল থাকে তা স্বর্ণ-রৌপ্যের সাথে মিলিয়ে নেবে।

মাস'আলা নং-১৭: শস্য অথবা কোন ব্যবসার মাল বছর সমাপ্তিতে দুইশত দিরহামের ছিল। অতঃপর বাজার দর বেড়ে গেলো বা কমে গেল, তাহলে ওসব মালের যাকাত দিতে চাই ঐদিন যতটাকা ছিল এর এক চল্লিশাংশ দেবে। আর যদি একই মূল্যের অন্য কোন জিনিস দিতে চাই বছর পূর্ণ হওয়ার দিন যা ছিল তা দেবে। বছর পূর্ণ হওয়ার দিন বস্তু তরল ছিল এখন শুকিয়ে গেছে, তখনও সে মূল্য ধার্য করবে তা ঐদন ছিল। আর যদি বছর পূর্ণের দিনে বস্তু শুকানা ছিল, এখন ভেজা হয়ে গেছে, তাহলে আজকের মূল্য ধার্য করবে।[১৮৫] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-১৮: মাল যে স্থানের মূল্য ও সে স্থানের হওয়া সমীচীন। যদি জঙ্গলের মাল হয়, তাহলে নিকটস্থ আবাদী স্থানে যা মূল্য আছে তা ধার্য

---

১৮২ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২৮৫ পৃ. অনুচ্ছেদ: মালের যাকাতের বিবরণ।

১৮৩ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮২ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الثَّالِثُ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْعُرُوضِ**

১৮৪ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭৯ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الثَّالِثُ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْعُرُوضِ**

১৮৫ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭৯-১৮০ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الثَّالِثُ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْعُرُوضِ**

করবে।[১৮৬] (আলমগীরি) তা এমন মালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা জঙ্গলে বেচা-কেনা হয় না, আর যদি জঙ্গলে ক্রেতা যায় যেমন জ্বলানী কাঠ এবং ওসব-বস্তু যা জঙ্গলে তৈরী হয় ওসব মাল যতক্ষণ ওখানে পড়ে থাকবে ততক্ষণ ওখানের মূল্য ধার্য করবে।

মাস'আলা নং-১৯: ভাড়ায় বহনের জন্য দেয়া হলে ওসব বস্তুর যাকাত নেই। অনুরূপ ঘর ভাড়ার ও ঘরের যাকাত নেই।[১৮৭] (আলমগীরী)

মাস'আলা নং-২০: ঘোড়ার ব্যবসা করে লাগাম (মুখবন্ধনী) এবং রশি ইত্যাদি এ জন্য ক্রয় করে যে, এসব কিছু ঘোড়া রক্ষণের কাজে আসবে তাহলে ওসবের যাকাত হবে না। আর যদি এজন্য ক্রয় করে যে, ঘোড়ার সাথে এসবও বিক্রি করবে, তাহলে এসবের যাকাত দিতে হবে। নানরুটি প্রস্তুতকারী রুটি পাকানোর জন্য জ্বালানী কাঠ ক্রয় করেছে বা রুটিতে দেয়ার জন্য লবন ক্রয় করেছে এসবের যাকাত দিতে হবে না। রুটিতে ছিটকে দেয়ার জন্য তৈল ক্রয় করেছে, তাহলে তেলের যাকাত দেয়া ওয়াজিব হবে।[১৮৮] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-২১: এক ব্যক্তি নিজ জায়গা বছরে তিনশত দিরহাম ভাড়া দেয়। তার নিকট অন্য কিছু নেই, তিন বছরের জন্য ভাড়া হিসেবে যা আসে তা সংরক্ষণ করে রাখে, আট মাস অতিক্রম করার পর নিসাবের মালিক হয়ে যায়। আট মাসে দুইশত দিরহাম ভাড়া এসেছে যাকাত তখন থেকেই শুরু হবে। বছর পূর্ণ হলে পাঁচশত দিরহামের যাকাত দেবে। বিশ মাসের ভাড়া পাঁচশত দিরহাম হবে। এরপর আর এক বছর অতিক্রম করলে, তখন আটশত দিরহামের যাকাত দেবে। তবে প্রথম বছরের যাকাতে সাড়ে বার দিরহাম কম দেবে।[১৮৯] (আলমগীরি) বরং আটশত দিরহামে চল্লিশ দিরহামের কমে যাকাত নেই, বরং মাফ।

মাস'আলা নং-২২: এক ব্যক্তির এক হাজার দিরহাম আছে, আর কোন মাল নেই ঐ ব্যক্তি বার্ষিক একশত দিরহাম ভাড়ার ভিত্তিতে দশ বছরের জন্য জায়গা ভাড়া নেয়, সম্পূর্ণ টাকা জায়গার মালিককে দিয়ে দেয়, তাহলে প্রথম বছরে নয়শত

---

১৮৬ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮০ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الثَّالِثُ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْعُرُوضِ**

১৮৭ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮০ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الثَّالِثُ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْعُرُوضِ**

১৮৮ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮০ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الثَّالِثُ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْعُرُوضِ**

১৮৯ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮১ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الثَّالِثُ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْعُرُوضِ**

দিরহামের যাকাত দেবে। একশত টাকা ভাড়াতে চলে যাবে। দ্বিতীয় বছর আটশত দিরহামের বরং প্রথম বছরের যাকাত সাড়ে বাইশ দিরহাম আটশত দিরহাম থেকে কমে যাবে বাকী টাকা যাকাত দিবে অনুরূপভাবে প্রতি বছর একশত দিরহাম এবং বিগত বছরের প্রদেয় যাকাতের দিরহাম কমে যাবে বাকী দিরহামের যাকাত দেবে। জায়গার মালিকের কাছেও যদি ভাড়ার এক হাজার দিরহাম ছাড়া কিছু না থাকে দু'বছর পর্যন্ত কিছু দিতে হবে না। দু'বছর অতিক্রম করার পর দু'শত দিরহামের অধিকারী হলে, প্রতি বছর তিনশত দিরহামের যাকাত দেবে, অনুরূপ প্রতি বছর একশত দিরহামের যাকাত বৃদ্ধি পাবে। তবে বিগত বছরের যাকাতের পরিমাণ কমে যাওয়ার পর অবশিষ্ট যাকাত ওয়াজিব হবে। উল্লেখিত পদ্ধতিতে এ প্রকারের ফল জাতীয় বৃক্ষ ভাড়া দিলে ভাড়াটিয়ার দায়িত্বে কিছু ওয়াজিব হবে না। জায়গার মালিকের উপর অনুরূপ যাকাত ওয়াজিব হবে। যেভাবে দিরহামের ক্ষেত্রে ওয়াজিব হয়েছে।[১৯০] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-২৩: দু'শত দিরহাম মূল্যের ক্রীতদাস ব্যবসার জন্য ক্রয় করে, বিক্রয় মূল্য বিক্রেতাকে দিয়ে দেয়, ক্রীতদাস যদি আয়ত্তে না আসে, এক বছর অতিক্রম করে, এভাবে বিক্রেতার নিকট মারা যায়, তাহলে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের উপর দুইশত দিরহাম যাকাত ওয়াজিব হবে। ক্রীতদাস যদি দু'শত দিরহামের চেয়ে কম মূল্যের হয় অথচ ক্রেতা দুইশত দিরহাম দিয়ে দেয়, তাহলে বিক্রেতা দুইশত দিরহামের যাকাত দেবে। ক্রেতাকে কিছু দিতে হবে না।[১৯১] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-২৪: সেবার ক্রীতদাস এক হাজার টাকা দিয়ে বিক্রি করে মূল্য গ্রহণ করে, বছর পূর্ণতার পর দানের ত্রুটি প্রকাশ পায় এ কারণে ফিরিয়ে দেয়, বিচারক ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয় বা বিক্রেতা স্বেচ্ছায় সন্তুষ্টচিত্তে ফিরিয়ে নেয়, তাহলে এক হাজার টাকা যাকাত দিতে হবে।[১৯২] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-২৫: টাকার বিনিময়ে খাদ্য শস্য, কাপড় ইত্যাদি ফকিরকে দিয়ে মালিক করে দিলে, যাকাত আদায় হয়ে যাবে। তবে এসব বস্তুর মূল্য যেটা বাজারে প্রচলিত সেটা যাকাত ধার্য করবে, প্রাসঙ্গিক ব্যয় বাদ দেবে। যেমন বাজার থেকে বহনকারী শ্রমিককে যা দেয়া হয়েছে বা গ্রাম থেকে আনা হয়েছে

---

১৯০ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮১-১৮২ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الثَّالِثُ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْعُرُوضِ**

১৯১ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮২ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الثَّالِثُ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْعُرُوضِ**

১৯২ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮২ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الثَّالِثُ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْعُرُوضِ**

ভাড়া বা বখশিস যা দেয়া হয়েছে তা হিসেবে আনবে না। অথবা রান্না করে দেয়া হয়েছে, রান্না করা বা জ্বালানী কাঠের মূল্যে হিসেবে ধরবে না। বরং ওই রান্নাকৃত জিনিসের বাজার মূল্য ধার্য করবে।[১৯৩] (দুররুল মুখতার, আলমগীরি)

عاشر کا بیان
আশেরের বর্ণনা

মাস'আলা নং-১: এমন ব্যক্তিকে আশের বলা হয়, যিনি ইসলামী শাসক কর্তৃক এ রাস্তায় নিযুক্ত, ব্যবসায়ীরা মালামাল নিয়ে অতিক্রমকালে তিনি তাদের থেকে যাকাত আদায় করবেন, আশেরের জন্য শর্ত হলো যে, তাকে মুসলমান হতে হবে। স্বাধীন হতে হবে, হাশেমী বংশের হতে পারবে না। চোর ডাকাত থেকে মালামাল সংরক্ষণে সক্ষম হতে হবে।[১৯৪] (বাহার)

মাস'আলা নং-২: যে পথিক এ কথা বলে যে, আমার এ মালামাল ব্যতিত যে মাল ঘরে রয়েছে কোনটি বছর অতিক্রম করেনি, অথবা একথা বলে যে, আমি এ মাল দ্বারা ব্যবসার নিয়ত করিনি, অথবা একথা বলছে যে, এগুলো আমার মাল নয়, আমার কাছে মুদারাবা ভিত্তিতে আমানত রয়েছে। এ শর্তে রাখা হয়েে যে, যেন এ পরিমান লাভ না হয় যা নিসাব পরিমাণ পৌঁছবে। অথবা নিজেকে শ্রমিক বা চুক্তিবদ্ধ গোলাম বা মনিবের অনুমতি প্রাপ্ত গোলাম বলে, অথবা একথা বলে যে, এ মালে যাকাত নেই যদিও কারণ উল্লেখ করেনি অথবা বলে যে, আমার কাছে মালের সমান কর্জ আছে অথবা এটা বলে যে, কর্জ পরিশোধ করলে নিসাব পরিমাণ থাকবে না। অথবা বলে যে, অন্য কোন আশেরকে যাকাত দিয়ে দিয়েছি বলা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তিনি আশের এবং আশের সম্পর্কে অবগত অথবা বলছে যে, শহরের ফকিরদেরকে যাকাত দিবে এবং নিজ বর্ণনার প্রেক্ষিতে যদি শপথ করে, তখন তার কথা মেনে নেবে। তার নিকট থেকে রশিদ তলব করার প্রয়োজন নেই। রশিদ কখনো জাল হতে পারে, কখনো ভুলক্রমে রসিদ নেয়া হয় না, কখনো রশিদ হারিয়ে যায়, রশিদ যদি পেশ করা হয়, রশিদে যদি উসূলকারী আশেরের নাম না থাকে যার নামে যাকাত দাতা বলেছে, তখনও শপথ করবে, শপথ করলে তার কথা মেনে নেবে। কয়েক বছর অতিক্রম করার পর জানা যায়

---

১৯৩ . (ক) আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে **হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮১ পৃ. পরিচ্ছেদঃ الْبَابُ الثَّالِثُ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْعُرُوضِ, ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২০৪ পৃ. অনুচ্ছেদঃ আশেরের বর্ণনা।**

১৯৪ . ইমাম ইবনে নুযাইম মিশরী, আল-বাহরুর রায়েক, **কিতাবুয যাকাত, ২/৪০২ পৃ. অনুচ্ছেদঃ আশেরের বর্ণনা।**

যে, সে মিথ্যা বলেছে। তাহলে তার থেকে তখন যাকাত নিতে হবে।[১৯৫] (আলমগীরি, দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৩: যদি ঐই মালের উপর বছর অতিক্রান্ত না হয়। কিন্তু তার বাড়ীতে যে মাল রয়েছে ঐ মালের বছর অতিক্রম হয়েছে, তাহলে ঐ মালকে ওই মালের সাথে মিলাবে, তার কথা মানা যাবে না। অনুরূপ যদি এমন উসূলকারী আশেরের নাম বলা হয়, যাকে সে চিনে না, অথবা বলছে যে, কোন বদ মাযহাব লোককে যাকাত দিয়েছে, অথবা বলেছে যে, শহরের ফকিরকে দেয়া হয়নি, বরং শহরের বাইরে গিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাহলে ঐ অবস্থায় তার কথা মানা যাবে না।[১৯৬] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৪: সাইমা এবং গুপ্ত সম্পদের ব্যাপারে তার কথা মান্য করা যাবে না, যেসব বিষয়ে মুসলমানের কথা মান্য হবে ঐসব বিষয়ে জিম্মী কাফেরের কথাও মানা যাবে। কিন্তু সে যদি বলে যে, শহরে ফকিরকে দেয়া হয়েছে, তাহলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না।[১৯৭] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৫: হরবী কাফেরের কথা মোটেই গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি যা বলছে তার উপর সাক্ষী পেশ করে, বা ক্রীত দাসীকে উম্মে ওয়ালাদ বলে বা ক্রীত দাসকে নিজ সন্তান বলে এবং তার বয়স এত দেখাচ্ছে যে, সে তার ছেলে হতে পারে, অথবা বলছে যে, আমি অন্যজনকে দিয়ে দিয়েছি এবং নাম বলছে সে ওখানে উপস্থি আছে এ অবস্থায় হরবীর কথাও গ্রহণযোগ্য হবে।[১৯৮] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৬: যে ব্যক্তি দু'শত দিরহামের কম মাল নিয়ে অতিক্রম করবে আশের উসূলকারী তার কাছ থেকে কিছু নেবে না। সে মুসলমান হোক বা জিম্মী

---

১৯৫ . (ক) আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে **হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৩ পৃ. পরিচ্ছেদঃ الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَنْ يَمُرُّ عَلَى الْعَاشِرِ, (খ) ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২৮৯-২৯১ পৃ. অনুচ্ছেদঃ আশেরের বর্ণনা।**

১৯৬ . **ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২৯০ পৃ. অনুচ্ছেদঃ আশেরের বর্ণনা।**

১৯৭ . **ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২৯১ পৃ. অনুচ্ছেদঃ আশেরের বর্ণনা।**

১৯৮ . **ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২৯৩ পৃ. অনুচ্ছেদঃ আশেরের বর্ণনা।**

বা হরবী হোক। তার ঘরে আরো মাল থাকা জানা যাক বা না যাক।[১৯৯] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৭: মুসলমান থেকে চল্লিশাংশ নেবে, জিম্মী থেকে বিশাংশ নেবে, হরবী থেকে দশমাংশ নেবে।[২০০] (তানভীর)

হরবী হতে দশমাংশ তখন নেবে যখন জানতে পারবে যে, হরবীরা মুসলমান থেকে কি পরিমাণ নিয়েছে, যে যদি জানা যায় এ পরিমান নিয়েছে। তাহলে তাদের থেকে সে পরিমান নেবে। কিন্তু হরবী বা বিধর্মী কাফের যদি মুসলমানের সম্পূর্ণ মাল নিয়ে ফেলে, মুসলমান কিন্তু তার সম্পূর্ণ মাল নেবে না। বরং যে ছেড়ে দেবে যেন নিজ ঠিকানায় পৌছতে পারে। হরবী বা বিধর্মী যদি মুসলমান থেকে কিছু না নিয়ে থাকে, মুসলমানও কিছু নেবে না।[২০১] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৮: হরবী বা বিধর্মী শিশু সন্তান এবং চুক্তিবদ্ধ মুকাতিব গোলাম থেকে কিছু নেবে না। কিন্তু মুসলমানের শিশু সন্তান এবং মুকাতিব গোলাম থেকে তারা নিয়ে থাকলে তাহলে মুসলমানও তাদের থেকে নেবে।[২০২] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৯: একবার হরবী থেকে নিলে একই বছর দ্বিতীয়বার নেবে না। কিন্তু নেয়ার পর দারুল হরবে ফিরে যায় এবং পুনরায় দারুল হরব থেকে ফিরে আসে, তাহলে দ্বিতীয় বার নিতে হবে।[২০৩] (তানবীরুল আবছার)

মাস'আলা নং-১০: হরবী বা বিধর্মী ইসলামী রাষ্ট্রে যাতায়াত করে চলে যায়, কিন্তু যাকাত উসূলকারী সংবাদ পায়নি, অতঃপর দারুল হরব থেকে পুনরায় আসে, তাহলে প্রথম বারে নেবে না। আর যদি মুসলমান বা জিম্মী ব্যক্তির আসা-যাওয়ার

---

১৯৯ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে **হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৩ পৃ. পরিচ্ছেদঃ الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَنْ يَمُرُّ عَلَى الْعَاشِرِ**

২০০ . ইমাম তামরতাশী, তানভিরুল আবসার (দুররুল মুখতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/২৯৩ পৃ. **অনুচ্ছেদঃ আশেরের বর্ণনা।**

২০১ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/২৯৫ পৃ. **অনুচ্ছেদঃ আশেরের বর্ণনা।**

২০২ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/২৯৫ পৃ. অনুচ্ছেদঃ **অনুচ্ছেদঃ আশেরের বর্ণনা।**

২০৩ . ইমাম তামরতাশী, তানভিরুল আবসার (দুররুল মুখতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/২৯৫ পৃ. **অনুচ্ছেদঃ আশেরের বর্ণনা।**

সংবাদ পাওয়া না যায়, তখন দ্বিতীয়বার এসেছে, তাহলে প্রমবারেরটা নিয়ে নেবে।[২০৪] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-১১: অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের সাথে মালিকও আছে তার এত কর্জ নেই যে, যা তার সত্ব ও মালকে অন্তর্ভুক্ত করবে, তাহলে উসূলকারী তার নিকট থেকে যাকাত নেবে।[২০৫] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-১২: আশের উসূলকারীর নিকট দিয়ে এমন জিনিস নিয়ে অতিক্রম করে, যা দ্রুত বিনষ্ট হয়ে যাবে, যেমন ফল, তরকারী, তরমুজ, খরবুজা, দুধ ইত্যাদি যদিও ওসব কিছুর মূল্য নিসাব পরিমাণ হয় কিন্তু ওশর বা দশমাংশ নেবে না। তবে ওখানে যদি ফকির থাকে, তাহলে নিয়ে ফকিরকে বন্টন করে দেবে।[২০৬] (আলমগীরি, দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-১৩: আশের উসূলকারী মাল বেশী মনে করে যাকাত নেয়, অতঃপর অবগত হয় যে, মাল ঐ পরিমান ছিল না, তাহলে যা বেশী নেয়া হয়েছে, তা পরবর্তী বছরের হিসেবে ধরা হবে। আর যদি ইচ্ছাকৃত অধিক দিয়ে থাকে তা যাকাত হিসেবে হবে না। এটা জুলুম হবে।[২০৭] (খানিয়া)

খনি ও গুপ্তধনের বর্ণনা

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

রিকাযে (গুপ্তধনে) এক পঞ্চমাংশ রয়েছে।"[২০৮]

মাস'আলা নং-১: খনি হতে প্রাপ্ত লোহা, শীশা, তামা, পিতল, সোনা, চান্দিতে, খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ দিতে হবে। অশিষ্টগুলো যে পেয়েছে সে অধিকারী হবে। যে পেয়েছে সে স্বাধীন হোক, ক্রীতদাস হোক, মুসলমান হোক, জিম্মী হোক, পুরুষ হোক, মহিলা হোক, প্রাপ্ত বয়স্ক হোক বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক হোক। যে জমিতে

---

২০৪ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/২৯৬ পৃ. **অনুচ্ছেদঃ আশেরের বর্ণনা।**

২০৫ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/২৯৯ পৃ. **অনুচ্ছেদঃ আশেরের বর্ণনা।**

২০৬ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/২৯৯ পৃ. **অনুচ্ছেদঃ আশেরের বর্ণনা।**

২০৭ . ফাতওয়ায়ে খানিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১২৬ পৃ. পরিচ্ছেদঃ ফি আদায়িল যাকাত।

২০৮ . ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ৩/১৩৩৪ পৃ. হা/১৭১০

পাওয়া গেছে তা উশরী জমি হোক বা খারাজী হোক।[২০৯] (আলমগীরি) এটা তখন প্রযোজ্য হবে যদি জমি কারো মালিকানা ভুক্ত না হয়। যেমন: জঙ্গল বা পাহাড়। আর যদি জমি মালিকানাধীন হয়, সমুদয় জমিনের মালিককে দেবে, তখন খুমুস বা এক পঞ্চমাংশও নেবে না।[২১০] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-২: ফিরোজা (নীল সবুজ দামী পাথর) ইয়াকুত (পদ্মারাগমণি চুনি) যমুররদ (মূল্যবান সবুজ পাথর) অন্যান্য মুক্তা, সুরমা, ফিটকারি, চুনা, মুক্তা, লবন ইত্যাদি ভাসমান বস্তুতে খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ যাকাত নেই।[২১১] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৩: বাড়ীতে বা দোকানে খনি পাওয়া গেলে খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ নেবে না, বরং সম্পূর্ণ মালিককে দিয়ে দেবে।[২১২] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৪: ফিরোজা পাথর ইয়াকুত পাথর ইত্যাদি মণিমুক্তা ইসলামী রাজত্বের পূর্বে পুঁতে রেখেছিল, পরে পাওয়া যায়, তাহলে খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ নিতে হবে। এটা হবে গনীমতের মাল।[২১৩] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৫: মুক্তা ছাড়া আরো যা কিছু সমুদ্র থেকে পাওয়া যায়, যদিও স্বর্ণ হয় পানির তলদেশে ছিল তাহলে যিনি পেয়েছেন তিনিই মালিক হবে। তবে শর্ত হলো, স্বর্ণে যদি কোন ইসলামী নিদর্শন না থাকে।[২১৪] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৬: যে গুপ্তধনে ইসলামী নিদর্শন পাওয়া যায়, তা মুক্তা হোক বা হাতিয়ার হোক বা গৃহস্থালীর সামগ্রী হোক এসবগুলো পরিত্যক্ত মালের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ মসজিদে, বাজারে সর্বত্র স্থানে এতদিন পর্যন্ত প্রচার করতে থাকবে, যাতে প্রবল ধারণা সৃষ্টি হয় যে, এর অনুসন্ধানকারী পাওয়া যাবে না। অতঃপর মিসকীনদেরকে দিয়ে দেবে। নিজে যদি দরিদ্র হয়, নিজে ব্যয় করতে পারবে। আর যদি এতে কুফরীর নিদর্শন পাওয়া যায়, যেমন: প্রতীমার ছবি বা

---

২০৯. আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৪ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْمَعَادِنِ وَالرِّكَازِ**

২১০ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/৩০৫ পৃ.পরিচ্ছেদ: **بَابُ الرِّكَازِ**

২১১ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/৩০১ পৃ.পরিচ্ছেদ: **بَابُ الرِّكَازِ**

২১২ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/৩০৫ পৃ.পরিচ্ছেদ: **بَابُ الرِّكَازِ**

২১৩ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/৩০৬ পৃ.পরিচ্ছেদ: **بَابُ الرِّكَازِ**

২১৪ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/৩০৬ পৃ.পরিচ্ছেদ: **بَابُ الرِّكَازِ**

কাফের বাদশাহর নাম এর উপর লিখিত থাকে। তাহলে তা এর থেকে খুমূস বা এক পঞ্চমাংশ নিতে হবে। অবশিষ্ট পাওনাদারকে দেবে, নিজের জমি থেকে প্রাপ্ত হোক বা অনের জমি থেকে হোক বা মালিকানাবিহীন জমি থেকে হোক।[২১৫] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৭: হরবী কাফের গুপ্তধন বের করলে তাকে কিছু দেয়া যাবে না। যা কিছু সে নিয়েছে তা ফেরত নিতে হবে। তবে যদি ইসলামী শাসকের নির্দেশে খনন করে, তাহলে যা স্থির করেছে তাকে তাকে তা দেবে।[২১৬] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৮: দু'ব্যক্তি গুপ্তধন বের করেছে, তাহলে খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ নেয়ার পর অবশিষ্ট তাকে দেবে যে পেয়েছে। যদিও উভয়ে যৌথভাবে কাজ করেছে। কিন্তু এটা অংশিধারিত্বে ফাসেদ। আর যদি যৌথ অংশ গ্রহণে উভয়ে পেয়ে, আর এটা জানা যায়নি যে, কে কি পরিমান পেয়েছে তাহলে উভয় অর্ধেক অর্ধেক অংশীদার হবে। এ অবস্থায় যদি একজনে পেয়ে থাকে অন্যজনে সাহায্য করে থাকে, তাহলে যে পেয়েছে তার হবে। সাহায্যকারীকে কাজের মজুরী দিবে। আর যদিগুপ্তধন বের করার জন্য শ্রমিক নিয়োগ করা হয়, তাহলে যা বের হবে তা শ্রমিক পাবে, মুস্তাজির বা মালিক কিছু পাবে না। এটাকে ফাসেদ ইজারা বলা হয়।[২১৭] (রদ্দুর মুহতার)

মাস'আলা নং-৯: গুপ্তধনে ইসলামী নিদর্শনও নেই, কুফরী নিদর্শনও নেই, তাহলে কাফেরদের যুগের মনে করতে হবে।[২১৮] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-১০: অমুসলিম রাষ্ট্রের মরুভূমিতে যা কিছু পাওয়া যাবে, সংরক্ষিত খনি হোক বা গুপ্তধন হোক এতে খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ নেয়া যাবে না। বরং সম্পূর্ণটা যে পেয়েছে তার হবে। আর যদি অনেক লোক একত্রে জোর প্রয়োগ করে বের করে, তাহলে খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ নিতে হবে, এটা হবে গণীমত।[২১৯] (দুররুল মুখতার)

---

২১৫ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/৩০৭ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ الرِّكَازِ**

২১৬ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৪ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْمَعَادِنِ وَالرِّكَازِ**

২১৭ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩০৮ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ الرِّكَازِ**

২১৮ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৫ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْمَعَادِنِ وَالرِّكَازِ**

২১৯ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/৩০৯ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ الرِّكَازِ**

মাস'আলা নং-১১: মুসলমান, অমুসলিম রাষ্ট্রে নিরাপত্তা নিয়ে গমন করে, ওখানে কারো মালিকানাধীন জমি থেকে গুপ্তধন বা খনি বের করে, তাহলে জমির মালিককে ফেরত দিতে। ফেরত না দেয়, ইসলামী রাষ্ট্রে ফিরে আসে, তাহলে মুসলমানই মালিক হবে। তবে তা হবে অপবিত্র মালিকানা। সুতরাং সাদাকা করলে বা বিক্রি করলে বিক্রি শুদ্ধ হবে। তবে ক্রেতার জন্যও তা হবে অপবিত্র। আর যদি নিরাপত্তা নিয়ে গমন না করে, তাহলে এ মাল তার জন্য হালাল, ফেরত দেবে না এবং খুমুস বা একপঞ্চমাংশও দেবে না।[২২০] (আলমগীরি, দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-১২: খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ মিসকীনদের হক বা অধিকার, ইসলামী শাসক তাদের মূল্যে ব্যয় করতে পারবে। যদি তিনি স্বেচ্ছায় মিসকীনদেরকে দিয়ে দেয়, তখনও জায়িয হবে। বাদশার নিকট খবর পৌঁছলে তা স্থগিত রাখবে এবং বাদশাহর সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। প্রাপক ব্যক্তি নিজে দরিদ্র হলে প্রয়োজনানুসারে নিজের ব্যয়ের জন্য রাখতে পারবে। খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট যদি দু'শত দিরহাম পরিমাণ হয়, তাহলে খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ নিজে রাখতে পারবে না। যেহেতু সে ফকির নয়, তবে যদি ঋণগ্রস্ত হয়, ঋণ বাদ দিয়ে দু'শত দিরহাম পরিমাণ অবশিষ্ট না থাকে, তাহলে খুমুস নিজ ব্যয়ের জন্য নিতে পারবে। আর যদি পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি যারা মিসকীন আছে তাদেরকে খুমুস দেয়া জায়িয হবে।[২২১] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

কৃষিপন্য ও ফল ফলাদির যাকাতের বর্ণনা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

-"যে দিন তা কাটবে এবং সেটার প্রাপ্য প্রদান করো।" (সূরা আন'আম, আয়াত নং-১৪২)

হাদিস নং-১: বুখারী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ এবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ

---

২২০ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/৩০৯ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ الزَّكَاةِ**

২২১ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/৩১১ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ الزَّكَاةِ**

-"বৃষ্টি ও প্রবাহিত পানি দ্বারা সিক্ত ভূমিতে উৎপাদিত ফসল বা সেচ ব্যতীত উর্বরতার ফলে উৎপন্ন ফসলের উপর (দশমাংশ) 'উশর ওয়াজিব হয়। আর সেচ দ্বারা উৎপাদিত ফসলের উপর অর্ধ (বিশ ভাগের এক ভাগ) 'উশর।"[২২২]

হাদিস নং-২: ইমাম ইবনে নাজ্জার (রহঃ) খাদেমুর রাসূল (ﷺ), হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

في كل شيء أخرجت الأرض العشر أو نصف العشر

-"প্রত্যেক বস্তু যমিন থেকে উৎপাদিত তাতে দশমাংশ বা দশমাংশের অর্ধেক দিতে হবে।"[২২৩]

ফিক্‌হী মাসায়িল

জমিনের প্রকারভেদ:

জমি তিন প্রকার (১) ওশরী (২) খারাজী (৩) ওশরীও নয় খারাজীও নয়। প্রথম ও তৃতীয় উভয়টির বিধান একই হবে, অর্থাৎ দশমাংশ দিতে হবে।

হিন্দুস্থানে মুসলমানদের জমিকে খারাজী মনে করা যাবে না, যতক্ষণ না কোন বিশেষ জমি খারাজী হওয়ার বিষয়টি শরয়ী প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হয়। জমি ওশরী হওয়ার বিভিন্ন ধরণ রয়েছে এবং জমি মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন হয়েছে, অথবা তথাকার লোকেরা স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়েছে যুদ্ধের প্রয়োজন হয়নি, বা ওশরী জমির নিকটবর্তী হওয়ায় তা চাষাবাদ যোগ্য, বা ওশরী ও খারাজী উভয়ে নৈকট্য বা দূরত্বের দিক দিয়ে সমান বা ক্ষেতকে ওশরী পানি দ্বারা সেচ দেয়া হয়, অথবা ওশরী বা খারাজী উভয়কে বা মুসলমানরা নিজেদের বাড়ীর জায়গায় বাগান করেছে, বা ক্ষেত বানিয়েছে এবং ওশরী পানি দ্বারা সেচ দেয়, অথবা ওশরী বা খারাজী উভয়টি বা ওশরী জমি, জিম্মী কাফির ক্রয় করেছে, মুসলমান শোফার ভিত্তিতে তা নিয়ে নেয় তা ক্রয় বিক্রয় ফাসেদ হবে, বা খেয়ারে রুইয়তের কারণে ফিরিয়ে দেয়া হয়, বা ত্রুটিজনিত কারণে বিচারকের নির্দেশে ফিরিয়ে দেয়া হয়।

এছাড়া খারাজী হওয়ার আরো অনেক পদ্ধতি রয়েছে, যেমন: দেশ বিজয়ের পর স্থানীয় বাসিন্দাদেরকে অনুগ্রহ করে দেয়া হয়েছে, বা অন্য কোন কাফেরকে হয়েছে দেয়া অথবা সন্ধির ভিত্তিতে রাষ্ট্র জয় করেছে, বা জিম্মী লোক মুসলমান

---

২২২ . ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ২/১২৬ পৃ. হা/১৪৮৩, সহীহ ইবনে খুজায়মা, ২/১১০৫ পৃ. হা/২৩০৮, সুনানে ইবনে মাযাহ, হা/১৮০৬, ইমাম হাকেম নিশাপুরী, আল-মুস্তাদরাক, ১/৫৫৮ পৃ. হা/১৪৫৮, বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/২১৬ পৃ. হা/৭৪৭৭, সুনানে তিরমিযি, হা/৬৩৯, ইমাম বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ৬/৪২ পৃ. হা/১৫৮০, ইমাম খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৬৫ পৃ. হা/১৭৯৭

২২৩ . ইমাম মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৬/৩২৭ পৃ. হা/১৫৮৭৭

থেকে ওশরী জমিন ক্রয় করেছে, বা মূল্যমান খারাজী জমি ক্রয় করেছে, বা কোন জিম্মী লোক মুসলমান শাসকের নির্দেশে অনাবাদী জমি আবাদ করেছে, বা অনাবাদী জমি জিম্মীকে দেয়া হয়েছে, অথবা মুসলমান তা আবাদ করেছে, অথবা তা খারাজীর জমির নিকটবর্তী, অথবা খারাজী পানি সেচ করে খারাজী ভূমি যদিও ওশরী পানি দ্বারা সেচ দেয় তা খারাজী হিসেবেই গণ্য হবে।

খারাজী ও ওশরী উভয় না হয়, যেমন: মুসলমানরা দেশ জয়ের পর নিজের জন্য করে নিয়েছে, বা ভূমির মালিক মৃত্যুরপর জমি বায়তুল মালের মালিকানাধীন হয়েছে এ অবস্থায় জমি ওশরীও নয় খারাজীও নয়।

মাস'আলা নং-১: খারাজ দু'প্রকার (১) খারাজে মুকাসামা (২) খারাজে ওয়াজিফা।

(১) উৎপাদিত ফসলের নির্দিষ্ট পরিমাণ খারাজ হিসেবে নির্ধারণ করা হলে তাকে খারাজে মুকাসসামা বলে। জমির পরিমাণে ভিত্তিতে নগদ অর্থে যে খাজনা র্ধায করা হয়, তাকে খারাজে ওয়াজিফা বলে। খারাজে মুকাসামা উৎপাদিত অর্ধাংশ, এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ নির্ধারণ করা। যেমন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) খায়বার এলাকার ইহুদীদের উপর নির্ধারণ করেছেন। (২) খারাজে ওয়াজিফা হল, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ভিত্তিক অর্থ আবশ্যক করে দেয়া। বিঘা প্রতি বার্ষিক এক টাকা, দু'টাকা নগদ অর্থ আরো কিছু অধিক যেমন; হযরত ওমর রাদিয়াআল্লাহু তা'আলা আনহু নির্ধারণ করেছিলেন।

মাস'আলা নং-২: যদি জানা থাকে না যায়, ইসলামী রাষ্ট্রে এ পরিমান খাজনা নির্ধারিত ছিল, তাহলে তা প্রদান করবে। তা হযরত ওমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণের বেশী না হয় এবং জমিনের তা উৎপাদনের উর্বর শক্তি থাকাও শর্ত।[২২৪] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৩: ইসলামী রাষ্ট্রে নির্ধারিত খাজনার পরিমাণ যদি জানা না থাকে, তাহলে ঐসব ক্ষেত্রে হযরত ফারুকে আজম রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে তা প্রদান করবে। যেখানে নির্ধারিত নেই সেখানে উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক দেবে।[২২৫] (ফাতওয়ায়ে রযভিয়্যাহ)

মাস'আলা নং-৪: ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ফারুকে আযম (রাঃ) ফসলের ফাই এর পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, সব ধরণের জরীব জমির (৬০ গজ দৈর্ঘ্য ২০ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট জমি ; যদি তা অনাবাদে রেখে দেয়, তাহলে এ ধরণের

---

২২৪ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয জিহাদ, ৬/২৯২-২৯৪ পৃ. অনুচ্ছেদ: **بَابُ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ وَالْجِزْيَةِ**

২২৫ . ইমাম আহমদ রেযাখাঁন, ফাতওয়ায়ে রযভিয়্যাহ, ১০/২৩৮ পৃ.

জমির) ফাই-এর পরিমাণ এক দিরাম (এক সিকাহ সমান)। আর এতে উৎপাদিত ফসলের ফাই এক সা' (৪.১ কেজি)। ঐ জমিতে খরবুজ, তরমুজ, খিরা, কুকড়ি, বেগুনসহ অন্যান্য তরিতরকারী উৎপাদন হলে পাঁচ দিরাম। আঙ্গুর ও খেজুর বাগানের যে অংশের অনাবাদে পড়ে থাকে, এর ফাই দশ দিরাম। এভাবে জমি ও কৃষকের সামর্থ্য অনুপাতে ফাই নির্ধারণ করা হবে। তবে যে জমিতে চাষাবাদ করা হয় এবং কৃষিকাজে অভ্যস্ত ব্যক্তি উক্ত জমির খিরাজ (ভূমিকর) আদায় করবে। উদাহরণস্বরূপ, জমিতে অঙ্গুর চাষ করলে আঙ্গুর চাষের খিরাজ, গম চাষ করলে গমের খিরাজ আদায় করতে হবে। যবের ক্ষেত্রে গম দিলেও হবে। 'জরীব'-এর ইংরেজি গজ হিসেবে দৈর্ঘ্য ৩৫ গজ, প্রস্থ ৩৫ গজ। এক সা' হলো-২৮৮ পয়সার সমপরিমাণ। 'দশ দিরাম' এর পরিমাণ হলো-২ পয়সা ১২ আনা ৯ পায়। 'পাঁচ দিরাম' এর পরিমাণ হলো-১ পয়সা ৬ আনা ৪ পায়। আর 'এক দিরাম' এর পরিমাণ হলো–৪ আনা ৫ পায়।[২২৬] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৫: যেখানে ইসলামী সরকার নেই, সেখানকার লোকেরা নিজেরাই স্বেচ্ছায় ফকির ইত্যাদি যারা খারাজের হকদার তাদের দেয়ে দিবে।

মাস'আলা নং-৬: ওশরী জমি থেকে এমন জিনিস উৎপন্ন হয়, যে জিনিসের চাষ করার উদ্দেশ্য হলো, ভূমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করা, তাহলে এমন ভূমির উৎপাদিত ফসলের যাকাত ফরজ। এ প্রকার যাকাতের নাম ওশর, অর্থাৎ দশমাংশ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দশমাংশ ফরজ। কোনো কোনো অবস্থায় দশমাংশের অর্ধেক অর্থাৎ বিশ ভগের এক ভাগ দিতে হয়।[২২৭] (আলমগীরি, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৭: ওশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য বিবেকবান ও প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া শর্ত নয়। পাগল ও নাবালেগের জমিতে যা কিছু উৎপন্ন হয়, তাতে দশমাংশ ওয়াজিব হবে।[২২৮] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৮: স্বেচ্ছায় ওশর না দিলে ইসলামী শাসক জোরপূর্বক নিতে পারবে। এ অবস্থায় ওশর আদায় হবে। কিন্তু সাওয়াবের অধিকারী হবে না। সন্তুষ্টচিত্তে দিলে ছাওয়াবের অধিকারী হবে।[২২৯] (আলমগীরি ও অন্যান্য)

---

২২৬ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয জিহাদ, ৬/২৯২ পৃ. অনুচ্ছেদ: **بَابُ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ وَالْجِزْيَةِ**

২২৭ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৫ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ السَّادِسُ فِي زَكَاةِ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ**

২২৮ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৫ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ السَّادِسُ فِي زَكَاةِ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ**

২২৯ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৫ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ السَّادِسُ فِي زَكَاةِ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ**

মাস'আলা নং-৯: যার উপর ওশর ওয়াজিব হলো, সে মৃত্যুবরণ করলো, কিন্তু মওজুদ উৎপন্ন দ্রব্য, থেকে ওশর (দশমাংশ) নেয়া হবে।[২৩০] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-১০: ওশরের জন্য বছর অতিক্রান্ত হওয়া শর্ত নয়। একই জমিতে যদি বছরে কয়েকবার শষ্য উৎপন্ন হয়, প্রত্যিবার ওশর (দশমাংশ) ওয়াজিব হবে।[২৩১] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-১১: ওশরে নিসাব শর্ত নয়। উৎপন্ন দ্রব্য যদি এক কেজি পরিমাণও হয় ওশর ওয়াজিব হবে। উৎপন্ন দ্রব্য থাকাও শর্ত নয়। চাষী ভূমির মালিক হওয়াও শর্ত নয়, এমনকি চুক্তিবদ্ধ গোলাম বা মুনিবের অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম চাষাবাদ করলেও তাতে উৎপন্ন দ্রব্যের ওশর দশমাংশ ওয়াজিব। ওয়াকফকৃত জমিতে শষ্য উৎপন্ন হলে তাতেও ওশর ওয়াজিব হবে। শষ্য উৎপন্নকারী ওয়াকফের যোগ্য হয় বা ভাড়ার ভিত্তিতে চাষ করে।[২৩২] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-১২: যদি এমন জিনিস যা উৎপন্নে ভূমির উর্বরা শক্তি উদ্দেশ্য, তাতে ওশর ওয়াজিব নয়। যেমন: জ্বালানী কাঠ, ঘাস, নারিকেল, ঝাউ গাছ (সমুদ্র তীরের এক প্রকার উদ্ভিদ), খেজুর পাতা, খতমী (উদ্ভিদ বিশেষ যদ্বারা ঔষধ তৈরী করা হয়) কার্পাস তুলা (তুলার চারা), বেগুণ গাছ, তরমুজ, ক্ষিরা, শষা ইত্যাদির বীজ, অনুরূপ প্রত্যেক প্রকার তরকারীর বীজ, এসবের ক্ষেতের তরকারী উদ্দেশ্য, বীজ উদ্দেশ্য নয়। অনুরূপ যেসব বীজ ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যেমন: কালোজিরা, মেথী (এক প্রকার সবজি)। আর যদি নারিকেল, ঘাস, বেত, ঝাউ ইত্যাদি উৎপন্নে যদি ভূমির উপকার উদ্দেশ্য হয় এবং এসবের জন্য জমি খালি রাখা হয়, তাতেও ওশর ওয়াজিব হবে।[২৩৩] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-১৩: যে জমি, বৃষ্টি বা নদী নালার পানি দ্বারা সেচ দেয়া হয়, তাতে ওশর বা দশমাংশ ওয়াজিব হবে। যদি চামড়ার বড় পাত্রের দ্বারা সেচ দেয়া হয়, তাতে অর্ধ উশর অর্থাৎ উৎপাদিত দ্রব্যের বিশাংশ ওয়াজিব হবে। আর যদি পানি

---

২৩০ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৫ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ السَّادِسُ فِي زَكَاةِ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ**

২৩১ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩১৩ পৃ. অনুচ্ছেদ: উশরের বর্ণনা।

২৩২ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩১৩ পৃ. অনুচ্ছেদ: উশরের বর্ণনা।

২৩৩ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩১৫ পৃ. অনুচ্ছেদ: উশরের বর্ণনা।

খরিদ করে সেচ দেয়া হয়, অর্থাৎ কারো মালিকানাধীন পানি ক্রয় করে সেচ দিতে হয়, তাহলেও অর্ধ উশর ওয়াজিব হবে। আর যদি কিছুদিন বৃষ্টির পানির দ্বারা কিছু দিন বালতি সেচ যন্ত্র দ্বারা সেচ দেয়া হয়, আর যদি বৃষ্টির পানির দ্বারা বেশী সেচ দেয়া হয়, মাঝেমধ্যে বালতি বা সেচযন্ত্র দিয়ে সেচ দেয়া হয়, তাহলে দশমাংশ ওয়াজিব হবে, অন্যথায় অর্ধ উশর বা দশমাংশের অর্ধেকের উপর ওয়াজিব হবে।[২৩৪] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-১৪: উশরী জমিতে বা পাহাড় ও জঙ্গলে মধু পয়দা হয়, তাতে উশর বা দশমাংশ ওয়াজিব হবে। অনুরূপ পাহাড় ও জঙ্গলের ফল সমূহের উপর উশর বা দশমাংশ ওয়াজিব। তবে শর্ত হলো যে, ইসলামী শাসক কাফির, ডাকাত এবং বিদ্রোহীদের থেকে এগুলো হেফাজত করে অন্যথায় ওয়াজিব হবে না।[২৩৫] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-১৫: গম, যব, ভুট্টো, বাজরা, ধান আর সব রকমের শস্য আখরোট, বাদাম, সব রকমের ফল, তুলা, ফুল, ইক্ষু, তরমুজ, বাঙ্গী, ক্ষিরা শসা, বেগুণ সব রকমে তরকারীর উপর উশর ওয়াজিব। উৎপাদন কম হোক বা বেশী হোক।[২৩৬] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-১৬: যে পরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্যের উশর বা অর্ধ উশর ওয়াজিব হয়েছে, সেখানে উৎপাদিত দ্রব্যের সম্পূর্ণটার দশমাংশ বা দশমাংশের অর্ধেক গ্রহণ করলে তা আদায় হবে না। কৃষি খাতে চাষাবাদ সংরক্ষণকারী ও শ্রমিকের পারিশ্রমিক বা বীজ ইত্যাদির মূল্য বাদ দিয়ে উশরী দশমাংশ বা অর্ধ উশর দশমাংশ অর্ধেক দিতে হবে।[২৩৭] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-১৭: উশর কেবল মুসলমানদের থেকে নেয়া হবে। এমনকি উশরী জমি মুসলমান থেকে অমুসলিম লোকে ক্রয় করে, দখল করে নিয়ে, তাহলে অমুসলিম থেকে উশর বা দশমাংশ নেয়া যাবে না। বরঞ্চ ধার্যকৃত খারাজ (কর) নেয়া যাবে। মুসলমান যদি অমুসলিম থেকে খারাজী জমি ক্রয় করে নেয় তা

---

২৩৪ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩১৬ পৃ. অনুচ্ছেদ: উশরের বর্ণনা।

২৩৫ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩১১-৩১৩ পৃ. অনুচ্ছেদ: উশরের বর্ণনা।

২৩৬ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৬ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ السَّادِسُ فِي زَكَاةِ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ**

২৩৭ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩১৭ পৃ. অনুচ্ছেদ: উশরের বর্ণনা।

খারাজী হিসেবেই গণ্য হবে। তখন সে মুসলমান থেকে উশর বা দশমাংশ নেয়া যাবে, না বরং খারাজ (কর) নেয়া যাবে।[২৩৮] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-১৮: কোন জিম্মী মুসলমান থেকে উশরী জমি খরিদ করেছে, অতঃপর কোন মুসলমান শোফার ভিত্তিতে উক্ত জমি নিয়ে নেয়, অথবা কোন কারণে ক্রয় বিক্রয় অশুদ্ধ হবে, বিক্রেতার নিকট ফিরে গেল বা বিক্রেতার খেয়ালে শর্ত পর রাখা না রাখার এখতিয়ার থাকায় ফিরিয়ে দেয়, বা ক্রেতার এখতিয়ার ছিল বিচারকের সিদ্ধান্ত মতে ফিরিয়ে দেবে। উপরোক্ত অবস্থায় তা পুনরায় ক্রেতার বলেই গণ্য হবে। আর ত্রুটিজনিত এখতিয়ার বিচারকের সিদ্ধান্ত ছাড়া যদি ফিরিয়ে দেয়া হয় তাহলে খারাজী হিসেবেই গণ্য হবে।[২৩৯] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-১৯: মুসলমান নিজ ঘরকে বাগান করে, তাতে উশরী পানি সেচ দেয়া উশরী হিসেবে গণ্য হবে। খারাজী পানি সেচ দিলে খারাজী জমি হিসেবে গণ্য হবে। উভয় প্রকার পানি দ্বারা সেচ দেয়া হলেও উশরী হিসেবে গণ্য হবে। জিম্মী লোক যদি ঘরকে বাগান পরিনত করে, তাহলে খারাজই নেয়া হবে। আকাশের পানি, কুপ, ঝর্ণা ও সমুদ্রের পানি উশরী পানি আর যেসব নদী অনারবারা খনন করেছে-তার পানি খারাজী হিসেবে গণ্য হবে। কাফিররা কুপ খনন করেছিলো, এখন মুসলমানদের হাতে এসে গেছে বা খারাজী জমিতে কুপ খনন করা হয়েছে ঐ পানি ও খারাজী হিসেবে গণ্য হবে।[২৪০] (আলমগীরি, দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-২০: বাড়ীতে বা কবরস্থানে উৎপাদিত, ওটাতে উশরও নেই খারাজও নেই।[২৪১] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-২১: কালো আঠা নিফ্ত গম জাতীয় শস্য ঝর্ণা দ্বারা সেচকৃত উশরী জমি হোক বা খারাজী জমি হোক, এগুলো হতে কিছুই নেয়া যাবে না। অবশ্যই যদি খারাজী হয়, তাহলে যতক্ষণ না আশেপাশের জমি কৃষিকাজের উপযোগী

---

২৩৮ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩১৮ পৃ. অনুচ্ছেদ: উশরের বর্ণনা।

২৩৯ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩১৮ পৃ. অনুচ্ছেদ: উশরের বর্ণনা।

২৪০ . (ক) ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩১৮ পৃ. অনুচ্ছেদ: উশরের বর্ণনা। (খ) আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৬ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ السَّادِسُ فِي زَكَاةِ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ**

২৪১ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩২০ পৃ. অনুচ্ছেদ: উশরের বর্ণনা।

হয়, তাহলে ঐ জমির খারাজ নিতে হবে, ঋর্ণা সমূহের নয়। উশরী জমি হলে তাহলে যতক্ষণ আশেপাশের জমিতে ফসল উৎপন্ন না হয়, কিছুই নেয়া যাবে না। নিছক ক্ষেতে উপযুক্ত তা যথেষ্ট নয়।[২৪২] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-২২: যে জিনিস জমির অনুগামী যেমন বৃক্ষ এবং যেসব জিনিস বৃক্ষ থেকে বের হয় যেমন, আঠা/খামির তাতে উশর বা দশমাংশ নেই।[২৪৩] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-২৩: উশর বা দশমাংশ তখনই নেয়া হবে যখন ফল বের হবে এবং নষ্ট হওয়ার আশংকা না থাকে হয়। যদিও বা এখনো কাটার উপযোগী হয়নি।[২৪৪] (জাওহিরাতুন নাইয়্যেরা)

মাস'আলা নং-২৪: খারাজ আদায় করার পূর্বে তার উৎপন্ন দ্রব্য খাওয়া যাবে না। অনুরূপ উশর বা দশমাংশ আদায় করার পূর্বে মালিকেরও খাওয়া হালাল হবে না। খেলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অনুরূপ অন্যকে খাওয়ালে ততটুকু উশর বা দশমাংশ ক্ষতিপূরণ দেবে। আর যদি ইচ্ছে থাকে যে, সম্পূর্ণটার উশর বা দশমাংশ আদায় করবে, তাহলে খাওয়া হালাল যাবে।[২৪৫] (আলমগীরি, দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-২৫: খাজনা দিলে ইসলামী শাসকের শস্য আটকে রাখার ইখতিয়ার আছে, আর সে কয়েক বছরের খাজনা না দিয়ে থাকে বা দিতে অক্ষম হয়, তাহলে বিগত বছরগুলোর খারাজ ক্ষমা করে দেবে। অক্ষম না হলে নিয়ে নেবে।[২৪৬] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

---

২৪২ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩২১ পৃ. অনুচ্ছেদ: উশরের বর্ণনা।

২৪৩ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৬ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ السَّادِسُ فِي زَكَاةِ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ**

২৪৪ . আল্লামা আবু বকর ইবনে হাদ্দাদ, জাওয়াহারাতুন নায়্যারাহ, কিতাবুয যাকাত, ১৬২ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ فِي زَكَاةِ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ**

২৪৫ . (ক) ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩২১ পৃ. অনুচ্ছেদ: উশরের বর্ণনা। (খ) আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৭ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ السَّادِسُ فِي زَكَاةِ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ**

২৪৬ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩২২ পৃ. অনুচ্ছেদ: উশরের বর্ণনা।

মাস'আলা নং-২৬: জমিনে কৃষিজাত ফসল উৎপাদনে সক্ষম, বীজ বপন করেনি তাতে খারাজ ওয়াজিব হবে, ফসল না পর্যন্ত উশর বা দশমাংশ ওয়াজিব হবে না।[২৪৭] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-২৭: জমিনে বীজ বপন করেছে, কিন্তু উৎপাদিত দ্রব্য ধ্বংস হয়ে গেছে, যেমন ক্ষেত ডুবে গেছে, বা আগুনে জ্বলে গেছে বা পোকা খেয়ে ফেলেছে, তখন উশর ও খারাজ দু'টিই রহিত হয়ে যাবে- যদি সবগুলো নষ্ট হয় বা কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে অবশিষ্টাংশের উশর গ্রহণ করবে, আর যদি চতুষ্পদ প্রাণী খেয়ে ফেলে তাহলে রহিত হবে না। রহিত হওয়ার জন্য এটাও শর্ত যে, এরপর একই বছরের দ্বিতীয় কোন শস্য উপন্ন হয়নি, এটাও শর্ত যে, ভেঙ্গে ফেলা ও কর্তন করার পূর্বে ধ্বংস হওয়া। অন্যথায় রহিত হবে না।[২৪৮] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-২৮: খারাজী জমি কেউ দখল করে নিয়েছে, আর দখল অস্বীকার করে, মালিকের স্বাক্ষীও নেই, তাতে চাষাবাদ করলে খারাজ দখলকারীর উপর বর্তাবে।[২৪৯] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-২৯: 'বাঈ ওফা' অর্থাৎ যে ক্রয় বিক্রয়ে শর্ত হবে যে, বিক্রেতা যখন ক্রেতাকে মূল্য ফিরিয়ে দেবে, তখন ক্রেতা ক্রয়কৃত বস্তু ফিরিয়ে দেবে। খারাজী জমি এ নিয়মে কারো নিকট বিক্রয় করে এবং বিক্রেতায় কব্জায় জমি থাকে তাহলে খারাজ বিক্রেতার উপর বর্তাবে। ক্রেতার কব্জায় থাকলে ক্রেতা নিজে রোপন করে থাকলে তখন খারাজ ক্রেতার উপর বর্তাবে।[২৫০] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৩০: ফসল পাকার পূর্বে ফসল বিক্রয় করে দেয় তাহলে উশর বা দশমাংশ ক্রেতার উপর বর্তাবে। যদিও ক্রেতা শর্ত আরোপ করে যে, না পাকা পর্যন্ত ফসল কাটতে পারবে না। বরং ক্ষেতে থাকবে, বিক্রয়ের সময় ফসল পরিপক্ক হয় তাহলে উশর বা দশমাংশ বিক্রেতার উপর বর্তাবে। আর যদি জমি ও ফসল দু'টিই অথবা শুধু জমি বিক্রয় করে এ অবস্থায় বছর পূর্ণ হতে যে সময়

---

২৪৭ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/২২৩ পৃ. অনুচ্ছেদঃ উশরের বর্ণনা।

২৪৮ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩২৩ পৃ. অনুচ্ছেদঃ উশরের বর্ণনা।

২৪৯ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/২২৩ পৃ. অনুচ্ছেদঃ উশরের বর্ণনা।

২৫০ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩২৪ পৃ. অনুচ্ছেদঃ উশরের বর্ণনা।

বাকী রয়েছে যে, সময় ফসল পরিপক্ক হয়, তাহলে খারাজ ক্রেতার উপর বর্তাবে। অন্যাথায় বিক্রেতার উপর।[২৫১] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৩১: ক্রেতা জমি ধার দেয়, তাতে উশর বা দশমাংশ চাষীর উপর বর্তাবে। মালিকের উপর নয়। জমি যদি কাফিরকে ধার দেয়া হয় উশর মালিকের উপর বর্তাবে।[২৫২] (আলমগীরি ও অন্যান্য)

মাস'আলা নং-৩২: উশরী জমি যদি বর্গা হিসেবে দেয়া হয়, তাহলে উভয়ের উপর উশর (দশমাংশ) আর যদি খারাজী জমি বর্গা হিসাবে দেয়া হয় তাহলে মালিকের উপর খারাজ (খাজনা) বর্তাবে।[২৫৩] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৩৩: যে জমি নগদ টাকার ভিত্তিতে চাষাবাদের জন্য দেয়া হয়, ইমাম আজম (রহঃ) এর মতে তার উশর (দশমাংশ) জমিদারের উপর বর্তাবে। সাহেবাইনের (রহ.) মতে চাষীর উপর বর্তাবে, আল্লামা শামী'র ব্যাখ্যা মতে যুগের চাহিদা মতে সাহেবাইনের মতের উপর আমল করবে।[২৫৪]

মাস'আলা নং-৩৪: সরকারকে যে খাজনা দেয়া হয়, তাতে খারাজে শরয়ী আদায় হয় না বরং তা মালিকের জিম্মায় বর্তাবে যা আদায় করা আবশ্যক। খারাজের হকদার কেবল ইসলামী ফৌজ নয় বরং সাধারণ মুসলমানদের সব রকমের কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হবে, যেমন মসজিদ নির্মাণ করা, মসজিদের ব্যয়ভার বহন করা, ইমাম মুয়াযযিনের বেতন ভাতা প্রদান করা, দ্বীনি শিক্ষার শিক্ষকদের বেতনাদি, দ্বীনি শিক্ষার্থীদের রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় করা, উলামায়ে আহ্‌লে সুন্নাতের খেদমতে ব্যয় করা- যারা দ্বীনের সাহায্যকারী যারা ওয়াজ নসিহত করে, ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা দেয় এবং ফতওয়ার কাজে নিয়োজিত থাকে, সেতু, মুসাফিরখানা নির্মাণেও ব্যয় করা যাবে।[২৫৫] (ফাতওয়ায়ে রযভিয়্যাহ)

মাস'আলা নং-৩৫: উশর নেয়ার পূর্বে ফসল বিক্রয় করে দেয়, তখন যাকাত উসূলকারীর এখতিয়ার থাকবে। উশর হয়ত ক্রেতা থেকে নেবে অথবা বিক্রেতা থেকে নেবে। মূল্য যা হওয়া উচিত যদি তার চেয়ে অধিক মূল্যে বিক্রি করে থাকে

---

২৫১ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩২৪ পৃ. অনুচ্ছেদঃ উশরের বর্ণনা।

২৫২ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৭ পৃ. পরিচ্ছেদঃ **الْبَابُ السَّادِسُ فِي زَكَاةِ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ**

২৫৩ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩২৭-৩২৮ পৃ. অনুচ্ছেদঃ উশরের বর্ণনা।

২৫৪ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩২৫ পৃ. অনুচ্ছেদঃ উশরের বর্ণনা।

২৫৫ . ইমাম আহমদ রেযা খাঁন, ফাতওয়ায়ে রযভিয়্যাহ, কিতাবুয যাকাত, ১০/২২৩ পৃ.

তাহলে সাদকা উসূলকারীর এখতিয়ার থাকবে যে, ফসলের উশর নেবে। অথবা মূল্যের উশর (দশমাংশ) নেবে। আর যদি কম মূল্যে বিক্রি করে এবং এত বেশী কম হয় যে, লোকেরা সাধারণত এত লোকসান দিয়ে বিক্রি করে না, তখন ফসলেরই উশর নেবে, ফসল যদিনা থাকে ফসলের উশর নির্ধারণ করে বিক্রেতা থেকে নেবে, অথবা নির্ধারিত মূল্যে নেবে।[২৫৬] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৩৬: আঙ্গুর বিক্রয় করলে, মূল্যের উশর (দশমাংশ) নেবে, আর যদি শীরা করে বিক্রয় করে তখন মূল্যের উশর নেবে।[২৫৭] (আলমগীরি)

মালের যাকাত কাদেরকে দেয়া যায়

আল্লাহপাক ইরশাদ করেন-

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

-"যাকাত তো এসব লোকেরই জন্য যারা অভাবগ্রস্ত, নিতান্ত নিঃস্ব, যারা তা সংগ্রহ করে আনে, যাদের অন্তরসমূহকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়, ক্রীতদাস মুক্তির মধ্যে, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে মুসাফিরদের জন্য, এটা বিধান আল্লাহর আর আল্লাহই জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।" (সূরা তাওবা, আয়াত নং-৬০)

হাদিস-১: সুনানে আবি দাউদে হযরত যায়েদ বিন হারেস সাদাঈ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (রহঃ) ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ، حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ

-"আল্লাহ যাকাতকে নবী অথবা অন্য কারো হুকুমের উপর নির্ধারণ করেননি, বরং তিনি (আল্লাহ) নিজেই এর বিধান বর্ণনা করেছেন এবং যাকাতকে আট খাতে বিভক্ত করেছেন।"[২৫৮]

---

২৫৬ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৭ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ السَّادِسُ فِي زَكَاةِ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ**

২৫৭ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৭ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ السَّادِسُ فِي زَكَاةِ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ**

২৫৮ . ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, ২/১১৭ পৃ. হা/১৬৩০, ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/২৯০ পৃ. হা/৭৭৩৩ এবং ৭/৯ পৃ. হা/১৩১২৬, ইমাম তাহাভী, শরহে মা'আনীল আছার, ২/১৭ পৃ. হা/৩০১১, ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ৫/২৬২ পৃ. হা/৫২৮৫, ইমাম দারাকুতনী, আস-সুনান, ৩/৫৭ পৃ. হা/২০৬৩, ইমাম বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ৬/৯০ পৃ. হা/১৬০৪, ইবনে আছির, জামেউল উসূল, হা/২৭৬১, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, হা/১৬৪৯৭, ইমাম হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৫/২০৪ পৃ. হা/৯০৩১, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৭৪ পৃ. হা/১৮৩৫

হাদিস নং-২: ইমাম আহমদ রহঃ, ইমাম আবু দাউদ রহঃ এবং ইমাম হাকেম রহঃ, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন,

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ الْغَنِيَّ

-"সম্পদশালী ব্যক্তির জন্য যাকাত হালাল নয়, তবে হ্যাঁ, পাঁচ ব্যক্তির জন্য যাকাত হালাল। তারা হল- (১) আল্লাহ রাস্তায় জিহাদকারী (২) যাকাত আদায়কারী কর্মচারী (৩) সাময়িকভাবে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি (৪) এমন ব্যক্তি যে নিজের মাল দ্বারা যাকাতের মাল খরিদ করেছে (৫) এমন ব্যক্তি যার প্রতিবেশী মিসকীন সেই মিসকীনকে কেউ যাকাত দিয়েছে আর সে মিসকীন সম্পদশালীকে উপহার দিয়েছে।"[২৫৯] ইমাম আহমদ রহঃ এবং ইমাম বায়হাকী (রহঃ) এর অপর বর্ণনায় আছে যে, মুসাফিরের জন্যও জায়িয উল্লেখ হয়েছে।[২৬০]

হাদিস ৩: ইমাম বায়হাকী রহঃ সংকলন করেন-

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَيْسَ لِوَلَدٍ وَلَا لِوَالِدٍ حَقٌّ فِي صَدَقَةٍ مَفْرُوضَةٍ

-"হযরত মাওলা আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফরজ যাকাত সমূহে সন্তান সন্ততি ও সম্পদশালীর হক নেই।"[২৬১]

হাদিস নং-৪: ইমাম তাবরানী (রহঃ) তাঁর মু'জামুল কাবীর নামক কিতাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হুজুর (ﷺ) ইরশাদ করেন,

اصْبِرُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ يَا بَنِي هَاشِمٍ فَإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ غُسَالَاتُ النَّاسِ

-"হে বনী হাশেম! তোমরা নিজেদের আত্মার উপর ধৈর্যধারণ করো, যাকাত মানুষের মালের ময়লা।"[২৬২]

---

২৫৯ . ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ১/৫৬৬ পৃ. হা/১৪৮০, সহীহ ইবনে খুজায়মা, হা/২৩৬৮, সুনানে ইবনে মাযাহ, হা/১৮৪১, ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, ১৮/৯৭ পৃ. হা/১১৫৩৮, বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৭/২৩ পৃ. হা/১৩১৬৬, মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক, হা/৭১৫১, সুনানে দারাকুতনী, হা/১৯৯৭, বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ৬/৮৯ পৃ. হা/১৬০৪, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৭৪ পৃ. হা/১৮৩৩

২৬০ . ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৭/২৩ পৃ. হা/১৩১৬৭

২৬১ . ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৭/৪৫ পৃ. হা/১৩২২৯ এবং হা/১৩২৫৩, বায়হাকী, মা'রিফাতুল সুনানি ওয়াল আছার, ৯/৩৩৯ পৃ. হা/১৩৩৮০, বায়হাকী, আস-সুনানুস সগীর, হা/১২৭৫ , মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৬/৬১১ পৃ. হা/১৭০৯৬

হাদিস নং-৫-৭: ইমাম আহমদ রহঃ, ইমাম মুসলিম রহঃ হযরত আব্দুল মুত্তালিব ইবনে রবীয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন যে,

إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ

-"হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) পরিবার পরিজনের জন্য সাদকা (যাকাত) হালাল নয়। এগুলো মানুষের মালের ময়লা।"[২৬৩]

ইমাম ইবনে সা'দ রহঃ হযরত ইমাম হাসান মুজতাবা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (ﷺ) ইরশাদ করেন,

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ

-"আল্লাহ আমার উপর এবং আমার আহ্লে বাইতের উপর সাদকা হারাম করে দিয়েছেন।"[২৬৪] ইমাম তিরমিযী রহঃ, ইমাম নাসাঈ রহঃ, ইমাম হাকেম রহঃ প্রমুখ হযরত আবু রাফে (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেনস, হুজুর (ﷺ) ইরশাদ করেন,

---

২৬২ . ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ১২/২৩৫ পৃ. হা/১২৯৮০, ইমাম ইবনে যানযুয়াই, আমওয়াল, ৩/১১৪৭ পৃ. হা/২১২৯, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৬/৪৫৪ পৃ. হা/১৬৫০৫

২৬৩ . ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ২/৭৫৪ পৃ. হা/১০৭২, ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, হা/১৭৫১৮, ইমাম নাসাঈ, আস-সুনান, ৫/১০৫ পৃ. হা/২৬০৯ এবং আস-সুনানুল কোবরা, ৩/৮৪ পৃ. হা/২৪০১, ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, ৩/১৪৭ পৃ. হা/২৯৮৫, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৭৪ পৃ. হা/১৮২৩

২৬৪ . ইমাম ইবনে সা'দ, আত-তবকাতুল কোবরা, ১/২৬৪ পৃ. ক্রমিক. ১৪৫, এ বিষয়ক একটি বর্ণনা ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহঃ) এভাবে সংকলন করেন-

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَيْتِ الصَّدَقَةِ، قَالَ: فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَخَذَ تَمْرَةً، فَأَخَذَهَا مِنْهُ فَاسْتَخْرَجَهَا، وَقَالَ: إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ

-"হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবি লাইলা (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা আমি রাসূল (সাঃ)-এর সঙ্গে যাকাতের ঘরে ছিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর ইমাম হাসান (রাঃ) আগমন করলেন এবং যাকাতের একটি খেজুর হাতে নিলেন, প্রিয় নবী (সাঃ) তাঁর হাতে থেকে তা নিয়ে নিলেন এবং বললেন, তোমাদের জন্য এ সাদকা (যাকাতের মাল) হালাল নয়।" (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বাহ, ২/৪২৯ পৃ. হা/১০৭১১) ইমাম আব্দর রায্যাক (রহঃ) এভাবে একটি সূত্র উল্লেখ করেছেন-

عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمُحَمَّدٍ ﷺ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

-"হযরত সাওড়ী (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর উপর এবং তাঁর আহ্লে বাইতের উপর সাদকা হারাম করে দিয়েছেন।" (মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক, ৪/৫০ পৃ. হা/৬৯৩৯) তিনি আরেকটি সূত্র উল্লেখ করেন-

عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ التَّيْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قِيلَ لَهُ: مَنْ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ؟ قَالَ: مَنْ تُحْرُمُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ قِيلَ: مَنْ هُمْ؟ قَالَ: آلُ عَلِيٍّ، وَآلُ عَقِيلٍ، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ عَبَّاسٍ

إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لَنَا، وَإِنَّ مَوَالِيَ القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.

-"আমাদের জন্য সাদকা হালাল নয়। আর কোন গোত্রের আযাদকৃত দাসও তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত।"[২৬৫]

হাদিস নং-৮: সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-

قَالَ: أَخَذَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كِخْ كِخْ لِيَطْرَحَهَا، ثُمَّ قَالَ: أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ

-"হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) সাদকার খোরমা নিয়ে মুখে দিলেন, নবী করীম (ﷺ) ইরশাদ করেন, ছিঃ ছিঃ ওটা নিক্ষেপ করো, অতঃপর ইরশাদ করেন, তোমার কি জানা নেই যে, আমরা সাদকা ভক্ষণ করি না।"[২৬৬]

হযরত তেহমান বাহ্জ বিন হাকিম (রাঃ), হযরত বারা (রাঃ), হযরত যায়েদ বিন আরকাম (রাঃ), হযরত আমর বিন হারেসা (রাঃ), হযরত সালমান (রাঃ), হযরত আবদুর রহমান বিন লায়লা (রাঃ), হযরত মায়মুন (রাঃ), হযরত কায়সান (রাঃ), হযরত হরমুজ (রাঃ), হযরত হারেসা বিন আমর মুগীরা (রাঃ), হযরত

-"তাবেয়ী ইয়াযিদ ইবনে হায়্যান তায়মী (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত যায়েদ বিন আরকাম (রাঃ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, কেউ একজন প্রশ্ন করলেন আলে মুহাম্মদ কারা? এবং যাদের উপর সাদকা হারাম তাঁরা কারা? তিনি বলেন, তাঁরা হলেন, হযরত আলী (রাঃ), হযরত আকীল (রাঃ), হযরত জা'ফর (রাঃ) এবং হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর বংশধরগণ।" (মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক, ৪/৫০ পৃ. হা/৬৯৪৩) এ বিষয়ে আরেকটি বর্ণনা রয়েছে-

عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ رضي الله عنه، أَنَّ خَالِدَ بْنَ سَعِيدٍ، بَعَثَ إِلَى عَائِشَةَ بِبَقَرَةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَرَدَّتْهَا، وَقَالَتْ: إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ

-"তাবেয়ী হযরত ইবনে আবি মুলাইকা (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ (রাঃ) উম্মাহাতুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) এর নিকট সাদকার (যাকাতের) বকরী পাঠান, অতঃপর তিনি তা ফিরত দেন এবং বলেন, রাসূল (সাঃ) এর বংশধরের জন্য সাদকা (যাকাত) হালাল নয়।" (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বাহ, ২/৪২৯ পৃ. হা/১০৭০৮)

২৬৫ . ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ২/৩৯ পৃ. হা/৬৫৭, ইমাম বায়হাকী, আল-মা'রিফাতুল সুনানি ওয়াল আছার, ৯/৩৪০ পৃ. হা/১৩৩৮৯ এবং আস-সুনানুল কোবরা, ৭/৫০ পৃ. হা/১৩২৪২, ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ১/৫৬১ পৃ. হা/১৪৬৮, মুসনাদে আহমদ, হা/১৯০৫৯, সুনানে নাসাঈ, হা/২৬১২, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৭৩ পৃ. হা/১৮২৯

২৬৬ . ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ২/১২৭ পৃ. হা/১৪৯১, সুনানে দারেমী, ২/১০২৩ পৃ. হা/১৬৯২, মুসনাদে আহমদ, হা/৯৩০৮, বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৭/৫০ পৃ. হা/১৩২৩১, নাসাঈ, আস-সুনানুল কোবরা, ৮/৩৭ পৃ. হা/৮৫৯১, সহীহ মুসলিম, হা/১০৬৯, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, হা/১৮২২

আনাস (রাঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণনা রয়েছে যে, হুজুর (ﷺ)'র পরিবার পরিজন (আহ্‌লে বাইতের) এর জন্য সাদকা জায়িয নেই।

যাকাতের খাত বর্ণনা

মাস'আলা নং-১: যাকাতের খাত ৭টি। (১) ফকীর (২) মিসকীন (৩) যাকাত উশুলকারী (৪) মুক্তিপনের শর্তযুক্ত গোলাম (৫) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি (৬) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ (৭) মুসাফির।[২৬৭]

মাস'আলা নং-২: ফকীর ঐ ব্যক্তি, যার কিছু আছে, কিন্তু তা নিসাব পরিমাণ হয় না, অথবা নিসাব পরিমাণ আছে, কিন্তু তা মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভূক্ত যেমন, বসবাসের ঘর, পরিধানের কাপড়, সেবার দাসী, ইলম শিক্ষার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তির ধর্মীয় কিতাবাদি, নিজের প্রয়োজনের অধিক না হয় যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপ যদি ঋণগ্রস্ত হয় ঋণ পরিশোধের পর যদি নিসাব পরিমাণ অবশিষ্ট না থাকে তখন ফকীর হিসেবে গণ্য হবে। যদিও ওর একটি নয় কয়েকটি নিসাব থাকলেও ফকীর হিসেবে গণ্য হবে।[২৬৮] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৩: ফকীর যদি আলেম হয়, তাকে দেয়া জাহেল বা মুর্খকে দেয়ার চেয়ে উত্তম।[২৬৯] (আলমগীরি) তবে আলেমকে দিলে তাঁর সম্মানের প্রতি দৃষ্টি রেখে আদবের সাথে দেবে, যেমন ছোটরা বড়দেরকে নজরানা দেয়। (মা'আজাল্লাহ) যদি অন্তরে আলেমের প্রতি তাচ্ছিল্যতা তা ধ্বংসের কারণ হবে।

মাস'আলা নং-৪: মিসকীন বলা হয় যার কিছুই নেই। এমনকি খাবার ও শরীর আবৃত করতে মুখাপেক্ষী হয়। মানুষের নিকট হাত পাততে হয় তার সাহায্য চাওয়া হালাল। তবে ফকীরের সাহায্য প্রার্থনা নাজায়িয, যার কাছে খাবার ও শরীর ঢাকার কাপড় আছে তার জন্য অপ্রয়োজনে ও অপারগতা ছাড়া সাহায্য প্রার্থনা করা হারাম।[২৭০] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৫: আমেল ঐ ব্যক্তি যাকে ইসলামী শাসক যাকাত এবং উশর আদায়ে জন্য নিয়োগ করেছে, তাকে কাজ অনুপাতে এ পরিমাণ দিতে হবে যেন

---

২৬৭ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৩৩-৩৪০ পৃ. অনুচ্ছেদ: **بَابُ الْمَصْرِفِ**

২৬৮ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৩৩ পৃ. অনুচ্ছেদ: **بَابُ الْمَصْرِفِ**

২৬৯ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৭ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْمَصَارِفِ**

২৭০ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৭-১৮৮ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْمَصَارِفِ**

সে ও তার সাহায্যকারীদের জন্য মধ্যম পন্থায় যথেষ্ট হয়। তবে উশুলকৃত টাকার অর্ধেকের অধিক যেন না হয়।[২৭১] (দুররুল মুখতার, অন্যান্য কিতাব)

মাস'আলা নং-৬: যাকাত উশুলকারী যদিও সম্পদশালী হয় স্বীয় কাজের বিনিময় নিতে পারবে। হাশেমী বংশীয় হলে তাকে যাকাতের মাল থেকে দেয়াও নাজায়িয ও তা গ্রহণ করাও নাজায়িয। তবে যদি অন্য কোন উপায়ে দেয়া হয়, তাতে অসুবিধা নেই।[২৭২] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৭: যাকাতের মাল যদি উশুলকারীর হাত ছাড়া হয়ে যায়, তখন সে কিছু পাবে না। কিন্তু যাকাতদাতাদের যাকাত আদায় হয়ে যাবে।[২৭৩] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৮: কোন ব্যক্তি নিজে মালের যাকাত বায়তুল মালে প্রদান করে উশুলকারী এর বিনিময় পাবে না।[২৭৪] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৯: সময়ের পূর্বে বিনিময় নিয়ে নেয়, বা কাজী দিয়ে দেয়া, জায়িয হবে। তবে পূর্বে না দেওয়া উত্তম। আর প্রথমে উশুলকৃত মাল যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে প্রদত্ত বিনিময় ফেরত নেবে না।[২৭৫] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-১০: রিকাবের মমার্থ মুক্তিপণের শর্তযুক্ত ক্রীতদাসকে দেয়া, যেন সে এ মালের বিনিময়ে মুক্তিপন আদায় করে মনীবের গোলামী থেকে মুক্তি পেতে পারে।[২৭৬] (প্রায় সব কিতাবে দ্রষ্টাব্য)

মাস'আলা নং-১১: সম্পদশালীর চুক্তিবদ্ধ গোলামকেও যাকাতের মাল দেয়া যাবে, যদিও জানা যায় যে, সে ধনী ব্যক্তির গোলাম। গোলাম যদি সম্পূর্ণ মুক্তিপন আদায়ে অক্ষম হয় এবং পুনরায় নিয়মিত গোলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, তখন যে

---

২৭১ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৩৪-৩৩৬ পৃ. অনুচ্ছেদ: **بَابُ الْمَصْرِفِ**

২৭২ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৮ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْمَصَارِفِ**

২৭৩ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৩৪ পৃ. অনুচ্ছেদ: **بَابُ الْمَصْرِفِ**

২৭৪ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৮ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْمَصَارِفِ**

২৭৫ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৩৬ পৃ. অনুচ্ছেদ: **بَابُ الْمَصْرِفِ**

২৭৬ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৮ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْمَصَارِفِ**

পরিমাণ যাকাতের মাল সে নিয়েছে সে পরিমাণ মনীব কাজে ব্যবহার করা, যদিও মনিব ধনী হয়।[২৭৭] (দুররুল মুখতার, অন্যান্য ফিকহের কিতাব)

মাস'আলা নং-১২: মুক্তিপনের শর্তযুক্ত গোলামকে যে যাকাত দেয়া হয়েছে, তা গোলামী থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। তবে গোলামের এখতিয়ার থাকবে, অন্য খাতেও সে এ টাকা ব্যয় করতে পারবে। মুকাতিব গোলামের যদি নিসাব পরিমাণ মাল তাকে এবং তা যদি মুক্তিপন বিনিময়ের চেয়েও বেশী হয় তবুও যাকাত দেয়া যাবে। তবে হাশেমী বংশীয় মনীবের মুক্তিপনের শর্তযুক্ত গোলামকে যাকাত দেয়া যাবে না।[২৭৮] (আলমগীরি, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-১৩: গারিম অর্থ ঋণগ্রস্ত, অর্থাৎ যার এত কর্জ আছে যে, তা বের করে নিলে নিসাব থাকে না। যদিও অন্যান্যদের উপর তার আরো বাকী আছে, কিন্তু তা নিতে সক্ষম নয়- তবে শর্ত হলো ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি হাশেমী হতে পারবে না।[২৭৯] (দুররুল মুখতার, অন্যান্য)

মাস'আলা নং-১৪: 'ফী সাবিলিল্লাহি' অর্থাৎ আল্লাহর পথে ব্যয় করা, তা কয়েক প্রকার হতে পারে রয়েছে, যেমন কোন ব্যক্তি জিহাদে যাত্রা করতে ইচ্ছুক, কিন্তু তার বাহন এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী নেই তখন তাকে যাকাতের মাল দেয়া যাবে। এটা আল্লাহর রাস্তায় দান হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি সে উপার্জনে সক্ষম হয় বা কেউ হজ্বে যেতে ইচ্ছুক তার নিকট প্রয়োজনীয় টাকা নেই তাকে যাকাত দেয়া যাবে। কিন্তু হজ্বের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করা জায়িয নেই।

অথবা তালেবে ইলম বা দ্বীনি শিক্ষা অর্জনকারী ছাত্র যে ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থী বা পড়তে আগ্রহী তাকে দেয়া যাবে। তাও আল্লাহর পথে দান হিসেবে গণ্য হবে। বরং দ্বীনি শিক্ষার্থী সাহার্য্য প্রার্থনা করেও যাকাতের মাল নিতে পারবে। যদি সে নিজকে এ কাজের জন্য নিয়োজিত রাখে, যদিও উপার্জন করতে সক্ষম হয়, অনুরূপ প্রত্যেক ভাল কাজে যাকাত দান করা আল্লাহর রাস্তায় বুঝায়। যদি

---

২৭৭ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৩৭ পৃ. অনুচ্ছেদঃ **بَابُ الْمَصْرِفِ**

২৭৮ . (ক) আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৮ পৃ. পরিচ্ছেদঃ **الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْمَصَارِفِ** (খ) ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৩৭ পৃ. অনুচ্ছেদঃ **بَابُ الْمَصْرِفِ**

২৭৯ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৩৯ পৃ. অনুচ্ছেদঃ **بَابُ الْمَصْرِفِ**

মালিকানা সত্ত্ব দান করা বুঝায়। মালিকানা সত্ত্ব প্রদান ব্যতিত যাকাত আদায় হবে না।[২৮০] (দুররুল মুখতার ও অন্যান্য ফিকহের)

মাস'আলা নং-১৫: অনেক লোক যাকাতের মাল ইসলামী মাদরাসা সমূহে পাঠিয়ে দেয়, তাদের উচিত হবে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে বলে দেয়া যে, এটা মালের যাকাত, কর্তৃপক্ষ যেন এ মালকে পৃথক করে রাখে। অন্য মালের সাথে একত্রিত না করে। দরিদ্র ছাত্রদের মধ্যে ব্যয় করে। কোন কাজের বিনিময়ে দেবে না। অন্যথায় যাকাত আদায় হবে না।

মাস'আলা নং-১৬: 'ইবনুস সাবিল' অর্থাৎ মুসাফির যার মাল নেই সে যাকাত নিতে পারবে, যদিও বা তার ঘরে মাল বিদ্যমান থাকে কিন্তু এ পরিমাণ মত নেবে যাতে প্রয়োজন পূরণ হয়। অতিরিক্ত নেয়ার অনুমতি নেই। অনুরূপ যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকের মাল কোন সময়সীমা পর্যন্ত অন্যের নিকট কর্জ হিসেবে থাকে, তখনো মেয়াদ পূর্ণ হয়নি, কিন্তু তার প্রয়োজন পড়ে অথবা যার জিম্মায় রয়েছে সে উপস্থিত না থাকে, অথবা উপস্থিত আছে, কিন্তু অসচ্ছল বা অস্বীকার করছে এবং এসবের প্রমাণ বিদ্যমান। তবুও উপরোক্ত অবস্থায় প্রয়োজন অনুপাতে যাকাত নিতে পারবে। কিন্তু উত্তম হলো কর্জ পাওয়া গেলে কর্জ নিয়ে কাজ সেরে নেবে।[২৮১] (আলমগীরি, দুররুল মুখতার)

আর 'দাইনে মুয়াজ্জাল' বাকী কর্জ হলে বা মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে এবং ঋণ গৃহীতা ধনী হয় এবং উপস্থিত থেকে স্বীকার করে, তাহলে যাকাত নিতে পারবে না। তার থেকে নিয়ে নিজের প্রয়োজনে খরচ করতে যাবে বিধায় সুতরাং অভাবী হলো না। স্মরণ রাখতে হবে যে, কর্জকে প্রচলিতভাবে হাত বদল বলা হয় শরয়ীভাবে সর্বদা মুয়াজ্জল হয়। যখন ইচ্ছা দাবী করতে পারবে। যদি হাজার অঙ্গীকার ও দৃঢ় প্রতিশ্রুতের এর সময় নির্ধারণ করা হয়, এ দিন পর দেয়া হবে। যদি লিখিত দেয়া হয় যে মেয়াদের পূর্বে দাবী করার এখতিয়ার থাকবে না। যদি তলব করে তা বাতিল হবে এবং শ্রবণযোগ্য হবে না। এসব শর্তাবলী বাতিল হবে। কর্জ দাতার সব সময় দাবী করার এখতিয়ার থাকবে। (দুররুল মুখতার ও অন্যান্য ফিকহের কিতাব)

মাস'আলা নং-১৭: মুসাফির অথবা ঐ নিসাবের মালিক যার নিজ মাল অন্যের নিকট কর্জ রয়েছে, প্রয়োজনের সময় যাকাতের মাল, প্রয়োজন পরিমাণ নেয়,

---

২৮০ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৩৯ পৃ. অনুচ্ছেদ: **بَابُ الْمَصْرِفِ**

২৮১ . (ক) আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৮ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْمَصَارِفِ** (খ) ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৪০ পৃ. অনুচ্ছেদ: **بَابُ الْمَصْرِفِ**

অতঃপর নিজের মাল পায়, যেমন- মুসাফির ঘরে পৌঁছে গেছে বা নিসাবের কর্জ উসূল হয়ে গেছে, তখন যাকাতের কিছু মাল বাকি থাকে, এখন তা নিজের খরচে নিতে পারবে।[২৮২] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-১৮: যাকাত দাতার এখতিয়ার আছে যে ইচ্ছা করলে সাত প্রকারকে দিতে পারবে অথবা যে কোন এক প্রকারকে দিতে পারবে। এক প্রকারের কয়েক ব্যক্তি হোক বা একজন হোক, দেয়া যাবে। যাকাতের মাল যদি নিসাব পরিমাণ না হয় তাহলে, একজনকে দেয়া উত্তম হবে। এক ব্যক্তিকে নিসাব পরিমাণ দেয়া মাকরূহ হবে। এক ব্যক্তিকে নিসাব পরিমাণ দেয়া তখনই মাকরূহ হবে যদি দরিদ্র লোক ঋণগ্রস্ত না হয়, আর যদি ঋণগ্রস্ত হয় তখন এ পরিমান দেবে যে, ঋণ শোধ করার পর উদ্ধৃত না থাকে বা নিসাবের চেয়ে কম উদ্ধৃত থাকে তাহলে মাকরূহ হবে না। অনুরূপ দরিদ্র লোকের যদি সন্তান সন্ততির অধিকারী হয় যদিও নিসাব অতিরিক্ত হয়, কিন্তু পরিবার পরিজনকে বন্টন করে দিলে সকলের অংশ নিসাবের চেয়ে কম হয়, এমতাবস্থায়ও কোন ক্ষতি নেই।[২৮৩] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-১৯: যাকাত আদায়ের এটা জরুরী যে যাকে দেয়া হবে তাকে সত্ব দান করতে হবে, বৈধতা মৃত ব্যক্তির যথেষ্ট হবে। সুতরাং যাকাতের টাকায় কাফন দেয়া বা মৃত ব্যক্তির কর্জ শোধ করা, বা গোলাম আজাদ করা, সেতু নির্মাণ করা, খাল বা কূপ খনন করা, সড়ক তৈরী করা, নালা বা কূপ খনন করা, এসব কাজে খরচ করা অথবা কিতাব ইত্যাদি বস্তু ক্রয় করে ওয়াক্ফ করে দিলে আদায় হবে না।[২৮৪] (জাওহেরা, তানভীর, আলমগীরি)

মাস'আলা নং-২০: ফকীরের কর্জ আছে তার কথায় যাকাতের মাল দিয়ে কর্জ আদায় করালে, যাকাত আদায় হবে। আর যদি তার হুকুমে না হয় যাকাত আদায় হবে না। ফকীর অনুমতি দেয়, কিন্তু আদায়ের পূর্বে মারা যায়, তখন এ কর্জ যাকাতের মাল দিয়ে আদায় করলে, যাকাত আদায় হবে না।[২৮৫] (দুররুল

---

২৮২ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৪০ পৃ. অনুচ্ছেদ: **بَابُ الْمَصْرِفِ**

২৮৩ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৮ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْمَصَارِفِ**

২৮৪ . (ক) আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৮ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْمَصَارِفِ**, ইমাম তামরতাশী, তানভিরুল আবসার (দুররুল মুখতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/২৪১-৩৪৩ পৃ. অনুচ্ছেদ: **بَابُ الْمَصْرِفِ**

২৮৫ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৪২ পৃ. অনুচ্ছেদ: **بَابُ الْمَصْرِفِ**

মুখতার) উপরোক্ত বিষয়ে যাকাতের মাল ব্যয় করার উপায় আমি উপরে বর্ণনা করেছি, সে পন্থা অবলম্বন করার ইচ্ছা হলে করতে পারবে।

মাস'আলা নং-২১: (১) নিজের মূল যেমন, মাতা- পিতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী প্রমুখ যাদের আওলাদে আছে, নিজের আওলাদ, পুত্র, কন্যা, নাতি-নাতনী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী প্রমুখকে যাকাত দেয় যাবে না। অনুরূপ সাদকাতুল ফিতরা, নজর, কাফ্ফারা ও তাদেরকে দেয়া যাবে না। তবে নফল সাদকা তাদের দেয়া যাবে, বরং দেয়াটা উত্তম।[২৮৬] (আলমগীরি, রদ্দুল মুহতার, অন্যান্য ফিকহের কিতাব)

মাস'আলা নং-২২: জারজ সন্তান যে তার বীর্য থেকে পয়দা অথবা সেই সন্তান তার বিবাহিতা স্ত্রী থেকে জন্ম হয়েছে, কিন্তু সে বলে এটা আমার সন্তান নয়, তাদের দেয়া যাবে না।[২৮৭] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-২৩: পুত্র বধু, জামাতা, সৎ মা, সৎ পিতা (মায়ের পূর্বের স্বামী) স্ত্রীর পূর্ব সন্তান বা স্বামীর পূর্ব স্ত্রী সন্তানদের যাকাত দেয়া যাবে। যেসব আত্মীয় স্বজনের ভরণ পোষণের দায়িত্ব যাকাত দাতার উপর তাদেরকে যাকাত দেয়া যাবে, যাকাত ভরণ পোষণের হিসেবে গণ্য করা যাবে না।[২৮৮] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-২৪: (২) মাতা-পিতা অভাবী কৌশলে তাদের যাকাত দিতে চাইলে, প্রথমে ফকীরকে দেবে, ফকীর পুনরায় তাদেরকে দেবে, তবে এটা মাকরূহ।[২৮৯] (রদ্দুল মুহতার) অনুরূপ হিলা করে নিজের সন্তানদের দেয়াও মাহরূহ হবে।

মাস'আলা নং-২৫: (৩) নিজের বা নিজের মূলের বা শাখা নিজ স্বামী বা নিজ স্ত্রীর গোলাম মুকাতিব, মুদাব্বির, বা উম্মে ওয়ালাদ বা সেই গোলামকে যে কোন অংশের মালিক হয়েছে যদিও কিছু অংশ আযাদ হয়েছে, তাদের যাকাত দেয়া যাবে না।[২৯০] (আলমগীরি)

---

২৮৬ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৪৪ পৃ. অনুচ্ছেদঃ **بَابُ الْمَصْرِفِ**

২৮৭ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৪৪ পৃ. অনুচ্ছেদঃ **بَابُ الْمَصْرِفِ**

২৮৮ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৪৪ পৃ. অনুচ্ছেদঃ **بَابُ الْمَصْرِفِ**

২৮৯ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৪৪ পৃ. অনুচ্ছেদঃ **بَابُ الْمَصْرِفِ**

২৯০ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৯ পৃ. পরিচ্ছেদঃ **الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْمَصَارِفِ**

মাস'আলা নং-২৬: (৪) স্ত্রী স্বামীকে, (৫) স্বামী স্ত্রীকে যাকাত দিতে পারবে না। যদি বাইন তালাক এবং তিন তালাক প্রদত্ত হয়-যতক্ষণ ইদ্দতে থাকবে দেয়া যাবে না। ইদ্দত পূর্ণ হলে দেয়া যাবে।[২৯১] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-২৭: (৬) যে ব্যক্তি নিসাবের মালিক হয়, যদি তা মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়, যেমন, ঘর, আসবাবপত্র পরিধানের কাপড়, সেবক, আরোহনের বাহন, হাতিয়ার, জ্ঞানী ব্যক্তির কিতাবাদি যা তার কাজে ব্যবহৃত হয়। এসবই মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। এসব বস্তু ব্যতিত অন্য মাল যদি বছর অতিক্রান্ত না হয় (আর সে সম্পদ বর্ধনশীল না হয়) তাদেরকে যাকাত দেয়া জায়িয নেই।

নিসাব অর্থ, মূল্য দু'শত দিরহাম হওয়া। যদিওবা তা না হয়, যাকাত ওয়াজিব হবে। যথা- কারো ছয় তোলা স্বর্ণ আছে, যার মূল্য দু'শত দিরহাম যদিও এর উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। যেহেতু স্বর্ণের নিসাব সাড়ে সাত তোলা। তাকে যাকাত দেয়া যাবে না। বা তার নিকট ত্রিশটি বকরী বা বিশটি গাভী আছে যার মূল্য দু'শত দিরহাম, তাকে যাকাত দেয়া যাবে না, যদিও বিশটি গাভীর উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। অথবা তার কাছে প্রয়োজন অতিরিক্ত আসবাব পত্র আছে- যা ব্যবসারও না হয়, তা যদি দু'শত দিরহাম পরিমাণের হয় তাকে যাকাত দেয়া যাবে না।[২৯২] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-২৮: সুস্থ সবল ব্যক্তিকে যাকাত দেয়া যাবে যদিও উপার্জনের ক্ষমতা রাখে। কিন্তু তার জন্য ভিক্ষা করা জায়িয নেই।[২৯৩] (আলমগীরি ও অন্যান্য ফিকহের কিতাব)

মাস'আলা নং-২৯: (৭) যে ব্যক্তি নিসাবের মালিক, তার গোলামকেও যাকাত দেয়া যাবে না। যদিও গোলাম পঙ্গু বা বিকলাঙ্গ হয় এবং তার মুনীব তাকে খেতেও দিবে না, বা তার মালিক অনুপস্থিত থাকলেও একই হুকুম। কিন্তু নিসাবের মালিকের মুকাতিব ও মায়ুন গোলামকে দেয়া যাবে। (৮) ধনী ব্যক্তির

---

২৯১ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৪৫ পৃ. অনুচ্ছেদ: **بَابُ الْمَصْرِفِ**

২৯২ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৪৬ পৃ. অনুচ্ছেদ: **بَابُ الْمَصْرِفِ**

২৯৩ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৯ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْمَصَارِفِ**

অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানকে দেয়া যাবে। যদি ফকীর হয় তাকে যাকাত দেয়া যাবে।[২৯৪] (আলমগীরি, দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৩০: ধনী লোকের স্ত্রীকে দেয়া যাবে, যদি নিসাবের মালিক না হয়। অনুরূপ ধনীর পিতাকে দেয়া যাবে যদি ফকীর হয়।[২৯৫] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৩১: যে স্ত্রীর মোহরানার কর্জ তার স্বামীর উপর বাকী রয়েছে যদিও তা নিসাব পরিমাণ হয়, স্বামী যদি ধনবান হয় আদায় করতে সক্ষম হয় তাকে দেয়া যাবে।[২৯৬] (জাওহিরাতুন নাইয়্যেরা)

মাস'আলা নং-৩২: যে সন্তানের মাতা নিসাবের মালিক হয় যদিও তার পিতা জীবিত না থাকে তাকে যাকাত দেয়া যাবে।[২৯৭] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৩৩: যার দোকান বা ঘর আছে তা থেকে ভাড়া পায় এবং তার মূল্য যদি তিন হাজার হয়। কিন্তু ভাড়া এতো হয়না এ টাকা নিজের ছেলে মেয়ের ভরণ পোষণ যথেষ্ট হয়, তাহলে তাকে যাকাত দেয়া যাবে। অনুরূপ তার জমিন থাকে কিন্তু উৎপাদন যদি পূর্ণ বছরের খোরাক না হয়, তাকে যাকাত দেয়া যাবে যদিও ক্ষেতের মূল্য দু'শত দিরহাম বা অতিরিক্ত হয়।[২৯৮] (আলমগীরি, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৩৪: যার খাদ্যশস্য আছে, যার মূল্যে দু'শত দিরহাম, সে শস্য ফসল যদি পূর্ণ বছরের জন্য যথেষ্ট হয়, তবুও তাকে যাকাত দেয়া হালাল হবে।[২৯৯] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৩৫: শীতের কাপড়, গ্রীষ্মকালে যার প্রয়োজন হয়না তা মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত, সেই কাপড় যদিও অধিক মূল্যের হয়, তবুও সে যাকাত

---

২৯৪ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৪৮ পৃ. অনুচ্ছেদঃ **بَابُ الْمَصْرِفِ**

২৯৫ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৯ পৃ. পরিচ্ছেদঃ **الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْمَصَارِفِ**

২৯৬ . আল্লামা আবু বকর ইবনে হাদ্দাদ, জাওয়াহারাতুন নায়্যারাহ, কিতাবুয যাকাত, ১৬৭ পৃ.

২৯৭ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৪৯ পৃ. অনুচ্ছেদঃ **بَابُ الْمَصْرِفِ**

২৯৮ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৯ পৃ. পরিচ্ছেদঃ **الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْمَصَارِفِ**

২৯৯ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৪৬ পৃ. অনুচ্ছেদঃ **بَابُ الْمَصْرِفِ**

নিতে পারবে। যার নিকট বসবাসের ঘর প্রয়োজনের অতিরিক্ত আছে, অর্থাৎ সব ঘরে তার বসবাস করে না, সেই ব্যক্তি যাকাত নিতে পারবে।[৩০০] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৩৬: স্ত্রী, মাতা-পিতার পক্ষ থেকে যা পেয়েছে, তার মালিক হবে স্ত্রী। এতে দু'ধরনের জিনিস আছে, এক প্রকার প্রয়োজনীয় যেমন, গৃহের সমগ্রী, পরিধানের কাপড়, ব্যবহারের পাত্র, এ ধরনের বস্তু যতই মূল্যবান হোক সেগুলোর দ্বারা স্ত্রী ধনী গণ্য হবে না। দ্বিতীয় এমন জিনিস যেগুলো মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা সৌন্দর্যের জন্য দেয়া হয় মূল্যবান যেমন অলংকারাদি আর প্রয়োজনীয় ছাড়া সামগ্রী, পাত্র, যাতায়াতের বাহন, এসব জিনিসের মূল্য যদি নিসাব পরিমাণ হয় স্ত্রী ধনী গণ্য হবে, যাকাত নিতে পারবে না।[৩০১] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৩৭: যার নিকট মনিমুক্তা ইত্যাদি আছে, তাতে ব্যবসার উদ্দেশ্যে না হয়, তার যাকাত ওয়াজিব নয়। কিন্তু যদি নিসাবের পরিমাণ মূল্য হয়, তখন যাকাত নিতে পারবে না।[৩০২] (দুররুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৩৮: যার ঘরে নিসাব পরিমাণ মূল্যের বাগান আছে, বাগানের ভিতরে ঘরের প্রয়োজনীয় স্থান, রান্নাঘর, স্নানের ঘর ইত্যাদি না থাকে, তাহলে যাকাত নেয়া তার জায়িয হবে না।[৩০৩] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৩৯: (৯) বনী হাশেমিকে যাকাত দেয়া যাবে না, অন্য কেউ তাকে দেবে না। এক হাশেমী অন্য হাশেমিকে দিতে পারবে না। বনী হাশেম হযরত আলী, জাফর, আকিল, হযরত হারেস বিন আবদুল মুত্তালিব এর বংশধরকে বুঝায়, এছাড়া যারা নবী করীম (ﷺ) কে সাহায্য করেনি, যেমন আবু লাহাব যদিও সে কাফির হযরত আবদুল মুত্তালিবের পুত্র কিন্তু তার আওলাদ বনী হাশেমীদের মধ্যে গণ্য হবে না।[৩০৪] (আলমগীরি, অন্যান্য অন্যান্য ফিকহের কিতাব)

---

৩০০ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৪৭ পৃ. অনুচ্ছেদ: **بَابُ الْمَصْرِفِ**

৩০১ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৪৭ পৃ. অনুচ্ছেদ: **بَابُ الْمَصْرِفِ**

৩০২ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৪৭ পৃ. অনুচ্ছেদ: **بَابُ الْمَصْرِفِ**

৩০৩ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৯ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْمَصَارِفِ**

৩০৪ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৯ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْمَصَارِفِ**

মাস'আলা নং-৪০: বনী হাশেমের আজাদকৃত গোলামদেরকেও যাকাত দেয়া যাবে না। তবে যেসব গোলাম তাদের মালিকানায় আছে তাদেরকে না দেয়া, উত্তম পর্যায়ের নাজায়িয।[৩০৫] (দুররুল মুখতার ও অন্যান্য ফিকহের কিতাবসমূহ)

মাস'আলা নং-৪১: মাতা হাশেমী বরং সৈয়্যদা হয়, পিতা হাশেমী নয়, তাহলে হাশেমী গণ্য হবে না। শরীয়াতে বংশধারা পিতা থেকে হয়, তাই এমন ব্যক্তিকে যাকাত দেয়া যাবে, যদি অন্য কোন বাধা না থাকে।

মাস'আলা নং-৪২: নফল সাদকা এবং ওয়াকফের আমদানী বনী হাশেমকে দেয়া যাবে। ওয়াক্ফকারী তাদের জন্য নির্দিষ্ট করুক বা না করুক।[৩০৬] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৪৩: (১০) জিম্মি কাফিরকে না যাকাত দেয়া যাবে, না অন্য সাদকায়ে ওয়াজিবাও দেয়া যাবে, যেমন মান্নত, কাফ্ফারা, সাদকায়ে ফিতর দেয়া যাবে না। হরবী বা আশ্রয়প্রাপ্ত কাফিরকে কোন প্রকার সাদকা দেয়া জায়িয নেই। ওয়াজিবও নয় নফলও নয়। যদিও সে ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলামী শাসক থেকে নিরাপত্তা নিয়ে এসেছে।[৩০৭] (দুররুল মুখতার)

হিন্দুস্তান যদিও দারুল ইসলাম, কিন্তু এখানকার কাফির জিম্মি নয়, তাদেরকে নফল সাদকা হাদিয়া ইত্যাদি দেয়া জায়িয।

ফায়েদা: যেসব লোকদের যাকাত দেয়া নাজায়িয তাদেরকে অন্য সাদকায়ে ওয়াজিব, মানত, কাফ্ফারা ও ফিতরা দেয়া জায়িয নয়। গুপ্তধন ও খনিজ সম্পদ ব্যতীত। এসবের পঞ্চমাংশ নিজের মাতা পিতা ও সন্তান সন্ততিকেও দেয়া যায়। বরং অনেক সময় নিজের জন্যও খরচ করা যায়। যে সম্পর্কে উপরে বর্ণনা করা হয়েছে।[৩০৮] (জাওহিরা)

মাস'আলা নং-৪৪: যেসব লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে যাকাত দেয়া যাবে, তবে তাদের ফকীর হওয়া শর্ত। যাকাত উশুলকারী ব্যতীত ওর জন্য ফকীর হওয়া শর্ত নয়। মুসাফির যদিও ধনী কিন্তু সে সময় ফকীরের হুকুমের

---

৩০৫ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৫১ পৃ. অনুচ্ছেদ: **بَابُ الْمَصْرِفِ**

৩০৬ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৫২ পৃ. অনুচ্ছেদ: **بَابُ الْمَصْرِفِ**

৩০৭ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৫৩ পৃ. অনুচ্ছেদ: **بَابُ الْمَصْرِفِ**

৩০৮ . আল্লামা আবু বকর ইবনে হাদ্দাদ, জাওয়াহারাতুন নায়্যারাহ, কিতাবুয যাকাত, ১৬৭ পৃ.

অন্তর্ভুক্ত। অবশিষ্ট কেউ যদি ফকীর না হয় যাকাত দেয়া যাবে না।[৩০৯] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৪৫: যে ব্যক্তি মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে। সে নিজ ভাইকে যাকাত দিয়েছে সে ভাই তার উত্তরাধিকারী। তাই আল্লাহর নিকট যাকাত আদায় হবে। কিন্তু অন্য ওয়ারিশদের তার নিকট থেকে যাকাত ফিরিয়ে নেয়ার এখতিয়ার থাকবে তা অসিয়তের অন্তর্ভূক্ত। এক ওয়ারিশের জন্য অনুমতি ব্যতীত অন্য ওয়ারিশের অসিয়ত সহীহ নয়।[৩১০] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৪৬: যে ব্যক্তি কারো সেবা করে, অথবা কারো কাজ করে, তাকে যাকাত দেয়, অথবা যে সুসংবাদ শুনে দিয়েছে তাকে দেয়, বা তার নিকট হাদিয়া প্রেরণকারীকে, এসব অবস্থায় জায়িয। যদি বিনিময়ের কথা উল্লেখ করে তাহলে আদায় হবে না। রমজান ও কোরবানীর ঈদে পুরুষ মহিলা সেবক সেবিকাকে ঈদের কথা উল্লেখ করে দিলে আদায় হবে।[৩১১] (জাওয়াহিরা, আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৪৭: যে ব্যক্তি চিন্তা করে অন্তরে একথা ধারণ করে যে, তাকে যাকাত দেয়া যেতে পারে এবং যাকাত দেয়ার প্রকাশ হলো, যে যাকাতের উপযুক্ত বা কোন কিছু জানা যায় নি, আদায় হয়ে যাবে। যদি পরে জানতে যায় যে সে ধনী বা তার পিতামাতা কেউ ছিলো, বা নিজের সন্তান ছিলো, বা স্বামী ছিলো, বা স্ত্রী বা হাশেমী বংশের গোলাম ছিলো, বা আশ্রয়প্রাপ্ত কাফির ছিলো, তুবুও আদায় হবে না। আর যদি জানা যায় যে, তার গোলাম ছিলো, অথবা হরবী কাফির ছিলো, তাহলে আদায় হবে না। পুনরায় আদায় করতে হবে। এবং তা চিন্তা গবেষণার পর্যায়ভুক্ত হবে যে, সে আবেদন করে কাউকে ধনী মনে না করে দিয়ে দিয়েছে বা ফকীরদের দলভুক্ত মনে করে দিয়ে দেয়।[৩১২] (আলমগীরি, দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

---

৩০৯ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৩৪-৩৪১ পৃ. অনুচ্ছেদ: **بَابُ الْمَصْرِفِ**

৩১০ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৪৪ পৃ. অনুচ্ছেদ: **بَابُ الْمَصْرِفِ**

৩১১ . (ক) আল্লামা আবু বকর ইবনে হাদ্দাদ, জাওয়াহারাতুন নায়্যারাহ, কিতাবুয যাকাত, ১৬৯ পৃ. (খ) আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৯০ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْمَصَارِفِ**

৩১২ . (ক) আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৯ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْمَصَارِفِ** (খ) ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৪৪ পৃ. অনুচ্ছেদ: **بَابُ الْمَصْرِفِ**

মাস'আলা নং-৪৮: যদি চিন্তা ভাবনা ছাড়া দিয়ে দেয়, এটাও ধারণা হয়নি যে, তাদের দেয়া যাবে কি না! পরে জানা যায় যে, তাদের দেয়া যাবে না, তাহলে আদায় হবে না, অন্যথায় আদায় হবে। কিন্তু দেয়ার সময় সন্দিহান ছিলো, চিন্তা করেনি অথবা করেছে কিন্তু কোন দিকে অন্তরের দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়নি। চিন্তা করে প্রবল ধারণা হয়েছে যে, সে যাকাতের উপযুক্ত নয়। অবস্থায় আদায় হবে না। কিন্তু দেয়ার পর যখন এটা প্রকাশ হয় যে, বাস্তবিকই সে যাকাতের খাতের অন্তর্ভক্ত ছিলো, তাহলে আদায় হবে।[৩১৩] (আলমগীরি, অন্যান্য ফিকহের কিতাব)

মাস'আলা নং-৪৯: যাকাত সাদকা সমূহে উত্তম হলো যে, প্রথমে নিজে ভাই বোনদের দিয়ে, তারপর তাদের সন্তানদের, অতঃপর চাচা ও ফুফুদের অতঃপর তাদের সন্তান-সন্ততিদের দেবে তারপর মামা ও খালুদেরকে, তারপর তাদের সন্তান সন্ততিদের দেবে। তারপর রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় স্বজনদের, তারপর প্রতিবেশীদের, তারপর নিজের পেশাজীবিদেরকে, তারপর নিজ শহর ও গ্রামে বসবাসকারীদের দেবে।[৩১৪] (জাওহিরা, আলমগীরি)

হাদিস শরীফে আছে,

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ رَجُلٍ، وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ إِلَى صِلَتِهِ وَيَصْرِفُهَا إِلَى غَيْرِهِمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, হে উম্মতে মুহাম্মদ (ﷺ)! ঐ সত্ত্বার শপথ যিনি আমাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, আল্লাহ ঐ ব্যক্তির সাদকা কবুল করেন না, যার আত্মীয়- স্বজন তার সাহায্য ও সাদাচারণ পাওয়ার মুখাপেক্ষী কিন্তু সে তাদের কে দান না করে অন্যদেরকে দান করে, কসম ঐ সত্ত্বার যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিনে তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না।[৩১৫] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৫০: অন্য শহরে যাকাত প্রেরণ করা মাকরূহ। কিন্তু যদি ওখানে তার আত্মীয়-স্বজন থাকে তখন তাদের জন্য প্রেরণ করা যাবে। অথবা তথাকার লোকে যদি বেশী অভাবী হয় অথবা বেশী খোদাভীরু হয়, অথবা মুসলমানদের

---

৩১৩ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৯০ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْمَصَارِفِ**

৩১৪ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৯০ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْمَصَارِفِ**

৩১৫ . ইমাম হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩/১১৭ পৃ. হা/৪৬৫২, ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৮/৩৪৬ পৃ. হা/৮৮২৮, ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৫৫ পৃ. অনুচ্ছেদ: **بَابُ الْمَصْرِفِ**

কল্যাণে ওখানে প্রেরণ করা অধিক উপকারী হয়, অথবা দ্বীনি শিক্ষার্থীর জন্য প্রেরণ করা বা মুত্তাকী লোকেদের জন্য অথবা দারুল হারব, অমুসলিম রাষ্ট্র থেকে যাকাত দারুল ইসলামে পাঠালে, বা বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই প্রেরণ করে উপরোক্ত সব অবস্থায় অন্য শহরে প্রেরণ করা মাকরূহ জায়িয।[৩১৬] (আলমগীরি, দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৫১: শহর বলতে ঐ শহরকে বুঝানো হয়, যেখানে মাল আছে। যদি নিজে এক শহরে হয়। আর মাল অন্য শহরে হয় তাহলে মাল যে শহরে সে স্থানের ফকীরদের যাকাত দেবে। আর সাদকা ফিতরা ক্ষেত্রে ঐ শহর বুঝাবে, যে শহরে নিজে আছে, যদি নিজে এক শহরে আর তার ছোট ছেলেমেয়ে, গোলাম অন্য শহরে থাকে, তাহলে যেখানে নিজে থাকবে ওখানকার ফকীরদের মধ্যে সাদকায়ে ফিতর বন্টন করে দেবে।[৩১৭] (জাওহিরা, আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৫২: বদ মাযহাবীকে যাকাত দেয়া জায়িয নেই।[৩১৮] (দুররুল মুখতার) বদ মাযহাবীর যখন এ হুকুম, তাহলে বর্তমান ওহাবী যারা আল্লাহর অসম্মান ও শানে রিসালাতের মানহানিকর উক্তি করে এবং প্রচার করে। যাদেরকে (মক্কা মদীনা) পবিত্র দুই হেরমের শীর্ষ ওলামায়ে কেরাম সর্বসম্মতিক্রমে কাফির ও ধর্মচ্যুত আখ্যায়িত করেছেন। যদিও তারা নিজেরদেরকে মুসলমান বলে দাবি করে তাদের যাকাত দেয়া হারাম, কাঠোর হারাম, আর দিলে তা কখনো আদায় হবে না।

মাস'আলা নং-৫৩: যার নিকট আজকের খাবার মওজুদ আছে বা সুস্থ সবল ব্যক্তি উপার্জন করতে পারে তার খাবারের জন্য ভিক্ষা করা হালাল হবে না। ভিক্ষা ছাড়া কেউ স্বেচ্ছায় দিলে নেয়া জায়িয। খাবার আছে, পরিধানের কাপড় নেই, কাপড়ের জন্য ভিক্ষা চাইতে পারবে। অনুরূপ জিহাদ বা ইলমে দ্বীন অন্বেষণে নিয়োজিত যদিও সুস্থ সবল উপর্জনে সক্ষম, তার জন্য ভিক্ষা করার অনুমতি

---

৩১৬ . (ক) আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৯০ পৃ. পরিচ্ছেদ: **اَلْبَابُ السَّابِعُ فِي الْمَصَارِفِ**, ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৫৫ পৃ. অনুচ্ছেদ: **بَابُ الْمَصْرِفِ**

৩১৭ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৯০ পৃ. পরিচ্ছেদ: **اَلْبَابُ السَّابِعُ فِي الْمَصَارِفِ**

৩১৮ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৫৬ পৃ. অনুচ্ছেদ: **بَابُ الْمَصْرِفِ**

আছে। যার জন্য ভিক্ষা করা জায়িয নেই সে ভিক্ষা করলে তাকে দেয়া জায়িয হবে না। তাদেরকে দিলে দানকারীও গুনাহগার হবে।[৩১৯] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৫৪: মুস্তাহাব হলো এই যে, এক ব্যক্তিকে এ পরিমান দেবে যেন ঐদিন তার ভিক্ষা করা প্রয়োজন না হয়। এ বিষয় ফকীরের অবস্থা অনুপাতে বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। তার খাবার বেশী সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে প্রদান করবে।[৩২০] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

সাদকায়ে ফিতরের বর্ণনা

হাদিস নং-১: সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন-

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ

-"রাসূলুল্লাহ ﷺ গোলাম, স্বাধীন, নারী, প্রাপ্ত বয়স্ক, অপ্রাপ্ত বয়স্ক সকল মুসলমানের উপর সাদকায়ে ফিতর হিসেবে এক সা খেজুর অথবা এক সা যব আদায় করা ফরয করেছেন এবং লোকজনের ঈদের সালাতের নামাযে বের হওয়ার পূর্বেই তা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।"[৩২১]

হাদিস নং-২: ইমাম আবু দাউদ রহঃ ও ইমাম নাসাঈ (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: فِي آخِرِ رَمَضَانَ أخرجُوا صَدَقَة صومكم. فرض رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ.

---

৩১৯ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৫৭ পৃ. অনুচ্ছেদ: **بَابُ الْمَصْرِفِ**

৩২০ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৫৮ পৃ. অনুচ্ছেদ: **بَابُ الْمَصْرِفِ**

৩২১ . ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ২/১৩০ পৃ. হা/১৫০৩, ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ২/৬৭৭ পৃ. হা/৯৮৪, সহীহ ইবনে খুজায়মা, হা/২৪০৪, ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ১/৫৬৯ পৃ. হা/১৪৯৪, মুসনাদে আহমদ, হা/৫৭৮১, বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, হা/৭৬৭০, নাসাঈ, আস-সুনান, ৫/৪৮ পৃ. হা/২৫০৪ এবং আস-সুনানুল কোবরা, হা/২২৯৫, ইমাম তাহাভী, শরহে মা'আনিল আছার, ২/৪৪ পৃ. হা/৩১২৩, সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৩৩০৩, সুনানে দারাকুতনী, ৩/৬৪ পৃ. হা/২০৭২, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৭০ পৃ. হা/১৮১৫

-"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রমজানের শেষের দিকে বলেছেন, তোমরা তোমাদের রোজার সাদকা আদায় করো। এ সাদকা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নির্ধারণ করেছেন তা হচ্ছে, এক 'সা খেজুর বা যব, বা অর্ধ সা গম প্রত্যেক স্বাধীন ক্রীতদাস, নর-নারী, ছোট-বড় সকলের উপর ধার্য করেছেন।"[৩২২]

হাদিস নং-৩: সুনানে তিরমিযী শরীফে হযরত আমর ইবনে শুয়াইব (রহঃ) তাঁর পিতা হতে তিনি পিতামহ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন-

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُنَادِيًا فِي فِجَاجِ مَكَّةَ: أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

-"নিশ্চয় নবী করীম ﷺ একবার মক্কার গলিসমূহে ঘোষক পাঠিয়ে ঘোষণা করালেন যে, সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব।"[৩২৩]

হাদিস নং-৪: ইমাম আবু দাউদ রহঃ ও ইমাম ইবনে মাযাহ রহঃ ও ইমাম হাকেম রহঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন-

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

-"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাদকায়ে ফিতর রোজাকে অনর্থক কথাবার্তা ও অশালীন কথা হতে পবিত্র করার জন্য এবং নিঃস্বদের মুখে খাদ্য দেওয়ার জন্য নির্ধারণ করেছেন।"[৩২৪]

হাদিস নং-৫: ইমাম দায়লামী রহঃ, খতীবে বাগদাদী রহঃ ও ইমাম ইবনে আসাকির (রহঃ) সংকলন করেন-

صيام الرجل معلق بين السماء والأرض حتى يؤدي صدقة الفطر

-"হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, হুজুর (ﷺ) ইরশাদ করেন, বান্দার রোজা আসমান ও জমীনের মাঝখানে ঝুলন্ত থাকে যতক্ষণ সাদকায়ে ফিতর আদায় না করে।"[৩২৫]

---

৩২২ . ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, ২/১১৪ পৃ. হা/১৬২২, নাসাঈ, আস-সুনান, ৩/১৯০ পৃ. হা/১৫৮০ এবং আস-সুনানুল কোবরা, ৩/৪২ পৃ. হা/২৩০৬, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৭০ পৃ. হা/১৮১৭

৩২৩ . ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ২/৫৩ পৃ. হা/৬৭৪, সুনানে দারাকুতনী, ৩/৬৮ পৃ. হা/২০৮০, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৭০ পৃ. হা/১৮১৯

৩২৪ . ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, ২/১১১ পৃ. হা/১৬০৯, সুনানে ইবনে মাযাহ, ১/৫৮৫ পৃ. হা/১৮২৭, বায়হাকী, আস-সুনানুল সুগড়া, হা/১২৪০, সুনানে দারাকুতনী, ৩/৬১ পৃ. হা/২০৬৭, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৮/৫৫২ পৃ. হা/২৪১২৫ এবং হা/২৪১৩৮

ফিকহী মাসায়েলঃ

মাস'আলা নং-১: সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব, সারা জীবন এর সময়। অর্থাৎ যদি আদায় না করে তাহলে এখন আদায় করা যাবে। আদায় না করলে রহিত হবে না। এবং যখনই আদায় করা হয় কাযা হিসেবে গণ্য হবে না। বরং আদায় হিসেবে গণ্য হবে। যদিও ঈদের নামাজের পূর্বে আদায় করা সুন্নাত।[৩২৬] (দুররুল মুখতার, অন্যান্য ফিকহের কিতাব)

মাস'আলা নং-২: সাদকায়ে ফিতরা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ওয়াজিব, মালের উপর নয়। তাই মারা গেলে তার মাল থেকে আদায় করা যাবে না। তবে ওয়ারিশ যদি অনগ্রহ পূর্বক নিজের পক্ষ থেকে আদায় করতে পারবে, তার উপর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। আর যদি অসিয়ত করে যায় যে, তখন তৃতীয়াংশ মাল থেকে

---

৩২৫ . মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৮/৫৫২ পৃ. হা/২৪১২৯, খতিবে বাগদাদী (রহঃ) এ সাহাবী থেকে হাদিসটির আরেক সূত্রে এভাবে উল্লেখ করেন-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه . قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لا يَزَالُ صِيَامُ الْعَبْدِ مُعَلَّقًا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ حَتَّى تُؤَدَّى زَكَاةُ فِطْرِهِ

-"খাদেমুর রাসূল (সাঃ), হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, বান্দার সিয়াম আসমান ও জমীনের মাঝখানে ঝুলন্ত থাকে যতক্ষণ সাদকাতুল ফিতর আদায় না করে।" (খতিবে বাগদাদ, তারিখে বাগদাদ, ১০/১৭৫ পৃ. ক্রমিক. ৪৬৮৮, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৮/৫৫২ পৃ. হা/২৪১৩০) ইমাম দায়লামী (রহঃ) হযরত জারির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন,

إن شهر رَمَضَان مُعَلّق بَين السَّمَاء وَالْأَرْض لَا يرفع إِلَّا بِزَكَاة الْفطر

-"বান্দার রমজান মাসের সিয়াম আসমান ও জমীনের মাঝখানে ঝুলন্ত থাকে যতক্ষণ সাদকাতুল ফিতর আদায় না করে।" (ইমাম দায়লামী, আল-ফিরদাউস, ১/২৩৫ পৃ. হা/৯০১, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৮/৫৫১ পৃ. হা/২৪১২৪ এবং হা/২৪১২২, ইমাম ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ১/৩৬৬ পৃ. হা/৩৯৫০) ইমাম মুনযিরী (রহঃ) একটি সূত্র এভাবে উল্লেখ করেন-

وَعَن جرير رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ صَوْم شهر رَمَضَان مُعَلّق بَين السَّمَاء وَالْأَرْض وَلَا يرفع إِلَّا بِزَكَاة الْفطر

-"হযরত জারীর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, বান্দার রমজান মাসের সিয়াম আসমান ও জমীনের মাঝখানে ঝুলন্ত থাকে যতক্ষণ সাদকাতুল ফিতর আদায় না করে।" ইমাম মুনযিরী (রহঃ) বলেন, হাদিসটি ইমাম আবু হাফস ইবনে শাহীন (রহঃ) তার ফাযায়েলে রামাদ্বান নামক কিতাবে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাদিসটি বর্ণনার দিক থেকে গরীব, কিন্তু সনদ শক্তিশালী। (ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৯৭ পৃ. হা/১৬৫৩)

৩২৬ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৬২ পৃ. অনুচ্ছেদঃ সাদকাতুল ফিতর প্রসঙ্গ।

অবশ্যই আদায় করবে। যদিও ওয়ারিশ অনুমতি না দেয়।[৩২৭] (জাওহিরা, অন্যান্য ফিকহের কিতাব)

মাস'আলা নং-৩: ঈদের দিন সুবহে সাদিক হবার সাথে সাথে সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি সুবহে সাদিকের পূর্বে মারা যায় বা ধনী, গরীব হয়ে যায় তখন ওয়াজিব হবে না। আর যদি সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার পর মারা যায় বা সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার পূর্বে কাফির মুসলমান হয় বা শিশু জন্ম হয় বা ফকীর ছিল ধনী হয়, তাহলেও ওয়াজিব হবে।[৩২৮] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৪: সাদকায়ে ফিতর প্রত্যেক স্বাধীন মুসলমান নিসাব পরিমাণ মালিকের উপর মূল ব্যবহারিক সামগ্রী ব্যতীত যার পূর্ণ নিসাব থাকে, তার উপর ওয়াজিব, এতে বিবেকবান প্রাপ্ত বয়স্ক, বর্ধনশীল মাল হওয়া শর্ত নয়।[৩২৯] (দুররুল মুখতার) বর্ধনশীল প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বর্ণনা উপরে বর্ণিত হয়েছে এক্ষেত্রে উক্ত বর্ণনা জেনে নেবে।

মাস'আলা নং-৫: নাবালেগ বা পাগল যদি নিসাবের অধিকারী হয় তাদের উপর সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে, তাদের অভিভাবক তাদের সম্পদ থেকে আদায় করে দেবে। (ওলী) অভিভাবক যদি আদায় না করে নাবালেগ বালেগ হলে বা পাগল সুস্থ হয়, তখন তারা নিজেরাই আদায় করবে। আর যদি নিসাবের অধিকারী না হয় ওলীও আদায় করেনি, তখন বালেগ হওয়া বা সংজ্ঞা ফিরে এলেও তাদের দায়িত্বে আদায় করতে হবে না।[৩৩০] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৬: সাদকায়ে ফিতর আদায়ের জন্য মাল জমা থাকা শর্ত নয়। মাল ধ্বংস হলেও সাদকা ওয়াজিবই থাকবে। রহিত হবে না। যাকাত ও উশর এর বিপরীত, এ দু'টি মাল ধ্বংস হলে রহিত হয়ে যায়।[৩৩১] (দুররুল মুখতার)

---

৩২৭ . আল্লামা আবু বকর ইবনে হাদ্দাদ, জাওয়াহারাতুন নায়্যারাহ, কিতাবুয যাকাত, ১৭৪ পৃ. পরিচ্ছেদ: সাদকাতুল ফিতর প্রসঙ্গ।

৩২৮ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৯২ পৃ. অনুচ্ছেদ: সাদকাতুল ফিতর প্রসঙ্গ।

৩২৯ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৬২-৩৬৫ পৃ. অনুচ্ছেদ: সাদকাতুল ফিতর প্রসঙ্গ।

৩৩০ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৬৫ পৃ. অনুচ্ছেদ: সাদকাতুল ফিতর প্রসঙ্গ।

৩৩১ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৬৬ পৃ. অনুচ্ছেদ: সাদকাতুল ফিতর প্রসঙ্গ।

মাস'আলা নং-৭: নিসাবের অধিকারী পুরুষের নিজের পক্ষ থেকে এবং নিজের ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষ থেকে ফিতরা দেয়া ওয়াজিব। ছেলে যদি স্বয়ং নিসাবের অধিকারী না হয়, অন্যথায় তার সাদকা তার মাল থেকে আদায় করতে হবে। পাগল সন্তান যদিও বালেগ হয়, ধনী না হয় তার সাদকা তার পিতার পক্ষ থেকে দেয়া ওয়াজিব। আর ধনী হলে তার সম্পদ থেকে আদায় করতে হবে। পাগল প্রকৃত হোক, অর্থাৎ প্রকৃত পাগল অবস্থায় বালেগ হল, বা পূর্ববতীতে কোন কারণে পাগল হল উভয় অবস্থায় একই হুকুম।[৩৩২] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৮: সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার জন্য রোজা রাখা শর্ত নয়। যদি কোন ওজর, সফর রোগব্যাধি বা বার্ধক্যের কারণে (আল্লাহ না করুক) বা বিনা ওজরে রাখেনি, তবুও ওয়াজিব হবে।[৩৩৩] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৯: অপ্রাপ্ত বয়স্ক কন্যা যে স্বামীর খেদমতের উপযুক্ত হয়েছে তাকে বিবাহ দিয়ে, স্বামীর নিকট পাঠিয়ে দিলে, তখন কারো উপর তার পক্ষ থেকে সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে না, স্বামীর উপরও নয় পিতার উপরও নয়। আর যদি খেদমতের উপযুক্ত না হয়, বা স্বামীর নিকট তাকে পাঠানো হয়নি, তখন নিয়ম মোতাবেক পিতার উপর ওয়াজিব। এসব অবস্থা তখনই প্রয়োজ্য হবে, যদি মেয়ে লোক নিজে নিসাবের অধিকারী না হয়। অন্যথায় সর্বাবস্তায় তার সাদকায়ে ফিতর তার মাল থেকে আদায় করতে হবে।[৩৩৪] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-১০: পিতা না থাকলে দাদা পিতার স্থলাভিষিক্ত অর্থাৎ নিজে দরিদ্র এতিম, নাতি নাতনীর পক্ষ থেকে তার উপর সাদকায়ে ফিতর দেয়া ওয়াজিব।[৩৩৫] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-১১: মায়ের উপর নিজের ছোট ছেলে মেয়েদের পক্ষ থেকে সাদকায়ে ফিতর দেয়া ওয়াজিব নয়।[৩৩৬] (রদ্দুল মুহতার)

---

৩৩২ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৬৭ পৃ. অনুচ্ছেদ: সাদকাতুল ফিতর প্রসঙ্গ।

৩৩৩ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৬৭ পৃ. অনুচ্ছেদ: সাদকাতুল ফিতর প্রসঙ্গ।

৩৩৪ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৬৮ পৃ. অনুচ্ছেদ: সাদকাতুল ফিতর প্রসঙ্গ।

৩৩৫ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৬৭ পৃ. অনুচ্ছেদ: সাদকাতুল ফিতর প্রসঙ্গ।

৩৩৬ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৬৮ পৃ. অনুচ্ছেদ: সাদকাতুল ফিতর প্রসঙ্গ।

মাস'আলা নং-১২: খেদমতের গোলাম, মুদাব্বির, উম্মে ওয়ালাদ এর পক্ষ থেকে মালিকের উপর সাদকায়ে ফিতরা ওয়াজিব যদি গোলাম ঋণগ্রস্ত হয়। যদি গোলাম কর্জে জড়িত হয় গোলাম যদি বন্ধকী হয়। মালিকের নিকট মৌলিক প্রয়োজন অতিরিক্ত পরিমান আছে যে, কর্জ শোধ করে দিলেও নিসাবের মালিক থাকবে তখন মালিকের উপর তার পক্ষে থেকে সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে।[৩৩৭] (দুররুল মুখতার, আলমগীরি)

মাস'আলা নং-১৩: ব্যবসায়িক গোলামের সাদকায়ে ফিতর মালিকের উপর ওয়াজিব নয়। যদিও তার মূল্যে নিসাব পরিমাণ না হয়।[৩৩৮] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাস'আলা নং-১৪: গোলাম ধার দিয়েছে, বা কারো নিকট আমানত রেখেছে। তাহলে মালিকের উপর ফিতরা ওয়াজিব হবে। আর যদি অসিয়ত করে যায় যে, গোলাম অমুকের কাজ করবে এবং আমার পর অমুক ব্যক্তি তার মালিক হবে, তখন ফিতরা মালিকের উপর ওয়াজিব হবে। যার নিয়ন্ত্রণে আছে তার উপর নয়।[৩৩৯] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-১৫: পলাতক গোলাম বা যে গোলাম কে অমুসলিমরা বন্দী করেছে তার পক্ষ থেকে সাদকা মালিককে দিতে হবে না। অনুরূপ কেউ যদি ছিনতাই করে নেয় যদি ছিনতাইকারী অস্বীকার করে তার কাছে স্বাক্ষীও নেই তখন তার ফিতরা ওয়াজিব হবে না। কিন্তু যখন ফেরত পাবে তখন তার পক্ষ থেকে বিগত বছর সমূহের ফিতরা দিতে হবে। কিন্তু অমুসলিম যদি গোলামের মালিক হয়ে যায়, তাহলে ফেরত পাবার পর তার ফিতরা দিতে হবে না।[৩৪০] (আলমগীরি, দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-১৬: মুকাতিব গোলামের ফিতরা মুকাতিবের উপরও নয় তার মালিককেও দিতে হবে না। অনুরূপ মুকাতিব ও মাযুনের গোলামের ক্ষেত্রে একই

---

৩৩৭ . (ক) আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৬৯ পৃ. অনুচ্ছেদ: সাদকাতুল ফিতর প্রসঙ্গ। (খ) আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৯২ পৃ. অনুচ্ছেদ: সাদকাতুল ফিতর প্রসঙ্গ।

৩৩৮ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৬৯ পৃ. অনুচ্ছেদ: সাদকাতুল ফিতর প্রসঙ্গ।

৩৩৯ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৬৯ পৃ. অনুচ্ছেদ: সাদকাতুল ফিতর প্রসঙ্গ।

৩৪০ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৭০ পৃ. অনুচ্ছেদ: সাদকাতুল ফিতর প্রসঙ্গ।

হুকুম। মুকাতিব যদি বিনিময় আদায়ে অক্ষম হয়, তখন মালিকের উপর বিগত বছর সমূহের ফিতরা দিতে হবে না।[৩৪১] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-১৭: দু'বা ততোধিক ব্যক্তির অংশীধারিত্বে গোলাম যুক্ত থাকে, তার ফিতরা দেয়া কারো উপর দায়িত্ব নয়।[৩৪২] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-১৮: গোলাম বিক্রয় করে দিলে, ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ে ফেরতের এখতিয়ার রাখে, ঈদুল ফিতর এসে যায়, এখতিয়ারের সময়সীমাও শেষ হয়নি তখন তার ফিতরা স্থগিত থাকবে, বেচা-কেনা যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ক্রেতা দেবে, অন্যথায় বিক্রেতা দেবে।[৩৪৩] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-১৯: যদি ক্রেতা ত্রুটিজনিত কারণ বা দেখার শর্ত জনিত কারণে ফেরত দেয়, এমতাবস্থায় গ্রহণ করে নিলে ক্রেতার উপর, অন্যথায় বিক্রেতার উপর ফিতরা ওয়াজিব হবে।[৩৪৪] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-২০: গোলাম বিক্রি করে, তার ক্রয় বিক্রয় ফাসিদ হয়ে গেলে, ক্রেতা গ্রহণ করার পর ফেরত দেয় বা ঈদের পর গ্রহণ করে স্বাধীন করে দেয় তখন বিক্রেতার উপর ফিতরা ওয়াজিব হবে, আর যদি ঈদের পূর্বে গ্রহণ করে এবং ঈদের পর স্বাধীন করে তখন ক্রেতাকে ফিতরা দিতে হবে।[৩৪৫] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-২১: মালিক গোলামকে বললো, ঈদের দিনে তুমি আজাদ, ঈদের দিন গোলাম স্বাধীন হয়ে যাবে। মালিকের উপর তার ফিতরা ওয়াজিব হবে।[৩৪৬] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-২২: নিজ স্ত্রী বা বিবেকবান বালেগ সন্তান সন্ততির ফিতরা তার জিম্মায় নয়, যদিও পঙ্গু বা বিকলাঙ্গ হয়, যদি তাদের খরচাদি তার দায়িত্বে হয়।[৩৪৭] (দুররুল মুখতার)

---

৩৪১ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৯৩ পৃ. অনুচ্ছেদঃ সাদকাতুল ফিতর প্রসঙ্গ।

৩৪২ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৯৩ পৃ. অনুচ্ছেদঃ সাদকাতুল ফিতর প্রসঙ্গ।

৩৪৩ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৯৩ পৃ. অনুচ্ছেদঃ সাদকাতুল ফিতর প্রসঙ্গ।

৩৪৪ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৯৩ পৃ. অনুচ্ছেদঃ সাদকাতুল ফিতর প্রসঙ্গ।

৩৪৫ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৯৩ পৃ. অনুচ্ছেদঃ সাদকাতুল ফিতর প্রসঙ্গ।

৩৪৬ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৯৩ পৃ. অনুচ্ছেদঃ সাদকাতুল ফিতর প্রসঙ্গ।

মাস'আলা নং-২৩: স্ত্রী বা বালেগ সন্তানের ফিতরা তাদের বিনা অনুমতি আদায় করলে আদায় হবে। তবে শর্ত হলো সন্তান সন্ততি যদি তার পরিবারে থাকে অর্থাৎ তাদের ব্যয়ভার ইত্যাদি তার জিম্মায় হয়। অন্যথায় সন্তানের পক্ষ থেকে বিনা অনুমতিতে আদায় করে তাহলে আদায় হবে না। স্ত্রী স্বামীর ফিতরা বিনা অনুমতিতে আদায় করলে আদায় হবে না।[৩৪৮] (আলমগীরি, রদ্দুল মুহতার, অন্যান্য ফিকহের কিতাব)

মাস'আলা নং-২৪: মাতা-পিতা, দাদা-দাদী, নাবালেগ ভাই এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের ফিতরা তার জিম্মায় নয় এবং বিনা অনুমতিতে আদায়ও করতে পারবে না।[৩৪৯] (আলমগীরি, জাওহিরা)

সাদকায়ে ফিতরার পরিমাণ

মাস'আলা নং-২৫: সাদকায়ে ফিতরার পরিমাণ, গম বা গমের আটা অর্ধ 'সা, খেজুর, মোনাক্কা বা যব বা যবের আটা বা সাতু এক 'সা।[৩৫০] (দুররুল মুখতার, আলমগীরি)

মাস'আলা নং-২৬: গম, যব, মোনাক্কা, খেজুর দিলে, এগুলোর মূল্যে ধর্তব্য হবে না। যেমন-অর্ধ 'সা উত্তম যব যার মূল্যে এক সমান বা চতুর্থ 'সা' নিম্ন গম যা মূল্যের অনুপাতে অর্ধ 'সা গমের সমান অথবা অর্ধ 'সা খেজুর দিবে যা এক 'সা যব বা অর্ধ 'সা গমের মূল্যের সমান হবে-এসব নাজায়িয, তা দেবে যা আদায় হবে অবশিষ্ট তার জিম্মায় বাকী থাকে তা আদায় করতে হবে।[৩৫১] (আলমগীরি, ইত্যাদি)

---

৩৪৭ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৭০ পৃ. অনুচ্ছেদ: সাদকাতুল ফিতর প্রসঙ্গ।

৩৪৮ . (ক) আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৯৩ পৃ. অনুচ্ছেদ: সাদকাতুল ফিতর প্রসঙ্গ। (খ) আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৭০ পৃ. অনুচ্ছেদ: সাদকাতুল ফিতর প্রসঙ্গ।

৩৪৯ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৯৩ পৃ. অনুচ্ছেদ: সাদকাতুল ফিতর প্রসঙ্গ।

৩৫০ . (ক) আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৯১ পৃ. অনুচ্ছেদ: সাদকাতুল ফিতর প্রসঙ্গ। (খ) আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৭২ পৃ. অনুচ্ছেদ: সাদকাতুল ফিতর প্রসঙ্গ।

৩৫১ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৯২ পৃ. অনুচ্ছেদ: সাদকাতুল ফিতর প্রসঙ্গ।

মাস'আলা নং-২৭: অর্ধ 'সা যব চার সা গম, বা অর্ধ 'সা খেজুর দিলে তাও জায়িয হবে।[৩৫২] (আলমগীরি, দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-২৮: গম ও যব একসাথে মিশ্রিত করলে গম অধিক হলে তখন অর্ধ 'সা দেবে, অন্যথায় এক 'সা দেবে।[৩৫৩] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-২৯: গম বা যব দেয়ার চেয়ে এ গুলোর আটা দেয়া উত্তম। তার চেয়ে মূল্যে দেয়া উত্তম। তা গমের হোক যবের বা খেজুরের মূল্য হোক। কিন্তু দুর্ভিক্ষ কবলিত এলাকায় মূল্যে দেয়ার চেয়ে খাদ্য সামগ্রী দেয়া উত্তম। আর যদি নিম্নমানের গম যবের মূল্য দেয়া হয়, তাহলে ভাল গম বা যবের মূল্য থেকে যা কম হবে, তা পূর্ণ করে দেবে।[৩৫৪] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৩০: উক্ত চার বস্তু ব্যতিত যদি অন্য দ্রব্য দিয়ে ফিতরা আদায় করতে চায় যেমন চাউল, বাজরা (একপ্রকার শস্য) অন্য কোন শস্য, বা অন্য কোন বস্তু দিতে চায় তাহলে মূল্যের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে, অর্থাৎ ঐ বস্তু অর্ধ 'সা যবের মূল্য পরিমান হতে হবে। এমনকি রুটি দিলে সেক্ষেত্রেও মূল্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। যদিও বা গমের বা যবের রুটি হোক।[৩৫৫] (দুররুল মুখতার, আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৩১: চূড়ান্ত গবেষণা ও সতর্কতা হলো এক সা'র ওজন তিনশ' একান্ন টাকার সমপরিমাণ। অর্ধ 'সা'র ওজন হলো একশ পচাত্তর টাকা আট আনার সমান।[৩৫৬] (ফাতওয়ায়ে রযভিয়্যাহ)

মাস'আলা নং-৩২: সাধারণত অগ্রিম ফিতরা দেয়া জায়িয আছে। যার পক্ষ দেয়া হবে ঐ ব্যক্তি যদি উপস্থিত থাকে। যদি রমজানের আগে আদায় করা হয়। যখন ফিতরা আদায় করেছে তখন নিসাবের মালিক ছিল না পরে মালিক হয়েছে

---

৩৫২ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৯২ পৃ. অনুচ্ছেদ: সাদকাতুল ফিতর প্রসঙ্গ।

৩৫৩ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৭৩ পৃ. অনুচ্ছেদ: সাদকাতুল ফিতর প্রসঙ্গ।

৩৫৪ . (ক) ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৭৩ পৃ. অনুচ্ছেদ: সাদকাতুল ফিতর প্রসঙ্গ। (খ) আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৯১-১৯২ পৃ. অনুচ্ছেদ: সাদকাতুল ফিতর প্রসঙ্গ।

৩৫৫ . (ক) ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৭৩ পৃ. অনুচ্ছেদ: সাদকাতুল ফিতর প্রসঙ্গ। (খ) আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৯১ পৃ. অনুচ্ছেদ: সাদকাতুল ফিতর প্রসঙ্গ।

৩৫৬ . ইমাম আহমদ রেযা খাঁন, ফাতওয়ায়ে রযভিয়্যাহ, ১০/২৯৫ পৃ.

ফিতরা আদায় শুদ্ধ হবে। তবে উত্তম হলো ঈদের সুবহে সাদিক হওয়ার পর ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে আদায় করা।[৩৫৭] (দুররুল মুখতার, আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৩৩: এক ব্যক্তির ফিতরা এক মিসকীনকে দেয়া উত্তম। একাধিক মিসকীনকে দিলেও জায়িয হবে। অনুরূপ একজন মিসকীনকে কয়েকজনের ফিতরা দেয়াও বিনা মতভেদে জায়িয। যদি সবার ফিতরা একত্র হয়ে যায়।[৩৫৮] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৩৪: স্বামী, স্ত্রীকে নিজের ফিতরা আদায় করার হুকুম দিলে, সে স্বামীর ফিতরার গম নিজের ফিতরার গম সাথে মিলিয়ে ফকিরকে দিলে কিন্তু স্বামী মিলানোর হুকুম না দিলে তাতে স্ত্রীর ফিতরা আদায় হবে, স্বামীর আদায় হবে না। কিন্তু মিলিয়ে দেয়ার যদি প্রচলন থাকে তখন স্বামীর ফিতরাও আদায় হয়ে যাবে।[৩৫৯] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৩৫: স্ত্রী স্বামীকে নিজের ফিতরা আদায় করার অনুমতি দিয়েছে। সে স্ত্রী গমকে নিজের গমের সাথে মিলিয়ে সকলের নিয়তে ফকীরকে দিয়ে দেয়া জায়িয হবে।[৩৬০] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৩৬: সাদকায়ে ফিতর ব্যয়ের খাত, যাকাতের খাতই, যাদের যাকাত দেয়া যায় না তাদের ফিতরা দেয়া যাবে না। তবে আমিল বা যাকাত উশুলকারী ব্যতীত, তাকে যাকাত দেয়া যাবে ফিতরা দেয়া যাবে না।[৩৬১] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৩৭: স্বীয় গোলামের স্ত্রীকে ফিতরা দেয়া যাবে। যদিও তার ব্যয়ভার মালিকের উপর হয়।[৩৬২] (দুররুল মুখতার)

---

৩৫৭ . (ক) ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৭৬ পৃ. অনুচ্ছেদ: সাদকাতুল ফিতর প্রসঙ্গ। (খ) আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৯২ পৃ. অনুচ্ছেদ: সাদকাতুল ফিতর প্রসঙ্গ।

৩৫৮ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৭৭ পৃ. অনুচ্ছেদ: সাদকাতুল ফিতর প্রসঙ্গ।

৩৫৯ . (ক) ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৭৮ পৃ. অনুচ্ছেদ: সাদকাতুল ফিতর প্রসঙ্গ। (খ) আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৯২ পৃ. অনুচ্ছেদ: সাদকাতুল ফিতর প্রসঙ্গ।

৩৬০ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৭৯ পৃ. অনুচ্ছেদ: সাদকাতুল ফিতর প্রসঙ্গ।

৩৬১ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৮০ পৃ. অনুচ্ছেদ: সাদকাতুল ফিতর প্রসঙ্গ।

৩৬২ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৮০ পৃ. অনুচ্ছেদ: সাদকাতুল ফিতর প্রসঙ্গ।

ভিক্ষা করা কার জন্য হালাল আর কার জন্য হালাল নয়

বর্তমানে এ ব্যধি সর্বত্র ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে যে, এক শ্রেণীর সুস্থ সবল ব্যক্তি নিজে ইচ্ছে করলে অন্যদের খাওয়াতে পারে; কিন্তু যারা নিজের অস্তিত্বকে কর্মহীন করে রেখেছে। তারা পরিশ্রম ও কষ্ট পোহাবে কেন? বিনা কষ্টে যখন পাওয়া যায়, তাহলে কষ্ট কেন সহ্য করবে? অবৈধ পন্থায় তারা ভিক্ষা করতে থাকে। ভিক্ষা করে পেট ভর্তি করে। অনেক এমন আছে যারা পরিশ্রম দূরে থাক ছোট খাট ব্যবসা বাণিজ্য করা তারা লজ্জা মনে করে। এসব লোকের পক্ষে ভিক্ষা করা প্রকৃতপক্ষে লজ্জাজনক ও অপমানজনক। এ ঘৃন্য কাজেকে তারা সম্মানজনক মনে করে। অনেকে ভিক্ষাকে নিজের পেশা নির্ধারণ করে রেখেছে। ঘরে হাজার টাকা সুদের কারবার করে। জমিনে কৃষি কাজ ইত্যাদি করে। কিন্তু ভিক্ষা করা পরিত্যাগ করে না। তাদের জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেয় যে এটা আমাদের পেশা। জনাব আমরা কি আমাদের পেশা ছেড়ে দেবে? অথচ ভিক্ষা করা তাদের জন্য হারাম। যেসব লোক তাদের অবস্থা সর্ম্পকে জ্ঞাত তাদের পক্ষে তাদের দান করা জায়িয নেই। এখন কয়েকটি হাদিস শ্রবণ করুন। দেখুন-প্রিয়নবী (ﷺ) এ ধরনের ভিক্ষুকদের ব্যাপারে কি ইরশাদ করেছেন।

হাদিস নং-১: ইমাম বুখারী রহঃ ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) সংকলন করেছেন-

عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ

-"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, মানুষ সর্বদা লোকের নিকট ভিক্ষা করতে থাকে এমনকি কিয়ামতের দিন আসবে যখন তার মুখে গোশতের প্রলেপও থাকবে না অর্থাৎ বেইজ্জত অবস্থায় উঠবে।"[৩৬৩]

হাদিস নং-২-৪: ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসাঈ, ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ) সংকলন করেছেন-

---

৩৬৩ . সহীহ মুসলিম, ২/৭২০ পৃ. (১০৪) হা/১০৪০, তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, হা/৮৭২৫, ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, হা/৪৬৩৮, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বাহ, ২/৪২৪ পৃ. হা/১০৬৬৮, মুত্তাকী, হিন্দী, কানযুল উম্মাল, হা/১৬৬৯৪, ইমাম ইবনে আছির, জামেউল উসূল, হা/৭৬২৩, হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, হা/১৮৫০২, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/১১৮৫

عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا

-"হযরত সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযুর (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, ভিক্ষাবৃত্তি হল ক্ষতবিক্ষতকারী জিনিস-যার সাহায্যে কোন ব্যক্তি নিজের মুখমন্ডল ক্ষতবিক্ষত করে। অতএব, যার ইচ্ছা সে নিজের মানসম্মান বজায় রাখুক এবং যার ইচ্ছা নিজের লজ্জা-শরম ত্যাগ করুক। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট কিছু যাচঞা করা বৈধ, অথবা অনন্যোপায় অবস্থায় যাচঞা করা বৈধ।"[৩৬৪] অনুরূপ হাদিস ইমাম আহমদ (রহঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে এবং ইমাম তাবরানী রহঃ হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।[৩৬৫]

হাদিস নং-৫: ইমাম বায়হাকী রহঃ সংকলন করেছেন-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَأَلَ النَّاسَ فِي غَيْرِ فَاقَةٍ نَزَلَتْ بِهِ أَوْ عِيَالٍ لَا يُطِيقُهُمْ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِوَجْهٍ لَيْسَ عَلَيْهِ لَحْمٌ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَتَحَ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ مِنْ غَيْرِ فَاقَةٍ نَزَلَتْ بِهِ، أَوْ عِيَالٍ لَا يُطِيقُهُمْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ الفَاقَةِ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

---

৩৬৪ . ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, ২/১১৯ পৃ. হা/১৬৩৯, তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৬/৮২ পৃ. হা/৫৮৬১, ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, হা/২০২৬৫, সুনানে নাসাঈ, ৫/১০০ পৃ. হা/২৫৯৯, ইমাম তাহাভী, শরহে মা'আনীল আছার, ২/১৮ পৃ. হা/৩০১৫, আবু নুয়াইম ইস্পাহানী, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/৩৬২ পৃ., বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৫/১৫৯ পৃ. হা/৩২৩৫, তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ৭/১৮২ পৃ. হা/৬৭৬৮, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৭৮ পৃ. হা/১৮৪৬, ইমাম মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, হা/১৬৬৯৮, সহীহ বুখারী, হা/১৪৭৫

৩৬৫ . ইমাম তাবরানী (রহঃ)সহ আরও অনেকে সংকলন করেন-

عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ

-"ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৮/৩১০ পৃ. হা/৮৭২৫, মুসনাদে আহমদ, ৮/২৬১ পৃ. হা/৪৬৩৮, ইমাম মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৬/৪৯৫ পৃ. হা/১৬৬৯৪, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৩২২ পৃ. হা/১১৮৫, হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ১০/৩৭১ পৃ. হা/১৮৫০২, ইমাম ইবনে আছির, জামেউল উসূল, হা/৭৬২৩, ইমাম ইবনে খুজায়মা, কিতাবুত তাওহীদ, ২/৫৯৬ পৃ.

-"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের নিকট সাওয়াল করে অথচ তার না অভাব আছে না এ পরিমাণ সন্তান সন্ততি আছে যাদের লালন পালনের সামর্থ তার নেই, সে কিয়ামতের দিন এমনভাবে আসবে, তার মুখের মধ্যে গোশত থাকবে না। হুজুর (ﷺ) আরো ইরশাদ করেছেন, যার অভাব নেই এমন সন্তান সন্ততিও নেই যে তাদের লালন পালন সামর্থ তার নেই, সে যদি সাওয়ালের দ্বার উন্মুক্ত করে আল্লাহ তার জন্য অভাবের দ্বার উন্মুক্ত করবেন এমন স্থান থেকে যা তার খেয়ালেও নেই।"[৩৬৬]

হাদিস নং-৬-৭: ইমাম নাসাঈ (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَسَأَلَهُ فَأَعْطَاهُ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى أُسْكُفَّةِ الْبَابِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ، مَا مَشَى أَحَدٌ إِلَى أَحَدٍ يَسْأَلُهُ شَيْئًا

-"হযরত আয়েজ বিন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি লোকেরা জানতে পারতো ভিক্ষা করাতে কি রয়েছে তাহলে কেউ কারো নিকটে ভিক্ষা করতো না।"[৩৬৭] অনুরূপ হাদিস ইমাম তাবরানী রহঃ হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।[৩৬৮]

হাদিস নং-৮-৯: ইমাম আহমদ (রহঃ) 'শক্তিশালী' সনদে এবং ইমাম তাবরানী রহঃ, ইমাম বায্যার (রহঃ) হযরত ইমরান ইবনে হুছাইন (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন-

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَسْأَلَةُ الْغَنِيِّ شَيْنٌ فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

---

৩৬৬ . ইমাম বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৫/১৬৮ পৃ. হা/৩২৫০ ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৩২৩ পৃ. হা/১১৮৯-১১৯০, তিনি বলেন- **رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَهُوَ حَدِيث جيد فِي الشواهد** - "হাদিসটি বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হাদিসটি শক্তিশালী এবং এর অনেক শাওয়াহেদ রয়েছে।"

৩৬৭ . ইমাম নাসাঈ, আস-সুনান, ৫/৯৪ পৃ. হা/২৫৮৬, পরিচ্ছেদ: **الْمَسْأَلَةُ** , এবং আস-সুনানুল কোবরা, ৩/৭৪ পৃ. হা/২৩৭৮, ইমাম ইবনে আছির, জামেউল উসূল, হা/৭৬২৫, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৬/৬২৫ পৃ. হা/১৭১৩৩

৩৬৮ . মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৬/৬২৫ পৃ. হা/১৭১৩১

-"অভাবমুক্ত ব্যক্তি ভিক্ষা করলে কিয়ামত দিবসে তার চেহারায় দোষ দেখা দেবে।"[৩৬৯] ইমাম বায্যার রহঃ এর বর্ণনায় এটাও রয়েছে যে,

وَمَسْأَلَةُ الْغَنِيِّ نَارٌ، إِنْ أُعْطِيَ قَلِيلًا فَقَلِيلٌ، وَإِنْ أُعْطِيَ كَثِيرًا فَكَثِيرٌ

-"ধনী ব্যক্তির ভিক্ষা আগুন, যদি সামান্য দেওয়া হয় তা সামান্য রূপ লাভ করবে, অধিক দেওয়া হলে আগুন, যদি সামান্য দেওয়া হয় তা সামান্য রূপ লাভ করবে, অধিক দেওয়া হলে তা অধিক রূপ নেবে।"[৩৭০] অনুরূপ হাদিস ইমাম আহমদ, ইমাম বায্যার রহঃ, ইমাম তাবরানী (রহঃ) হযরত সাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।[৩৭১]

হাদিস নং-১০: ইমাম তাবরানী রহঃ তাঁর মুজামুল কাবীর নামক কিতাবে, ইমাম ইবনে খুজায়মা রহঃ স্বীয় আস-সহীহ গ্রন্থে, ইমাম তিরমিযী রহঃ ও ইমাম বায়হাকী

---

৩৬৯ . ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, ৩৩/৫৫ পৃ. হা/১৯৮২১ এবং হা/১৯৯১১, ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৭/১৫৬ পৃ. হা/৭১৪৫ এবং হা/৮১৭৭, ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ১৮/১৬২ পৃ. হা/৩৫৬, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৩২৩ পৃ. হা/১১৯২, তিনি বলেন- **رَوَاهُ أَحْمد بِإِسْنَاد جيد** -"হাদিসটি ইমাম আহমদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, সনদটি শক্তিশালী।" ইমাম হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, হা/৪৫২৩, তিনি বলেন-

وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

-"ইমাম আহমদের সমস্ত বর্ণনাকারী সহীহ বুখারীর ন্যায়।"

৩৭০ . ইমাম বায্যার, আল-মুসনাদ, ৯/৪৯ পৃ. হা/৩৫৭২, ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ১৮/১৭৫ পৃ. হা/৪০০, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৬/৫৫৪ পৃ. হা/১৬৭৭২, ইমাম হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, হা/৪৫২৩, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৩২৩ পৃ. হা/১১৯২

৩৭১ . ইমাম আহমদ, বায্যার, তাবরানী (রহ.) সংকলন করেন-

عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً وَهُوَ عَنْهَا غَنِيٌّ كَانَتْ شَيْنًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

-"হযরত সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূল (সাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেন, অভাবমুক্ত ব্যক্তি ভিক্ষা করলে কিয়ামত দিবসে তার চেহারায় দোষ দেখা দেবে।" (ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, ৩৭/১০০ পৃ. হা/২২৪২০, ইমাম বায্যার, আল-মুসনাদ, ১০/৯২ পৃ. হা/৪১৫৫, ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/১৮১ পৃ., মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৬/৫০৪ পৃ. হা/১৬৭৩৩, ইমাম হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩/৯৬ পৃ. হা/৪৫২৩, তিনি বলেন-

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

-"হাদিসটি ইমাম আহমদ (রহঃ), ইমাম বায্যার (রহঃ) এবং ইমাম তাবরানী (রহঃ) তাঁর মু'জামুল কাবীর নামক কিতাবে বর্ণনা করেছেন, ইমাম আহমদের সকল রাবী সহীহ বুখারীর ন্যায়।" ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৩২৩ পৃ. হা/১১৯৩, তিনি বলেন-

رَوَاهُ أَحْمد وَالْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ ورواة أَحْمد مُحْتَج بهم فِي الصَّحِيح

-"হাদিসটি ইমাম আহমদ (রহঃ), ইমাম বায্যার (রহঃ) এবং ইমাম তাবরানী (রহঃ) তাঁর মু'জামুল কাবীর নামক কিতাবে বর্ণনা করেছেন, ইমাম আহমদ (রহঃ) এমন সনদে বর্ণনা করেছেন যাদের হাদিস সহীহ বুখারীতে হুজ্জাত হিসেবে স্থান পেয়েছে।"

রহঃ হযরত হাবশী বিন জুনাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন-

مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ فَكَأَنَّمَا يَأْكُلُ الْجَمْرَ

-"যে ব্যক্তি বিনা অভাবে ভিক্ষা করে সে যেন অঙ্গায় ভক্ষণ করছে।"[৩৭২]

হাদিস নং-১১: ইমাম মুসলিম রহঃ ও ইবনে মাযাহ (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নিজের মাল বৃদ্ধির জন্য মানুষের নিকট যাচ্না করবে, সে যেন গরম বস্তু খণ্ডের যাচ্না করছে (তুবও) সে ইচ্ছা করলে যাচ্না বেশী করুক বা যাচ্না কম করুক।"[৩৭৩]

হাদিস নং-১২: ইমাম আবু দাউদ রহঃ, ইমাম ইবনে হিব্বান রহঃ, ইমাম ইবনে খুজায়মা রহঃ হযরত সাহল বিন হানজালাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ، فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ

-"যে ব্যক্তি কিছু যাচ্না করে অথচ তার কাছে যা সম্পদ আছে তাকে অমুখাপেক্ষী করে নিশ্চয়ই সে অধিক আগুন সংগ্রহ করছে।"

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ: مَا يُغَدِّيهِ أَوْ يُعَشِّيهِ

---

৩৭২ . ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, ২৯/৫২ পৃ. হা/১৭৫০৮, ইমাম তাহাভী, শরহে মা'আনীল আছার, ২/১৯ পৃ. হা/৩০২১, ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ৪/১৫ পৃ. হা/৩৫০৬ এবং হা/৩৫০৭, ইমাম হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩/৯৬ পৃ. হা/৪৫২৬, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৬/৫০৩ পৃ. হা/১৬৭২৯, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৩২৪ পৃ. হা/১১৯৬, তিনি বলেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير وَرِجَاله رجال الصَّحِيح

-"ইমাম তাবরানী (রহঃ) তার মু'জামুল কাবীরে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, আর সনদের সমস্ত রাবী সহীহ বুখারীর ন্যায়।"

৩৭৩ . ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ২/৭২০ পৃ. হা/১০৪১, সুনানে ইবনে মাযাহ, ১/৫৮৯ পৃ. হা/১৮৩৮, ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/৩২৯ পৃ. হা/৭৮৭১, ইমাম তাহাভী, শরহে মা'আনীল আছার, ২/১৯ পৃ. হা/৩০২৯, মুসনাদে আবি ই'য়ালা, হা/৬০৮৭, মুসনাদে বায্যার, হা/৯৭৭৮, মুসনাদে আহমদ, হা/৭১৬৩, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৭৬ পৃ. হা/১৮৩৮

-"সাহাবায়ে কিরামগণ (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! ধনাঢ্যতার সীমা কতুটুকু? রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, সকাল বিকালের খাদ্য পরিমাণ।"[৩৭৪]

হাদিস নং-১৩: ইমাম ইবনে হিব্বান রহঃ তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে সংকলন করেছেন-

عَنْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ مَالَهُ فَإِنَّمَا هُوَ رَضْفٌ مِنَ النَّارِ يَتَلَهَّبُهُ، مَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ

-"আমিরুল মুমিনীন হযরত উমর ফারুক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় মাল বৃদ্ধির জন্য মানুষের নিকট যাচ্না করে তা হচ্ছে, জাহান্নামের গরম প্রস্থর খণ্ড, এতদসত্ত্বেও তার ইখতিয়ার রয়েছে, যে সে কম যাচ্না করুক বা বেশী যাচ্না করুক।"[৩৭৫]

হাদিস নং-১৪-১৫: ইমাম আহমদ রহঃ, ইমাম আবু ই'য়ালা রহঃ, ইমাম বায্যার রহঃ, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) থেকে এবং ইমাম তাবরানী (রহঃ) তাঁর মু'জামুস সাগীর নামক কিতাবে, হযরত উম্মুল সালামা (রাঃ)থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

لَا يَنْقُصُ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ فَتَصَدَّقُوا، وَلَا يَعْفُو عَبْدٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا عِزًّا

---

৩৭৪ . ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, ২/১১৭ পৃ. হা/১৬২৯, ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, ২৯/১৬৬ পৃ. হা/১৭৬২৫, সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৫৪৫, ইমাম বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ৬/৮৫ পৃ. হা/১৬০১, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৭৯ পৃ. হা/১৮৪৮, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৩২৫ পৃ. হা/১১৯৯, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৬/৫০১ পৃ. হা/১৬৭১৫, ইমাম ইবনে আছির, জামেউল উসূল, হা/৭৬৩৫

৩৭৫ . ইমাম ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, ৮/১৮৬ পৃ. হা/৩৩৯১, ইমাম যিয়া মুকাদ্দাসী, আহাদিসুল মুখতার, ১/৩৯৯ পৃ. হা/২৮২, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বাহ, ২/৪২৫ পৃ. হা/১০৬৭৫, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৬/৫০৭ পৃ. হা/১৬৭৫১, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৩২৫ পৃ. হা/১২০০, ইমাম তাবরানী (রহঃ) এ হাদিসটি এভাবে উল্লেখ করেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ مَالَهُ، فَإِنَّمَا هُوَ جَمْرٌ مِنْ جَهَنَّمَ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَسْتَكْثِرْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَسْتَقِلَّ

-"হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় মাল বৃদ্ধির জন্য মানুষের নিকট যাচ্না করে তা হচ্ছে, জাহান্নামের গরম প্রস্থর খণ্ড, এতদসত্ত্বেও তার ইখতিয়ার রয়েছে, যে সে কম যাচ্না করুক বা বেশী যাচ্না করুক।" (ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৭/২৯৫ পৃ. হা/৭৫৩৮)

-"সাদকা দ্বারা সম্পদ কমে না, হক ক্ষমা করলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ বান্দার সম্মান বৃদ্ধি করবেন। বান্দা ভিক্ষার দরজা উন্মুক্ত না করলে, নতুবা আল্লাহ তার মুখাপেক্ষীতার দরজা খুলে দেবেন।"[৩৭৬]

হাদিস নং-১৬: ইমাম মুসলিম রহঃ, ইমাম আবু দাউদ রহঃ, ইমাম নাসাঈ (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ، قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ، تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا

-"হযরত ক্বাবীসাহ্ ইবনু মুখারিক্ব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঋণগ্রস্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলাম। তার কাছে ঋণ আদায়ের জন্য কিছু চাইলাম। তিনি বললেন, অপেক্ষা করো। আমার কাছে যাকাতের মাল আসা পর্যন্ত আসলে তোমাকে কিছু দেবার জন্য বলে দেব। তারপর তিনি বললেন, ক্বাবীসাহ্! শুধু তিন ধরনের ব্যক্তির জন্য কিছু চাওয়া জায়িয। প্রথমত. যে ব্যক্তি অপরের ঋণের যামিনদার। তবে বেশী চাইতে পারবে না। বরং যতটুকু ঋণ শোধের জন্য প্রয়োজন শুধু ততটুকু চাইবে। এরপর আর চাইবে না। দ্বিতীয়ত. ওই ব্যক্তি যে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে (দুর্ভিক্ষ প্লাবন ইত্যাদিতে)। তার সব ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়েছে। তারও (শুধু খাবার ও পোশাকের জন্য) ততটুকু যাতে প্রয়োজন মিটে যায়। তার জীবনের জন্য অবলম্বন হয়ে যায়। তৃতীয়ত. ওই ব্যক্তি (যে ধনী, কিন্তু তার এমন কোন কঠিন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যা মহল্লাবাসী জানে। যেমন ঘরের সব মালপত্র চুরি হয়ে গেছে অথবা অন্য কোন দুর্ঘটনার কারণে মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে)। (মহল্লার) তিনজন বুদ্ধিমান সচেতন লোক এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে যে, সত্যিই এ ব্যক্তি মুখাপেক্ষী। তার জন্যও সেই পরিমাণ

---

৩৭৬ . ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, ৩/২০৮ পৃ. হা/১৬৭৪, মুসনাদে আবি ই'য়ালা, হা/৮৪৯

(সাহায্য) চাওয়া জায়িয, যাতে তার প্রয়োজন মিটে। অথবা তিনি বলেছেন এর দ্বারা তার মুখাপেক্ষিতা ও প্রয়োজন দূর হয়, তার জীবনে একটি অবলম্বন আসে। হে ক্বাবীসাহ্! এ তিন প্রকারের 'চাওয়া' ছাড়া হালাল নয়। আর হারাম পন্থায় প্রাপ্ত মাল খাওয়া তার জন্য হারাম।"[৩৭৭]

হাদিস নং-১৭-১৮: ইমাম বুখারী রহঃ, ইমাম ইবনে মাযাহ (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ

-"হযরত যুবাইর বিন আওয়াম (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ রশি নিয়ে লাকড়ীর বোঝা নিজের পিঠে বহন করে আনবে এবং তা বিক্রি করবে, আল্লাহ তাআলা তা দ্বারা তার ইজ্জত রক্ষা করবেন, এটা তার জন্য সেটা হতে উত্তম যে, সে লোকের কাছে যাচনা করবে আর লোক তাকে কিছু দেবে অথবা নিষেধ করবে।"[৩৭৮] অনুরূপ হাদিস ইমাম বুখারী রহঃ, ইমাম মুসলিম রহঃ, ইমাম মালেক রহঃ, ইমাম তিরমিযী রহঃ, ইমাম নাসাঈ রহঃ প্রমুখ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।[৩৭৯]

---

৩৭৭ . ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ২/৭২২ পৃ. হা/১০৪৪, সহীহ ইবনে খুজায়মা, হা/২৩৬১, সুনানে দারেমী, ২/১০৪৪ পৃ. হা/১৭২০, বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৭/৩৪ পৃ. হা/১৩১৯৪, সুনানে নাসাঈ, ৫/৮৯ পৃ. হা/২৫৮০, পরিচ্ছেদ: **الصَّدَقَةُ لِمَنْ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ** , এবং আস-সুনানুল কোবরা, হা/২৩৭২, সুনানে আবি দাউদ, ২/১২০ পৃ. হা/১৬৪০, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৭৬ পৃ. হা/১৮৩৭

৩৭৮ . ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ২/১২৩ পৃ. হা/১৪৭১, পরিচ্ছেদ: **بَابُ الِاسْتِعْفَافِ عَنِ المَسْأَلَةِ** , ইমাম ইবনে আছির, জামেউল উসূল, ১০/৬১৯ পৃ. হা/৮২১৭, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, হা/১৬৭০২, মুসনাদে বাযযার, হা/৯৮২, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, হা/১৮৪১

৩৭৯ . ইমাম বুখারী (রহঃ)সহ আরও অনেক ইমাম এভাবে সংকলন করেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا، فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ

-"হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, যার হাতে আমার জীবন, সেই সত্তার কসম! তোমাদের মধ্যে কারো রশি নিয়ে কাঠ সংগ্রহ করে পিঠে করে বয়ে আনা, কোন লোকের কাছে এসে চাওয়া অপেক্ষা অনেক ভাল, চাই সে দিক বা না দিক।" (ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ২/১২৩ পৃ. হা/১৪৭০, পরিচ্ছেদ: **بَابُ الِاسْتِعْفَافِ عَنِ المَسْأَلَةِ** , ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, ১২/৪৫৯ পৃ. হা/৭৪৯০, ইমাম নাসাঈ, আস-সুনান, ৫/৯৬ পৃ. হা/২৫৮৯ এবং আস-সুনানুল কোবরা, হা/২৩৮১,

হাদিস নং-১৯: ইমাম মালেক রহঃ, ইমাম বুখারী রহঃ, ইমাম মুসলিম রহঃ, ইমাম আবূ দাউদ রহঃ, ইমাম নাসাঈ (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى السَّائِلَةُ

-"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তিনি তখন মিম্বারে দাঁড়িয়ে সাদকা এবং সাওয়াল হতে বিরত থাকা সম্পর্কে ঘোষণা করছেন, উপরের হাত নিচের হাত থেকে শ্রেয়। উপরের হাত হল দাতার হাত, নীচের হাত হল ভিক্ষুকের হাত।"[৩৮০]

হাদিস নং-২০: ইমাম মালেক রহঃ, ইমাম বুখারী রহঃ, ইমাম মুসলিম রহঃ, ইমাম আবূ দাউদ রহঃ, ইমাম তিরমিযী রহঃ, ইমাম নাসাঈ (রহঃ) সংকলন করেছেন।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ: مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَصْبِرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ

-"হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আনসারদের মধ্যে একদল লোক রাসূলুল্লাহ নিকট কিছু চাইলো, হুজুর (সাঃ)তাদেরকে দিলেন, অতঃপর তারা আরো চাইলো, এবারও হুজুর (সাঃ)তাদেরকে দিলেন। এভাবে যা ছিল সব নিঃশেষ হলো। তখন হুজুর (সাঃ)ইরশাদ করেন, আমার নিকট যে মাল থাকবে আমি তা তোমাদেরকে না দিয়ে জমা করে রাখবো না। (মনে রেখো) যে ব্যক্তি সাওয়াল হতে বেঁচে থাকতে চায়, আল্লাহ তা'আলা তাকে বেঁচে থাকায় পথ করে দেন। যে কারো মুখাপেক্ষী

ইমাম বাগভী, শরহে সুন্নাহ, হা/১৬১৫, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, হা/১৬৭০১, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩৪৬ পৃ. হা/২৬৬৮, হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ১০/২৯৩ পৃ. হা/১৮১০৮)

৩৮০ . ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ২/৭১৭ পৃ. হা/১০৩৩, পরিচ্ছেদ: **بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى** , সুনানে দারেমী, ২/১০২৮ পৃ. হা/১৬৯২, সুনানে নাসাঈ, ৫/৬১ পৃ. হা/২৫৩৩, পরিচ্ছেদ: **الْيَدُ السُّفْلَى** , এবং আস-সুনানুল কোবরা, হা/২৩২৪, মুসনাদে আবি ই'য়ালা, হা/৫৭৩০, সুনানে আবি দাউদ, ২/১২২ পৃ. হা/১৬৪৮, পরিচ্ছেদ: **بَابٌ فِي الِاسْتِعْفَافِ** , ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৩৩২ পৃ. হা/১২১৮, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৭৭ পৃ. হা/১৮৪৩

না হতে চায় আল্লাহ তাকে পর মুখোপেক্ষী করেন। যে ধৈর্য্য ধারণ করতে চায় আল্লাহ তা'আলা তাকে ধৈর্য্য ধারণ করার সমর্থ দান করেন। মনে রেখো, ধৈর্য্য ধারণ হতে উত্তম ও প্রশস্ত কোন দান কাউকে দেয়া হয় না।"[৩৮১]

হাদিস নং-২১: হযরত আমিরুল মুমিনীন ফারুকে আজম উমর (রাঃ) বলেছেন, লোভ হচ্ছে মুখাপেক্ষীতার কারণ। নৈরাশ্যতা হচ্ছে প্রাচুর্যতা। মানুষ যখন কোন কিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় তখন তার পর্দা থাকে না।[৩৮২]

হাদিস নং-২২: ইমাম বুখারী রহঃ এবং ইমাম মুসলিম রহঃ হযরত ফারুকে আজম (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِينِي العَطَاءَ، فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا، فَقُلْتُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : خُذْهُ، فَتَمَوَّلْهُ، وَتَصَدَّقْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَالاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ

-"রাসূলুল্লাহ (সাঃ)যখন আমাকে কিছু দিতেন, তখন আমি আরজ করতাম, এমন কাউকে দিন যিনি আমার চেয়ে অধিক অভাবী। তখন হুজুর (সাঃ)ইরশাদ করেন, তুমি এটা লও এবং নিজের মালের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নাও। আর তা থেকে দান করো। আর যে মাল তোমার নিকট আসে অথচ তুমি তার লালসা যাচ্নাও করনি, তা নিয়ে নাও, আর যা এভাবে আসে না তার পিছনে নিজের মনকে নিয়োজিত করো না।"[৩৮৩]

হাদিস নং-২৩: ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ: أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: بَلَى، حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ، وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ، قَالَ: ائْتِنِي بِهِمَا، قَالَ: فَأَتَاهُ بِهِمَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ، وَقَالَ:

---

৩৮১ . ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ২/৭২৯ পৃ. হা/১০৫৩, পরিচ্ছেদ: **بَابُ فَضْلِ التَّعَفُّفِ وَالصَّبْرِ** , ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ৮/৯৯ পৃ. হা/৬৪৭০, ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/৩২৭ পৃ. হা/৭৮৬৬, সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৩৪০০, ইমাম বাগভী, শরহে সুন্নাহ, হা/১৬১৩

৩৮২ . ইমাম আবু নুয়াইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/৮৭ পৃ. ক্রমিক. ১২৫

৩৮৩ . ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ৯/৬৭ পৃ. হা/৭১৬৪, পরিচ্ছেদ: **بَابُ رِزْقِ الْحُكَّامِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا** , সহীহ ইবনে খুজায়মা, ২/১১৩৮ পৃ. হা/২৩৬৫, তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, হা/১৪৯২, সুনানে দারেমী, হা/১৬৮৭, সুনানে নাসাঈ, ৫/১০৩ পৃ. হা/২৬০৫, ইমাম খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৭৮ পৃ. হা/১৮৪৫

مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟ قَالَ رَجُلٌ: أَنَا، آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ، قَالَ: مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ، وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ، وَقَالَ: اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ، وَاشْتَرِ بِالْآخَرِ قَدُومًا فَأْتِنِي بِهِ،، فَأَتَاهُ بِهِ، فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُودًا بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ، وَلَا أَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ، فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ، فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا، وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ

-"খাদেমুর রাসূল (ﷺ), হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক আনসারী ব্যক্তি নবী করীম ﷺ'র খিদমতে উপস্থিত হয়ে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করে। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার ঘরে কি কিছু নেই? সে বলে, হ্যাঁ, একটি কম্বল মাত্র যার অর্ধেক আমি পরিধান করি এবং বাকী অর্ধেক বিছিয়ে শয়ন করি। আর আছে একটি পেয়ালা, যাতে আমি পানি পান করি। তিনি বলেন, উভয় বস্তু আমার নিকট নিয়ে আস। রাবী বলেন, সে তা আনয়ন করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তা স্বহস্তে ধারণ পূর্বক (নিলামের ডাকের মত) বলেন, কে এই দুটি ক্রয় করতে ইচ্ছুক? এক ব্যক্তি বলে, আমি তা এক দিরহামের বিনিময়ে গ্রহণ করতে চাই।

অতঃপর তিনি বলেন, এক দিরহামের অধিক কে দিবে? তিনি দুই বা তিনবার এইরূপ উচ্চারণ করেন। তখন এক ব্যক্তি বলে, আমি তা দুই দিরহামের বিনিময়ে গ্রহণ করবো। তিনি সেই ব্যক্তিকে তা প্রদান করেন এবং বিনিময়ে দুইটি দিরহাম গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি তা আনসারীর হাতে তুলে দিয়ে বলেন, এর একটি দিরহাম দিয়ে কিছু খাদ্য ক্রয় করে তোমার পরিবার-পরিজনদের দাও; আর বাকী এক দিরহাম দিয়ে একটি কুঠার কিনে আমার নিকট আস। লোকটি কুঠার কিনে আনলে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বহস্তে তাতে হাতল লাগিয়ে তার হাতে দিয়ে বলেন, এখন তুমি যাও এবং জঙ্গল হতে কাঠ কেটে এনে বিক্রি করো। আর আমি যেন তোমাকে পনের দিন না দেখি।

অতঃপর সে চলে গেল এবং কাঠ কেটে এনে বিক্রয় করতে থাকে। অতঃপর সে (পনের দিন পর) আসল। সে তখন প্রাপ্ত হয়েছিল দশটি দিরহাম যা দিয়ে সে কিছু কাপড় এবং কিছু খাদ্য ক্রয় করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ভিক্ষাবৃত্তির চাইতে এটা তোমার জন্য উত্তম। কেননা ভিক্ষাবৃত্তির ফলে কিয়ামতের দিন তোমার চেহারা ক্ষত-বিক্ষত হত। ভিক্ষা চাওয়া তিন শ্রেনীর ব্যক্তি ব্যতীত অন্যদের জন্য হালাল নয়: (১) ধূলা-মলিন নিঃস্ব ভিক্ষুকের জন্য, (২) প্রচন্ড ঋণের চাপে জর্জরিত ব্যক্তির জন্য এবং (৩) যার উপর দিয়াত (রক্তপণ) আছে, অথচ তা পরিশোধের অক্ষমতার কারণে নিজের জীবন বিপন্ন এ ধরনের ব্যক্তিরা যাচঞা করতে পারে।"[৩৮৪]

হাদিস নং-২৪-২৫: ইমাম আবু দাউদ রহঃ, ইমাম তিরমিযী রহঃ সহীহ, হাসান সনদে, ইমাম হাকেম রহঃ সহীহ সূত্রে সংকলন করেন-

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ، لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ، وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللهِ، أَوْشَكَ اللهُ لَهُ، بِالْغِنَى، إِمَّا بِمَوْتٍ عَاجِلٍ، أَوْ غِنًى عَاجِلٍ

-"হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, যে অভাবে পড়ে এবং তা লোকদের নিকট প্রকাশ করে, তার অভাব মোচন হবে না। আর যে আল্লাহ তা'আলার দরবারে নিবেদন করে, অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ তা'আলা তাকে অমুখাপেক্ষী করবেন, শীঘ্রই তার মৃত্যুর মাধ্যমে অথবা বিলম্বে তাকে ধনী করার মাধ্যমে।"[৩৮৫]

ইমাম তাবরানী (রহঃ) সংকলন করেছেন-

---

৩৮৪ . ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, ২/১২০ পৃ. হা/১৬৪১, ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৭/৩৯ পৃ. হা/১৩২১৩ এবং শুয়াবুল ঈমান, ২/৪২০ পৃ. হা/১১৫৬, ইমাম যিয়া মুকাদ্দাসী, আহাদিসুল মুখতার, ৬/২৪৯ পৃ. হা/২২৬৫, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৭৯ পৃ. হা/১৮৫১, **بَاب من لَا تحل لَهُ الْمَسْئَلَة وَمن تحل لَهُ**

৩৮৫ . ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, ২/১২২ পৃ. হা/১৬৪৫, ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ১/৫৬৬ পৃ. হা/১৪৮২, তিনি বলেন- **هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ** -"এ হাদিসটির সনদ সহীহ, যদিও শাইখাইন এটি বর্ণনা করেননি।" মুসনাদে আহমদ, ৬/৪১৫ পৃ. হা/৩৮৬৯, ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/৩২৮ পৃ. হা/৭৮৬৯, বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ১৪/৩০২ পৃ. হা/৪১০৯, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৬/৪৭৩ পৃ. হা/১৬৬০৮, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৭৯ পৃ. হা/১৮৫২, **بَاب من لَا تحل لَهُ الْمَسْئَلَة وَمن تحل لَهُ**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَاعَ أَوِ احْتَاجَ, فَكَتَمَهُ النَّاسُ, وَأَفْضَى بِهِ إِلَى اللهِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَفْتَحَ لَهُ قُوتَ سَنَةٍ مِنْ حَلَالٍ

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। হুজুর (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ক্ষুর্ধাত অথবা অভাবী এবং তা মানুষের নিকট থেকে গোপন রাখে আল্লাহর দরবারে নিবেদন করে, তখন আল্লাহর হক ঐ লোকের জন্য এক বছরের হালাল জীবিকা প্রশস্ত করে দাও।"[৩৮৬]

কতেক ভিক্ষুক বলে থাকে যে, আল্লাহর জন্য দাও, খোদার ওয়াস্তে দিন, অথচ এসব ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এক হাদীসে এদেরকে অভিশপ্ত বলা হয়েছে, আর এক হাদীসে, সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্ট বলা হয়েছে। আর কেউ যদি এ ধরনের যাচ্না করে যতক্ষণ না মন্দ কথার সাওয়াল করে, অথবা স্বয়ং সাওয়াল যদি খারাপ না হয় যেমন, ধনী বা এমন ব্যক্তির যাচ্না করা যিনি সক্ষম সুস্থ উপার্জনে সক্ষম, সাওয়ালকে বিনা কষ্টে পূর্ণ করা হলে আদব। বাহ্যিকভাবে হাদীসের আলোকে যেন শাস্তির যোগ্য না হয়, হ্যাঁ, ভিক্ষুক যদি নাছোড় হয় দেবে না।

উপরোক্ত এটাও স্মরণ রাখবে যে, মসজিদে সাওয়াল বা ভিক্ষা করবে না। বিশেষতঃ জুম'আর দিন মানুষের কাঁধ অতিক্রম করে সাওয়াল করা হারাম, বরঞ্চ কতেক উলামারা বলেছেন যে, মসজিদে ভিক্ষুক কে এক পয়সা দিলে আরো সত্তর পয়সা খায়রাত করতে হবে। যা এক পয়সার কাফ্ফারা স্বরূপ।

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ يَوْمَ عَرَفَةَ رَجُلًا يَسْأَلُ النَّاسَ فَقَالَ: أَفِي هَذَا الْيَوْمِ: وَفِي هَذَا الْمَكَانِ تَسْأَلُ من يغر الله؟

-"আমিরুল মু'মিনীন হযরত মাওলা আলী (রাঃ) এক ব্যক্তিকে আরাফার দিবসে আরাফাতে সাওয়াল করতে দেখে, তাকে বেত্রাঘাত করে, বললেন, এ দিনে এ স্থানে গায়রুল্লাহ থেকে সাওয়াল করতেছে?"[৩৮৭]

উপরোক্ত হাদিস সমূহের আলোকে জানা যায় যে, ভিক্ষা করা নিতান্ত অপমানকর কাজ। অপ্রয়োজনে সাওয়াল করবে না, প্রয়োজনীয় অবস্থায় সেসব বিষয়াদি সজাগ দৃষ্টিতে স্মরণ রাখবে যেসব ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সাওয়াল করা যদি

---

৩৮৬ . ইমাম তাবরানী, মু'জামুস সগীর, ১/১৪১ পৃ. হা/২১৪, ইমাম মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৬/৫১৩ পৃ. হা/১৬৭৮৩, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৩৩৭ পৃ. হা/১২৪০

৩৮৭ . ইমাম খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৮১ পৃ. হা/১৮৫৫, **بَاب من لَا تحل لَهُ الْمَسْأَلَة وَمن تحل لَهُ**

একান্ত প্রয়োজনও হয়, সীমালংঘন করবে না, না নিয়ে পিছ পা হবে না বা ছাড়বে না, এটারও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

ইমাম তাবরানী রহঃ তাঁর মু'জামুল কাবীরে হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন-

مَلْعُونٌ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَلْعُونٌ مَنْ سُئِلَ بِوَجْهِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ مَنَعَ سَائِلَهُ مَالَمْ يُسْأَلْ هُجْرًا

-"অভিশপ্ত যে আল্লাহর ওয়াস্তে ভিক্ষা করে ভিক্ষুককে দেয়া হয়নি, যতক্ষণ না সাওয়াল করা পরিত্যাগ করে।"[৩৮৮]

তাজনীসে নাসেরী, তাতারখানিয়া, হিন্দিয়া গ্রন্থে আছে-

وَفِي تَجْنِيسِ النَّاصِرِيِّ إِذَا قَالَ السَّائِلُ بِحَقِّ اللهِ أَوْ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُعْطِيَنِي، كَذَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ، وَالْأَحْسَنُ فِي الْمُرُوءَةِ أَنَّهُ يُعْطِيهِ، وَعَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: يُعْجِبُنِي إِذَا سَأَلَ سَائِلٌ لِوَجْهِ اللهِ تَعَالَى أَنْ لَا يُعْطَى، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة

---

৩৮৮ . ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ২২/৩৭৭ পৃ. হা/৯৪৩ এবং কিতবুদ-দোয়া, ১/৫৮১ পৃ. হা/২১১২, ইমাম রুহাইনী, আল-মুসনাদ, হা/৪৯৫, ইমাম মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৬/৫০২ পৃ. হা/১৬৭২৫, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৩৪০ পৃ. হা/১২৫৭, তিনি বলেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَرِجَاله رجال الصَّحِيح إِلَّا شَيْخه يحيى بن عُثْمَان بن صَالح وَهُوَ ثِقَة

-"তাবরানী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তাবরানীর শায়খ 'ইয়াহইয়া বিন উসমান বিন ছালেহ' ব্যতিত সবাই সবাই সহীহ বুখারীর রাবী, তবে সেও বিশ্বস্ত।" আল্লামা মানাভী লিখেন- **الاشعري واسناده حسن** - "হাদিসটি আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত এবং সনদটি 'হাসান'।" (তাইসীর বিশারহে জামেউস সগীর, ২/৩৭৮ পৃ.)। হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াউদ, ৩/১০৩ পৃ. হা/৪৫৬৯, তিনি বলেন- **رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ** -"ইমাম তাবরানী (রহঃ) তার মু'জামুল কাবীরে এটি বর্ণনা করেছেন, সনদটি 'হাসান' পর্যায়ের।" ইমাম যাহাবী (রহঃ) উক্ত রাবীর জীবনীতে লিখেন- **حَافِظاً لِلْحَدِيْثِ** -"তিনি হাদিসের হাফেয ছিলেন।" (যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৩/৩৫৫ পৃ. ক্রমিক.১৭১) তিনি তার আরেক গ্রন্থে লিখেন- **صدوق** -"তিনি সত্যবাদি।" (যাহাবী, দিওয়ানুল দ্বুআফা, ১/৭৬ পৃ. ক্রমিক.৫৩৭) ইমাম তাবরানী (রহঃ) এ বিষয়ক আরেকটি হাদিস উল্লেখ করেন এভাবে-

عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَلْعُونٌ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللهِ، وَمَلْعُونٌ مَنْ سُئِلَ بِوَجْهِ اللهِ فَمَنَعَ سَائِلَهُ

-"হযরত আবূ উবায়দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, যিনি হযরত রিফা'আহ ইবনে রা'ফে (রাঃ) এর গোলাম ছিলেন, তিনি বলেন, নিশ্চয় রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, অভিশপ্ত যে আল্লাহর ওয়াস্তে ভিক্ষা করে ভিক্ষুককে দেয়া হয়নি, যতক্ষণ না সাওয়াল করা পরিত্যাগ করে।" (ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ২২/৩৭৭ পৃ. হা/৯৪৩, হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াউদ, ৩/১০৩ পৃ. হা/৪৫৬৮, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৩৪০ পৃ. হা/১২৫৯)

-"যখন কোন ভিক্ষুক আল্লাহর ওয়াস্তে, অথবা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)এর ওয়াস্তে বলে, আমাকে এই জিনিসটা দান করেন, তার উপর উপরোক্ত বিধান আরোপ উত্তম হবে না, মানবিক কারণে তাকে দান করা উত্তম। ইমাম ইবনে মুবারক রহঃ থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, যখন আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু চাওয়া হয়, তখন না দেয়াটা আমাকে আশ্চার্যান্বিত করে।"[৩৮৯]

নফল সাদকা সমূহের বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় দান করা অত্যন্ত উত্তম কাজ। মাল যদি তোমার উপকারে না আসে, তোমার কি কাজ হবে? যেটা ভক্ষণ করেছো, পরিধান করেছো এবং আখিরাতের জন্য ব্যয় করেছো, সেটাই তো কাজে আসল, যেটা সঞ্চয় করেছো বা অন্যদের জন্য রেখে গেছো সেটা নয়। দান সম্পর্কিত ফযিলত প্রসঙ্গে কতিপয় হাদিস শুনুন, এর উপর আমল করুন, আল্লাহ তৌফিক দানকারী।

হাদিসের আলোকে নফল সাদকার গুরুত্ব

হাদিস নং-১: ইমাম মুসলিম (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: يَقُولُ الْعَبْدُ: مَالِي، مَالِي، إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ: مَا أَكَلَ فَأَفْنَى، أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى، أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ، وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হুজুর (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, বান্দা বলে থাকে আমার সম্পদ, আমার সম্পদ, তার সম্পদে তার তিন প্রকার উপকার- যা খেয়ে নিঃশেষ করেছে, পরিধান করে পুরাতন করেছে, বা দান করে আখিরাতের জন্য সঞ্চয় করেছে, এ ছাড়া অন্যগুলো গমনকারী অন্যদের জন্য ছেড়ে যাবে।"[৩৯০]

হাদিস নং-২: ইমাম বুখারী রহঃ ও ইমাম নাসাঈ (রহঃ) সংকলন করেন-

---

৩৮৯ . নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, ৪/৪০৮-৪০৯ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ فِي الصَّدَقَةِ** ,

৩৯০ .ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ৪/২২৭৩ পৃ. হা/২৯৫৯, বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৩/৫১৫ পৃ. হা/৬৫১০, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ৩/১৪২৯ পৃ. হা/৫১৬৬, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ৪/৮২ পৃ. হা/৪৮৯০ এবং ২/৫ পৃ. হা/১২৭৩

عَنْ عَبْدُ اللهِ قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ، قَالَ: فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ

-"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। নবী করীম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, নিজের মালের চেয়ে ওয়ারিশের মাল নিজের কাছে বেশী প্রিয় তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে? সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) আরজ করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ) আমাদের মধ্যে এরকম কেউ নেই, যার নিকট নিজের মাল প্রিয় নয়, হুজুর (ﷺ) ইরশাদ করলেন, নিজের মাল তো সেটাই যেটা পূর্বে খরচ কার হয়েছে, যেটা পিছনে ছেড়ে রাখা হয়েছে, সেটা ওয়ারিশের মাল।"[৩৯১]

হাদিস নং-৩: সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন-

لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا، لَسَرَّنِي أَنْ لاَ تَمُرَّ عَلَيَّ ثَلاَثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ، إِلَّا شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ

-"আমার নিকট যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ সমানও স্বর্ণ থাকে, ঋণের অংশ বাদে তা তিনদিন আমার কাছে জমা না থাকলেই আমি খুশি হবো।"[৩৯২]

হাদিস নং-৪-৫: ইমাম মুসলিম রহঃ সংকলন করেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللهُمَّ، أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللهُمَّ، أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

-"সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, যখনই আল্লাহর বান্দারা ঘুম হতে সকালে উঠে, আসমান হতে দু'জন ফিরিশতা অবতীর্ণ হন, একজন বলেন, হে আল্লাহ! দাতার প্রতিদান দাও, অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! তুমি কৃপণের সর্বনাশ

---

৩৯১ . ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ৮/৯৩ পৃ. হা/৬৪৪২, পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا قَدَّمَ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ لَهُ** , মুসনাদে আবি ই'য়ালা, হা/৫১৬৩, সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৩৩৩০, বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ১৪/২৬০ পৃ. হা/৪০৫৭, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ৩/১৪২৯ পৃ. হা/৫১৬৮, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব ২/৫ পৃ. হা/১২৭৪, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, হা/১৬০২২

৩৯২ .ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ৮/৯৫ পৃ. হা/৬৪৪৫, পরিচ্ছেদ: **بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا** , এবং ৩/১১৬ পৃ. হা/২৩৮৯, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৮৩ পৃ. হা/১৮৫৯

করো।"[৩৯৩] অনুরূপ হাদিস ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহঃসহ কতিপয় হাদিসের ইমাম হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।[৩৯৪]

হাদিস নং-৬ : ইমাম বুখারী রহঃ ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: لاَ تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ، ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ

-"হযরত আসমা বিনতে আবি বকর (রাঃ)হতে বর্ণিত। তিনি এক সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাকে বলেন, তুমি সম্পদ জমা জমা করে রেখো না, এরূপ করলে আল্লাহ তোমা হতে তা আটকে রাখবেন। কাজেই সাধ্যানুসারে দান করতে থাকো।"[৩৯৫]

হাদিস নং-৭ : ইমাম বুখারী রহঃ ও ইমাম মুসলিম রহঃ বর্ণনা করেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ اللهُ: أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ

-"সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি (আমার উদ্দেশ্যে) খরচ করো, আমি তোমাকে দান করবো।"[৩৯৬]

হাদিস নং-৮ : সহীহ মুসলিম ও সুনানে তিরমিযীতে হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন,

يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ، وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ، وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

---

৩৯৩ . ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ২/৭০০ পৃ. হা/১০১০, পরিচ্ছেদ: بَابٌ فِي الْمُنْفِقِ وَالْمُمْسِكِ , ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, হা/৮৬৭৯, বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, হা/৭৮১৬, সহীহ বুখারী, ২/১১৫ পৃ. হা/১৪৪২, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব ২/২৪ পৃ. হা/১৩৫৪

৩৯৪ . ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/২৪ পৃ. হা/১৩৫৭

৩৯৫ . ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ২/১১৩ পৃ. হা/১৪৩৪, পরিচ্ছেদ: بَابُ الصَّدَقَةِ فِيمَا اسْتَطَاعَ , সহীহ মুসলিম, ২/৭১৪ পৃ. হা/১০২৯, সুনানে নাসাঈ, হা/২৫৫১, সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৩৩৫৭, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২ পৃ. হা/১৩৮৭, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৮৩ পৃ. হা/১৮৬১

৩৯৬ . ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ৭/৬২ পৃ. হা/৫৩৫২, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৮৩ পৃ. হা/১৮৬২

-"হে আদম সন্তান! তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা আছে তা দান করো। এটা তোমার জন্য উত্তম। আর যদি ধরে রাখ তা হবে তোমার জন্য অকল্যাণকর। তুমি নিন্দার যোগ্য হবে না, যদি জীবন ধারণ উপযোগী সম্পদ ধরে রাখ, আর দানের ব্যাপারে তোমার পোষ্যদের থেকে আরম্ভ করো।"[৩৯৭]

হাদিস নং-৯ : ইমাম বুখারী রহঃ ও ইমাম মুসলিম রহঃ বর্ণনা করেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ: ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَثَلَ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ، كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، قَدْ اضْطُرَّتْ أَيْدِيهِمَا إِلَى ثُدِيِّهِمَا وَتَرَاقِيهِمَا، فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ انْبَسَطَتْ عَنْهُ، حَتَّى تُغَشِّيَ أَنَامِلَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، وَجَعَلَ الْبَخِيلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ، وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا قَالَ: فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ: بِإِصْبَعِهِ فِي جَيْبِهِ فَلَوْ رَأَيْتَهُ يُوَسِّعُهَا وَلَا تَوَسَّعُ

-"সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, অর্থ ব্যয়কারী ও সাদাকাকারীর দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যার গায়ে বক্ষ থেকে কণ্ঠনালী পর্যন্ত দুটি লৌহবর্ম রয়েছে, যখন ব্যয়কারী ইচ্ছা করে, (অন্য রাবী বলেন, যখন সাদাকাকারী সাদাকা করার ইচ্ছা করে) তখন তা তার উপর প্রশস্ত বা সম্প্রসারিত হয়ে যায়। আর কৃপণ ব্যক্তি যখন দান করার ইচ্ছা করে তখন তা তার উপর সংকোচিত হয়ে যায় এবং বর্মের প্রতিটি আংটা সস্থানে দৃঢ়ভাবে এটে যায়। এমন কি তা তার নখাগ্র পর্যন্ত আবৃত করে ফেলে এবং তার পদচিহ্ন নিশ্চিহ্ন করে দেয়। রাবী বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, অর্থাৎ সে বর্মটিকে প্রশস্ত ও বিস্তৃত করতে চায় কিন্তু তা বিস্তৃত হয় না।"[৩৯৮]

হাদিস নং-১০ : ইমাম মুসলিম (রহঃ) সংকলন করেন-

---

৩৯৭ . ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ২/৭১৮ পৃ. হা/১০৩৬, সহীহ ইবনে খুজায়মা, হা/২৪৩৬, সুনানে তিরমিযি, ৪/১৫১ পৃ. হা/২৩৪৩, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৭৭ পৃ. হা/১৮৪৩, পরিচ্ছেদ: **بَاب من لَا تحل لَهُ الْمَسْأَلَة وَمن تحل لَهُ**

৩৯৮ . ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ২/৭০৮ পৃ. (৭৬) হা/১০২১, ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, ১৬/৪৪৯ পৃ. হা/১০৭৭০, বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/৩১৩ পৃ. হা/৭৮১০, সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৩৩১৩, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৮৪ পৃ. হা/১৮৬৪, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৭ পৃ. হা/১২৮৫ এবং ২/২৫ পৃ. হা/১৩৫৮, পরিচ্ছেদ: **التَّرْغِيب فِي التَّيْسِير على الْمُعسر وإنظاره والوضع عَنْهُ**

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ

-"হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, জুলুম হতে বেঁচে থাকো, কেননা জুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকারের কারণে হবে, কৃপণতা হতে বেঁচে থাকবে কেননা কৃপণতা তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদেরকে ধ্বংস করেছে, তাদেরকে রক্ত পাতের প্রতি এবং হারামকে হালাল জানার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে।"[৩৯৯]

হাদিস নং-১১ : ইমাম মুসলিম (রহঃ) সংকলন করেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ؟ فَقَالَ: أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلَا تُمْهِلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، أَلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ

-" সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর দরবারে এক ব্যক্তি আসলো, অতঃপর সে আরজ করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ)! সাওয়াবের দিক দিয়ে কোন দান বড়? হুজুর (সাঃ)ইরশাদ করেন, যখন তুমি দান করো এমন অবস্থায় যে তুমি সুস্থ মালের প্রতি রক্ষণশীল, তুমি দারিদ্রকে ভয় করো, ধনী হওয়ার আশা পোষণ করো, সুতরাং তুমি এ ব্যাপারে ঢিল দেবে না। যতক্ষণ না তোমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, তখন তুমি এ ব্যাপারে ঢিল দেবে না। যতক্ষণ না তোমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, তখন তুমি বলবে, এ মাল অমুককে দাও, এ মাল অমুককে দাও, অথচ এটা অমুকের জন্য হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ ওয়ারিশের জন্য।"[৪০০]

---

৩৯৯ . ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ৪/১৯৯৬ পৃ. হা/২৫৭৮, পরিচ্ছেদ: **بَابُ تَحْرِيمِ الظُّلْمِ** , ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩/৩৫৬ পৃ. হা/৩৯৩৪, পরিচ্ছেদ: **التَّرْغِيب فِي الزَّرْع وغرس الْأَشْجَار المثمرة** ,

৪০০ . ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ২/৭১৬ পৃ. হা/১০৩২, পরিচ্ছেদ: **بَابُ بَيَانِ أَنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ صَدَقَةُ الصَّحِيحِ الشَّحِيحِ** , মুসনাদে আহমদ, হা/৭১৫৯, সুনানে নাসাঈ, ৬/২৩৭ পৃ. হা/৩৬১১, পরিচ্ছেদ: **الْكَرَاهِيَةُ فِي تَأْخِيرِ الْوَصِيَّةِ** , এবং আস-সুনানুল কোবরা, হা/৬৪০৫, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ৪/১৭০ পৃ. হা/৫২৯৪, পরিচ্ছেদ: **التَّرْغِيب فِي الْوَصِيَّة وَالْعدْل** , খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৮৪ পৃ. হা/১৮৬৭, বাগভী, শরহে সুন্নাহ, হা/১৬৭১

হাদিস নং-১২ : ইমাম বুখারী রহঃ এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) বর্ণনা করেন-

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ: فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ، فَلَمْ أَتَقَارَّ أَنْ قُمْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، مَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمُ الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا، إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ

-"হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, একদা আমি নবী করীম (সাঃ)এর নিকটে পৌঁছলাম, তখন তিনি কা'বা গৃহের ছায়ার বসেছিলেন। তিনি আমাকে দেখে ইরশাদ করলো, কা'বা গৃহের প্রভুর শপথ! তারাই ক্ষতিগ্রস্ত! ইহা শুনে আমি বললাম, আমার পিতা ও মাতা আপনার জন্য কোরবানী হোক। আমি আরজ করলাম, হুজুর তারা কারা? হুজুর (ﷺ) বললেন, যাদের কাছে অনেক মাল সম্পদ আছে কিন্তু যে এরূপ বা এরূপ বা এরূপ করে (আর্থাৎ দান করে) সামনের দিকে পিছন দিকে ডান দিকে ও বাম দিকে (তারা ক্ষতিগ্রস্ত নয়) আর এরূপ লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম।"[৪০১]

হাদিস নং-১৩ : ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বর্ণনা করেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الجَنَّةِ قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ، وَالبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللهِ بَعِيدٌ مِنَ الجَنَّةِ بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ، وَالْجَاهِلُ السَّخِيُّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ جَلَّ جَلَالُهُ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ.

-"সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকটে, বেহেশতের নিকটে, মানুষের কাছাকাছি, দোযখ হতে দূরে। কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ হতে দূরে, বেহেশত হতেও দূরে, মানুষ হতেও দূরে, কিন্তু দোযখের নিকটে। মূর্খ দানশীল ব্যক্তি কৃপণ ইবাদতকারী হতে আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়।"[৪০২]

---

৪০১ . ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ২/৬৮৬ পৃ. হা/৯৯০, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ৪/৮৯ পৃ. হা/৪৯২৯, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৮৪ পৃ. হা/১৮৬৮, পরিচ্ছেদ: **بَاب الْإِنْفَاق وكراهية الْإِمْسَاك** ,

৪০২ . ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ৩/৪০৭ পৃ. হা/১৯৬১, ইবনে আছির, জামেউল উসূল, হা/২৯৭৯, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৮৫ পৃ. হা/১৮৬৯, পরিচ্ছেদ: **بَاب الْإِنْفَاق وكراهية الْإِمْسَاك** , মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৬/৩৩৮ পৃ. হা/১৫৯২৮

হাদিস নং-১৪ : ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) সংকলন করেছেন-

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَأَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِي حَيَاتِهِ بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ عِنْدَ مَوْتِهِ

-"হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, কোন ব্যক্তির জীবদ্দশায় এক দিরহাম দান করা তার মৃত্যুকালে একশত দিরহাম দান করার চাইতেও তার জন্য উত্তম।"[৪০৩]

হাদিস নং-১৫: ইমাম আহমদ রহঃ, ইমাম নাসাঈ রহঃ, ইমাম দারেমী রহঃ ইমাম তিরমিযী রহঃ হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন-

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ، أَوْ يُعْتِقُ، كَالَّذِي يُهْدِي بَعْدَمَا شَبِعَ

-"প্রিয় নবী রাসূলে আরাবী (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে দান করে বা দাসদাসী মুক্ত করে সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির মত যে নিজে পরিতৃপ্তির সাথে খেয়ে অন্যকে উপহার দেয়।"[৪০৪]

হাদিস নং-১৬: ইমাম মুসলিম রহঃ সংকলন করেছেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ، فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ، فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ، فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: فُلَانٌ لِلِاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، لِاسْمِكَ، فَمَا

---

৪০৩ . ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, ৩/১১৩ পৃ. হা/২৮৬৬, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৮৫ পৃ. হা/১৮৭০, পরিচ্ছেদ: **بَاب الْإِنْفَاق وكراهية الْإِمْسَاك** , আল্লামা মানাভী লিখেন- **باسناد صَحِيح** -"সনদটি সহীহ।" (মানাভী, তাইসীর বিশারহে জামেউস সগীর, ২/২৮৮ পৃ.) মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১৬/৪১৯ পৃ. হা/৪৬০৮৪

৪০৪ . ইমাম দারেমী, আস-সুনান, ৪/২০৫০ পৃ. হা/৩২৬৯, পরিচ্ছেদ: **بَابُ: مَنْ أَحَبَّ الْوَصِيَّةَ وَمَنْ كَرِهَ** , খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৮৫ পৃ. হা/১৮৭০, পরিচ্ছেদ: **بَاب الْإِنْفَاق وكراهية الْإِمْسَاك** , ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ৪/১৭০ পৃ. হা/৫২৯৬, পরিচ্ছেদ: **التَّرْغِيب فِي الْوَصِيَّة وَالْعدْل** ,

تَصْنَعُ فِيهَا؟ قَالَ: أَمَّا إِذْ قُلْتَ هَذَا، فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا، وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, এক ব্যক্তি এক বিরাণ মাঠে দাঁড়িয়ে ছিল। এমন সময় মেঘমালার মধ্যে সে একটি আওয়াজ শুনতে পেল। কেউ মেঘমালাকে বলছে, 'অমুক ব্যক্তির বাগানে পানি বর্ষণ করো।' মেঘমালাটি সেদিকে সরে গিয়ে একটি কংকরময় ভূমিতে পানি বর্ষণ করতে লাগল। তখন দেখা গেল, ওখানকার নালাগুলোর একটি সব পানি নিজের মধ্যে পুরে নিচ্ছে। তারপর ও ব্যক্তি ওই পানির পেছনে চলতে থাকল (যেন দেখতে পায় এসব পানি যার বাগানে গিয়ে পৌঁছে সে ব্যক্তি কে?) হঠাৎ করে সে এক লোককে দেখতে পেল, যে নিজের ক্ষেতে দাঁড়িয়ে সেচনী দিয়ে (বাগানে) পানি দিচ্ছে। সে লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর বান্দা! তোমার নাম কি? সে ব্যক্তি বলল, আমার নাম অমুক।

এ ব্যক্তি ওই নামই বলল, যে নাম সে মেঘমালা থেকে শুনেছিল। তারপর বাগানের লোকটি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমাকে নাম জিজ্ঞেস করছো কেনো? সে বললো, এজন্য জিজ্ঞেস করছি যে, এ পানি যে মেঘমালার সে মেঘমালা থেকে আমি একটি আওয়াজ শুনেছি। কেউ বলছিল, অমুকের বাগানে পানি বর্ষণ করো। আর সেটি তোমার নাম। (এখন বলো), তুমি এ বাগান দিয়ে কি করেছ (যার দরুন তুমি এতো বড়ো মর্যাদায় অভিসিক্ত হয়েছো)। বাগানওয়ালা লোকটি বলল, যেহেতু তুমি জিজ্ঞেস করছো, তাই আমি বলছি, এ বাগানে যা উৎপাদিত হয় আমি তার প্রতি লক্ষ্য রাখি। তারপর তা হতে এক-তৃতীয়াংশ আল্লাহর পথে খরচ করি, এক-তৃতীয়াংশ আমি ও আমার পরিবার খাই, অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ এ বাগানেই লাগাই।"[৪০৫]

হাদিস নং-১৭: সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ)কে ইরশাদ করতে শুনেছি-

إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ، وَأَقْرَعَ، وَأَعْمَى، فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الْأَبْرَصَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجِلْدٌ

---

৪০৫ . ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ৪/২২৮৮ পৃ. হা/২৯৮৪, পরিচ্ছেদ: **بَابُ الصَّدَقَةِ فِي الْمَسَاكِينِ** , ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, ১৩/৩২৩ পৃ. হা/৭৯৪১, সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৩৩৫৫, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৮৭ পৃ. হা/১৮৭৭, পরিচ্ছেদ: **بَاب الْإِنْفَاق وكراهية الْإِمْسَاك**

حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ، وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْإِبِلُ أَوْ قَالَ الْبَقَرُ، شَكَّ إِسْحَاقُ إِلَّا أَنَّ الْأَبْرَصَ، أَوِ الْأَقْرَعَ، قَالَ أَحَدُهُمَا: الْإِبِلُ، وَقَالَ الْآخَرُ: الْبَقَرُ، قَالَ: فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ، فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا، قَالَ: فَأَتَى الْأَقْرَعَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ، وَأُعْطِيَ شَعَرًا حَسَنًا، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْبَقَرُ، فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلًا، فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا، قَالَ: فَأَتَى الْأَعْمَى، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: أَنْ يَرُدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي، فَأُبْصِرَ بِهِ النَّاسَ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْغَنَمُ، فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِدًا، فَأُنْتِجَ هَذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا، قَالَ: فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ، قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الْأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ، قَدِ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ، وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ، وَالْمَالَ بَعِيرًا، أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي، فَقَالَ: الْحُقُوقُ كَثِيرَةٌ، فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ؟ فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللهُ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا، فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ، قَالَ: وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَى هَذَا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ، قَالَ: وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ، انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ، شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ، وَدَعْ مَا شِئْتَ، فَوَاللهِ لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ شَيْئًا أَخَذْتَهُ لِلهِ، فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالَكَ، فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ، فَقَدْ رُضِيَ عَنْكَ وَسُخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ

-"বানী ইসরাঈলের তিন ব্যক্তির একজন কুষ্ঠরোগী, একজন টাকমাথা ও তৃতীয়জন অন্ধ ছিল। আল্লাহ তা'য়ালা এ তিন ব্যক্তিকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। তিনি তাদের কাছে একজন মালাক (ফিরিশতা) পাঠালেন। মালাক (প্রথমে) কুষ্ঠ রোগীর কাছে এলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ জিনিস তোমার কাছে বেশী প্রিয়? সে বলল, সুন্দর রং ও সুন্দর ত্বক। আর এ কুষ্ঠ রোগ থেকে আরোগ্য যার জন্য লোকেরা আমাকে ঘৃণা করে। (এ কথা শুনে) তিনি (ﷺ) বলেন, ফেরেশতা কুষ্ঠ রোগীর গায়ে হাত বুলালেন। তার রোগ ভাল হয়ে গেল। তাকে উত্তম রং ও উত্তম ত্বক দান করা হলো। তারপর মালাক তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এখন কোন সম্পদ তোমার কাছে বেশী প্রিয়? সে ব্যক্তি জবাবে উট অথবা গরুর কথা বলল। (হাদীস বর্ণনাকারী একব্যক্তি) ইসহাক্বের সন্দেহ করেছেন, 'গরুর' কথা কুষ্ঠ রোগী বলেছিল অথবা টাকমাথাওয়ালা। (মোটকথা) এদের একজন উট চেয়েছিল। আর দ্বিতীয়জন চেয়েছিল গরু। তিনি (ﷺ) বললেন, এ লোকটিকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী উট দান করা হলো। তারপর মালাক দোয়া করলেন, 'আল্লাহ তোমার ধন-সম্পদে প্রবৃদ্ধি দিন।

তিনি (ﷺ) বলেন, এরপর মালাক গেলেন টাকওয়ালার কাছে। জিজ্ঞেস করলেন, কোন জিনিস তোমার কাছে প্রিয়তর? সে বলল, সুন্দর চুল। সেই সাথে এ টাক থেকে মুক্তি, যার জন্য লোকেরা আমাকে ঘৃণা করে। তিনি (ﷺ) বলেন, মালাক তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে তার টাক ভাল হয়ে গেল। তাকে সুন্দর চুল দান করা হলো। এরপর মালাক তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এখন তোমার কাছে কোন ধন-সম্পদ অধিক প্রিয়? সে বলল, 'গরু'। তাকে একটি গর্ভবতী গাভী দেয়া হলো। মালাক বললেন, আল্লাহ তোমার ধন-সম্পদে বারাকাত দিন।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এরপর মালাক অন্ধের কাছে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কোন্ জিনিস খুব প্রিয়? অন্ধ লোকটি বলল, আল্লাহ তা'আলা আমাকে আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলে আমি তা দিয়ে লোকজনকে দেখতে পাব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, (তখন) মালাক তার চোখের উপর হাত বুলিয়ে দিলে আল্লাহ তাকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। তারপর মালাক জানতে চাইলেন, এখন তার কাছে কোন্ ধন-সম্পদ অত্যন্ত প্রিয়। সে বলল, ভেড়া-ছাগল তাকে একটি গর্ভবতী বকরী দান করা হলো।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, (কিছু দিন পর) কুষ্ঠ রোগী ও টাকওয়ালা অনেক উট ও গাভী এবং অন্ধ লোকটি অনেক ছাগলের মালিক হয়ে গেল। এমনকি উটে একটি ময়দান, গরুতে একটি ময়দান এবং ছাগলে একটি ময়দান ভরে গেল।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, (এরপর ওই) মালাক আবার ওই কুষ্ঠ রোগীকে পরীক্ষা করার জন্য আগের রূপ ধরে এলেন। বললেন, আমি একজন মিসকীন লোক। সফরে আমার সব সম্পদ শেষ হয়ে গেছে, তাই আজ (আমার গন্তব্যে) পৌঁছা সম্ভব হচ্ছে না। আল্লাহর রহমাতে আমি তোমার কাছে সে আল্লাহর কসম দিয়ে একটি উট চাইছি, যিনি তোমার গায়ের রং ও চামড়া সুন্দর করে দিয়েছেন। তুমি আমাকে একটি উট দিলে আমি সফর শেষে গন্তব্যে পৌঁছতে পারি। কুষ্ঠ রোগীটি বলল, আমার অনেক দায়-দায়িত্ব মিসকীনরূপী, অর্থাৎ সে বাহানা করে মিসকীনটিকে (ফেরেশতাকে) এড়িয়ে যেতে চাইল। বলল, তুমি কোন উট পাবে না। মালাক বললেন, আমি তোমাকে যেন চিনেছি, তুমি কি সে কুষ্ঠ রোগী নও, যাকে লোকেরা ঘৃণা করতো? তুমি মুখাপেক্ষী ও গরীব ছিলে। আল্লাহ তোমাকে (উত্তম রং ও রূপ দিয়ে) সুস্থতা দান করেছেন, মাল দিয়েছেন। কুষ্ঠরোগী বলল, তোমার কথা ঠিক নয়। এসব অর্থ-সম্পদ আমি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। মালাক বললেন, যদি তুমি মিথ্যা বলে থাকো তাহলে আল্লাহ তোমাকে তোমার সে অবস্থায় ফিরিয়ে দিন যে অবস্থায় তুমি প্রথমে ছিলে।

রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তারপর মালাক টাকওয়ালার কাছে স্বরূপে আবির্ভূত হলেন। আগের লোকটিকে যা বলেছিলেন তাকে তেমনটি বললেন। টাকওয়ালাও ওই জবাবই দিলো যে জবাব কুষ্ঠ রোগীটি দিয়েছিল। তারপর মালাক বললেন, তুমি মিথ্যা বলে থাকলে আল্লাহ তোমাকে যেন পূর্ব অবস্থা ফিরিয়ে দেন।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, (এরপর) মালাক অন্ধ লোকটির কাছে আবির্ভূত হলেন। তাকে বললেন, আমি একজন মিসকীন ও পথিক। আমার সফরের সব মাল সামান শেষ। গন্তব্যে পৌঁছার জন্য আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কিছুই নেই। আমি তোমার কাছে ওই আল্লাহর দোহাই দিয়ে একটি বকরী চাই যিনি তোমাকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং অনেক বকরীর মালিক করেছেন। তাহলে আমি গন্তব্যে পৌঁছতে পারি। মালাকের কথা শুনেই লোকটি বলল, আমি অন্ধ ছিলাম, আল্লাহ আমাকে আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। তুমি যত চাও নিয়ে যাও, আর যা ইচ্ছা রেখে যাও। আল্লাহর কসম! (তুমি যা নিবে) তা ফেরত দেবার মতো কষ্ট আমি তোমাকে দেব না। (অন্ধের এ জবাব শুনে) মালাক বললেন, তোমার মাল তোমার কাছে থাকুক, তাতে আমার কোন প্রয়োজন নেই। তোমাকে শুধু পরীক্ষা করা হচ্ছিল (তুমি কামিয়াব হয়েছো)। আল্লাহ তোমার ওপর সন্তুষ্ট। আর তোমার অপর দু' সাথীর ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন।"[৪০৬]

---

৪০৬ . ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ৪/২২৭৫ পৃ. হা/২৯৬৪, পরিচ্ছেদ: كِتَابُ الزُّهْدِ وَالرَّقَائِقِ , ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ৪/১৭১ পৃ. হা/৩৪৬৪, পরিচ্ছেদ: بَابُ مَا ذُكِرَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ , সহীহ ইবনে

হাদিস নং-১৮: ইমাম আহমদ রহঃ, ইমাম আবূ দাউদ রহঃ, ইমাম তিরমিযী (রহঃ) সংকলন করেছেন-

أُمِّ بُجَيْدٍ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَاللهِ إِنَّ الْمِسْكِينَ لَيَقِفُ عَلَى بَابِي حَتَّى أَسْتَحْيِيَ فَلَا أَجِدُ فِي بَيْتِي مَا أَدْفَعُ فِي يَدِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ادْفَعِي فِي يَدِهِ وَلَوْ ظِلْفًا مُحْرَقًا

-"হযরত উম্মে বুজাইদ (রাঃ)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! দরজায় মিসকীন দাঁড়িয়ে থাকে, আমার লজ্জা হবে, ঘরে কিছু নেই যে, তাকে দেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করলেন, সাওয়ালকারীকে কিছু দাও যদিও পোড়া খুরও হয়।"[৪০৭]

হাদিস নং-১৯: ইমাম বায়হাকী (রহঃ) "দালায়েলুন নবুয়াত' সংকলন করেছেন-

عَنْ مَوْلًى لِعُثْمَانَ قَالَ: أُهْدِيَ لِأُمِّ سَلَمَةَ بُضْعَةٌ مِنْ لَحْمٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ اللَّحْمُ فَقَالَتْ لِلْخَادِمِ: ضَعِيهِ فِي الْبَيْتِ لَعَلَّ النَّبِيَّ ﷺ يَأْكُلُهُ، فَوَضَعَتْهُ فِي كَوَّةِ الْبَيْتِ، وَجَاءَ سَائِلٌ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ: تَصَدَّقُوا بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ، فَقَالُوا: بَارَكَ اللهُ فِيكَ، فَذَهَبَ السَّائِلُ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: يَا أُمَّ سَلَمَةَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ أَطْعَمُهُ فَقَالَتْ: نَعَمْ، قَالَتْ لِلْخَادِمِ: اذْهَبِي فَأْتِي رَسُولَ اللهِ ﷺ بِذَلِكِ اللَّحْمِ، فَذَهَبَتْ فَلَمْ تَجِدْ فِي الْكَوَّةِ إِلَّا قِطْعَةَ مَرْوَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَإِنَّ ذَلِكَ اللَّحْمَ عَادَ مَرْوَةً لِمَا لَمْ تُعْطُوهُ السَّائِلَ

-"একদা উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)কে এক খণ্ড গোশত হাদীয়া আসে, নবী করীম (সাঃ)এর নিকট গোশত খবু পছন্দনীয় ছিল উম্মে সালামা (রাঃ)তাঁর খাদেমাকে বললেন, তুমি তা ঘরে রেখে দাও, সম্ভবতঃ নবী করীম ﷺ তা খেতে পারেন। তখন খাদেমা তা ঘরের রেকাবে রেখে দেয়। এমন সময় এক ভিক্ষুক এসে এবং দরাজায় দাঁড়িয়ে বলল, আমাকে কিছু দান করুন। আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে বরকত দেবেন। তখন তারা বললেন, আল্লাহ তোমাকে

হিব্বান, ২/১৩ পৃ. হা/৩১৪, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৩/৭৩৯ পৃ. হা/৮৬২৩, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৮৭ পৃ. হা/১৮৭৮, পরিচ্ছেদ: **بَاب الْإِنْفَاق وكراهية الْإِمْسَاك**

৪০৭ . ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, ৪৫/১২৭ পৃ. হা/২৭১৪৮, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৮৭ পৃ. হা/১৮৭৯, পরিচ্ছেদ: **بَاب الْإِنْفَاق وكراهية الْإِمْسَاك** , তিনি উল্লেখ করেন- **رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.** -"ইমাম তিরমিযি বলেন, হাদিসটি হাসান, সহীহ।"

বরকত দিন, তখন ভিক্ষুক চলে যায়। অতঃপর নবী করীম (সাঃ)ঘরে প্রবেশ করেন বললেন, উম্মে সালামা! তোমার নিকট এমন কিছু আছে কি? যা আমি খেতে পারি। তখন উম্মে সালামা (রাঃ)বললেন, জি, হ্যাঁ, আছে। তিনি খাদেমাকে বললেন, যাও ঐ মাংসগুলো রাসূলুল্লাহকে এনে দাও। সে গিয়ে দেখে, মাংস পাথর হয়ে আছে। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, সেই খণ্ডই পাথরে পরিণত হয়েছে, কেননা তোমরা তা ভিক্ষুককে দাওনি।"[৪০৮]

হাদিস নং-২০: ইমাম বায়হাকী রহঃ তাঁর শুয়াবুল ঈমান নামক গ্রন্থে সংকলন করেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : السَّخَاءُ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ، فَمَنْ كَانَ سَخِيًّا أَخَذَ بِغُصْنٍ مِنْهَا، فَلَمْ يَتْرُكْهُ الْغُصْنُ حَتَّى يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَالشُّحُّ شَجَرَةٌ فِي النَّارِ

-"সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেন, দানশীলতা বেহেশতের একটি বৃক্ষ বিশেষ, যে দানশীল সে বৃক্ষে এক শাখা রয়েছে, আর শাখা তাকে ছাড়বে না যতক্ষণ না তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবে। আর কৃপণতা তাকে দোযখে প্রবেশ করাবে।"[৪০৯]

হাদিস নং-২১: ইমাম রাজীন (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَادِرُوا بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّاهَا

-"আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ)ইরশাদ করেন, তোমরা দান সাদকার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করবে, কেননা বালা মুসিবত (দান) অতিক্রম করতে পারে না।"[৪১০]

হাদিস নং-২২: ইমাম বুখারী রহঃ ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন-

---

৪০৮ . খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৮৯ পৃ. হা/১৮৮০, পরিচ্ছেদ: **بَاب الْإِنْفَاق وكراهية الْإِمْسَاك** , ইমাম বায়হাকী, দালায়েলুন নবুয়ত, ৬/৩০০ পৃ.

৪০৯ . ইমাম বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ১৩/৩০৯ পৃ. হা/১০৩৭৭

৪১০ . খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৮৯ পৃ. হা/১৮৮৭, পরিচ্ছেদ: **بَاب الْإِنْفَاق وكراهية الْإِمْسَاك** , ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/১২ পৃ. হা/১৩০১, ইমাম হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩/১১০ পৃ. হা/৪৬০৬, ইমাম বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ৪/২৩৭ পৃ., ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৬/৯ পৃ. হা/৫৬৪৩

عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَيُعِينُ ذَا الحَاجَةِ المَلْهُوفَ قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَيَأْمُرُ بِالخَيْرِ أَوْ قَالَ: بِالْمَعْرُوفِ قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ

-"প্রত্যেক মুসলমানের উপর সাদকা করা আবশ্যক। সাহাবাগণ (রাঃ) আরজ করলেন, যদি সে কিছু না পায়, হুজুর (সাঃ)বললেন, তবে সে যেন নিজের হাতের কাজ করে। তাতে নিজের উপকার হবে এবং অন্যকে দান করতে পারবে। সাহাবাগণ (রাঃ) আবারও আরজ করেন, (যদি কাজ করার) ক্ষমতা না থাকে। অথবা করতে না পারে? হুজুর (সাঃ)ইরশাদ করেন, তবে সে চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করবে। সাহাবাগণ (রাঃ) পুনরায় আরজ করেন, যদি তাও করতে না পারে। হুজুর (সাঃ)বললেন, তবে সে ভাল কাজের আদেশ করবে। সাহাবাগণ (রাঃ) আরজ করলেন, যদি তাও করতে না পারে? তবে সে যেন মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে। কেননা ইহাও তার জন্য সাদকা বিশেষ।"[৪১১]

হাদিস নং-২৩: ইমাম বুখারী রহঃ ও সহীহ মুসলিম (রহঃ) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ)ইরশাদ করেছেন,

تَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِه فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ قَالَ: وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ

-"দু' ব্যক্তির মধ্যে ন্যায় বিচার করা সাদকা বিশেষ। কাউকে বাহনের উপর আরোহণে সাহায্য করা সাদকা। কারো আসবাবপত্র বাহনে উঠিয়ে দেয়া সাদকা। ভাল কথা বলা সাদকা বিশেষ। নামাযের জন্য প্রতিটি পদক্ষেপ সাদকা। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা সাদকা।"[৪১২]

হাদিস নং-২৪: ইমাম বুখারী রহঃ এবং সহীহ মুসলিম (রহঃ) সংকলন করেছেন-

---

৪১১ . ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ৮/১১ পৃ. হা/৬০২২, পরিচ্ছেদ: **بَابٌ: كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ** , ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ২/৬৯৯ পৃ. হা/১০০৮, সুনানে দারেমী, ৩/১৮০৬ পৃ. হা/২৭৮৯, ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, ৩২/২৯৮ পৃ. হা/১৯৫৩১, সুনানে নাসাঈ, ৫/৬৪ পৃ. হা/২৫৩৮, পরিচ্ছেদ: **صَدَقَةُ الْعَبْدِ** , খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৯৩ পৃ. হা/১৮৯৫, পরিচ্ছেদ: **بَاب الْإِنْفَاق وكراهية الْإِمْسَاك** , ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩/২৬৪ পৃ. হা/৩৯৭৭, পরিচ্ছেদ: **التَّرْغِيب فِي قَضَاء حوائج الْمُسلمين**

৪১২ . ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ২/৬৯৯ পৃ. হা/১০০৯, পরিচ্ছেদ: **بَابُ بَيَانِ أَنَّ اسْمَ الصَّدَقَةِ** , ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ৪/৫৬ পৃ. হা/২৯৮৯, পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَنْ أَخَذَ بِالرِّكَابِ وَنَحْوِهِ** , মুসনাদে আহমদ, ১৪/৯৪ পৃ. হা/৮৩৫৪, ইমাম বাগভী, শরহে সুন্নাহ, হা/১৬৪৫, ইমাম খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৯৩ পৃ. হা/১৮৯৬, পরিচ্ছেদ: **بَاب فضل الصَّدَقَة** , ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/১৩২ পৃ. হা/৪৭২, পরিচ্ছেদ (৭): **التَّرْغِيب فِي تنظيف الْمَسَاجِد وتطهيرها وَمَا جَاءَ فِي تجميرها** ,

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

-"খাদেমুর রাসূল (ﷺ), হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, যে কোন মুসলমান একটি বৃক্ষ রোপন করে, অথবা কোন ফসল উৎপন্ন করে, অতঃপর তা হতে কোন মানুষ পাখি বা পশু যা কিছু খায়, তা তার জন্য সাদকা হিসেবে গন্য হবে।"[৪১৩]

হাদিস নং-২৫-২৬: ইমাম তিরমিযী (রহঃ) সংকলন করেছেন-

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ.

-"হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। নাবী কারীম (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, তোমার ভাইয়ের সামনে তোমার হাস্যোজ্জ্বল মুখ নিয়ে তোমার তোমার ভাইয়ের সামনে উপস্থিত হওয়া তোমার জন্য সাদকাস্বরূপ। ভাল কাজের উপদেশ দান সাদকা। কোন মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করাও সাদকা। পথ হারানো লোককে পথ প্রর্দশন করাও সাদকা। রাস্তা থেকে পাথর, কাটা ও হাড় সরানো তোমার জন্য সাদকা। তোমার বালতি হতে তোমার অপর ভাইয়ের বালতিতে পানি ভর্তি করিয়ে দেয়া তোমার জন্য সাদকা।"[৪১৪] অনুরূপ হাদিস ইমাম আহমদ রহঃ, ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।[৪১৫]

হাদিস নং-২৭: ইমাম বুখারী রহঃ ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ، فَقَالَ: وَاللهِ لَأُنَحِّيَنَّ هَذَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤْذِيهِمْ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ

---

৪১৩ . ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ৩/১১৮৯ পৃ. হা/১৫৫৩, পরিচ্ছেদ: **بَابُ فَضْلِ الْغَرْسِ وَالزَّرْعِ** , ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ৩/১০৩ পৃ. হা/২৩২০, পরিচ্ছেদ: **بَابُ فَضْلِ الزَّرْعِ وَالْغَرْسِ إِذَا أُكِلَ مِنْهُ** , ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, ১৯/৪৭৯ পৃ. হা/১২৪৯৫, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩/২৫৪ পৃ. হা/৩৯২৪, পরিচ্ছেদ (৮): **التَّرْغِيب فِي الزَّرْع وغرس الْأَشْجَار المثمرة** ,

৪১৪ . ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ৩/৪০৪ পৃ. হা/১৯৫৬, পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا جَاءَ فِي صَنَائِعِ الْمَعْرُوفِ** , তিনি বলেন, হাদিসটি 'হাসান'।

৪১৫ . ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ৩/৪০৪ পৃ. হা/১৯৫৬

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। হুজুর (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, এক ব্যক্তি রাস্তায় উপর পতিত একটি বৃক্ষর ডালের নিকট দিয়ে অতিক্রম করেছে। সে বলল, আমি এটাকে মুসলমানের পথ থেকে দূর করে ফেলব, যেন তাদের কষ্ট না হয়। অতঃপর সে তাই করে, ফলে তাকে বেহেশতে প্রবেশ করানো হল।"[৪১৬]

হাদিস নং-২৮: ইমাম আবু দাউদ রহঃ ও তিরমিযী (রহঃ) সংকলন করেছেন-

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلَى عُرْيٍ، كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ، أَطْعَمَهُ اللهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَإٍ، سَقَاهُ اللهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ

-"হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, যে কোন মুসলমান কোন মুসলামান বিবস্ত্রকে বস্ত্র পারবে, আল্লাহ, আল্লাহ তা'আলাত তাকে বেহেশতের সবুজ পোষাক পরিধান করাবেন। যে কোন মুসলমান অপর মুসলমানকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাদ্য খাওয়াবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে বেহেশ্তের ফল খাওয়াবেন। আর যে মুসলমান কোন মুসলমানকে পিপাসার্ত অবস্থায় পানি পান করাবে আল্লাহ তা'আলা তাকে (পরকালে) মুখে সীল মোহর করা পাত্র হতে স্বচ্ছ শরাব পান করাবেন।"[৪১৭]

হাদিস নং-২৯: ইমাম আহমদ রহঃ, ইমাম তিরমিযী (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا، إِلَّا كَانَ فِي حِفْظٍ مِنَ اللهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ مِنْهُ خِرْقَةٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ

-"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, যে মুসলমান অপর মুসলমানকে কাপড় পরাবে, সে

---

৪১৬ . ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, (১২৮) হা/১৯১৪, ইমাম খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৯৫ পৃ. হা/১৯০৪, পরিচ্ছেদ: **بَاب فضل الصَّدَقَة** ,

৪১৭ . ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, ২/১৩০ পৃ. হা/১৬৮২, পরিচ্ছেদ: **بَابٌ فِي فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ** , মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, হা/৪৩২৮৬, ইমাম খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৯৭ পৃ. হা/১৯১৩, পরিচ্ছেদ: **بَاب فضل الصَّدَقَة** , আল্লামা মানাভী লিখেন- **بِإِسْنَاد حسن** -"হাদিসটির সনদ 'হাসান'।" (মানাভী, তাইসীর বিশারহে জামেউস সগীর, ১/৪১০ পৃ.) ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩/৮৪ পৃ. হা/৩১৮০, পরিচ্ছেদ (৮): **التَّرْغِيب فِي الصَّدَقَة على الْفَقِير بِمَا يلْبسهُ كَالثَّوْبِ وَنَحْوه** , তিনি বলেন- **حَدِيثه حسن** -"হাদিসটি হাসান।" অথচ আহলে হাদিস ভুয়া তাহকীককারী আলবানী এটিকে মিশকাতের তাহকীকে যঈফ বলেছেন।

(দানকারী) ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর হেফাজতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রহীতার পরিধানে ঐ কাপড়ের এক টুকরাও থাকবে।"[৪১৮]

হাদিস নং-৩০-৩১: ইমাম তিরমিযী রহঃ এবং ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ.

-"খাদেমুর রাসূল (ﷺ), হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই দান সাদকা আল্লাহ তা'আলার ক্রোধাগ্নিকে প্রশমিত করে এবং খারাপ মৃত্যু রোধ করে।"[৪১৯] অনুরূপ হাদিস হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবাগণ (রাঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে।[৪২০]

হাদিস নং-৩২: ইমাম তিরমিযী (রহঃ) সহীহ সূত্রে সংকলন করেছেন-

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَقِيَ مِنْهَا؟ قَالَتْ: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا قَالَ: بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا.

-"উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, কোন একদিন সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) একটি বকরী জবেহ করলেন। তখন নবী করীম (সাঃ)জিজ্ঞেস করলেন, এর কি কোন পরিমান বাকী আছে? হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)বললেন, তার কাধের অংশ ব্যতিত আর কিছুই বাকি নেই

---

৪১৮ . ইমাম খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৯৭ পৃ. হা/১৯২০, পরিচ্ছেদ: **بَاب فضل الصَّدَقَة** , **ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক,** ৪/২১৭ পৃ. হা/৭৪২২, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩/৮৪ পৃ. হা/৩১৭৯, পরিচ্ছেদ (৮): **التَّرْغِيب فِي الصَّدَقَة على الْفَقِير بِمَا يلْبسهُ كَالثَّوْبِ وَنَحْوه** , তিনি বলেন- **قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن غَرِيب وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد**

-"ইমাম তিরমিযি (রহঃ) বলেন, হাদিসটি হাসান, গরীব এবং ইমাম হাকেম (রহঃ) বলেন, হাদিসটির সনদ সহীহ।" মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৬/৩৬২ পৃ. হা/১৬০৭৩, ইবনে আছির, জামেউল উসূল, হা/৭২৫৩

৪১৯ . ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ২/৪৫ পৃ. হা/৬৬৪, পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّدَقَةِ** , তিনি বলেন, হাদিসটি 'হাসান'। ইমাম বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ৬/১৩৩ পৃ. হা/১৬৩৪, ইমাম মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৬/৩৪৮ পৃ. হা/১৫৯৯৫, ইমাম খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৯৬ পৃ. হা/১৯০৯, পরিচ্ছেদ: **بَاب فضل الصَّدَقَة** ,

৪২০ . ইমাম ক্বাদাঈ (রহঃ) হযরত আবু রা'ফে (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন-

الصدقة تدفع ميتة السوء

-"মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৬/৩৭১ পৃ. হা/১৬১১২, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/৪০৪১

(দান করা হয়েছে)। প্রিয় নবী রাসূলে আরাবী (ﷺ) ইরশাদ করেন, তার কাধের অংশ ব্যতিত সবটুকই অবশিষ্ট রয়েছে (যা কিছু দান করা হয়েছে তা-ই আল্লাহ তা'য়ালার নিকট বাকী রয়েছে)।"[৪২১]

হাদিস নং-৩৩: ইমাম আবু দাউদ রহঃ, ইমাম তিরমিযী রহঃ, ইমাম নাসাঈ রহঃ, ইমাম ইবনে খুজায়মা রহঃ, ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ) প্রমুখ হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সাঃ)ইরশাদ করেছেন,

ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَثَلَاثَةٌ يَبْغُضُهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، أَمَّا الَّذِينَ يُحِبُّهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: فَرَجُلٌ أَتَى قَوْمًا فَسَأَلَهُمْ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، فَمَنَعُوهُ، فَتَخَلَّفَهُ رَجُلٌ بِأَعْقَابِهِمْ فَأَعْطَاهُ سِرًّا لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَالَّذِي أَعْطَاهُ، وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَلُ بِهِ، نَزَلُوا فَوَضَعُوا رُءُوسَهُمْ، فَقَامَ يَتَمَلَّقُنِي، وَيَتْلُو آيَاتِي، وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقُوا الْعَدُوَّ فَهُزِمُوا، فَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يَفْتَحَ اللهُ لَهُ، وَالثَّلَاثَةُ: الَّذِينَ يَبْغُضُهُمُ اللهُ جَلَّ جَلَالُهُ: الشَّيْخُ الزَّانِي، وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ، وَالْغَنِيُّ الظَّلُومُ

-"তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন এবং তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা ঘৃণা করেন। যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন, তাঁরা হলে, (এক) এক ব্যক্তি একদল লোকের নিকট এসে আল্লাহর নাম বলে কিছু চাইল, তার ও তাদের মধ্যে যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে এর কারণে তাদের কাছে চায়নি। তারা তাকে না বলে দেয়, আর এক ব্যক্তি তার দলকে পিছনে ফেলে চুপে অগ্রসর হবে গোপনে তাকে দান করে। তার দান সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ও যাকে দান করো হয়েছে সে ব্যতীত আর কেউ জানে না, (দুই) একদল লোক সারারাত পথ চলল, যখন নিদ্রা তাদের কাছে সবচাইতে প্রিয় হল, তারা সকলেই নিজেদের মাথা জমিনে রাখে, তখন সে উঠে দাঁড়ায়, আমার সমীপে অনুনয় বিনয় করে আমার আয়াত পাঠ করে। (তিন) সেই ব্যক্তি যে কোন সৈন্যদলে ছিল এবং শত্রুর মোকাবিলা করে অতঃপর দলের লোকেরা পরাজিত হয়। (অর্থাৎ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করে) আর সে একাই নিজের বুক পেতে সম্মুখে অগ্রসর হয়, যাবৎ না

---

৪২১ . ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ৪/২২৫ পৃ. হা/২৪৭০, তিনি বলেন, সনদটি সহীহ। ইমাম বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ৬/১৩৩ পৃ. হা/১৬৩৬, ইমাম খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৫৯৯ পৃ. হা/১৯১৯, পরিচ্ছেদ: **بَاب فضل الصَّدَقَة** , ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৫ পৃ. হা/১২৭২

নিহত হয় অথবা জয়লাভ করে। সেই তিন ব্যক্তি যাদের আল্লাহ তা'আলা ঘৃণা করেন (এক) বৃদ্ধ ব্যভিচারী, (দুই) দরিদ্র অহংকারী (তিন) ধনী অত্যাচারী।"[৪২২]

হাদিস নং-৩৪: ইমাম তিরমিযী (রহঃ) সংকলন করেছেন-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللهُ الأَرْضَ جَعَلَتْ تَمِيدُ، فَخَلَقَ الجِبَالَ، فَقَالَ بِهَا عَلَيْهَا فَاسْتَقَرَّتْ، فَعَجِبَتِ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ شِدَّةِ الجِبَالِ. قَالُوا: يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الجِبَالِ؟ قَالَ: نَعَمُ الحَدِيدُ، قَالُوا: يَا رَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الحَدِيدِ؟ قَالَ: نَعَمُ النَّارُ. فَقَالُوا: يَا رَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: نَعَمُ الْمَاءُ. قَالُوا: يَا رَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ؟ قَالَ: نَعَمُ الرِّيحُ. قَالُوا: يَا رَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الرِّيحِ؟ قَالَ: نَعَمُ ابْنُ آدَمَ، تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ بِيَمِينِهِ يُخْفِيهَا مِنْ شِمَالِهِ.

-"হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন জমীন সৃষ্টি করেন, তখন তা কাঁপতে শুরু করে, তখন পাহাড় সৃষ্টি করেন জমীনের উপর কীলক স্বরূপ গেথেদেন। তাতে জমীন স্থির হয়ে যায়। পাহাড়ের শক্তি দেখে ফিরিশতারা বিস্মিত হয়ে বললেন, হে প্রভু! তোমার সৃষ্টিতে পাহাড় হতেও শাক্তিশালী কিছু আছে কি? আল্লাহ তাআলা বললেন, হ্যাঁ আছে লোহা, তখন তারা জিজ্ঞেস করলেন, হে প্রভু! তোমার সৃষ্টিতে লোহা হতে শক্তিশালী কিছু আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে, তা হচ্ছে আগুন। অতঃপর তারা আবারও জিজ্ঞেস করল, হে প্রভু! তোমার সৃষ্টিতে আগুন হতেও শাক্তশালী কিছু আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে, তা হচ্ছে পানি। আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে প্রভু! তোমার সৃষ্টিতে পানি হতেও শক্তিশালী কিছু আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আছে, তা হচ্ছে বাতাস। তখনও তারা জিজ্ঞেস করলো হে প্রভু! তোমার সৃষ্টির মধ্যে বাতাস অপেক্ষা শক্তিশালী কিছু

---

৪২২ . ইমাম নাসাঈ, আস-সুনান, ৫/৮৪ পৃ. হা/২৫৭০, পরিচ্ছেদ: **ثَوَابُ مَنْ يُعْطِي** , এবং আস-সুনানুল কোবরা, ৩/৬৭ পৃ. হা/২৩৬২, ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ১/৫৭৭ পৃ. হা/১৫২০, তিনি বলেন- **هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ** -"হাদিসটির সনদ সহীহ, যদিওবা শাইখাইন সংকলন করেননি।" ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, ৩৫/২৮৫ পৃ. হা/২১৩৫৫, ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ৪/২৭৯ পৃ. হা/২৫৬৮, ইমাম খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬০০ পৃ. হা/১৯২২, পরিচ্ছেদ: **بَاب فضل الصَّدَقَة** , ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/১৬ পৃ. হা/১৩২০

আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে, তা হচ্ছে আদম সন্তান, যে তার ডান হাতে সাদকা করে আর বাম হাতে হতে তা গোপন রাখে।"[৪২৩]

হাদিস নং-৩৫: ইমাম নাসাঈ (রহঃ) সংকলন করেছেন, হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলে করীম (সাঃ)ইরশাদ করেছেন-

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا اسْتَقْبَلَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ كُلُّهُمْ يَدْعُوهُ إِلَى مَا عِنْدَهُ قُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِنْ كَانَتْ إِبِلًا، فَبَعِيرَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرًا، فَبَقَرَتَيْنِ

-"যে মুসলমান বান্দা আল্লাহর রাস্তায় তার সব মাল হতে এক জোড়া করে দান করবে বেহেশতের দারোয়ানগণ তাকে অভ্যার্থনা জানাবেন, তাদের প্রত্যেকেই তাকে নিজের নিকট যা আছে জন্য তার ডাকবেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তার (এক জোড়া দান) পদ্ধতি কি ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! হুজুর ﷺ বললেন, যদি উট করে থাকে তবে দু'টি উট দান করবে, আর যদি গরু দান করে থাকে তাহলে দু'টি গরু দান করবে।"[৪২৪]

হাদিস নং-৩৬: ইমাম আহমদ রহঃ, ইমাম তিরমিযী রহঃ, ইমাম ইবনে মাযাহ (রহঃ) হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন,

وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ

-"সাদকা গুনাহকে এমনভাবে দূরীভুত করে যেমনিভাবে পানি আগুনকে নির্বাপিত করে দেয়।"[৪২৫]

---

৪২৩ . ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ৫/৩১৪ পৃ. হা/৩৩৬৯, ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, ১৯/২৭৭ পৃ. হা/১২২৫৪, বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৫/১১৫ পৃ. হা/৩১৬৭, ইমাম মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৬/৩৯৮ পৃ. হা/১৬২৪০, ইমাম খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬০০ পৃ. হা/১৯২৩, পরিচ্ছেদ: **بَاب فضل الصَّدَقَة** ,

৪২৪ . ইমাম নাসাঈ, আস-সুনান, ৬/৪৮ পৃ. হা/৩১৮৫, পরিচ্ছেদ: **فَضْلُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ الله تَعَالَى** , এবং আস-সুনানুল কোবরা, হা/৪৩৭৯, ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ২/৯৫ পৃ. হা/২৪৩৯, তিনি বলেন- **هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ** -"হাদিসটির সনদ সহীহ।" ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, ৩৫/২৭০ পৃ. হা/২১৩৪১, ইমাম খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬০১ পৃ. হা/১৯২৪, পরিচ্ছেদ: **بَاب فضل الصَّدَقَة** ,

৪২৫ . ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ৪/৩০৮ পৃ. হা/২৬১৬, পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا جَاءَ فِي حُرْمَةِ الصَّلَاةِ** , তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৪/৩৭৭ পৃ. হা/৪৪৮০, ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, ৩৬/৪৪৭ পৃ. হা/২২১৩৩, নাসাঈ, আস-সুনানুল কোবরা, ১০/২১৪ পৃ. হা/১১৩৩০, বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, হা/৩০৭৯, সুনানে ইবনে মাযাহ, ২/১৪০৮ পৃ. হা/৪২১০, সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/১৭২৩, বাগভী,

হাদিস নং-৩৭: ইমাম আহমদ (রহঃ) আল্লাহর নবীর কোন এক সাহাবা থেকে বর্ণনা করেছেন, হুজুর ﷺ ইরশাদ করেছেন,

الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ

-"মুসলমানের সাদকা কিয়ামতের দিন তার জন্য ছায়া হবে।"[৪২৬]

হাদিস নং-৩৮: সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ও হযরত হাকিম বিন হেযাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন,

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

-"উত্তম সাদকা হলো যার পরেও প্রাচুর্যতা বাকী থাকে, প্রথমে তোমার পরিবার থেকে আরম্ভ করবে, অর্থাৎ প্রথমে তাদেরকে দেবে, অতঃপর অন্যদেরকে দেবে।"[৪২৭]

হাদিস নং-৩৯: ইমাম বুখারী রহঃ ও মুসলিম (রহঃ) হযরত আবু মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন-

إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

-"মুসলমান যা কিছু নিজের পরিবার পরিজনের জন্য খরচ করে যদি সাওয়াবের উদ্দেশ্যে হয় তা-ও সাদকা হবে।"[৪২৮]

হাদিস নং-৪০: হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)-এর স্ত্রী হযরত যয়নব (রাঃ)হতে ইমাম বুখারী রহঃ ও ইমাম মুসলিম রহঃ বর্ণনা করেন, তারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)নিকট আরজ করেন, স্বামীদের প্রতি এবং তাদের পোষ্য এতিমদের প্রতি সাদকা করলে তাদের জন্য যথেষ্ট হবে কি না?

لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ

শরহে সুন্নাহ, ৮/৯ পৃ. হা/২০২৯, ইমাম খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/১৬ পৃ. হা/২৯, কানযুল উম্মাল, হা/৭৪৩৮

৪২৬ . ইমাম ক্বাদাঈ, মুসনাদিশ শিহাব, ১/১১৩ পৃ. হা/১৩৭, ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ১৭/২৮৬ পৃ. হা/৭৮৮, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৯ পৃ. হা/১২৮৯

৪২৭ . ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ২/১১২ পৃ. হা/১৪২৬, পরিচ্ছেদ: **بَابُ لاَ صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى** , ইমাম নাসাঈ, আস-সুনানুল কোবরা, ৫/৬২ পৃ. হা/২৫৩৪ এবং হা/২৫৪৪, পরিচ্ছেদ: **بَابُ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ** , এবং আস-সুনানুল কোবরা, হা/২৩২৫, সুনানে আবি দাউদ, হা/১৬৭৩, সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৩৩৬৩, ইমাম খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬০২ পৃ. হা/১৯২৯, পরিচ্ছেদ: **بَاب أفضل الصَّدَقَة** ,

৪২৮ . ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ৭/৬২ পৃ. হা/৫৩৫১, পরিচ্ছেদ: **بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ** , ইমাম খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬০২ পৃ. হা/১৯৩০, পরিচ্ছেদ: **بَاب أفضل الصَّدَقَة**

-"তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)বললেন, তাদের জন্য দু'টি সাওয়াব রয়েছে- একটি নিকট আত্মীয় হওয়ার সাওয়াব, অপরটি সাদকার সাওয়াব।"[৪২৯]

হাদিস নং-৪১: ইমাম আহমদ রহঃ, ইমাম তিরমিযী রহঃ, ইমাম নাসাঈ রহঃ, ইমাম ইবনে মাযাহ রহঃ, ইমাম দারেমী রহঃ প্রমুখ ইমামগণ হযরত সুলায়মান ইবনে আমের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন,

لصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ.

-"নিঃস্বকে দান করা হল শুধু দান আর তা যদি আত্মীয়ের প্রতি করা হয় দু'রকম কাজ এক দান, আর এক আত্মীয়তা রক্ষা করা। (অর্থাৎ দু'গুণ সাওয়াব পাওয়া যাবে।"[৪৩০]

হাদিস নং-৪২: ইমাম বুখারী রহঃ ও ইমাম মুসলিম রহঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন,

إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا

-"যখন কোন মহিলা ঘরের খাদ্য হতে অপব্যয় ব্যতিরেকে কোন কিছু দান করে তার এ দানের জন্য সাওয়াব রয়েছে। আর তার স্বামীর জন্য রয়েছে তা উপার্জনের সাওয়াব। এমনিভাবে মাল রক্ষক খাজাঞ্জীর জন্যও রয়েছে অনুরূপ সাওয়াব। তাতে একে অন্যের সাওয়াবের কিছু হ্রাস হবে না।"[৪৩১] অর্থাৎ এটা যদি

---

৪২৯ . ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ২/৬৯৪ পৃ. হা/১০০০, পরিচ্ছেদ: **بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ وَالصَّدَقَةِ** , ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ২/১২১ পৃ. হা/১৪৬৬, ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ২/৩৪৫ পৃ. হা/২১৮৪, ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ৪/৬৪৬ পৃ. হা/৮৭৮৪, সুনানে নাসাঈ, ৫/৯২ পৃ. হা/২৫৮৩, পরিচ্ছেদ: **الصَّدَقَةُ عَلَى الْأَقَارِبِ** , ইমাম খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬০২ পৃ. হা/১৯৩৪, পরিচ্ছেদ: **التَّرْغِيب بَاب أفضل الصَّدَقَة** , ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/১৭ পৃ. হা/১৩২১, পরিচ্ছেদ: **فِي صَدَقَة السِرّ** ,

৪৩০ . ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ২/৩৯ পৃ. হা/৬৫৮, পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي القَرَابَةِ** , মুসনাদে আহমদ, ২৬/১৬৪ পৃ. হা/১৬২২৬, ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ৬/২৭৫ পৃ. হা/৬২০৬, ইমাম বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ৬/১৯২ পৃ. হা/১৬৮৪, ইমাম খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬০৪ পৃ. হা/১৯৩৯, পরিচ্ছেদ: **بَاب أفضل الصَّدَقَة** , ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/১৭ পৃ. হা/১৩২২, পরিচ্ছেদ: **التَّرْغِيب فِي صَدَقَة السِرّ**

৪৩১ . ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ২/১১২ পৃ. হা/১৪২৫, পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَنْ أَمَرَ خَادِمَهُ بِالصَّدَقَةِ وَلَمْ يُنَاوِلْ بِنَفْسِهِ** , এবং হা/২০৬৫, সহীহ মুসলিম, ২/৭১০ পৃ. হা/১০২৪, সুনানে আবি দাউদ, ২/১৩১ পৃ.

এমন পরিবেশে হয় যে, যেখানে স্ত্রী দান করে স্বামী যদি নিষেধ না করে। আর তা যদি প্রচলিত নিয়ামানুযায়ী হয়, যেমন দু'টি রুটি যেমন হিন্দুস্তানে ব্যাপক প্রচলন আছে। আর যদি স্বামী নিষেধ করে, সেখানে যদিও প্রচলন না থাকে তাহলে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত দেয়া জায়িয নেই।

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) সংকলন করেছেন-

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ يَقُولُ: لاَ تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلاَ الطَّعَامُ، قَالَ: ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا.

-"হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। হুজুর ﷺ বিদায় হজ্বের ভাষণে ইরশাদ করেছেন, স্ত্রী যেন স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ঘর থেকে কিছু ব্যয় না করে। জিজ্ঞেস করা হল, খাদ্যও কি দেওয়া যাবে না? হুজুর ﷺ বললেন, এটা তো উত্তম মাল।"[৪৩২]

হাদিস নং-৪৩: ইমাম বুখারী রহঃ এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) সংকলন করেছেন-

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الخَازِنُ المُسْلِمُ الأَمِينُ، الَّذِي يُنْفِذُ وَرُبَّمَا قَالَ: يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ المُتَصَدِّقَيْنِ

-"হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। হুজুর আকদাস ﷺ ইরশাদ করেছেন, মুসলমান আমানতদার খাজাঞ্জী যাকে (মালিক কর্তৃক) যে পরিমাণ মাল দানের নির্দেশ দেয়া হয়, সে তা মনের খুশীতে পরিপূর্ণভাবে প্রদান করে আর সেই ব্যক্তিকেই প্রদান কবে যাকে দেওয়ার জন্য আদেশ করা হয়েছে, সেও দাতাদের একজন।"[৪৩৩]

হা/১৬৮৫, ইমাম খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬০৭ পৃ. হা/১৯৪৭, পরিচ্ছেদ: **بَابُ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ**,

৪৩২ . ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ২/৫০ পৃ. হা/৬৭০, পরিচ্ছেদ: **بَابٌ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا** , তিনি বলেন, হাদিসটি 'হাসান'। ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/৩২৫ পৃ. হা/৭৮৫৬, সুনানে আবি দাউদ, ৩/২৯৬ পৃ. হা/৩৫৬৫, বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ৬/২০৪ পৃ. হা/১৬৯৬

৪৩৩ . ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ২/১১৪ পৃ. হা/১৪৩৮, পরিচ্ছেদ: **بَابُ أَجْرِ الخَادِمِ إِذَا تَصَدَّقَ بِأَمْرِ صَاحِبِهِ غَيْرَ مُفْسِدٍ** , মুসনাদে আহমদ, ৩২/২৭২ পৃ. হা/১৯৫১২, সহীহ মুসলিম, হা/১০২৩, ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/৩২৫ পৃ. হা/৭৮৪৭, সুনানে আবি দাউদ, ২/১৩০ পৃ. হা/১৬৮৪, ইমাম খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬০৭ পৃ. হা/১৯৪৯, পরিচ্ছেদ: **بَابُ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ**,

হাদিস নং-৪৪: ইমাম হাকেম রহঃ ও ইমাম তাবরানী রহঃ তার মু'জামুল আওসাত নামক কিতাবে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন,

وَإِنَّ اللهَ جَلَّ جَلَالُهُ لَيُدْخِلُ بِلُقْمَةِ الْخُبْزِ، وَقَبْضَةِ التَّمْرِ، وَمِثْلِهِ مِمَّا يَنْتَفِعُ بِهِ الْمِسْكِينُ ثَلَاثَةً الْجَنَّةَ: رَبَّ الْبَيْتِ الْآمِرَ بِهِ، وَالزَّوْجَةَ تُصْلِحُهُ، وَالْخَادِمَ الَّذِي يُنَاوِلُ الْمِسْكِينَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَمْ يَنْسَ خَدَمَنَا

-"এক লোকমা রুটি অথবা একমুষ্ঠি খোরমা অথবা অনুরূপ এমন কোন বস্তু যদ্বারা মিসকীন উপকৃত হয় এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা এ তিন প্রকার লোককে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (প্রথমত.) গৃহকর্তা যিনি নির্দেশ দিয়েছেন। (দ্বিতীয়ত.) স্ত্রী যিনি তা তৈয়ার করেছেন। (তৃতীয়ত.) খাদেম যিনি মিসকীনকে পরিবেশন করেন। অতঃপর হুজুর (সাঃ)বললেন, আল্লাহর প্রশংসা যিনি আমাদের খাদেমদেরকেও ছাড়েননি (অর্থাৎ খাদেমকেও, বেহেশত দান করবেন)।" [৪৩৪]

হাদিস নং-৪৫: ইমাম ইবনে মাযাহ (রহঃ) সংকলন করেছেন-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا، وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَنْ تُشْغَلُوا، وَصِلُوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَهُ، وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، تُرْزَقُوا وَتُنْصَرُوا وَتُجْبَرُوا

-"হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। হুজুর (সাঃ)খুতবায় ইরশাদ করেছেন, হে লোকেরা! আল্লাহর দিকে ফিরে যাও এবং ব্যস্ততার পূর্বে সৎ কাজের প্রতি অগ্রগামী হও। প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে সাদকা দিয়ে নিজের ও প্রভুর মাঝে সম্পর্ক সৃষ্টি করো। তাহলে তোমাকে জীবিকা দান করা হবে এবং তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে। তোমাদের দারিদ্রতা দূর করা হবে।"[৪৩৫]

---

৪৩৪ .ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৫/২৭৮ পৃ. হা/৫৩০৬, ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ৪/১৪৯ পৃ. হা/৭১৮৭, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৪ পৃ. হা/১২৬৮, এবং ২/৩৫ পৃ. হা/১৪০০

৪৩৫ . ইমাম ইবনে মাযাহ, আস-সুনান, ১/৩৪৩ পৃ. হা/১০৮১, পরিচ্ছেদ: بَابٌ فِي فَرْضِ الْجُمُعَةِ , ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, হা/৫১৪৮, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/২৯৬ পৃ. হা/১০৯৩, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১৩/২১৯ পৃ. হা/৩৬৬৬৬

হাদিস নং-৪৬: ইমাম বুখারী রহঃ ও ইমাম মুসলিম রহঃ হযরত আদী বিন হাতেম (রাঃ) হতে বর্ণিত করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন,

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ اللهُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

-"তোমাদের প্রত্যেকের সাথে আল্লাহ তা'আলা কথা বলবেন, তাঁর এবং আল্লাহর মাঝে কোন মধ্যস্থতাকারী থাকবে না। সে নিজের ডান দিকে দেখবে, যা কিছু পূর্বে করেছে দেখানো হবে। অতঃপর বাম দিকে দেখবে, তা-ই দেখবে যা ইতোপূর্বে করেছে। অতঃপর নিজের সামনে দেখবে। তখন মুখের সামনে দেখানো হবে, আগুন থেকে বাঁচো, যদিও খোরমার একটি টুকরা দান করেও হয়।"[৪৩৬] অনুরূপ হাদিস হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ), হযরত সিদ্দিকে আকবর (রাঃ), উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দীকা (i), হযরত আনাস (রাঃ), হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ), হযরত আবু উমামা (রাঃ), হযরত নু'মান বিন বশীর (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহুম বর্ণনা করেছেন।

হাদিস নং-৪৭: ইমাম আবু ই'য়ালা (রহঃ) হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) ও ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। হুজুর (সাঃ)ইরশাদ করেছেন,

وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ

-"দান সাদকা, গুনাহকে এমনভাবে মুছে ফেলে, যেমনিভাবে পানি আগুনকে নির্বাপিত করে।"[৪৩৭]

---

৪৩৬ . ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ইমাম ২/৭০৩ পৃ. হা/১০১৬, হা/১৮৫, সুনানে ইবনে মাযহা, ৩/৫১ পৃ. হা/১৮৪৩

৪৩৭ . ইমাম যানজওয়াই, আল-আমওয়াল, ২/৭৬৫ পৃ. হা/১৩১৬, মুসনাদে আহমদ, ২৩/৪২৫ পৃ. হা/১৫২৮৪, মুসনাদে আবি ই'য়ালা, ৩/৪৭৫ পৃ. হা/১৯৯৯, ইমাম ক্বাদাঈ, মুসনাদিশ শিহাব, ১/৯৫ পৃ. হা/১০৫, সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/১৭২৩, ইমাম হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ১০/২৩০ পৃ. হা/১৭৭১০, তাঁরা সবাই হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে। ইমাম নাসাঈ, আস-সুনানুল কোবরা, ১০/২১৪ পৃ. হা/১১৩৩০, ইমাম নাসাঈ, আস-সুনান, ৪/৩০৮ পৃ. হা/২৬১৬, বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৫/৫০ পৃ. হা/৩০৭৯, তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ২০/১০৩ পৃ. হা/২০০, ইমাম ক্বাদাঈ, মুসনাদিশ শিহাব, ১/৯৫ পৃ. হা/১০৪, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/১৬ পৃ. হা/২৯, তাঁরা সবাই হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

হাদিস নং- ৪৮: ইমাম আহমদ রহঃ, ইমাম ইবনে খুজায়মা রহঃ, ইমাম ইবনে হিব্বান রহঃ, ইমাম হাকেম নিশাপুরী রহঃ প্রমুখ হযরত উকবা বিন আমের (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন,

كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ

-"প্রত্যেক ব্যক্তি কিয়ামতের দিন নিজ সাদকার ছায়াতলে থাকবে, যতক্ষণ না মানুষদের মধ্যে বিচারকার্য মীমাংসা হয়।"[৪৩৮]

ইমাম তাবরানী (রহঃ) বর্ণনায় আরো রয়েছে যে,

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ مِنْ حَرِّ الْقُبُورِ

-"হযরত উকবা বিন আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, সাদকা কবরের উত্তপ্ততা দূর করবে।"[৪৩৯]

হাদিস নং- ৪৯: ইমাম তাবরানী রহঃ ও ইমাম বায়হাকী (রহঃ) হযরত হাসান বসরী (রহঃ) মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন,

عَنِ الْحَسَنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْوِي ذَلِكَ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، أَوْدِعْ مِنْ كَنْزِكَ عِنْدِي لَا حَرَقَ، وَلَا غَرَقَ، وَلَا سَرَقَ أُوفِيكَهُ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ

-"আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে আদম সন্তান! নিজ ভাণ্ডার থেকে আমার নিকট কিছু জমা করো, যা জ্বলবেনা ডুবে যাবে না, চুরিও হবে না, আমি তোমাকে পূর্ণভাবে দিবো। এমন সময় দেব যখন তুমি এর অধিক মুখোপেক্ষী হবে।"[৪৪০]

হাদিস নং-৫০-৫১: ইমাম আহমদ রহঃ, ইমাম বায্যার রহঃ, ইমাম তাবরানী রহঃ, ইমাম ইবনে খুজায়মা রহঃ, ইমাম হাকেম রহঃ, ইমাম বায়হাকী রহঃ প্রমুখ

---

৪৩৮ . ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, ২৮/৫৬৮ পৃ. হা/১৭৩৩, বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/২৯৭ পৃ. হা/৭৭৫১, ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ১/৫৭৬ পৃ. হা/১৫১৭, তিনি বলেন- **هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ** -"হাদিসটি সহীহ মুসলিমের শর্তানুসারে সহীহ।" মুসনাদে আবি ই'য়ালা, ৩/৩০০ পৃ. হা/১৭৬৬, সহীহ ইবনে খুজায়মা, ৪/৯৪ পৃ. হা/২৪৩১, সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৩৩১০, ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ১৭/২৮০ পৃ. হা/৭৭১, ইমাম বাগভী, শরহে সুন্নাহ, হা/১৬৩৭, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৯ পৃ. হা/১২৮৯

৪৩৯ . ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ১৭/২৮৬ পৃ. হা/৭৮৭,

৪৪০ . ইমাম বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৫/৪৫ পৃ. হা/৩০৭১, পরিচ্ছেদ: **التَّحْرِيضُ عَلَى صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ** , মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৬/৩৫২ পৃ. হা/১৬০২১

হযরত বুরায়দা আসলামী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ)ইরশাদ করেছেন,

مَا يُخْرِجُ رَجُلٌ شَيْئًا مِنَ الصَّدَقَةِ حَتَّى يَفُكَّ عَنْهَا لَحْيَيْ سَبْعِينَ شَيْطَانًا

-"মানুষ যখনই কোন কিছু সাদকা বের করে, তখন গ্রীবা ফেটে ৭০ টি শয়তান বেরিয়ে পড়ে।"[৪৪১]

হাদিস নং-৫২: ইমাম তাবরানী রহঃ হযরত আমর বিন আওফ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ صَدَقَةَ الْمُسْلِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ، وتَمْنَعُ مِيتَةَ السَّوْءِ وَيُذْهِبُ اللهُ بِهَا الْكِبْرَ وَالْفَخْرَ

-"মুসলমানের দান সাদকা আয়ু বৃদ্ধির কারণ এবং খারাপ মৃত্যু থেকে রক্ষা করে এবং আল্লাহ এর বিনিময় অহংকার গৌরব দূরীভূত করেন।"[৪৪২]

হাদিস নং-৫৩: ইমাম তাবরানী (রহঃ) তাঁর মু'জামুল কাবীর নামক কিতাবে হযরত রা'ফে বিন খাদীজ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন,

الصَّدَقَةُ تَسُدُّ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ السُّوءِ

-"সাদকা খারাপের সত্তরটি দরজা বন্ধ করে দেয়।"[৪৪৩]

হাদিস নং-৫৪: ইমাম তাবরানী রহঃ, ইমাম ইবনে খুজায়মা রহঃ, ইমাম ইবনে হিব্বান রহঃ, ইমাম হাকেম নিশাপুরী (রহঃ) প্রমুখ হযরত হারেছ আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইয়াহিয়া বিন যাকারিয়া আলাইহিমাস সালাম এর উপর পাঁচটি বিষয়ে ওহী

---

৪৪১ . ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, ৩৮/৬০ পৃ. হা/২২৯৬২, সহীহ ইবনে খুজায়মা, হা/২৪৫৭, তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, হা/১০৩৪, ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ১/৫৭৭ পৃ. হা/১৫২১, তিনি বলেন- **هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ** -"এ হাদিসটির সনদ শাইখাইনের শর্তানুসারে সহীহ, যদিওবা তারা সংকলন করেননি।" ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/৩১৪ পৃ. হা/৭৮১৯, মুসনাদে বাযযার, ১০/৩২৮ পৃ. হা/৪৪৫৬, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৬/৩৪৮ পৃ. হা/১৬০০০, হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩/১০৯ পৃ. হা/৪৬০১, তিনি বলেন-

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

-"হাদিসের সমস্ত রাবী বিশ্বস্ত।" ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/১০ পৃ. হা/১২৯৪

৪৪২ . ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ১৭/২২ পৃ. হা/৩১, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৬/৩৭১ পৃ. হা/১৬১১১, হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩/১১০ পৃ. হা/৪৬০৯, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/১২ পৃ. হা/১৩০১, তিনি বলেন, সনদটি 'হাসান'।

৪৪৩ . ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ৪/২৭৪ পৃ. হা/৪৪০২, ইমাম ইবনে শাহীন, তারগীব ফী ফাযায়েলুল আ'মাল, হা/৩৮৪, হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩/১০৯ পৃ. হা/৪৬০৪, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/১১ পৃ. হা/১২৯৮

প্রেরণ করেছেন, নিজেরা যেন আমল করে এবং বনী ইসরাঈলদেরও কেও যেন নির্দেশ করে যে, তারা যেন আমল করে।

وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ العَدُوُّ، فَأَوْثَقُوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ، فَقَالَ: أَنَا أَفْدِيهِ مِنْكُمْ بِالقَلِيلِ وَالكَثِيرِ، فَفَدَى نَفْسَهُ مِنْهُمْ

-"এর মধ্যে একটি হলো যে, আল্লাহ তোমাদেরকে সাদকার নির্দেশ দিয়েছেন এর দিষ্টান্ত এমন ব্যক্তির মত যাকে কোন শত্রু বন্দী করেছে এবং তার হাত কাঁধের সাথে একত্রে বেঁধে তাকে প্রহারের জন্য আনা হয়েছে, সেই সময় যা কিছু ছিল সবকিছু দিয়ে প্রাণে রক্ষা পেল।"[৪৪৪]

হাদিস নং-৫৫: ইমাম ইবনে খুজায়মা রহঃ, ইমাম ইবনে হিব্বান রহঃ, ইমাম হাকেম নিশাপুরী রহঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন,

وَمَنْ جَمَعَ مَالًا حَرَامًا، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ، وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ

-"যে হারাম মাল সঞ্চয় করেছে এবং তা হতে সাদকা করেছে, তার জন্য কোন সাওয়াব নেই বরং গুনাহ রয়েছে।"[৪৪৫]

হাদিস নং-৫৬: ইমাম আবু দাউদ রহঃ, ইমাম ইবনে খুজায়মা রহঃ, ইমাম হাকেম (রহঃ) প্রমুখ সংকলন করেছেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: جُهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! কোন ধরনের সাদকা উত্তম? হুজুর ﷺ বললেন, যার মালের পরিমান কম এবং তা থেকে কষ্ট করে দান করে এবং তোমার পরিবার-পরিজন, যাদের ভরণ-পোষণ তোমার কর্তব্য তাদেরকে প্রথমে দান করো।"[৪৪৬]

---

৪৪৪ . ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ৪/৪৪৬ পৃ. হা: ২৮৬৩, মুসনাদে আহমদ, ২৮/৪০৪ পৃ. হা/১৭১৭০, মুসনাদে আবি ই'য়ালা, ৩/১৪০ পৃ. হা/১৫৭১, সহীহ ইবনে হিব্বান, ১৪/১২৪ পৃ. হা/৬২৩৩, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/২০৭ পৃ. হা/৭৮৫

৪৪৫ . ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ১/৫৪৮ পৃ. হা/১৪৪০, সহীহ ইবনে খুজায়মা, ২/১১৮৩ পৃ. হা/২৪৭১, ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/১৪১ পৃ. হা/৭২৪০, সহীহ ইবনে হিব্বান, ৮/১১ পৃ. হা/৩২১৬, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৪/১৫ পৃ. হা/৯২৬৯, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৩০৩ পৃ. হা/১১২৪

৪৪৬ . ইমাম আবূ দাউদ, আস-সুনান, ২/১২৭ পৃ. হা/১৬৭৭, পরিচ্ছেদ: **بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ** , সহীহ ইবনে খুজায়মা, হা/২৪৪৪, ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ১/৫৭৪ পৃ. হা/১৫০৯, মুসনাদে

হাদিস নং-৫৭: ইমাম নাসাঈ রহঃ, ইমাম ইবনে খুজায়মা রহঃ, ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ) সংকলন করেছেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ قَالُوا: وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ دِرْهَمَانِ فَأَخذ أَحدهمَا فتصدق بِهِ

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর আকদাস ﷺ ইরশাদ করেছেন, এক দিরহাম লক্ষ দিরহামের চেয়ে বেশী বৃদ্ধি পায়। কেউ আরজ করলো, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! তা কিরূপে? ইরশাদ করলেন, এক ব্যক্তির নিকট অনেক মাল রয়েছে সেই তা হতে লক্ষ দিরহাম নিয়ে সাদকা করেছে আর এক ব্যক্তির নিকট মাত্র দু'দিরহাম রয়েছে সেই এর থেকে এক দিরহাম সাদকা করলো।"[৪৪৭]

রোজার বর্ণনা

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ

আহমদ, ১৪/৩২৪ পৃ. হা/৮৭০২, বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/৩০২ পৃ. হা/৭৭৭২, সহীহ ইবনে হিব্বান, ৮/১৩৪ পৃ. হা/৩৩৪৬, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/১৩ পৃ. হা/১৩০৯

৪৪৭ . ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/১৩ পৃ. হা/১৩১০, পরিচ্ছেদ: **التَّرْغِيب فِي الصَّدَقَة وَالحث عَلَيْهَا وَمَا جَاءَ فِي جهد الْمقل وَمن تصدق بِمَا لَا يجب** , মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৬/৫৮৩ পৃ. হা/১৭০১৩, নাসাঈ, আস-সুনান, ৫/৫৯ পৃ. হা/২৫২৭ এবং আস-সুনানুল কোবরা, ৩/৪৮ পৃ. হা/২৩১৯

أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ۞ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞

অর্থ : (১৮৩) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববতী লোকদের উপর। যেন তোমরা ফরহেজগারী অর্জন করতে পারো।

(১৮৪) গননাকৃত দিনসমূহ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ রুগ্ন হও কিংবা সফরে থাকো, অতঃপর ততোসংখ্যক রোযা অন্যান্য দিন-সমূহে। আর যাদের মধ্যে এর সামর্থ্য না থাকে তারা এর বিনিময়ে (ফিদিয়া) দেবে একজন মিসকীনের খাবার। অতঃপর যে ব্যক্তি নিজ থেকে সৎকর্ম অধিক করবে তবে তা তার জন্য উত্তম এবং রোযা রাখা তোমাদের জন্য অধিক কল্যাণকর যদি তোমরা জানো।

(১৮৫) রমযানের মাস, যাতে ক্বোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, মানুষের জন্য হিদায়ত ও পথ নির্দেশ এবং মীমাংসার সুস্পষ্ট বাণীসমূহ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে, সে যেন অবশ্যই সেটার রোযা পালন করে। আর যে ব্যক্তি রুগ্ন হয় কিংবা সফরে থাকে, তবে ততোসংখ্যক রোযা অন্যান্য দিনসমূহে। আল্লাহ্ তোমাদের উপর সহজ চান এবং তোমাদের উপর ক্লেশ চান না; আর এ জন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূরণ করবে এবং আল্লাহর মহিমা বর্ণনা করবে এর উপর যে, তিনি তোমাদেরকে হিদায়ত করেছেন। আর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

(১৮৬) এবং হে মাহবুব! যখন আপনাকে আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, আমি তো নিকটেই আছি; প্রার্থনা গ্রহণ করি, আহ্বানকারীর যখন আমাকে আহ্বান করে। সুতরাং তাদের উচিৎ যেন আমার নির্দেশ মান্য করে এবং আমার উপর ঈমান আনে, যাতে পথের দিশা পায়।

(১৮৭) রোযার রাতগুলোতে আপন স্ত্রীদের নিকটে যাওয়া তোমাদের জন্য হালাল হয়েছে; তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক। আল্লাহ জেনেছেন যে, তোমরা নিজেদের আত্মাগুলোকে অবিশ্বস্ততার মধ্যে ফেলেছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের তওবা কবুল করেছেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন। সুতরাং এখন তোমরা তাদের সাথে সঙ্গত হও; এবং তালাশ করো- আল্লাহ যা তোমাদের ভাগ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন; এবং পানাহার করো এ পর্যন্ত যে, তোমাদের নিকট প্রকাশ পেয়ে যাবে শুভ্ররেখা কৃষ্ণরেখা থেকে, ভোর হয়ে; অতঃপর রাত আসা পর্যন্ত রোযাগুলো সম্পূর্ণ করো; এবং স্ত্রীদের গায়ে হাত লাগাবে না যখন তোমরা মসজিদগুলোতে ই'তিকাফরত থাকো। এগুলো আল্লাহর সীমারেখা, এগুলোর নিকটে যেওনা। আল্লাহ এভাবেই বর্ণনা করেন লোকদের জন্য আপন নির্দশনগুলো, যাতে তাদের পরহেয্গারী অর্জিত হয়।" (সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত নং-১৮৩-১৮৭)

হাদিসের আলোকে সিয়াম'র তাৎপর্য

হাদিস নং-১: সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। হুজুর আকদাস ﷺ ইরশাদ করেছেন-

إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ

-"যখন রমজান মাসে আসে আকাশের দরজা সমূহ খুলে দেয় হয়।"[৪৪৮] অপর এক বর্ণনায় আছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ

-"সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, যখন রমজান মাসে আসে তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়।"[৪৪৯] অপর বর্ণনায় আছে,

إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ

-"যখন রমজান মাসে আসে তখন রহমতের দরজা খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়।"[৪৫০]

---

৪৪৮ . ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ৩/২৫ পৃ. হা/১৮৯৯, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬১০ পৃ. হা/১৯৫৬, পরিচ্ছেদ: **كتاب الصَّوْم**

৪৪৯ . ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ৩/২৫ পৃ. হা/১৮৯৮, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬১০ পৃ. হা/১৯৫৬, পরিচ্ছেদ: **كتاب الصَّوْم**

ইমাম আহমদ রহঃ, ইমাম তিরমিযী রহঃ এবং ইবনে মাযাহ রহঃ প্রমুখের বর্ণনায় আছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، وَمَرَدَةُ الجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ

-"যখন রমজান মাসের প্রথম রাত্রি হয় শয়তানসমূহ ও অবাধ্য জ্বিনসমূহকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। দোযখের দরজা সমূহ বন্ধ করা হয়। অতঃপর দোযখের একটি দরজাও খোলা হয় না। এবং বেহেশতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়। অতঃপর এর একটিও বন্ধ করা হয় না। এক আহ্বানকারী আহ্বান করতে থাকেন, হে পূন্য অন্বেষণকারীগণ সম্মুখে অগ্রসর হও। আর হে মদের অন্বেষণকারী বা করে থেমে যাও। এ মাসে আল্লাহ তা'আলা অনেককে দোযখের অগ্নি থেকে মুক্তি দেন আর এরূপ প্রত্যেক রাত্রেই সংগঠিত হয়।"[৪৫১]

ইমাম আহমদ রহঃ, ইমাম নাসাঈ রহঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন,

أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللهُ جَلَّ جَلَالُهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، لِلهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ

-"তোমাদের নিকট রমজানের মুবারক মাস এসেছে এর রোজা আল্লাহ তোমাদের উপর ফরয করেছেন। এ মাসে আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং দোযখের দরজা সমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়, তাতে অবাধ্য শয়তানসমূহকে

---

৪৫০ . ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ২/৭৫৮ পৃ. হা/১০৭৯, মুসনাদে আহমদ, হা/৭৭৮০, সুনানে নাসাঈ, হা/২১০০, মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক, হা/৭৩৮৪, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৫৯ পৃ. হা/১৪৮৭, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬১০ পৃ. হা/১৯৫৬, পরিচ্ছেদ: **كتاب الصَّوْم**

৪৫১ . ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ২/৫৯ পৃ. হা/৬৮২, ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/৩০৬ পৃ., সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৩৪৩৫, ইমাম বাগভী, শরহে সুন্নাহ, হা/১৭০৫, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৫৯ পৃ. হা/১৪৮৭, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬১০ পৃ. হা/১৯৬০, পরিচ্ছেদ: **كتاب الصَّوْم**

শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। এমন একটি রাত রয়েছে যা হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। যে এর কল্যাণ হতে বঞ্চিত হয়েছে সে প্রকৃত পক্ষ বঞ্চিত হয়েছে।"[৪৫২]

হাদিস নং-২: ইমাম ইবনে মাযাহ (রহঃ) সংকলন করেছেন-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلَ رَمَضَانُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ، وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ

-"হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, একবার রমজান মাস আসে, তখন রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন, এ মাস তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছে, আর তাতে একটি রাত রয়েছে, যা হাজার মাসের চাইতেও শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি তা হতে বঞ্চিত হয়েছে সে সকল প্রকার কল্যাণ হতেই বঞ্চিত হয়েছে। মূলত: এর কল্যাণ হতে চির বঞ্চিত ব্যক্তিরাই বঞ্চিত হয়।"[৪৫৩]

হাদিস নং-৩: ইমাম বায়হাকী (রহঃ) সংকলন করেছেন-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَطْلَقَ كُلَّ أَسِيرٍ، وَأَعْطَى كُلَّ سَائِلٍ

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, যখনই রমজান মাস আসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এ সকল গোলামকে মুক্ত করে দিতেন এবং সকল প্রার্থনারীকেই দান করতেন।"[৪৫৪]

হাদিস নং-৪: ইমাম বায়হাকী রহঃ শুয়াবুল ঈমানে সংকলন করেন-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْجَنَّةَ لَتَزَّخْرَفُ لِرَمَضَانَ مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ إِلَى حَوْلٍ قَابِلٍ ، قَالَ: فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ هَبَّتْ رِيحٌ مِنْ تَحْتِ

---

৪৫২ . সুনানে নাসাঈ, ৪/১২৯ পৃ. হা/২১০৬ এবং আস-সুনানুল কোবরা, ৩/৯৬ পৃ. হা/২৪২৭, মুসনাদে আহমদ, হা/৭১৪৮, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৫৯ পৃ. হা/১৪৮৯, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬১২ পৃ. হা/১৯৬৫, পরিচ্ছেদ: **كتاب الصَّوْم**

৪৫৩ . ইমাম ইবনে মাযাহ, আস-সুনান, ১/৫২৬ পৃ. হা/১৬৪৪, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬১২ পৃ. হা/১৯৬৪, পরিচ্ছেদ: **كتاب الصَّوْم** , ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৬০ পৃ. হা/১৪৯১, তিনি বলেন- **رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَإِسْنَاده حسن إن شَاءَ الله تَعَالَى** -"ইমাম ইবনে মাযাহ (রহঃ) হাদিসটি সংকলন করেছেন, ইনশা আল্লাহ হাদিসটির সনদ 'হাসান'।"

৪৫৪ . ইমাম বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৫/২৩৬ পৃ. হা/৩৩৫৭ এবং ফাযায়েলুল আওকাত, হা/৬৯, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬১৩ পৃ. হা/১৯৬৬, পরিচ্ছেদ: **كتاب الصَّوْم** , ইমাম হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, হা/৪৮৩৮, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৭/৮১ পৃ. হা/১৮০৬০,

الْعَرْشِ فَنَشَرَتْ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ عَلَى الْحُورِ الْعِينِ، فَيَقُلْنَ: يَا رَبِّ، اجْعَلْ لَنَا مِنْ عِبَادِكَ أَزْوَاجًا تَقَرُّ بِهِمْ أَعْيُنُنَا وَتُقِرُّ أَعْيُنَهُمْ بِنَا

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, বছরের প্রথম হতে আগত বছর পর্যন্ত রমজানের জন্য বেহেশত সুসজ্জিত করা হয়। যখন রমজান মাসের প্রথম দিন হয় আরশের নীচে বেহেশতের বৃক্ষের পাতা হতে ডাগর চক্ষু বিশিষ্টা হুরদের প্রতি এক হাওয়া প্রবাহিত হয় তখন তারা (হুরগণ) বলেন, হে প্রভু তোমার বান্দাদেরকে আমাদের জন্য স্বাক্ষী নির্ধারণ করো যাদের দেখে আমাদের চক্ষু শীতল হবে আর আমাদের দেখে তাদের চক্ষু শীতল হবে।"[৪৫৫]

হাদিস নং-৫: ইমাম আহমদ রহঃ সংকলন করেছেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: يُغْفَرُ لِأُمَّتِهِ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّى أَجْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তাঁর উম্মতকে রমজান মাসের শেষ রাত্রে ক্ষমা করা হয়, জিজ্ঞেস করা হয়, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! এটা কি কদরের রাত্রি? হুজুর বললেন, না। বরং কর্মচারীকে পরিশ্রমিক দেয়া হয় যখনই সে তার কর্ম পূর্ণরূপে সম্পাদন করে।"[৪৫৬]

হাদিস নং-৬: ইমাম বায়হাকী রহঃ তাঁর শুয়াবুল ঈমান নামক কিতাবে বর্ণনা করেন-

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ

---

৪৫৫ . ইমাম বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৫/২৩৯ পৃ. হা/৩৩৬০ এবং ফাযায়েলুল আওকাত, হা/৬৯, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬১৩ পৃ. হা/১৯৬৭, পরিচ্ছেদ: **كتاب الصَّوْم** , ইমাম হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, হা/৪৮৩৮, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৭/৮১ পৃ. হা/১৮০৬০,

৪৫৬ . ইমাম তাহাভী, শরহে মাশকালিল আছার, ৮/১২ পৃ. হা/৩০১৩, ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, ১৩/২৯৫ পৃ. হা/৭৯১৭, বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৫/২১৯ পৃ. হা/৩৩৩০ এবং ফাযায়েলুল আওকাত, হা/৩৫, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৮/৪৭২ পৃ. হা/২৩৭০৮, ইমাম হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, হা/৪৭৭৮, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬১৩ পৃ. হা/১৯৬৮, পরিচ্ছেদ: **كتاب الصَّوْم** , ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৫৫ পৃ. হা/১৪৭৬

أَلْفِ شَهْرٍ، جَعَلَ اللهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةً، وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ لَيْسَ كُلُّنَا نَجِدُ مَا نُفَطِّرُ بِهِ الصَّائِمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : يُعْطَى هَذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى مَذْقَةِ لَبَنٍ، أَوْ تَمْرَةٍ، أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ، وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللهُ لَهُ، وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ

-"হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, শা'বান মাসের শেষ দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, হে লোক সকল! একটি মহিমান্বিত মাস তোমাদেরকে ছায়া হয়ে ঘিরে ধরেছে। এ মাস একটি বারাকাতময় মাস। এটি এমন এক মাস, যার মধ্যে একটি রাত রয়েছে, যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। আল্লাহ এ মাসের সিয়াম ফরয করেছেন আর নফল করে দিয়েছেন এ মাসে রাতের কিয়ামকে। যে ব্যক্তি এ মাসে একটি নফল কাজ করবে, সে যেন অন্য মাসের একটি ফরয আদায় করলো। আর যে ব্যক্তি এ মাসে একটি ফরয আদায় করেন, সে যেন অন্য মাসের সত্তরটি ফরয সম্পাদন করলো। এ মাস সবরের (ধৈর্যের) মাস; সবরের সাওয়াব জান্নাত। এ মাস সহমর্মিতার। এ এমন এক মাস যাতে মু'মিনের রিযক বৃদ্ধি করা হয়। যে ব্যক্তি এ মাসে কোন সায়িমকে ইফতার করাবে, এ ইফতার তার গুনাহ মাফের কারণ হবে, হবে জাহান্নামের অগ্নিমুক্তির উপায়। তার সাওয়াব হবে সায়িমের অনুরূপ। অথচ সায়িমের সাওয়াব একটুও কমানো হবে না।

আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাদের সকলে তো সায়িমের ইফতারীর আয়োজন করতে সমর্থ নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ সাওয়াব আল্লাহ তা'আলা ঐ ইফতার পরিবেশনকারীকেও প্রদান করেন, যে একজন সায়িমকে এক চুমুক দুধ, একটি খেজুর অথবা এক চুমুক পানি দিয়ে ইফতার করায়। আর যে ব্যক্তি একজন সায়িমকে পেট ভরে খাইয়ে পরিতৃপ্ত করলো,

আল্লাহ তা'আলা তাকে আমার হাওযে কাওসার থেকে এভাবে পানি খাইয়ে পরিতৃপ্ত করবেন, যার পর সে জান্নাতে (প্রবেশ করার পূর্বে) আর পিপাসার্ত হবে না। এমনকি সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এটা এমন এক মাস যার প্রথম অংশে রহমত। মধ্য অংশে মাগফিরাত, শেষাংশে জাহান্নামের আগুন থেকে নাজাত। যে ব্যক্তি এ মাসে তার অধিনস্তদের ভার-বোঝা সহজ করে দেবে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেবেন।"[৪৫৭]

হাদিস নং-৭: সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানে তিরমিযী, সুনানে নাসাঈ, সহীহ ইবনে খোজায়মাসহ প্রমুখ গ্রন্থ বর্ণিত আছে-

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: فِي الجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ، لاَ يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ

-"হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, বেহেশতের আটটি দরজা দিয়ে কেবল রোজাদাররাই প্রবেশ করবে।"[৪৫৮]

হাদিস নং-৮ : সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। নবী করীম (সাঃ)ইরশাদ করেছেন,

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

-"যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের আশায় রমজান মাসের রোজা রাখে তার পূর্বের গুনাহ (সমূহ) মাফ করা হবে, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রমজানের রাত্রে ইবাদতে করবে তারও পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করা হবে। যে ব্যক্তি

---

৪৫৭ . ইমাম ইবনে আবি উসামা, মুসনাদে হারিস, ১/৪১২ পৃ. হা/৩২১, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬১২ পৃ. হা/১৯৬৫, পরিচ্ছেদ: **كتاب الصَّوْم** , সহীহ ইবনে খুজায়মা, হা/১৮৮৭, আবু নুয়াইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬/৩৭ পৃ. , ইমাম বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৫/২১৯ পৃ. হা/৩৩৩৬, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৫৫ পৃ. হা/১৪৮৪

৪৫৮ . ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ৪/১১৯ পৃ. হা/৩২৫৭, বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/৫০২ পৃ. হা/৮৫১২, বাগভী, শরহে সুন্নাহ, হা/১৭০৮, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬১০ পৃ. হা/১৯৫৭, পরিচ্ছেদ: **كتاب الصَّوْم** ,

ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের আশায় কদরের রাতে ইবাদতে করবে তারও পূর্বেকৃত পাপরাশি ক্ষমা করা হবে।"[৪৫৯]

হাদিস নং-৯: ইমাম আহমদ রহঃ, ইমাম হাকেম রহঃ তাঁর 'আল-মুস্তাদরাক' নামক কিতাবে, ইমাম তাবরানী রহঃ তাঁর মু'জামুল কাবীর নামক কিতাবে, ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া রহঃ তাঁর (**كتاب الْجُوع**) হাদিস গ্রন্থে এবং ইমাম বায়হাকী রহঃ তার শুয়াবুল ঈমান নামক হাদিস গ্রন্থে সংকলন করেছেন-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ إِنِّي مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، فَيُشَفَّعَانِ

-"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নবী কারীম (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, রোজা ও ক্বোরআন (কিয়ামতের দিন) বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোজা বলবে, হে প্রভূ! আমি তাকে খাদ্য ও কাম প্রবৃত্তি হতে দিনের বেলায় বাঁধা প্রদান করেছি, সুতরাং তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবুল করো। কুরআন বলবে, হে প্রভূ! আমি তাকে রাতে নিদ্রা হতে বাধা প্রদান করেছি, সুতরাং তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবুল করো, তখন উভয়য়ের সুপারিশ কবুল করা হবে।"[৪৬০]

হাদিস নং-১০: ইমাম বুখারী রহঃ ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী কারীম (সাঃ)ইরশাদ করেছেন,

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللهُ تَعَالَى إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ

---

৪৫৯ . ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ৩/৪৪ পৃ. হা/২০০৯, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬১০ পৃ. হা/১৯৫৮, পরিচ্ছেদ: **كتاب الصَّوْم** ,

৪৬০ . খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬১২ পৃ. হা/১৯৬৩, পরিচ্ছেদ: **كتاب الصَّوْم** , ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ১/৭৪০ পৃ. হা/২০৩৬, তিনি বলেন- **هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ** - "এ হাদিসটি সহীহ মুসলিমের শর্তানুসারে সহীহ, যদিওবা তিনি এটি সংকলন করেননি।" ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ১৩/৩৮ পৃ. হা/৮৮, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/২৩০ পৃ. হা/২২০৫

-"আদম সন্তানের প্রত্যেকটি নেক 'আমাল দশ থেকে সত্তর গুণ পর্যন্ত বাড়ানো হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, কিন্তু এর ব্যতিক্রম হলো সাওম (রোযা)। কেননা, সাওম আমার জন্যে রাখা হয় এবং আমিই এর প্রতিদান দিবো। কারণ সায়িম (রোযাদার) ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির তাড়না ও খাবার-দাবার শুধু আমার জন্য পরিহার করে। সায়িমের জন্য দু'টি খুশী রয়েছে। একটি ইফতার করার সময় আর অপরটি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময়। সায়িমের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মিশকের সুগন্ধির চেয়েও বেশী পবিত্র ও পছন্দনীয় এবং সিয়াম ঢাল স্বরূপ (জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষাকবচ)। তাই তোমাদের যে কেউ যেদিন সায়িম হবে সে যেন অশ্লীল কথাবার্তা না বলে আর শোরগোল বা উচ্চবাচ্য না করে। তাকে কেউ যদি গালি দেয় বা কটু কথা বলে অথবা তার সাথে ঝগড়া করতে চায়, সে যেন বলে দেয়, 'আমি একজন সায়িম'।"[৪৬১] অনুরূপ হাদিস ইমাম মালেক রহঃ, ইমাম আবু দাউদ রহঃ, ইমাম তিরমিযী রহঃ, ইমাম নাসাঈ রহঃ এবং ইমাম ইবনে খুজায়মা রহঃ বর্ণনা করেছেন।"[৪৬২]

হাদিস নং-১১: ইমাম তাবরানী রহঃ তাঁর মু'জামুল আওসাত নামক কিতাবে আর ইমাম বায়হাকী রহঃ সংকলন করেছেন-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْأَعْمَالُ عِنْدَ اللهِ سَبْعَةٌ: عَمَلَانِ مُوجِبَانِ، وَعَمَلَانِ بِأَمْثَالِهِمَا، وَعَمَلٌ بِعَشْرِ أَمْثَالِهِ، وَعَمَلٌ بِسَبْعِمِائَةٍ، وَعَمَلٌ لَا يَعْلَمُ ثَوَابَ عَامِلِهِ إِلَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَأَمَّا الْمُوجِبَانِ: فَمَنْ لَقِيَ اللهَ يَعْبُدُهُ مُخْلِصًا لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْئًا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ لَقِيَ اللهَ قَدْ أَشْرَكَ بِهِ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، وَمَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً جُزِيَ بِمِثْلِهَا أَظُنُّهُ وذَكَرَ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ جُزِيَ بِمِثْلِهَا فَسَقَطَ مِنْ كِتَابِي قَالَ: وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَةً جُزِيَ عَشْرًا، وَمَنْ أَنْفَقَ مَالَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ضُعِّفَتْ لَهُ نَفَقَتُهُ الدِّرْهَمُ بِسَبْعِمِائَةٍ، وَالدِّينَارُ بِسَبْعِمِائَةِ دِينَارٍ، وَالصِّيَامُ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، لَا يَعْلَمُ ثَوَابَ عَامِلِهِ إِلَّا اللهُ جَلَّ جَلَالُهُ

-"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। নবী কারীম (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট আমল সাত প্রকারের, দু'টি আমল ওয়াজিবকরী, দু'টির প্রতিদান সমান। এক আমলের প্রতিদান দশগুণ এবং

৪৬১ . খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬১২ পৃ. হা/১৯৫৯, পরিচ্ছেদ: **كتاب الصَّوْم** ,
৪৬২ . সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৩৪৮২

এক আমলের বিনিময় সাতশত গুণ। এক আমলের প্রতিদান যার সওয়াব সম্বন্ধে আল্লাহই অধিক জ্ঞাত, দু'টি ওয়াজিবকারী আমলের একটি হল যে, ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে ইবাদতরত অবস্থায় আল্লাহর সান্নিধ্যে গমন করেছে। আর কাউকে শরীক করেনি। তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব। দ্বিতীয়টি হল এই যে, যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করেছে এমতাবস্থায় যে সে শরীক করেছে, তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব। যে ব্যক্তি অন্যায় করেছে, তাকে অনুরূপ শাস্তি দেয়া হবে। যে ব্যক্তি নেকীর আশা পোষণ করেছে কিন্তু আমল করেনি, তাকে এক নেকীর বিনিময় দেয়া হবে। যে ব্যক্তি নেক কাজ করেছে, তাকে দশ গুণ সাওয়াব দেয়া হবে। যে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেছে, সে সাতশত গুণ সাওয়াব পাবে। এক দিরহামের বিনিময় সাতশত দিরহাম এবং এক দিনারের বিনিময় সাতশত দিনারের সাওয়াব পাবে। রোজা আল্লাহরই জন্য এর সওয়াব আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানেনা।"[৪৬৩]

হাদিস নং-১২-১৫: ইমাম আহমদ রহঃ 'হাসান' সূত্রে এবং ইমাম বায়হাকী রহঃ বর্ণনা করেন, নাবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেন,

الصَّوْمُ جُنَّةٌ يُجَنُّ بِهَا عَبْدِي مِنَ النَّارِ

-"রোজা ঢাল স্বরূপ এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের জন্য সুদৃঢ় দূর্গ স্বরূপ।"[৪৬৪] অনুরূপ অভিন্ন হাদিস জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ[৪৬৫] (রাঃ) হযরত উসমান ইবনে আবুল আস[৪৬৬] (রাঃ) ও হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল[৪৬৭] (রাঃ) প্রমুখ বর্ণনা করেছেন।

---

৪৬৩ . ইমাম বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৫/২১১ পৃ. হা/৩৩১৭, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৬/৩৭৯ পৃ. হা/১৬১৪৩ এবং ৮/৪৫২ পৃ. হা/২৩৬২১

৪৬৪ . ইমাম হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩/১৮০ পৃ. হা/৫০৮০,

৪৬৫ . ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহঃ) এভাবে সংকলন করেন-

الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ

-"সাওম (রোযা) জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের জন্য সুদৃঢ় দূর্গ স্বরূপ।" (ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/২৭২ পৃ. হা/৮৮৯২)

৪৬৬ . ইমাম তাবরানী (রহঃ) এভাবে সংকলন করেন-

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ يَسْتَجِنُّ بِهَا الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ

-"হযরত উসমান ইবনে আবি আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি প্রিয় নাবী রাসূলে আরাবী (সাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেন, রোজা ঢাল স্বরূপ এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের জন্য সুদৃঢ় দূর্গ স্বরূপ।" (ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ৯/৫৮ পৃ. হা/৮৩৮৬, ইমাম নাসাঈ, আস-সুনান, ৪/১৬৭ পৃ. হা/২২৩১, বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, হা/৩৩০৭ এবং আস-সুনানুস সুগড়া, হা/১৪০৭, সহীহ ইবনে খুজায়মা, হা/২১২৫, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, হা/২৩৬১৭)

৪৬৭ . ইমাম নাসাঈ (রহঃ) এভাবে সংকলন করেন-

হাদিস নং-১৬-১৭: ইমাম আবু ই'য়ালা রহঃ, ইমাম বায়হাকী (রহঃ) হযরত সালামা ইবনে কায়ছারা[৪৬৮] (রাঃ)এবং ইমাম আহমদ রহঃ ও ইমাম বায্যার রহঃ প্রমুখ সংকলন করেছেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، بَعَّدَهُ اللهُ مِنْ جَهَنَّمَ كَبُعْدِ غُرَابٍ طَارَ وَهُوَ فَرْخٌ حَتَّى مَاتَ هَرِمًا

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য একদিন রোজা রাখে। আল্লাহ তা'য়ালা তাকে জাহান্নাম থেকে এসব দূরত্বে রাখবেন, যেমন কাক শিশুকাল থেকে উড়তেছিল এমনকি বৃদ্ধাবস্থায় মৃত্যু পর্যন্ত।"[৪৬৯]

হাদিস নং-১৮: ইমাম আবু ই'য়ালা (রহঃ) ও ইমাম তাবরানী (রহঃ) সংকলন করেছেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَامَ يَوْمًا تَطَوُّعًا، ثُمَّ أُعْطِيَ مِلْءَ الْأَرْضِ ذَهَبًا لَمْ يَسْتَوْفِ ثَوَابَهُ دُونَ يَوْمِ الْحِسَابِ

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, যদি কেউ একটি নফল রোজা রাখে, জমিন ভর্তি তাকে স্বর্ণ দেয়া হলেও তার সাওয়াব পূর্ণ হবে না। এর সাওয়াব কিয়ামতের দিবসেই পাওয়া যাবে।"[৪৭০]

عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : الصَّوْمُ جُنَّةٌ

-"হযরত মুয়াজ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি প্রিয় নাবী রাসূলে আরাবী (সাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেন, রোজা ঢাল স্বরূপ।" (ইমাম নাসাঈ, আস-সুনান, ৪/১৬৬ পৃ. হা/২২২৪, ইমাম ক্বাদাঈ, মুসনাদিশ শিহাব, হা/৪৮)

৪৬৮ . ইমাম তাবরানী, আল-মু'জামুল কাবীর, ৩/২৭১ পৃ. হা/৩১১৮, মুসনাদে আবি ই'য়ালা, ২/২২২ পৃ. হা/৯২১, বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, হা/৩৩১৮, ইমাম মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৮/৫৮৮ পৃ. হা/২৪১৫৫, হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩/১৮১ পৃ. হা/৫০৮৫

৪৬৯ . ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, ১৬/৪৭১ পৃ. হা/১০৮০৮, মুসনাদে বায্যার, ১৬/২৪১ পৃ. হা/৯৪১১, হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩/১৮১ পৃ. হা/৫০৮৬

৪৭০ . মুসনাদে আবি ই'য়ালা, ১০/৫১২ পৃ. হা/৬১৩০, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৮/৫৫৮ পৃ. হা/২৪১৫৭, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৫১ পৃ. হা/১৪৫৭, পরিচ্ছেদ: **كتاب الصَّوْم** **التَّرْغِيب فِي الصَّوْم مُطلقًا** , ইমাম হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩/১৮২ পৃ. হা/৫০৯২, তিনি বলেন-

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

হাদিস নং-১৯: ইমাম ইবনে মাযাহ রহঃ সংকলন করেছেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : الصِّيَامُ نِصْفُ الصَّبْرِ، وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصِّيَامُ

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক বস্তুর যাকাত রয়েছে, শরীরের যাকাত হলো রোযা। রোযা ধৈর্য্যের অর্ধেক।"[৪৭১]

হাদিস নং-২০: ইমাম নাসাঈ, ইমাম ইবনে খোজায়মা, ইমাম হাকেম (রহঃ) সংকলন করেছেন-

عَن أَبِي أُمَامَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قلت يَا رَسُول الله ﷺ مرني بِعَمَل قَالَ عَلَيْك بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عدل لَهُ قلت يَا رَسُول الله ﷺ مرني بِعَمَل قَالَ عَلَيْك بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عدل لَهُ قلت يَا رَسُول الله ﷺ مرني بِعَمَل قَالَ عَلَيْك بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا مثل لَهُ

-"হযরত আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি আরজ করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমাকে কোন আমলের নির্দেশ দিন, ইরশাদ করেন, রোযাকে অপরিহার্য করো। এর সমতুল্য কোন আমল নেই, অতঃপর আরজ করলাম, আমাকে কোন আমল সম্পর্কে বলুন! ইরশাদ করেন, রোজাকে অপরিহার্য করো। এর সমতুল্য কোন আমল নেই। তিনি পুনরায় আরজ করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)পুনরায় তা ইরশাদ করেন।"[৪৭২]

-"হাদিসটি ইমাম আবু ই'য়ালা এবং তাবরানী তার মু'জামুল আওসাতে বর্ণনা করেছেন। সনদে 'লাইস ইবনে আবি সুলাইম' রয়েছেন তিনি বিশ্বস্ত তবে তাদলীসকারী, আর সনদের বাকি অন্যান্যরা সিকাহ।"

৪৭১ . ইমাম ক্বাদাঈ, আল-মুসনাদ, ১/১৬২ পৃ. হা/২২৯, সুনানে ইবনে মাযাহ, ১/৫৫৫ পৃ. হা/১৭৪৫, ইমাম মানাভী, তাইসীর বিশারহে জামেউস সগীর, ২/১০৯ পৃ., মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৮/৪৪৪ পৃ. হা/২৩৫৭১, তবে এ হাদিসটি বায়হাকী, তাবরানীসহ একজামাত ইমামগণ এভাবে সংকলন করেন-

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ

-"হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক বস্তুর যাকাত রয়েছে, শরীরের যাকাত হলো রোযা। রোযা ধৈর্য্যের অর্ধেক।" (ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ৬/১৯৩ পৃ. হা/৫৯৭৩, ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/১৩৬ পৃ., বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৫/১৯৯ পৃ. হা/৩৩০০, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৮/৪৪৪ পৃ. হা/২৩৫৭২, ইমাম হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩/১৮২ পৃ. হা/৫০৮৮, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬৩৯ পৃ. হা/১৯৭২, পরিচ্ছেদ: **بَاب الْقَضَاء**)

৪৭২ . ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৫২ পৃ. হা/১৪৬১, পরিচ্ছেদ: **كتاب الصَّوْم التَّرْغِيب فِي الصَّوْم مُطلقًا** , মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বাহ, ২/২৭৩ পৃ. হা/৮৮৯৫, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল

হাদিস নং-২১-২৬: ইমাম বুখারী রহঃ, ইমাম মুসলিম রহঃ, ইমাম তিরমিযী রহঃ এবং ইমাম নাসাঈ (রহঃ) সংকলন করেছেন-

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ، بَاعَدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

-"হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি হুজুর আকদাস (সাঃ)কে ইরশাদ করতে শুনেছি, তিনি বলেন, যে বান্দা আল্লাহর রাস্তায় একদিন রোজা রাখবে, আল্লাহ তা'আলা তার মুখমণ্ডল দোযখের মধ্যে সত্তর বছরের রাস্তায় দূরত্ব সৃষ্টি করবেন।"[৪৭৩]

অনুরূপ হাদিস ইমাম নাসাঈ রহঃ, ইমাম তিরমিযী রহঃ, ইমাম ইবনে মাযাহ (রহঃ) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।[৪৭৪]

ইমাম তাবরানী (রহঃ) হযরত আবু দারদা[৪৭৫] (রাঃ) এবং ইমাম তিরমিযী (রহঃ) সংকলন করেছেন-

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ.

-"হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)হতে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে রোযা রাখবে, মহান আল্লাহ তার ও জাহান্নামের মাঝে আসমান জমিন সমান খন্দক তৈরী করে দেবেন। আল্লাহ তা'আলা এত বড় পরিখা করে দেবেন।"[৪৭৬]

উম্মাল, ৮/৪৫০ পৃ. হা/২৩৬০৮, ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ৮/৯১ পৃ. হা/৭৪৬৪, সহীহ ইবনে হিববান, হা/৩৪২৫, ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫/১৭৪ পৃ.

৪৭৩ . ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ২/৮০৮ পৃ. (১৬৮) হা/১১৫৩, ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৯/২৯১ পৃ. হা/১৮৫৭৬, সুনানে নাসাঈ, ৪/১৭৩ পৃ. হা/২২৪৬, সুনানে তিরমিযি, ৩/২১৮ পৃ. হা/১৬২৩, সুনানে ইবনে মাযাহ, হা/১৭১৮, সহীহ বুখারী, হা/২৮৪০, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬৩৬ পৃ. হা/২০৫৩, পরিচ্ছেদ: **بَاب الْقَضَاء** ,

৪৭৪ . সুনানে তিরমিযি, ৩/২১৮ পৃ. হা/১৬২২

৪৭৫ . ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৪/৪৬ পৃ. হা/৩৫৭৪, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/১৭১ পৃ. হা/১৯৭৪, তিনি বলেন- **رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَالصَّغِير بِإِسْنَاد حسن** -"এ হাদিসটি ইমাম তাবরানী মু'জামুল আওসাতে এবং সগীরে বর্ণনা করেছেন, সনদটি 'হাসান'।"(ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৫২ পৃ. হা/১৪৬৪)

৪৭৬ . সুনানে তিরমিযি, ৩/২১৮ পৃ. হা/১৬২৪, ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ৮/২৩৫ পৃ. হা/৭৯২১, মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক, ৫/৩০১ পৃ. হা/৯৬৮৩, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/১৭১ পৃ. হা/১৯৭৫, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬৩৮ পৃ. হা/২০৬৪, পরিচ্ছেদ: **بَاب الْقَضَاء** ,

ইমাম তাবরানীর অপর বর্ণনায় রয়েছে-

عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ رضي الله عنه : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَعُدَتْ مِنْهُ النَّارُ مَسِيرَةَ مِائَةِ عَامٍ

-"তাবেয়ী মেকহুল শামী (রহঃ) হযরত আমর ইবনে আবাসা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ)ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে রোযা রাখবে দোযখ ও তার মাঝে একশত বছরের দূরুত্ব হবে।"[৪৭৭]

ইমাম আবু ই'য়ালা (রহঃ) থেকে অপর বর্ণনায় এসেছে-

عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ بَعُدَ مِنَ النَّارِ مِائَةَ عَامٍ سَيْرَ الْمُضَمَّرِ الْجَوَادِ

-"হযরত মুয়াজ ইবনে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, রমজান ছাড়াও যে ব্যক্তি রোজা রাখে সে দ্রুতগামী ঘোড়ায় শত বছরের ব্যবধানে জাহান্নাম থেকে দূরে থাকবেন।"[৪৭৮]

হাদিস নং-২৭: ইমাম বায়হাকী (রহঃ) সংকলন করেছেন-

এবং ২/৫৩ পৃ. হা/১৪৬৮, হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩/১৯৪ পৃ. হা/৫১৭২, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৪/৩৪২ পৃ. হা/১০৮০৬, ইবনে আছির, জামেউল উসূল, হা/৭১৪৪, হুবহু এ হাদিসের ন্যায় হযরত জাবের (রাঃ) হতেও আরেকটি সূত্র বর্ণিত আছে। (ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৫/১১২ পৃ. হা/৪৮২৬, হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩/১৯৪ পৃ. হা/৫১৭৪)

৪৭৭ . ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৩/৩০৯ পৃ. হা/৩২৪৯, ইমাম হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩/১৯৪ পৃ. হা/৫১৭১, মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক, ৫/৩০১ পৃ. হা/৯৬৮৪, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৫২ পৃ. হা/১৪৬৬, ইমাম ইবনে কাসির, জামেউল মাসানীদ ওয়াল সুনান, ৬/৫৯৭ পৃ. হা/৮৩৭২, এ বিষয়ক আরেকটি হাদিস ইমাম নাসাঈ (রহঃ)সহ আরও অনেকে এভাবে সংকলন করেছেন-

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بَاعَدَ اللهُ مِنْهُ جَهَنَّمَ مَسِيرَةَ مِائَةِ عَامٍ

-"হযরত উকবা ইবনু আমির (রাঃ) সুত্রে রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একদিন সাওম পালন করবে আল্লাহ তা'য়ালা তার থেকে জাহান্নামকে একশত বছরের দূরত্বে সরিয়ে রাখবেন।" (সুনানে নাসাঈ, ৪/১৭৪ পৃ. হা/২২৫৪ এবং আস-সুনানুল কোবরা, ৩/১৪৪ পৃ. হা/৭৫৭৪, মুসনাদে আবি ই'য়ালা, ৩/৩০১ পৃ. হা/১৭৬৭, ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ১৭/৩৩৫ পৃ. হা/৯২৭, ইমাম ইবনে কাসির, জামেউল মাসানীদ ওয়াল সুনান, হা/৭৫৯৬, ইবনে আছির, জামেউল উসূল, হা/৭১৪৫, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৪/৩৪২ পৃ. হা/১০৮০১ এবং হা/২৩৫৯৭)

৪৭৮ . হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩/১৯৪ পৃ. হা/৫১৭১, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৫২ পৃ. হা/১৪৬৬,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لِلصَّائِمِ عِنْدَ إِفْطَارِهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ

-"হযরত আমর ইবনে শুয়াইব (রহঃ) তিনি তার পিতা তিনি তার পিতামহ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, রোযাদারের দোয়া ইফতারের সময় ফিরিয়ে দেয়া হয় না।"[৪৭৯]

হাদিস নং-২৮: ইমাম আহমদ রহঃ, ইমাম তিরমিযী রহঃ, ইমাম ইবনে মাযাহ রহঃ, ইমাম ইবনে খুজায়মা রহঃ, ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ) সংকলন করেছেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ، الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالصَّائِمُ، حَتَّى يُفْطِرَ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، يَرْفَعُهَا اللهُ دُونَ الْغَمَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ: بِعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, তিন ব্যক্তির দোয়া রদ হয় না (কবুল হয়)। ইফতারের সময় রোযাদারের দোয়া, ন্যায় বিচারক বাদশাহর দোয়া, মজলুম ব্যক্তির দোয়া। আল্লাহ তাকে মেঘমালার চেয়ে উচু করেছেন, তার জন্য আসমানের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয়, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের শপথ! অব্যশই আমি তোমাকে সাহায্য করবো যদিও কিছুকাল পরে হয়।"[৪৮০]

হাদিস নং-২৯: ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ), ইমাম বায়হাকী (রহঃ) সংকলন করেছেন-

---

৪৭৯ . বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৫/৪০৮ পৃ. হা/৩৬২৪, পরিচ্ছেদ: **مَا يُفْطِرُ الصَّائِمُ عَلَيْهِ، وَمَا يَقُولُ عِنْدَ فِطْرِهِ** , মুসনাদে আবি দাউদ তায়লসী, ৪/২০ পৃ. হা/২৩৭৬, তিনি আরও হাদিসের পাশে উল্লেখ করেন- **فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو إِذَا أَفْطَرَ دَعَا أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ وَدَعَا**

-"সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) যখন ইফতারের সময় হত তখন তিনি তার পরিবারবর্গ এবং সন্তানাদীদেরকে নিয়ে দোয়া করতেন।" (আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ৪/১৩৬৩ পৃ. হা/১৯৫৯, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৪/৪৪৮ পৃ. হা/২৩৫৯২)

৪৮০ . ইমাম ইবনে মাযাহ, আস-সুনান, ১/৫৫৭ পৃ. হা/১৭৫২, বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, হা/৬৩৯৩, সুনানে তিরমিযি, ৫/৪৭০ পৃ. হা/৩৫৯৮, সহীহ ইবনে খুজায়মা, ৩/১৯৯ পৃ. হা/১৯০১, সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৩৪২৮, মুসনাদে আহমদ, ১৩/৪১০ পৃ. হা/৮০৪৩, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বাহ, হা/২৯৩৭৫, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ২/৬৯৫ পৃ. হা/২২৪৯, পরিচ্ছেদ: **كتاب الدَّعْوَات**, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৫৩ পৃ. হা/১৪৭০, আল্লামা মানাভী (রহঃ) লিখেন- **حسن** - "হাদিসটি 'হাসান'। (মানাভী, তাইসীর বিশারহে জামেউস সগীর, ১/৪৭৭ পৃ.)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَعَرَفَ حُدُودَهُ، وَتَحَفَّظَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَحَفَّظَ مِنْهُ، كَفَّرَ مَا قَبْلَهُ

-"হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। নাবী কারীম (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, যে রমজানের রোযা রাখলো, এর সীমারেখা জানলো, যেসব বিষয় থেকে বিরত থাকা উচিৎ তা থেকে বিরত রইলো, তাহলে পূর্বে যা করেছে, তার কাফ্ফারা হবে।"[৪৮১]

হাদিস নং-৩০: ইমাম ইবনে মাযাহ (রহঃ) সংকলন করেছেন-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ بِمَكَّةَ، فَصَامَهُ، وَقَامَ مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ لَهُ، كَتَبَ اللهُ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فِيمَا سِوَاهَا، وَكَتَبَ اللهُ لَهُ، بِكُلِّ يَوْمٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ، وَكُلِّ لَيْلَةٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ، وَكُلِّ يَوْمٍ حُمْلَانَ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَفِي كُلِّ يَوْمٍ حَسَنَةً، وَفِي كُلِّ لَيْلَةٍ حَسَنَةً

-"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। হুজুর আকদাস (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মক্কা শরীফে রমজান মাসের রোজা পেয়ে, রোজা রাখল, রাতে যতটুকু সম্ভব জাগ্রত রইল, আল্লাহ তার জন্য এবং স্থানের উসীলায় এক লক্ষ রমজানের সাওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন। প্রতিদিন একজন ক্রীতদাস আজাদ করার সাওয়াব, প্রতিরাতে একজন ক্রীতদাস মুক্ত করার সওয়াব, প্রতিদিন ঘোড়ার উপর সাওয়াব হয়ে জিহাদ করার সাওয়াব প্রতিদিন সাওয়াব এবং প্রতিদিন জিহাদে ঘোড়ার উপর আরোহন করে জিহাদ করার প্রতিদিন নেক কাজের সাওয়াব এবং প্রতিরাতে সাওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন।"[৪৮২]

---

৪৮১ . ইমাম বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৫/২৩৩ পৃ. হা/৩৩৫১, সহীহ ইবনে হিব্বান, ৮/২১৯ পৃ. হা/৩৪৩৩, মুসনাদে আহমদ, ১৮/৮৪ পৃ. হা/১১৫২৪, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৫৫ পৃ. হা/১৪৭৪

৪৮২ . সুনানে ইবনে মাযাহ, ২/১০৪১ পৃ. হা/৩১১৭, মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ৫/১৮৬৯ পৃ. হা/২৭২৫, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১২/২০০ পৃ. হা/৩৪৬৫৭, আহলে হাদিস আলবানী এই হাদিসকে সুনানে ইবনে মাযাহ এর টীকায় জাল বলে উল্লেখ করেছেন। সে রাবী (**عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُّ**) এর কারণে এটিকে জাল বলেছেন। তার দাবী উক্ত রাবী মিথ্যুক, অথচ বিজ্ঞ ইমামগণ তাকে শুধু যঈফ রাবী বলেছেন। আমি বলবো, ইমাম যাহাবী (রহঃ) উল্লেখ করেছেন- **وقال أبو داود: ضعيف.** - "ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, তিনি দুর্বল রাবী।" (ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৪/৯০৮ পৃ. ক্রমিক. ২১১) এমনটি ইমাম নাসাঈ (রহঃ), ইবনে মাঈন (রহঃ)ও বলেছেন। আল্লামা মুগলতাঈ (রহঃ) উল্লেখ করেছেন-

وذكره ابن شاهين وأبو القاسم البلخي في جملة الضعفاء .

হাদিস নং-৩১: ইমাম বায়হাকী (রহঃ) হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أُعْطِيَتْ أُمَّتِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي، أَمَّا وَاحِدَةٌ: فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ نَظَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ، وَمَنْ نَظَرَ اللهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ: فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أُطَيِّبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَأَمَّا الثَّالِثَةُ: فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَأَمَّا الرَّابِعَةُ: فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُ جَنَّتَهُ فَيَقُولُ لَهَا: اسْتَعِدِّي وَتَزَيَّنِي لِعِبَادِي أَوْشَكَ أَنْ يَسْتَرِيحُوا مِنْ تَعَبِ الدُّنْيَا إِلَى دَارِي وَكَرَامَتِي، وَأَمَّا الْخَامِسَةُ: فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ غَفَرَ لَهُمْ جَمِيعًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ؟ فَقَالَ: لَا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الْعُمَّالِ يَعْمَلُونَ فَإِذَا فَرَغُوا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وُفُّوا أُجُورَهُمْ

-"রাসূলে করীম (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মাতকে রমজান মাসে পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে যা আমার পূর্বের কোন নবীকে দান করা হয়নি। প্রথমত. যখন রমজানের প্রথম রাত্রি হয় তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন (আল্লাহ) যার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন তাকে কখনো শাস্তি দেবেন না।
দ্বিতীয়ত. সন্ধ্যার সময় তার মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশকের সুগন্ধের চেয়ে অধিক সুগন্ধময় হয়।
তৃতীয়ত. প্রতিদিনে ও রাতে ফিরিশতা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।
চতুর্থত. আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাতকে হুকুম দেন আমার বান্দাদের জন্য প্রস্তুত ও সুসজ্জিত হও, অচিরেই তারা দুনিয়ার কষ্ট থেকে এখানে এসে আরাম করবে।

وقال عبد الله بن علي ابن المديني عن أبيه: ضعيف.
وقال ابن السمعاني: كان ضعيفا.
-"ইমাম ইবনে শাহীন (রহঃ) এবং ইমাম আবুল কাসেম বলখী (রহঃ) তাকে যঈফ রাবীদের অর্ন্তভুক্ত করেছেন। ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে আলী ইবনে মাদীনী (রহঃ) তিনি তাঁর পিতা ইমামুল হাদিস আলী ইবনে মাদীনী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সে দুর্বল হাদিস বর্ণনাকারী, ইমাম ইবনে সাম'আনী (রহঃ) বলেন, সে দুর্বল বর্ণনাকারী।" (আল্লামা মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৮/২৬০ পৃ. ক্রমিক. ৩২৮৩) তাই এ হাদিস যঈফ হলেও ফাযায়েলে আমলের জন্য গ্রহণযোগ্য।

পঞ্চম. যখন শেষ রাতে হয়, সকলকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। কেউ আরজ করলেন, ঐ রাত কি শবে কদরের রাত? ইরশাদ করলেন, না। তুমি কি দেখছো না? শ্রমিক যখন কাজ সম্পদ করে তখন সে পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে।"[৪৮৩]

হাদিস নং-৩২-৩৪: ইমাম হাকেম নিশাপুরী (রহঃ) সংকলন করেছেন-

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْضَرُوا الْمِنْبَرَ فَحَضَرْنَا فَلَمَّا ارْتَقَى دَرَجَةً قَالَ: آمِينَ، فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّانِيَةَ قَالَ: آمِينَ فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ قَالَ: آمِينَ، فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْئًا مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ قَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَرَضَ لِي فَقَالَ: بُعْدًا لِمَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ قُلْتُ: آمِينَ، فَلَمَّا رَقِيتُ الثَّانِيَةَ قَالَ: بُعْدًا لِمَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ قُلْتُ: آمِينَ، فَلَمَّا رَقِيتُ الثَّالِثَةَ قَالَ: بُعْدًا لِمَنْ أَدْرَكَ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ عِنْدَهُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ قُلْتُ: آمِينَ

-"হযরত কা'ব বিন উযরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, সকল লোক মিম্বরের নিকট উপস্থিত হও! আমার হাজির হলাম, প্রিয় নাবী রাসূলে আরাবী ﷺ মিম্বরের প্রথম ধাপে (সিঁড়িতে) আরোহণ করে, বললেন, আমীন, দ্বিতীয় ধাপে আরোহণ করে, বললেন আমীন। তৃতীয় ধাপে আরোহণ করে, বললেন, আমীন। যখন মিম্বর থেকে নীচে অবতরণ করলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আমরা আজ হুজুর (ﷺ) থেকে এমন কথা শুনেছি যা ইতোপূর্বে শুনিনি। ইরশাদ করলেন, জিবরাঈল (আঃ) এসে আরজ করলেন, ঐ ব্যক্তি বঞ্চিত হোক যে রমজান পেয়েছে অথচ স্বীয় গুনাহ ক্ষমা করাতে পারেনি। আমি বললাম, আমীন। যখন আমি দ্বিতীয় ধাপে চড়লাম বললেন, ঐ ব্যক্তি বঞ্চিত হোক যার নিকট আমার নাম উল্লেখ হয়েছে সে আমার উপর দুরূদ পাঠ করেনি। আমি বললাম, আমীন। যখন আমি তৃতীয় ধাপে চড়লাম বললেন, ঐ ব্যক্তি

---

৪৮৩ . ইমাম বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৫/২২০ পৃ. হা/৩৩৩১, পরিচ্ছেদ: فَضَائِلُ شَهْرِ رَمَضَانَ , মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৮/৪৭২ পৃ. হা/২৩৭০৯, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৫৬ পৃ. হা/১৪৭৭, তিনি বলেন- **رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَإِسْنَاده مقارب أصلح** -"এ সনদটি সহীহ এর নিকটবর্তী, চলনসই।"

বঞ্চিত, যে পিতা-মাতা দু'জনকে অথবা একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েছে অথচ তাদের খেদমতে করে জান্নাতে যেতে পারেনি। আমি বললাম, আমীন।"[৪৮৪]
অনুরূপ হাদিস হযরত আবু হুরায়রা[৪৮৫] (রাঃ) এবং হযরত মালেক ইবনে হাসান বিন হুয়াইরিস (রহঃ) তিনি তাঁর পিতা তিনি তার দাদা হযরত মালেক ইবনে হুয়াইরিস (রাঃ) প্রমুখ থেকে ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ) সংকলন করেছেন।[৪৮৬]

---

৪৮৪ . ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ৪/১৭০ পৃ. হা/৭২৫৬, পরিচ্ছেদ: **كِتَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ** , তিনি বলেন- **هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ** -"এ হাদিসটির সনদ সহীহ, যদিওবা শাইখাইন এটি সংকলন করেননি।" ইমাম যাহাবীও তাঁর সাথে একমত পোষণ করেছেন। বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, হা/১৪৭১, হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ১০/১৬৭ পৃ. হা/১৭৩১৭, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩৩০ পৃ. হা/২৫৯১

৪৮৫ . ইমাম তিরিমিযি (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلاَهُ الجَنَّةَ

-"সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবী, হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, লাঞ্ছিত হোক সেই ব্যক্তি, যার নিকট আমার নাম উচ্চারিত হয় কিন্তু সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে না। লাঞ্ছিত হোক সেই ব্যক্তি, যার কাছে রমাযান মাস আসে আবার তার গুনাহ ক্ষমার আগে সে মাস চলে যায়। লাঞ্ছিত হোক সেই ব্যক্তি, যার নিকট তার বৃদ্ধ মা-বাপ অথবা দু'জনের একজন বেঁচে থাকে অথচ তারা তাকে জান্নাতে পৌঁছায় না।" (সুনানে তিরমিযি, ৫/৪৪২ পৃ. হা/৩৫৪৫, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/২৯২ পৃ. হা/৯২৭, পরিচ্ছেদ: **بَابُ الصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفضلها** , মুসনাদে বায্যার, ১৫/১৪৪ পৃ. হা/৮৪৬৫, সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৯০৮, মুসনাদে আহমদ, ১২/৪২১ পৃ. হা/৭৪৫১, ইমাম বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ৩/১৯৮ পৃ. হা/৬৮৯)

৪৮৬ . ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ১৯/২৯১ পৃ. হা/৬৪৯, ইমাম হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ১০/১৬৬ পৃ. হা/১৭৩১৮, ইমাম ইবনে আদি, আল-কামিল, ৮/১১৬ পৃ. ক্রমিক. ১৮৬৫, তবে ইমাম বায্যার (রহঃ)সহ আরও অনেকে হাদিসটি এভাবে উল্লেখ করেছেন যে-

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: آمِينَ، آمِينَ، آمِينَ. فَلَمَّا نَزَلَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: أَتَانِي جِبْرِيلُ عليه السلام فَقَالَ: رَغِمَ أَنْفُ امْرِئٍ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، قُلْ: آمِينَ، فَقُلْتُ: آمِينَ. وَرَغِمَ أَنْفُ امْرِئٍ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، قُلْ: آمِينَ، فَقُلْتُ: آمِينَ. وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، قُلْ: آمِينَ، فَقُلْتُ: آمِينَ

-"হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রিয় নাবী রাসূলে আরাবী ﷺ মিম্বরের ধাপে (সিঁড়িতে) আরোহণ করে, বললেন, আমীন, আমীন, আমীন। যখন মিম্বর থেকে নীচে অবতরণ করলে, আমরা জিজ্ঞেস করলে, তিনি ইরশাদ করলেন, হযরত জিবরাঈল (আঃ) এসে আরজ করলেন, ঐ ব্যক্তি বঞ্চিত হোক যে রমজান পেয়েছে অথচ স্বীয় গুনাহ ক্ষমা করাতে পারেনি। আমি বললাম, আমীন। ঐ ব্যক্তি বঞ্চিত হোক যার নিকট আমার নাম উল্লেখ হয়েছে সে আমার উপর দুরূদ পাঠ করেনি। আমি বললাম, আমীন। তিনি যখন বললেন, ঐ ব্যক্তি বঞ্চিত, যে পিতা-মাতা দু'জনকে অথবা একজনকে

হাদিস নং-৩৫: ইমাম ইস্পাহানী রহঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন,

إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله إلى خلقه وإذا نظر الله إلى عبد لم يعذبه أبدا، ولله في كل ليلة ويوم ألف الف عتيق من النار، فإذا كانت ليلة تسع وعشرين أعتق الله فيها مثل جميع ما أعتق في كل الشهر، فإذا كان ليلة الفطر ارتجت الملائكة وتجلى الجبار بنوره مع أنه لا يصفه الواصفون فيقول الملائكة وهم في عيدهم من الغد: يا معشر الملائكة يوحي إليهم ما جزاء الأجير إذا وفى عمله؟ تقول الملائكة: يوفى أجره فيقول الله تعالى: أشهدكم أني قد غفرت لهم.

-"রমজানের প্রথম রাত্রি হয়, তখন আল্লাহ তার সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। যখন আল্লাহ কোন বান্দার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন, তখন তাকে কখনো আযাব দেবেন না। প্রতিদিন দশ লক্ষ বান্দাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। যখন রমজানের ঊনত্রিশতম রাত্রি হয়, তখন মাস ব্যাপী যত আজাদ করেছে তার সমান এক রাত্রেই আজাদ করে থাকেন, অতঃপর যখন ঈদুল ফিতরের রাত আসে তখন ফেরেশ্তারা আনন্দে উদ্বেলিত হয়, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নূরের বিশেষ তাজাল্লী নিক্ষেপ করেন, ফিরিশতাদের বলেন, ওহে ফিরিশতারা আরজ করেন, তাকে পরিপূর্ণ প্রাপ্য দেয়া উচিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি তোমাদেরকে সাক্ষ্য করছি যে, আমি তাদের সকলকে ক্ষমা করে দিলাম।"[৪৮৭]

হাদিস নং-৩৬: ইমাম ইবনে খুজায়মা রহঃ হযরত আবু মাসউদ গিফারী (রাঃ) হতে একটি দীর্ঘ হাদিস বর্ণনা করেছেন, এতে একথাও রয়েছে যে, হুজুর (সাঃ)ইরশাদ করেছেন,

لَوْ يَعْلَمُ الْعِبَادُ مَا رَمَضَانُ لَتَمَنَّتْ أُمَّتِي أَنْ يَكُونَ السَّنَةَ كُلَّهَا

বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েছে অথচ তাদের খেদমতে করে জান্নাতে যেতে পারেনি। আমি বললাম, আমীন।" (মুসনাদে বায্যার, হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ১০/১৬৬ পৃ. হা/১৭৩১৫) এ বিষয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতেও আরেকটি সূত্র বর্ণিত হয়েছে। (হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ১০/১৬৬ পৃ. হা/১৭৩১২-১৭৩১৩) এ বিষয়ে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার (রাঃ) হতেও আরেকটি সূত্র বর্ণিত হয়েছে। (হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ১০/১৬৬ পৃ. হা/১৭৩১১) এ বিষয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস জুযইয যুবাইদী (রাঃ) হতেও আরেকটি সূত্র বর্ণিত হয়েছে। (হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ১০/১৬৬ পৃ. হা/১৭৩১৪, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩৩১ পৃ. হা/২৫৯৪) এ বিষয়ে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতেও আরেকটি সূত্র বর্ণিত হয়েছে। (হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ১০/১৬৭ পৃ. হা/১৭৩১৬)

৪৮৭ . আল্লামা মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৮/৪৭১ পৃ. হা/২৩৭০৭

-"রমজান কি জিনিস! তা যদি বান্দারা জানতো, তাহলে আমার উম্মতরা পুরো বছর রমজান হওয়া কামনা করতো।"[৪৮৮]

হাদিস নং-৩৭: ইমাম বায্যার রহঃ, ইমাম ইবনে খোজায়মা রহঃ, ইমাম ইবনে হিব্বান রহঃ প্রমুখ হযরত আমর ইবনে মুর্‌রা জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে।

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَأَدَّيْتُ الزَّكَاةَ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَقُمْتُهُ، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء

-"তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আরজ করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আপনি বলুন, আমি যদি স্বাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, হুজুর (সাঃ)আল্লাহর রাসূল, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ব, যাকাত আদায় করবো। রমজানের রোজা রাখবো রমজানের রাতসমূহে জাগ্রত থাকবো (ইবাদত করবো) তখন আমি কোন লোকদের অন্তর্ভূক্ত হবো? হুজুর ﷺ ইরশাদ করলেন, সিদ্দীকিন ও শহীদদের অন্তর্ভূক্ত হবে।"[৪৮৯]

ফিকহি মাসায়েল

রোজার সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ:

রোজার সংজ্ঞা: শরীয়তের পরিভাষায় ইবাদতের নিয়তে মুসলমান সুবহে সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ইচ্ছাকৃভাবে পানাহার, স্ত্রী সম্ভোগ থেকে বিরত থাকার নাম রোজা, মহিলার জন্য ঋতুস্রাব ও নিফাস থেকে মুক্ত হওয়া শর্ত।[৪৯০] (ফিকহের কিতাবসমূহ দ্রষ্টব্য)

মাস'আলা নং-১: রোজার তিনটি স্তর আছে।

প্রথম শ্রেণী: সাধারণ লোকের রোজা- এটা হলো পেট ও লজ্জাস্থানকে পানাহার ও সহবাস থেকে বিরত রাখা।

দ্বিতীয় শ্রেণী: বিশেষ শ্রেণীর রোজা- পানাহার স্ত্রী সম্ভোগ ছাড়াও চক্ষু, জিহ্বা, হাত, পা এবং সকল অঙ্গকে গুনাহ থেকে বিরত রাখা।

তৃতীয় : বিশেষ শ্রেণীর রোজা ঃ-

---

৪৮৮ . ইমাম ইবনে খুজায়মা, আস-সহীহ, ৩/১৯০ পৃ. হা/১৮৮৬, বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৫/২৩৯ পৃ. হা/৩৩৬১, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৬২ পৃ. হা/১৪৯৫

৪৮৯ . সহীহ ইবনে হিব্বান, ৮/২২৩ পৃ. হা/৩৪৩৮, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/১৪৫ পৃ. হা/৫৩১, কিতাবুস সালাত এবং ২/৬৪ পৃ. হা/১৫০৫, কিতাবুস সাওম।

৪৯০ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/১৯৪ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

আল্লাহ ছাড়া সকল কিছু থেকে নিজেকে পূর্ণাঙ্গরূপে মুক্ত রেখে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা।[৪৯১] (জাওহিরাতুন নাইয়্যারা)

মাস'আলা নং-২: রোজা পাঁচ প্রকার:

(১) ফরজ।

(২) ওয়াজিব।

(৩) নফল।

(৪) মাকরূহ তানযিহী।

(৫) মাকরূহ তাহরীমি।

ফরজ ওয়াজিব প্রত্যকটি দু'প্রকার- নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট। নির্দিষ্ট ফরজ রোজা যেমন- রমজানের রোজা যথাসময়ে আদায় করা।

অনির্দিষ্ট ফরজ রোজা: রমজানের কাযা রোজা, কাফ্ফারার রোজা।

নির্দিষ্ট ওয়াজিব রোজা: যেমন নির্দিষ্ট মান্নতের রোজা।

অনির্দিষ্ট ওয়াজিব রোজা: যেমন সাধারণ মান্নতের রোজা।

নফল দু'প্রকার: নফলে মাসনুন আর নফলে মুস্তাহাব। যেমন আশুরা, মহররমের দশ তারিখের রোজা, এর সাথে নয় তারিখের রোজা। প্রত্যেক মাসের তের, চৌদ্দ, পনের তারিখের রোজা, আরাফার দিবসের রোজা, সোমবার ও শুক্রবারে রোজা, ঈদের ছয় রোজা, সাওমে দাউদ আলাইহিস সালাম। অর্থাৎ একদিন রোজা রাখা একদিন ইফতার করা।

মাকরূহ তানযিহী: কেবল শনিবার দিন রোজা রাখা, নওরোজ ও মেহেরগানের উৎসবের দিন রোজা রাখা। সাওমে দাহর অর্থাৎ সবসময় রোজা রাখা। সাওমে সকুত অর্থাৎ রোজা রেখে কোন কথা না বলা। সাওমে বেসাল অর্থাৎ ইফতার না করে পুনরায় রোজা রাখা। এসব মাকরূহে তানযিহী। আর মাকরূহ তাহরিমী যেমন ঈদের দিন রোজা রাখা এবং আইয়্যামে তাশরীকে রোজা রাখা।[৪৯২] (আলমগীরি, দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলা নং-৩: রোজার বিভিন্ন কারণে আছে। রমজানের রোজা হলো, রমজান মাস আগমন কারা। মান্নতের রোজা হলো, মান্নত করা, কাফফারার রোজার হলো-শপথ ভঙ্গ, হত্যা করা বা জিহার রক্ষা করা ইত্যাদি।[৪৯৩] (আলমগীরি)

---

৪৯১ . আল্লামা আবু বকর ইবনে হাদ্দাদ, জাওয়াহারাতুন নায়্যারাহ, কিতাবুস সাওম, ১৭৫ পৃ.

৪৯২ . (ক) আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/১৯৪ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ। (খ) আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুস সাওম, ৩/৩৮৮-৩৯২ পৃ.

৪৯৩ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/১৯৪ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

মাস'আলা নং-৪: রমজানের মাসের রোজা তখন ফরজ হবে, যাতে রোজা শুরু করে পূর্ণ করতে পারে হয় অর্থাৎ সুবহে সাদিক থেকে দ্বি-প্রহর পর্যন্ত। এরপর রোজার নিয়্যত করলে রোজা হবে না, রাতে নিয়্যত করা যায়। কিন্তু রোজা রাখা যায় না। সুতরাং পাগল যদি রমজানের কোন রাত্রে সংজ্ঞা ফিরে যায়। সকালে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় হয় বা দ্বিপ্রহরের পর কোন একদিন সংজ্ঞা ফিরে পায়। তখন তার উপর রমজানের রোজার কাযা নেই। যদি পূর্ণ রমজান মাস পাগল অবস্থায় অতিবাহিত হয়। আর যদি মাসের কোন একদিনে এমন সময় জ্ঞান ফিরে আসে যে সময়টাতে রোজার নিয়ত করা যায় তাহলে পূর্ণ রমজান মাসের রোজা ক্বাযা দেয়া অপরিহার্য।[৪৯৪] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৫: রাত্রে রোজার নিয়ত করে সংজ্ঞাহীন থাকা অবস্থায় সকাল হলে তার সংজ্ঞাহীনতা কয়েকদিন ছিল, তাহলে শুধু প্রথম দিনের রোজা হবে। অবশিষ্ট দিন সমূহের রোজা কাযা করবে, যদিও পূর্ণ রমজান সংজ্ঞাহীন অবস্থায় যদিও নিয়্যত করার সময় পায়নি।[৪৯৫] (জাওহিরা, দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৬: রমজানের রোজা আদায় ও নির্দিষ্ট মান্নতের রোজা এবং নফল রোজা সমূহের নিয়্যতের সময় হলো সূর্যোদয় থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত। এ সময়ের মধ্যে নিয়্যত করলে রোজা হয়ে যাবে। সুতরাং সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে নিয়ত করে যে, আগামী কাল রোজা রাখবো তারপর বেহুশ হয়ে যায় আর দ্বি-প্রহরের পর সংজ্ঞা ফিরে আসলে রোজা হবে না। আর যদি সূর্য অস্ত যাওয়ার পর করে তাহলে রোজা হবে।[৪৯৬] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৭: দ্বি-প্রহর নিয়্যতের সময় নয় বরং এর পূর্বেই নিয়্যত করা জরুরী। আর যদি বিশেষভাবে সে সময় অর্থাৎ যে সময় সূর্য শরয়ী অর্ধদিবসের রেখা পর্যন্ত পৌঁছেছে তখন নিয়ত করলে রোজা হবে না।[৪৯৭] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৮: নিয়ত সম্পর্কে নফল সুন্নাত, মুস্তাহাব মাকরূহ সব অন্তর্ভূক্ত সবগুলোর নিয়তের সময় একটাই।[৪৯৮] (রদ্দুল মুহতার)

---

৪৯৪ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুস সাওম, ৩/৩৮৫-৩৮৭ পৃ.

৪৯৫ . (ক) আল্লামা আবু বকর ইবনে হাদ্দাদ, জাওয়াহারাতুন নায়্যারাহ, কিতাবুস সাওম, ১৭৫ পৃ.
(খ) ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৩৮৮ পৃ.

৪৯৬ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুস সাওম, ৩/৩৯৩ পৃ.

৪৯৭ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুস সাওম, ৩/৩৯৪ পৃ.

৪৯৮ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৩৯৩ পৃ.

মাস'আলা নং-৯: যেভাবে অন্যত্র বর্ণনা হয়েছে যে, নিয়্যত অন্তরের সংকল্পের নাম, মুখে বলা শর্ত নয়। এখানেও একই উদ্দেশ্য। কিন্তু মুখে উচ্চারণ করা মুস্তাহাব। যদি রাত্রে নিয়ত করা হয় এরূপ বলবে।

نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ غَدًا لِلّٰهِ تَعَالَى مِنْ فَرْضِ رَمَضَانَ هٰذَا

-"আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিয়্যত করেছি যে, আগামী দিন রমজানের ফরজ রোজা রাখবো।"

দিনে নিয়ত করলে নিম্নরূপ বলবে-

نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ هٰذَا الْيَوْمَ لِلّٰهِ تَعَالَى مِنْ فَرْضِ رَمَضَانَ.

-"আমি নিয়্যত করেছি আল্লাহ তা'য়ালার উদ্দেশ্য আজ রমজানের ফরজ রোজা রাখবো।" আর যদি বরকতও তৌফিক প্রার্থনার নিয়তে ইনশাআল্লাহ তা'আলা শব্দও যোগ করার কোন ক্ষতি নেই, যদি পূর্ণ ইচ্ছ না থাকে দুদোল্যমান হলে নিয়তই হল কোথায়?[৪৯৯] (জাওহিরাতুন নাইয়্যারা)

মাস'আলা নং-১০: দিনে নিয়ত করলে জরুরী হলো এভাবে নিয়্যত করবে যে, আমি সকাল থেকে রোজাদার হব, আর যদি নিয়্যত করে যে, আমি এখন থেকে রোজাদার সকলে থেকে নয়, তাহলে রোজা হবে না।[৫০০] (জাওহিরা, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-১১: যদিও উপরোক্ত তিনপ্রকার রোজার নিয়্যত দিনেও করা যায় কিন্তু রাতে নিয়্যত করাই মুস্তাহাব।[৫০১] (জাওহিরা)

মাস'আলা নং-১২: এরূপ নিয়্যত করে যে আগামীকাল কোথাও দাওয়াত হলে রোজা হবে না, দাওয়াত না হলে রোজা হবে এরূপ নিয়্যত শুদ্ধ হবে না, সে রোজাদার হবে না।[৫০২] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-১৩: রমজানের দিনে রোজার নিয়্যতও করেনি, রোজা না রাখার নিয়্যতও করেনি, যদিও জানা থাকে যে, এটা রমজানের মাস তাহলে রোজা হবে না।[৫০৩] (আলমগীরি)

---

৪৯৯ . (ক) আল্লামা আবু বকর ইবনে হাদ্দাদ, জাওয়াহারাতুন নায়্যারাহ, কিতাবুস সাওম, ১৭৫ পৃ.

৫০০ . (ক) আল্লামা আবু বকর ইবনে হাদ্দাদ, জাওয়াহারাতুন নায়্যারাহ, কিতাবুস সাওম, ১৭৫ পৃ. (খ) ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৩৯৪ পৃ.

৫০১ . আল্লামা আবু বকর ইবনে হাদ্দাদ, জাওয়াহারাতুন নায়্যারাহ, কিতাবুস সাওম, ১৭৫ পৃ.

৫০২ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/১৯৫ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

৫০৩ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/১৯৫ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

মাস'আলা নং-১৪: রাতে নিয়্যত করার পর রাতেই পানাহার করলে নিয়্যত ভঙ্গ হবে না এ নিয়্যতেই যথেষ্ট, পুনরায় নিয়্যত করা জরুরী নয়।[৫০৪] (জাওহিরা)

মাস'আলা নং-১৫: মহিলা ঋতুস্রাব ও নিফাসগ্রস্থ ছিল, সে রাতেই আগামীকাল রোজা রাখার নিয়্যত করেছে। সুবহে সাদিকের পূর্বে হায়েজ নিফাস থেকে পবিত্র হয়ে যায় তাহলে রোজা শুদ্ধ হবে।[৫০৫] (জাওহিরা)

মাস'আলা নং-১৬: দিনের ঐ নিয়্যতে কাজে আসবে যে সুবহে সাদিকে থেকে নিয়্যত করার সময় পর্যন্ত রোজা ভঙ্গকারী কোন কাজ পাওয়া যায়নি। সুতরাং সুবহে সাদিকের পর ভুল করে পানাহারও করলে বা সহবাসও করলে তখন নিয়্যত হবে না।[৫০৬] (জাওহিরা) কিন্তু এটা নির্ভরযোগ্য যে, ভুলে যাওয়া অবস্থায় এখনো নিয়্যত শুদ্ধ আছে।[৫০৭] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-১৭: যে নামাযে কথা বলার নিয়ত করেছে কিন্তু কথা বলেনি নামায ফাসেদ হবে না। অনুরূপ রোজা ভঙ্গ করার নিয়ত করলেও রোজা ভঙ্গ হবে না যতক্ষণ রোজাভঙ্গকারী কাজ না করবে।[৫০৮] (জাওহিরা)

মাস'আলা নং-১৮: রাত্রে রোজার নিয়্যত করেছে, অতঃপর দৃঢ় সংকল্প করে যে, রোজা রাখবে না, তাহলে নিয়্যত বাতিল হবে। যদি নতুন নিয়্যত না করে এবং পূর্ণ দিন অনাহারে থাকে এবং সহবাস থেকে বিরত থাকে তবুও রোজা হবে না।[৫০৯] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-১৯: সেহেরী খাওয়া নিয়্যত, রমজানের রোজার জন্য হোক অথবা অন্য কোন রোজার জন্য হোক, কিন্তু সেহেরী খাওয়ার সময় যদি ইচ্ছা থাকে যে সকালে রোজা রাখা হবে না তাহলে সেহেরী খাওয়া নিয়্যত হবে না।[৫১০] (জাওহেরা, দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-২০: রমজানের প্রত্যেক রোজার জন্য নতুনভাবে নিয়্যত করা জরূরী। প্রথম তারিখ বা অন্য কোন তারিখে পূর্ণ রমজানের রোজার নিয়্যত করে নেয় তাহলে উক্ত নিয়্যত শুধু একদিনের জন্য হবে, অবশিষ্ট দিনসমূহের জন্য হবেনা।[৫১১] (জাওহিরা)

---

৫০৪ . আল্লামা আবু বকর ইবনে হাদ্দাদ, জাওয়াহারাতুন নায়্যারাহ, কিতাবুস সাওম, ১৭৫ পৃ.
৫০৫ . আল্লামা আবু বকর ইবনে হাদ্দাদ, জাওয়াহারাতুন নায়্যারাহ, কিতাবুস সাওম, ১৭৫ পৃ.
৫০৬ . আল্লামা আবু বকর ইবনে হাদ্দাদ, জাওয়াহারাতুন নায়্যারাহ, কিতাবুস সাওম, ১৭৬ পৃ.
৫০৭ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪১৯ পৃ.
৫০৮ . আল্লামা আবু বকর ইবনে হাদ্দাদ, জাওয়াহারাতুন নায়্যারাহ, কিতাবুস সাওম, ১৭৫ পৃ.
৫০৯ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুস সাওম, ৩/৩৯৮ পৃ.
৫১০ . আল্লামা আবু বকর ইবনে হাদ্দাদ, জাওয়াহারাতুন নায়্যারাহ, কিতাবুস সাওম, ১৭৬ পৃ.
৫১১ . আল্লামা আবু বকর ইবনে হাদ্দাদ, জাওয়াহারাতুন নায়্যারাহ, কিতাবুস সাওম, ১৭৬ পৃ.

মাস'আলা নং-২১: উপরোক্ত তিন প্রকার অর্থাৎ রমজানের রোজা আদায়কালীন নফল এবং নির্দিষ্ট মান্নতের রোজা সাধারণ রোজার নিয়্যত করলেও রমজানের রোজাই আদায় হবে, বরং সুস্থ ব্যক্তি ও মুসাফির রমজানে অন্য কোন ওয়াজিব রোজার নিয়ত করে, তবুও রমজানের রোজাই হবে।[৫১২] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-২২: মুসাফির এবং রুগ্ন ব্যক্তি যদি রমজান শরীফে নফল বা অন্য কোন ওয়াজিব রোজার নিয়ত করে, তাহলে যা নিয়্যত করেছে, তাহলে সে রোজা হবে, রমজানের রোজা হবে না।[৫১৩] (তানবীরুল আবছার) আর যদি অনির্দিষ্ট রোজার নিয়্যত করে, তাহলে রমজানের রোজা আদায় হবে।[৫১৪] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-২৩: নির্দিষ্ট মান্নত অর্থাৎ অমুক দিন রোজা রাখবো, সেই দিন যদি অন্য ওয়াজিবের নিয়্যতে রোজা রাখে, তাহলে যে নিয়্যতে রোজা রেখেছে, সে রোজা হবে মান্নতের রোজা কাযা করবে।[৫১৫] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-২৪: রমজান মাসে অন্য কোন রোজা রেখেছে, এটা যে রমজান মাস তার জানা ছিল না তবুও রমজানের রোজাই হবে। (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-২৫: কোন মুসলমান অমুসলিম রাষ্ট্রে বন্দি ছিল, প্রত্যেক বছর সিদ্ধান্ত নিতো যে, রমজান মাস আসলে রমজানের রোজা রাখবে। পরে জানতে পারে যে কোন বছরও রমজানে হয়নি, বরং প্রতিবছরের সূচনা রমজানের পূর্বেই হয়েছে। তাহলে প্রথম বছরের রোজা হয়নি। যেহেতু রমজানের পূর্বে রমজানের রোজা হতে পারে না। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরের অবস্থা এই যে যদি অনির্দিষ্ট রমজানের নিয়্যত করে, তাহলে প্রত্যেক বছরের রোজা বিগত বছরের রোজা সমূহের কাযা হবে। আর যদি এ বছরের রমজানের রোজার নিয়্যতে রোজা রাখে, তাহলে কোন বছরের হয়নি।[৫১৬] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-২৬: উপরোক্ত অবস্থায় চিন্তা করায় অন্তরে একথা বদ্ধমূল হয় যে, এটা রমজান মাস। রোজা রেখেছে, মূলতঃ রোজা শাওয়াল মাসের হয়েছে, তাহলে যদি রাত্রের নিয়্যত করে থাকে তাহলে হয়ে যাবে, কেননা কাযা রোজায় কাযার নিয়্যত শর্ত নয়। বরং আদায় নিয়তেও কাযা হয়। তারপর যদি রমজান ও শাওয়াল উভয়ে ত্রিশ দিনে হয় বা উনত্রিশ দিনে হয়, তাহলে আর এক রোজা

---

৫১২ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুস সাওম, ৩/৩৯৩ পৃ.

৫১৩ . ইমাম তামরতাশী, তানভিরুল আবসার (দুররুল মুখতারসহ), কিতাবুস সাওম, ৩/৩৯৫ পৃ.

৫১৪ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/১৯৫-১৯৬ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

৫১৫ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/১৯৫-১৯৬ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

৫১৬ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৩৯৭ পৃ.

রাখবে। ঈদের দিনে রোজা নিষিদ্ধ। রমজান যদি ত্রিশে হয় তাহলে আরো দ'টি রাখবে। রমজান উনত্রিশে হলো, শাওয়াল ত্রিশে পূর্ণ হয়ে গেছে, মাস জিলহজ্ব হয়ে থাকলে উভয়ে যদি ত্রিশে বা উনত্রিশে হয় তাহলে আরো চার রোজা রাখবে। রমজান ত্রিশে হলে বা উনত্রিশে হয়, তাহলে পাঁচটি, আর যদি বিপরীত হয় তিনটি রাখবে। রমজান ত্রিশ হলে বা উনত্রিশে হলে, তাহলে পাঁচদিন। আর যদি বিপরীত হয় তাহলে তিন দিন রোজা রাখবে। মূলকথা নিষিদ্ধ রোজা বের করে ঐ সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে। রমজান যত দিনের ছিলো।[৫১৭] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-২৭: রমজানের রোজা আদায়, নির্দিষ্ট মান্নতের রোজা এবং নফল ছাড়া অন্য রোজা যেমন, রমজানের কাযা, অনির্দিষ্ট মান্নতের রোজা, নফলের কাযা, (অর্থাৎ রোজা রেখে ভঙ্গ করেছে সে রোজা) নির্দিষ্ট মান্নতের কাযা, কাফ্ফারার রোজা, হেরমে শিকার করার কারণে যে রোজা ওয়াজিব হয়েছে, হজ্বের পূর্বে মাথা মুন্ডানোর রোজা, তামাত্তু হজ্বের রোজা, এসবগুলোতে চক্ষু জাগ্রত হওয়ার মাত্র সকালে বা রাত্রে নিয়্যত করা জরুরী আর এটাও জরুরী যে, যে রোজা রাখবে নির্দিষ্ট করে সে রোজার নিয়্যত করবে। ঐসব রোজার নিয়্যত দিনে করেছে তাহলে নফল হবে। পুনরায় তা পূর্ণ করা জরুরী। ভঙ্গ করলে কাযা ওয়াজিব হবে। যদিও তার জানা থাকে যে, যে রোজা রাখার ইচ্ছে করেছে তাহলে সে রোজা হবে না। বরং নফল হবে।[৫১৮] (দুররুল মুখতার ও অন্যান্য ফিকহের)

মাস'আলা নং-২৮: নিজের জিম্মায় কাযা রোজা ছিল, ধারণা করে রোজা রাখে, পরে জানলো যে ধারণা ভুল ছিল, তাহলে তাৎক্ষণিক ভঙ্গ করতে করলে ভঙ্গ করতে পারবে, যদিও পূর্ণ করা উত্তম। তৎক্ষণাৎ ভঙ্গ না করল, পরে ভাঙ্গা যাবে না ভঙ্গ করলে কাযা ওয়াজিব হবে।[৫১৯] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-২৯: রাতে কাযা রোজার নিয়্যত করে সকালে তা নফল করতে চাইলে করা যাবে না।[৫২০] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৩০: নামায পড়া অবস্থায় রোজা নিয়্যত কলে, নিয়্যত সহীহ হবে।[৫২১] (দুররুল মুখতার)

---

৫১৭ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/১৯৬ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

৫১৮ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুস সাওম, ৩/৩৯৩ পৃ.

৫১৯ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৩৯৯ পৃ.

৫২০ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৩৯৮ পৃ.

৫২১ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুস সাওম, ৩/৩৯৮ পৃ.

মাস'আলা নং-৩১: কয়েক দিনের রোজার কাযা হয়ে গেছে, তাহালে নিয়্যত এরূপ হওয়া চাই যে, এটা রমজানের পূর্বের রোজার কাযা, দ্বিতীয়টির কাযা, আর যদি কিছু সেই বছরের কাযা হয়, কিন্তু বিগত বছরের অনাদায়ী ছিল, তখন এটা ভাবে নিয়্যত হওয়া চাই যে, এই রমজানের বা ঐ রমজানের কাযা, আর যদি বছর নির্দিষ্ট করা না হয় তাও হয়ে যাবে।[৫২২] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৩২: রমজানের রোজা ইচ্ছাকৃত ভঙ্গ করলে, তার উপর রোজার কাযা এবং ৬০ রোজা কাফ্ফারা দিতে হবে। সে ৬১ রোজা রাখছে, কাযার দিন নির্দিষ্ট করা রোজা হয়ে যাবে।[৫২৩] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৩৩: সন্দেহের দিন, অর্থাৎ শাবানের ত্রিশ তারিখে বিশেষ নফলের নিয়্যতে রোজা রাখা যায়। আর নফল ব্যতিত অন্য কোনো রোজা রাখে, তাহলে তা মাকরূহ হবে। চাই মতলক রোজার নিয়্যত হোক, বা ফরজ বা কোনো ওয়াজিব। চাই নির্দিষ্ট কোনো মান্নতের হোক, অথবা সন্দেহ জনক হোক। এসব অবস্থায় মাকরূহ হবে। যদি রমজানের নিয়্যত করে, তাহলে মাকরূহ তাহরিমা হবে। নতুবা মুকিমের জন্য তানযিহি হবে। মুসাফির যদি ওয়াজিব রোজার নিয়্যত করে তাহলে মাকরূহ হবে না। তারপর যদিও ঐ দিন রমজানের রোজা হওয়া হওয়া প্রমাণ হয়, তাহলে সর্বাবস্থায় মুকিমের জন্য রোজা হয়ে যাবে। যদি প্রমাণ হয় যে, ঐ দিন শা'বানের দিন আর নিয়্যত অন্য কোনো ওয়াজিব রোজা ছিলো, তাহলে যে, ওয়াজিবের নিয়্যত করেছে তা হয়ে যাবে। আর যদি কোন অবস্থা কোনো যায়নি। তাহলে ওয়াজিবের নিয়্যত বেকার হয়ে যাবে। আর মুসাফির যে রোজার নিয়্যত সর্বাবস্থায় তা হয়ে যাবে।[৫২৪] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৩৪: যদি ত্রিশ তারিখ ঐদিন হয়, যেদিন রোজা রাখায় অভ্যস্ত। তাহলে তার জন্য রোজা রাখা উত্তম। যেমন কোন ব্যক্তি সোমবার বা বৃহস্পতিবার রোজা রাখে। সেদিনই ত্রিশ তারিখ হয়, তাহলে রোজা রাখা উত্তম। অনুরূপ কয়েকদিন পূর্ব থেকে রেখেছে, তাহলে সন্দেহের দিনে মাকরুহ হবে না। এ অবস্থায় মাকরূহ হবে, যদি রমজানের এক বা দুই দিন পূর্ব থেকে রোজা রাখা হয় অর্থাৎ শুধু ত্রিশে শাবান অথবা উনত্রিশ বা ত্রিশে শাবানে হয়।[৫২৫] (দুররুল মুখতার)

---

৫২২ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/১৯৬ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

৫২৩ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/১৯৬ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ।

৫২৪ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুস সাওম, ৩/৩৯৯ পৃ.

৫২৫ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুস সাওম, ৩/৪০০ পৃ.

মাস'আলা নং-৩৫: আর সে দিন রোজা রাখতে অভ্যস্থ নয়, বা কয়েক দিন পূর্ব থেকে রোজা রাখেওনি, তাহলে বিশেষ লোক রোজা রাখবে। সাধারণ জনগণ রাখবে না বরং সাদারণ জনগণের জন্য হুকুম হলো, দিনের দ্বিপ্রহর পর্যন্ত রোজাদারের মত থাকা। যদি ঐ সময় চাঁদের প্রমাণ পাওয়া যায় রোজার নিয়্যত করে নেবে। অন্যথায় পানাহার করবে। এখানে বিশেষ শ্রেণী বলতে শুধু ওলামারা নয় বরং যেসব লোকেরা জানে যে, সন্দেহের দিনে এধরনের রোজা রাখা যায়, তারা বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবে নতুবা সাধারণ লোক হবে।[৫২৬] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৩৬: সন্দেহের দিনের রোজা দৃঢ় সংকল্প করতে হবে যে, এটা নফল রোজা, দুদোল্যমান হবে না। এমন যেন না হয় যে, যদি রমজান হয়, এ রোজা রমজানের অন্যথায় নফল। অথবা এরূপ বলা যে, আজকে রমজান হয়, তাহলে এটা রমজানের রোজা অন্যথায় অন্য কোন ওয়াজিব রোজা, এতদুভয় নিয়ম মাকরূহ। অতঃপর সেই দিন যদি রমজান হওয়া প্রমাণিত হয়, রমজানের ফজর আদায় হবে। অন্যথায় উভয় অবস্থায় নফল হবে। এরূপ নিয়ত করাতে সর্বাবস্থায় গুনাহগার হবে। এ ধরনের নিয়্যতও করবে না যে, যদি এ দিন রমজান হয় তবে রমজানের রোজা আর না হলে রোজা নয় এ অবস্থায় নিয়্যতও হয়নি রোজা হবে না। আর যদি দৃঢ়ভাবে নফলের ইচ্ছা থাকে কিন্তু কখনো কখনো অন্তরে এ ধারণা বিরাজ করে যে, আজকে যদি রমজানের দিন হয়, তাতে অসুবিধা নেই।[৫২৭] (আলমগীরি, দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৩৭: সাধারণ জনগণকে এ হুকুম দেয়া হয় যে, দিনের দ্বিপ্রহর পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করবে, যারা এর উপর আমল করল, কিন্তু ভুলবশতঃ খেয়ে ফেলে অতঃপর সেইদিন রমজান হওয়া প্রমাণ হয়, তখন রোজার নিয়্যত করলে রোজা হয়ে যাবে। অপেক্ষাকারী রোজাদারের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত, ভুল করে খাওয়ার দ্বারা রোজা ভঙ্গ হয় না।[৫২৮] (দুররুল মুখতার)

চাঁদ দেখার বর্ণনা

মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-

---

৫২৬ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুস সাওম, ৩/৪০২ পৃ.

৫২৭ . (ক) আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২০০ পৃ. প্রথম পরিচ্ছেদ। (খ) আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুস সাওম, ৩/৪০৩ পৃ.

৫২৮ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুস সাওম, ৩/৪০৪ পৃ.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

-"হে হাবীব! আপনাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে (তারা) জিজ্ঞাসা করছে, আপনি বলে দিন যে, সেটা সময়ের কতগুলো প্রতীক, মানব জাতি ও হজ্বের জন্য।" (সূরা বাকারা, পারা-২, আয়াত নং-১৮৯)

হাদিস নং-১: ইমাম বুখারী রহঃ এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

-"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, (রমজান মাসের) চাঁদ না দেখা পর্যন্ত তোমরা রোজা রেখো না, আর চাঁদ না দেখা পর্যন্ত তোমরা ইফতার করো না। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে (শাবান) মাসের দিনগুলো পূর্ণ করবে।"[৫২৯]

হাদিস নং-২: ইমাম বুখারী রহঃ এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। হুজুর আাকদাস ﷺ ইরশাদ করেন, তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখো, আর চাঁদ দেখে রোজা ছাড়ো, যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে শা'বান মাসত্রিশ দিনে পূর্ণ করো।"[৫৩০]

---

৫২৯ . ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ৩/২৭ পৃ. হা/১৯০৬, পরিচ্ছেদ: **بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الهِلاَلَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا** , সুনানে দারেমী, ২/১০৪৮ পৃ. হা/১৭২৬, সুনানে নাসাঈ, ৪/১৩৪ পৃ. হা/২১২১ এবং আস-সুনানুল কোবরা, ৩/১০১ পৃ. হা/২৪৪২, সহীহ মুসলিম, ২/৭৫৯ পৃ. হা/১০৮০, সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৩৪৪৫, মুসনাদে আহমদ, ৯/২১৮ পৃ. হা/৫২৯৪, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬১৫ পৃ. হা/১৯৬৯, পরিচ্ছেদ: **بَاب رُؤْيَةِ الْهِلَال** ,

৫৩০ . ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ৩/২৭ পৃ. হা/১৯০৯, পরিচ্ছেদ: **بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الهِلاَلَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا** , ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/৩৪৬ পৃ. হা/৭৯৩২, সুনানে নাসাঈ, ৩/১০৯ পৃ. হা/২১৭২, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬১৫ পৃ. হা/১৯৭০, পরিচ্ছেদ: **بَاب رُؤْيَةِ الْهِلَال** , এ হাদিসটি ইমাম বুখারী (রহঃ) অন্য সূত্রে এভাবে সংকলন করেন-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلاَثِينَ

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, মাস উনত্রিশ রাত বিশিষ্ট হয়। তাই তোমরা চাঁদ না দেখে রোজা শুরু করবে না। যদি আকাশ মেঘাবৃত থাকে তাহলে তোমরা ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।" (ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ৩/২৭ পৃ. হা/১৯০৭, পরিচ্ছেদ: **بَابُ**

হাদিস নং-৩: ইমাম আবু দাউদ রহঃ, ইমাম তিরমিযী রহঃ, ইমাম নাসাঈ রহঃ, ইমাম ইবনে মাযাহ রহঃ, ইমাম দারেমী (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ، قَالَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: يَا بِلَالُ، أَذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا

-"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, প্রিয়নবী (সাঃ)এর নিকট এক বেদুঈন এসে বললো, আমি রমজানের চাঁদ দেখেছি, হুজুর (সাঃ)জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই; সে বললো, হ্যাঁ। হুজুর (সাঃ)আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি স্বাক্ষ্য দাও যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)আল্লাহর রাসূল। সে বললো, হ্যাঁ। হুজুর (সাঃ)বললেন, হে বেলাল! লোকদের মাঝে ঘোষণা করে দাও যে, তারা যেন আগামীকাল রোজা রাখে।"[৫৩১]

হাদিস নং-৪: ইমাম আবু দাউদ রহঃ, ইমাম দারেমী (রহঃ) সংকলন করেন-

قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الهِلاَلَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا , খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬১৫ পৃ. হা/১৯৬৯, পরিচ্ছেদ: **بَاب رُؤْيَة الْهِلَال**)

৫৩১ . ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, ২/৩০২ পৃ. হা/২৩৪০, সুনানে নাসাঈ, ৪/১৩২ পৃ. হা/২১১৩ এবং আস-সুনানুল কোবরা, হা/২৪৩৩, এ হাদিসটির সনদ যঈফ, কেননা সনদে 'সিমাক ইবনে হারব' নামক একজন সমালোচিত রাবী রয়েছেন। ইমাম নাসায়ী (রহঃ) তার সম্পর্কে বলেন- لم يكن بحجة "তার হাদিস হুজ্জাত বা দলিল নয়। সুফিয়ান সাওরী (রাঃ) বলেন- তিনি দুর্বল রাবী। ইমাম ছালেহ জায্‌রা (রাঃ) বলেন- তিনি দুর্বল। ইবনে আম্মার (রাঃ) বলেন- كان يغلط "তিনি হাদিসে ভুল করতেন।" (ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/১৮১ পৃ, রাবী নং- ৩৯০০। মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ২/৯০ পৃ, হাদিস নং- ২৫২, আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, শরহে আবু দাউদ, ৪/৩৪৯পৃ. হাদিস ঃ ১০১২।) তাই বুঝা গেল এই সনদটিও অত্যন্ত দুর্বল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ইমাম যাহাবী (রহঃ) উল্লেখ করেন- **أَبُو طَالِبٍ، عَنْ أَحْمَدَ، قَالَ: مُضْطَرِبُ الحَدِيْثِ.**-"ইমাম আবু তালেব ইমাম আহমদ থেকে বর্ণনা করেন যে সিমাক বিশৃঙ্খলা বা গোলযোগপূর্ণ হাদিস বর্ণনা করতেন।" (যাহাবী, সিয়ারু আলামিন আন্-নুবালা, ৫/২৪৭পৃ. ক্রমিক.১০৯) যাহাবী আরও উল্লেখ করেন-**وَكَانَ شُعْبَةُ يُضَعِّفُهُ.** -"ইমাম শু'বা **(ivt)** বলেন তিনি দুর্বল রাবী।" (যাহাবী, সিয়ারু আলামিন আন্-নুবালা, ৫/২৪৭পৃ. ক্রমিক.১০৯) তিনি আরও উল্লেখ করেন-**كَرِيَّا بنُ عَدِيٍّ: عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ، قَالَ: سِمَاكٌ ضَعِيْفٌ فِي الحَدِيْثِ.**-"ইমাম কারিয়্যাহ ইবনে আদি ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন **'সিমাক'** রাবী হিসেবে দুর্বল।" (যাহাবী, সিয়ারু আলামিন আন্-নুবালা, ৫/২৪৭পৃ. ক্রমিক.১০৯) তাই এই সনদ দুর্বল, তা দিয়ে শরীয়তের দলিল দেয়া গ্রহণযোগ্য নয়।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: تَرَائِى النَّاسُ الْهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ

-"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সমবেত লোকেরা চাঁদ দেখতে ও দেখাতে লাগলো, কে সংবাদ দিল যে, আমি চাঁদ দেখেছি, হুজুর ﷺও রোজা রাখলেন। লোকদেরকেও রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন।"[৫৩২]

হাদিস নং-৫: ইমাম আবু দাউদ রহঃ হযরত উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ

-"রাসূলুল্লাহ (সাঃ)শা'বান মাসের হিসাব যেমনভাবে রাখতেন, তেমন হিসাব অন্য কোন মাসে রাখতেন না, অতঃপর রমজানের চাঁদ দেখে রোজা রাখতেন।"[৫৩৩]

হাদিস নং-৬: ইমাম মুসলিম (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ، فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةَ قَالَ: تَرَاءَيْنَا الْهِلَالَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ، وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ، قَالَ: فَلَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْنَا: إِنَّا رَأَيْنَا الْهِلَالَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ، وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ، فَقَالَ: أَيَّ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ؟ قَالَ فَقُلْنَا: لَيْلَةَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: إِنَّ اللهَ مَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ، فَهُوَ لِلَيْلَةِ رَأَيْتُمُوهُ

-"হযরত আবুল বাখতারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ওমরার জন্য যখন বাতনে নাখলা স্থানে পৌঁছলাম, চাঁদ দেখে কেউ বললো, তিন দিনের চাঁদ

---

৫৩২ . ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, ২/৩০২ পৃ. হা/২৩৪২, ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ৪/১৬৫ পৃ. হা/৩৮৭৭, সহীহ ইবনে হিব্বান, ৮/২৩১ পৃ. হা/৩৪৪৭, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬১৫ পৃ. হা/১৯৭৯, পরিচ্ছেদ: **بَاب رُؤْيَةِ الْهِلَالِ**

৫৩৩ . ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, ২/৩০২ পৃ. হা/২৩২৫, ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ১/৪৮৫ পৃ. হা/১৫৪০, বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/৩৪৭ পৃ. হা/৭৯৩৯, সহীহ ইবনে খুজায়মা, হা/১৯১০, সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৩৪৪৪, মুসনাদে আহমদ, ৪২/৮২ পৃ. হা/২৫১৬১, সুনানে দারাকুতনী, হা/২১৪৯, ইবনে আছির, জামেউল উসূল, হা/৪৩৮১, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬১৭ পৃ. হা/১৯৮০, পরিচ্ছেদ: **بَاب رُؤْيَةِ الْهِلَالِ**

আর কেউ বললো দু'দিনের চাঁদ, আমরা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিন জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন রাত্রে দেখেছো? আমরা বললাম, অমুক রাত্রে। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)যে রাত্রে দেখতেন, সে রাত্রে তারিখ গণনা করতেন, সুতরাং তোমরা যে রাত্রে তা দেখেছো, তা সে রাত্রের চাঁদ হিসেবে নির্ধারিত হবে।"[৫৩৪]

চাঁদ দেখার শরয়ী বিধান

মাস'আলা নং-১: পাঁচ মাসের চাঁদ দেখা ওয়াজিবে কিফায়া:

১. শাবান, ২. রমজান, ৩. শাওয়াল, ৪. জিলক্বদ, ৫. জিলহজ্ব।

কারণ হলো এই যে, রমজানের চাঁদ দেখতে যদি আকাশ মেঘলা থাকে তাহলে শাবানের মাস ত্রিশ দিনে পূর্ণ করে রমজান শুরু করবে। রমজানের রোজা রাখার জন্য শাওয়ালের রোজা শেষ করার জন্য, জিলক্বদ হিসেবে রাখবে জিলহজ্বের জন্য, জিলহজ্ব হিসেবে রাখবে, বকরা ঈদের হিসেবের জন্য।[৫৩৫] (ফাতওয়ায়ে রযভিয়্যাহ)

মাস'আলা নং-২: শাবানের উনত্রিশ তারিখ সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা যায়, তাহলে আগামী দিন রোজা রাখবে। নতুবা শাবান ৩০ দিন পূর্ণ করে রমজানের রোজা শুরু করবে।[৫৩৬] (আলমগিরি)

মাস'আলা নং-৩: কেউ রমজান ঈদের চাঁদ দেখেছে, কিন্তু তার স্বাক্ষী শরঈ কোন কারণে রদ হয়ে গেছে, যথা ফাসিক ব্যক্তি চাঁদ দেখার কথা বলছে বা ঈদের চাঁদ সে একা দেখছে, তার জন্য হুকুম হলো সে রোজা রাখবে যদিও নিজে নিজে ঈদের চাঁদ দেখেছে এবং তার জন্য রোজা ভঙ্গ করা জায়িয নেই। কিন্তু ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা জরুরী হবে না। এ অবস্থা যদি রমজানের চাঁদের বিষয়ে হয় এবং সে নিজের হিসেব অনুযায়ী ত্রিশ রোজা পূর্ণ করবে, কিন্তু ঈদের চাঁদ দেখার সময় যদি আকাশ মেঘলা থাকে তাহলে আরো একদিন রোজা রাখার হুকুম রয়েছে। (আলমগীরি, দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৪: চাঁদ দেখে রোজা রেখেছে অতঃপর রোজা ভেঙ্গে ফেলেছে, অথবা স্থানীয় কাযীর নিকট স্বাক্ষীও দিয়েছে, কিন্তু এখানো কাযী তার স্বাক্ষোর

---

৫৩৪ . ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ২/৭৬৫ পৃ. (২৯) হা/১০৮৮, সহীহ ইবনে খুজায়মা, ৩/২০৬ পৃ. হা/১৯১৯, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বাহ, ২/২৮৪ পৃ. হা/৯০২৭, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬১৭ পৃ. হা/১৯৮১, পরিচ্ছেদ: **بَاب رُؤْيَةِ الْهِلَالِ**

৫৩৫ . ইমাম আহমদ রেযা খাঁন, ফাতওয়ায়ে রযভিয়্যাহ, ১০/৪৪৯-৪৫১ পৃ.

৫৩৬ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/১৯৭ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الثَّانِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ**

ব্যাপারে হুকুম প্রদান করেনি, সে রোজা ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা আবশ্যক হবে না। শুধু ঐ রোজার কাযা দেবে। কাযী যদি তার স্বাক্ষ্য কবুল করার পর সে রোজা ভঙ্গ করে, তাহলে কাফ্ফারা আবশ্যক হবে। যদিও সে ফাসিক হয়।[৫৩৭] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৫: যে ব্যক্তি জ্যোতিবিদ্যা জানে, সে যদি স্বীয় জ্যোতিবিদ্যায় আলোকে একথা বলে যে, আজকে চাঁদ উদিত হয়েছে বা হয়নি, হলেও তা ধর্তব্য নয়, যদিও সে ন্যায়পরায়ন হয়, যদিও একাধিক লোক এরূপ বলে। যেহেতু শরীয়াতে চাঁদ দেখা স্বাক্ষীর প্রমাণই বিবেচ্য।[৫৩৮] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৬: প্রত্যেক স্বাক্ষ্য একথা বলা প্রয়োজন যে, আমি স্বাক্ষ্য দেবে যে, আমি চাঁদ দেখেছি এ শব্দ ছাড়া স্বাক্ষ্য হয় না কিন্তু মেঘলা দিনে রমজানের চাঁদের স্বাক্ষ্যের ব্যাপারে তা বলা জরুরী নয়। এতটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, আমি এ রমজানের চাঁদ নিজের চোখে আজ বা কাল বা অমুক দিন দেখেছি। অনুরূপ তার স্বাক্ষ্যে দাবি কাযীর, মজলিসের সিদ্ধান্ত আর বিচারকের আদেশ শর্ত নয়। এমনকি যদি কেউ বিচারকের নিকট স্বাক্ষ্য দেয়, যে তার স্বাক্ষ্য শ্রবণ করেছে তাকে বাহ্যিকভাবে নীতিবান মনে হয় তাহলে তার উপর রোজা রাখা জরুরী যদিও বিচারকরে হুকুম সে শুনেননি। হয়ত সে হুকুম দেয়ার পূর্বেই চলে গেছে।[৫৩৯] (দুররুল মুখতার, আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৭: আকাশ মেঘাচ্ছন্ন বা অপরিষ্কার হলে রমজানের চাঁদ দেখার প্রমাণ একজন বিবেকবান মুসলমান, বিশ্বস্ত, বালেগ বা ন্যায়পরায়ন ব্যক্তির স্বাক্ষ্য যথেষ্ট হবে। পুরুষ হোক বা মহিলা হোক, স্বাধীন হোক বা ক্রীতদাস/দাসী হোক বা ব্যভিচারের অপবাদে দণ্ডিত ব্যক্তি হোক, যদি তাওবা করে থাকে। ন্যায়পরায়ন বলতে কমপক্ষে মুত্তাকী হওয়া অর্থাৎ কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে এমন ব্যক্তি এবং যে ছগীরা গুনাহ বারবার না করে এবং এমন কাজও না করে যে কাজ মানবিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। যেমন- বাজারে খাবার খাওয়া।[৫৪০] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

---

৫৩৭ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুস সাওম, ৩/৪০৪ পৃ.

৫৩৮ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/১৯৭ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الثَّانِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ**

৫৩৯ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/১৯৭ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الثَّانِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ**, আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুস সাওম, ৩/৪০৬ পৃ.

৫৪০ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুস সাওম, ৩/৪০৬ পৃ.

মাস'আলা নং-৮: ফাসিকও যদি রমজানের চাঁদ দেখার স্বাক্ষ্য দেয়, তার স্বাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। তবে তার দায়িত্বে স্বাক্ষ্য দেয়া অপরিহার্য কি না? যদি কাজি তার স্বাক্ষ্য কবুল করবেন আশা করা যায়, তাহলে স্বাক্ষ্য দেয়া তার জন্য জরুরী।[৫৪১] মসতুর বা বিশ্বস্ত অর্থাৎ যার বাহ্যিক অবস্থা শরীয়াত মুতাবিক হয়, কিন্তু আভ্যন্তরীন অবস্থা অজ্ঞাত, তার স্বাক্ষ্য রমজান ছাড়াও গ্রহণযোগ্য নয়। (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৯: যে ন্যায়পরায়ন ব্যক্তি রমজানের চাঁদ দেখছে, তার উপর ওয়াজিব হলো সে রাতেই সাক্ষ্য দেয়া। এমনকি ক্রীতদাসী বা পর্দানশীন মহিলা চাঁদ দেখলো তার উপর ওয়াজিব হলো সেই রাতেই জানিয়ে দেয়া। ক্রীতদাসীর জন্য মনিবের অনুমতির প্রয়োজন নেই। অনুরূপ স্বাধীন মহিলাও স্বাক্ষ্য দেবে। এজন্য স্বামীর অনুমতি প্রয়োজন নেই। তবে এ হুকুম তখনই হবে যদি তার স্বাক্ষ্যের উপর চাঁদ দেখার প্রমাণ নির্ভরশীল হয় যে তার সাক্ষ্য ব্যতিত হচ্ছে না, অন্যথায় প্রয়োজন নেই।[৫৪২] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-১০: যার নিকট রমজানের চাঁদের স্বাক্ষ্যের সংবাদ পৌঁছেছে, তার জন্য এ কথা জিজ্ঞেস করা জরুরী নয় যে, তুমি কোথায় দেখেছো? চাঁদ কোন দিকে ছিল! কত উঁচুতে ছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি।[৫৪৩] (আলমগীরি, অন্যান্য ফিকহের কিতাব) কিন্তু বর্ণনা যদি সন্দেহযুক্ত হয়, তখন প্রশ্ন করবে। বিশেষ করে ঈদের ব্যাপারে, লোকেরা অনার্থক ঈদের চাঁদ দেখে নেয়।

মাস'আলা নং-১১: ইমাম একাকী (ইসলামী শাসক) বা কাজী চাঁদ দেখে তার জন্য এখতিয়ার রয়েছে হয়ত নিজেই রোজা রাখার নির্দেশ দেবে, অথবা কাউকে সাক্ষ্য নেয়ার জন্য নিযুক্ত করবে এবং তার নিকট স্বাক্ষ্য আদায় করবে।[৫৪৪] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-১২: গ্রামে চাঁদে দেখেছে, ওখানে এমন কেউ নেই যে, যার নিকট সাক্ষ্য দেবে তখন গ্রামবাসীদেরকে একত্রিত করে যখন সাক্ষ্য দেবে, সাক্ষ্যদাতা

---

৫৪১ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুস সাওম, ৩/৪০৬ পৃ.

৫৪২ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুস সাওম, ৩/৪০৭ পৃ.

৫৪৩ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/১৯৭ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الثَّانِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ**

৫৪৪ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/১৯৭ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الثَّانِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ**

যদি ন্যায়পরায়ন হয় তাহলে সকলের উপর রোজা রাখা অপরিহার্য হবে।[৫৪৫] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-১৩: কেউ নিজে চাঁদ দেখেনি, দর্শনকারী তাকে নিজের সাক্ষী করেছে, তাহলে তার সাক্ষীর হুকুম অনুরূপ যেরূপ চাঁদ দর্শনকারীর সাক্ষ্যের হুকুম। যদি সাক্ষ্যের উপর সাক্ষীর সকল শর্তাবলী বিদ্যমান থাকে।[৫৪৬] (আলমগীরি ও অন্যান্য)

মাস'আলা নং-১৪: চাঁদ উদয়ের স্থান যদি পরিষ্কার হয় তাহলে অনেক লোক স্বাক্ষ্য না দেয়া পর্যন্ত চাঁদ দেখা প্রমাণ হতে পারে না। এর জন্য কতজন লোকের প্রয়োজন সেটা নির্ভর করবে কাজীর রায়ের উপর। যতজন সাক্ষ্যে তার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে ততজনের স্বাক্ষী নিয়ে চাঁদ দেখার ঘোষণা দেবে। যদি শহরে বা উঁচু স্থানে থেকে চাঁদ দেখার বর্ণনা দেয়। সেক্ষেত্রে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য চাঁদ দেখার ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য হবে।[৫৪৭] (দুররুল মুখতার, অন্যান্য ফিকহের কিতাব)

মাস'আলা নং-১৫: অধিক সংখ্যাক লোকের শর্ত তখন প্রযোজ্য হবে যখন রোজা রাখা বা ঈদ করার জন্য সাক্ষ্যের প্রয়োজন হবে, অন্য কোন লেনদেনের জন্য দুইজন পুরুষ, অথবা একজন পুরুষ, দুইজন মহিলার বিশ্বস্ত সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয়। কাজী সাক্ষীর ভিত্তিতে আদেশ দেয়, তাহলে এ সাক্ষ্য যথেষ্ট হবে। রোজা রাখা ও ঈদ করার জন্য এটা প্রমাণ সাপেক্ষে হবে। যেমন এক ব্যক্তি অন্যের উপর দাবী করে যে, আমি অমুকের নিকট এত টাকা কর্জ পাব। তার সময়ও নির্ধারিত ছিলো যখন যে, রমজান আসবে কর্জ পরিশোধ করে দেবে। কিন্তু রমজান এসে গেছে, কিন্তু টাকা দিচ্ছে না প্রতিপক্ষ বলেছে, নিশ্চয়ই আমার উপর তার পাওনা আছে এবং সময়সীমাও এটাই ছিল। কিন্তু এখনো রমজান আসেনি এ দাবীর স্বপক্ষে সে দুইজন স্বাক্ষীও পেশ করছে, যারা চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিচ্ছে কাজী সিদ্ধান্ত দেয় যে, কর্জ পরিশোধ করো, তাহলে যদিও উদয়ের স্থান পরিষ্কার ছিল, দুজন সাক্ষীর সাক্ষ্যও হয়েছে, কিন্ত এখন রোজা রাখা বা ঈদ করার ব্যাপারেও এ দুইজন সাক্ষীই যথেষ্ট হবে।[৫৪৮] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

---

৫৪৫ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/১৯৭ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الثَّانِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ**

৫৪৬ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/১৯৭ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الثَّانِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ**

৫৪৭ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুস সাওম, ৩/৪০৯ পৃ.

৫৪৮ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুস সাওম, ৩/৪১১ পৃ.

মাস'আলা নং-১৬: একস্থানে চাঁদ উদয়ের স্থান পরিষ্কার ছিলো অন্য জায়গায় পরিষ্কার ছিলো না। ওখানে কাজীর সামনে সাক্ষ্য পেশ করা হলে, কাজী চাঁদ দেখার হুকুম দেয়, তখন দু'জন বা কয়েকজন লোক ওখানে, যেখানে উদয়স্থান পরিষ্কার ছিল, একথার স্বাক্ষ্য দেয় যে অমুক কাজীর দু'জন ব্যক্তি অমুক রাতে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয় এবং কাজী আমাদের সামনে হুকুম দেয় এবং দাবীর শর্তাবলীও বিদ্যমান থাকে তখন সে স্থানের কাজী ঐসব সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আদেশ দিতে পারবেন।[৫৪৯] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-১৭: যদি কিছু লোক এসে বলে যে, অমুক স্থানে চাঁদ দেখা গেছে বরং যদি এরূপ স্বাক্ষ্য দেয় যে, অমুক অমুক চাঁদ দেখেছে এবং যদি এ স্বাক্ষ্য দেয় যে, কাজী রোজা বা ইফ্তারের জন্য লোকদের একথা বলেছেন, এসব পদ্ধতি যথেষ্ট হবে না।[৫৫০] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-১৮: কোন শহরে চাঁদ দেখা গেছে, ওখানের একাধিক দল, অন্য শহরে আসে সকলে সংবাদ দেয় যে, ওখানে অমুক দিনে চাঁদ দেখা গেছে। শহরের সর্বত্র যদি একথা ছড়িয়ে পরে এবং লোকেরা তাদের দেখায় অমুক দিন হতে রোজা শুরু করে, তাহলে অন্যদের জন্যও প্রমাণ হয়ে গেছে।[৫৫১] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-১৯: রমজানের চাঁদের রাতে আকাশ মেঘলা ছিল, এক ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় তার সাক্ষ্যে রোজা রাখা আদেশ দেয়া হয়। এখন মেঘের কারণে ঈদের চাঁদ দেখা যায়নি, তাহলে ত্রিশ রোজা পূর্ণ করে ঈদ করবে, আর যদি উদয়েরস্থান পরিষ্কার হয়, ঈদ করবে না, কিন্তু যদি দু'জন ন্যায়পরায়ন সাক্ষ্যে দ্বারা রমজানের প্রমাণ মেলে, রোজা রাখবে।[৫৫২] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-২০: চাঁদ উদয়ের স্থান পরিষ্কার না হয় তাহলে রমজান ব্যতিত শাওয়াল, জিলহজ্ব বরং সকল মাসের জন্য দু'জন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সাক্ষ্য দেবে। সকলে যেন আদিল (ন্যায়পরায়ন) ও স্বাধীন হয়, তাদের কেউ যেন ব্যভিচারের অপবাদে দন্ডিত না হয়। যদিও তাওবা করে থাকে এবং এটাও শর্ত যে, সাক্ষী সাক্ষ্য দেয়ার সময় যেন এ শব্দ সমূহ বলে যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি। (ফিকহের কিতাবসমূহ দ্রষ্টব্য)

---

৫৪৯ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুস সাওম, ৩/৪১২ পৃ.

৫৫০ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুস সাওম, ৩/৪১৩ পৃ.

৫৫১ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪১৩ পৃ.

৫৫২ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪১৩ পৃ.

মাস'আলা নং-২১: গ্রামে দু'ব্যক্তি ঈদের চাঁদ দেখেছে, উদয়েরস্থান পরিষ্কার ছিল, ওখানে এমন কেউ ছিল না যে, যার নিকট সাক্ষ্য দেবে। তাহলে গ্রামবাসীদেরকে বলবে। সে যদি ন্যায়পরায়ন হয় সকলে ঈদ করবে।[৫৫৩] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-২২: ইমাম বা কাজী একাকী ঈদের চাঁদ দেখেছে, তখন তার জন্য ঈদ করা বা ঈদের ঘোষণা দেয়া জায়িয হবে না।[৫৫৪] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-২৩: উনত্রিশ রমজানে কিছু লোক সাক্ষ্য দেয় যে, আমরা অন্য লোকদের একদিন পূর্বে চাঁদ দেখেছি, সে হিসেবে আজ ত্রিশ রমজান, তাহলে এসব লোক যদি ওখানে থাকে ওদের সাক্ষ্য কবুল হবে না যেহেতু তারা সময়মত সাক্ষ্য দিল না কেনো? আর যদি তারা ওখানে না থাকে এবং তারা যদি আদিল ন্যায়পরায়ন হয় তাহলে কবুল হবে।[৫৫৫] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-২৪: রমজানের চাঁদ না দেখলে, শা'বান মাসের ত্রিশদিন পূর্ণ করে রোজা শুরু করবে। আঠাশদিন রোজা রাখতেই ঈদের চাঁদ দেখা যায়, তাহলে শা'বানের চাঁদ দেখে ত্রিশ দিনে মাস সাব্যস্ত করে তাহলে এক রোজা রাখবে। আর যদি শা'বানের চাঁদও দেখা না যায়, তাহলে রজবের ত্রিশ তারিখ পূর্ণ করে শা'বান মাস শুরু করে, তাহলে দু'টি রোজা কাজা দেবে।[৫৫৬] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-২৫: যদি দিনে চাঁদে দেখা যায়। দ্বিপ্রহরের আগে হোক বা পরে হোক সর্বাবস্থায় আগত রাতের চাঁদ ধরতে হবে। অর্থাৎ যে রাত আসবে যা থেকে মাস শুরু হবে যদি ত্রিশে রমজানের দিনে দেখা যায়, তাহলে দিনটি রমজানের অন্তর্ভুক্ত হবে। শাওয়ালের হবে না। রোজা পূর্ণ করা ফরজ। আর যদি ত্রিশে শা'বান দিনে দেখা যায়, সেটা শা'বানের দিন রমজানের নয়। সুতরাং ঐদিনের রোজা ফরজ নয়।[৫৫৭] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-২৬: একস্থানে চাঁদ দেখা গেছে, তা শুধু সেস্থানের জন্য নয় বরং সারা পৃথিবীর জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু অন্যস্থানের বাসিন্দাদের জন্য সেই হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন অন্য এলাকাবাসীর জন্য ঐ দিন চাঁদ দেখা শরয়ী

---

৫৫৩ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/১৯৮ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الثَّانِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ**

৫৫৪ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুস সাওম, ৩/৪১৩ পৃ.

৫৫৫ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/১৯৮ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الثَّانِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ**

৫৫৬ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/১৯৯ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الثَّانِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ**

৫৫৭ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুস সাওম, ৩/৪১৩ পৃ.

প্রমাণে প্রমাণ হয়।[৫৫৮] অর্থাৎ চাঁদ দেখার সাক্ষ্য পাওয়া যায় বা কাজীর আদেশের সাক্ষ্য পাওয়া যায় বা বিভিন্ন কাফেলা ওখান থেকে এসে সংবাদ দেয় যে, অমুক স্থানে চাঁদ দেখা গেছে বা ওখানকার লোকেরা রোজা রেখেছে বা ঈদ করেছে।[৫৫৯] (দুররুল মুখতার)

টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনে চাঁদ দেখার সংবাদের শরয়ী বিধান

মাস'আলা নং-২৭: টেলিগ্রাফ, টেলিফোনে চাঁদ দেখা প্রমাণ হবে না। বাজারের গুজব ও পঞ্জিকা বা সংবাদ পত্রে প্রকাশিত সংবাদ দ্বারাও চাঁদ দেখা প্রমাণ হবে না। বর্তমানে সাধারণতঃ দেখা যায় যে, উনত্রিশে রমজানে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে একস্থান হতে অন্যস্থান টেলিফোনে সংবাদ প্রেরণ করা হয় যে, চাঁদ দেখা গেছে

---

৫৫৮ . শতাব্দীর মহান মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন মুহাদ্দিসে বেরেলভি (রহঃ) বলেন, শরি'আতের দৃষ্টিতে চাঁদ দেখা গৃহীত হওয়ার সাতটি পদ্ধতি ; যথা-

১. স্বয়ং নিজে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয়া।

২. সাক্ষীর উপর সাক্ষ্য ; অর্থাৎ কেউ চাঁদ দেখে অন্য কারো সামনে সাক্ষ্য দিলো। এভাবে যাদের সামনে সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে, তাদেরও সাক্ষ্য। এরূপ সাক্ষ্য ঐ ক্ষেত্রে গৃহীত, যেখানে স্বয়ং চাঁদ দেখেছে এমন ব্যক্তিরা উপস্থিত হতে অপারগ হয়।

৩. কাযীর ফয়সালার সূত্র ধরে সাক্ষ্য দেয়া। ইসলামি বিধান চালু আছে এমন কোনো শহরে চাঁদ দেখার উপর কাযী ফয়সালা দিয়ে দিলেন ; ঐ মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের দুজন মানুষ অন্য শহরের কাযীর কাছে গিয়ে উক্ত ফয়সালার কথা ব্যক্তকরণ এবং চাঁদ দেখার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান।

৪. এক কাযীর সিদ্ধান্ত অন্য কাযীর নিকট লিখিতভাবে প্রেরণ করা। ইসলামি সরকারের অধীনস্ত এক অঞ্চলের কাযী চাঁদ দেখার উপর প্রদান করা সিদ্ধান্ত লিখিত আকারে পার্শ্ববর্তী এলাকার কাযীর নিকট সাক্ষী হিসেবে প্রেরণ করা।

৫. সাক্ষ্যের ব্যাপকতা অর্থাৎ ইসলামি বিধান চালু আছে এমন কোনো শহরের একাধিক দল-উপদল এসে নিজেদের অভিন্নভাবে নিশ্চিত সংবাদ প্রদান করলেন যে, অমুক তারিখ নতুন চাঁদ দেখায় রোজা শুরু কিংবা ঈদ উদযাপন করা হয়েছে।

৬. সময় পূর্ণকরণ। অর্থাৎ কোনো মাসের ৩০ দিন পরিপূর্ণ হয়, এরপর থেকে স্বভাবিক পরবর্তী মাস শুরু। কারণ, নিশ্চিত যে ৩০ দিনের অতিরিক্ত কোনো আরবি মাস গণনা হয় না।

৭. ইসলামি বিধান চালু আছে এমন কোনো শহরে বিচারকের ফয়সালা মতে মাসের ২৯ তারিখ সন্ধ্যাবেলা গোলাবারুদে গুলির ফায়ার করে আওয়াজ করা হলো। এ আওয়াজ শহরবাসীর মতো পার্শ্ববর্তী এলাকাবাসী এবং গ্রামের লোকজন যদি শুনো থাকে, তাহলে তা নতুন চাঁদ দেখার অবিকল হুকুম। (ফাতওয়ায়ে রযভিয়্যাহ, ১০/৪০৫-৪২০ পৃ.)

৫৫৯ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুস সাওম, ৩/৪১৯ পৃ.

বা দেখা যায়নি, যদি কোনস্থান থেকে টেলিফোন আসে, ঠিক কালই ঈদ, তা নিছক নাজায়িয ও হারাম। **টেলিফোন/টেলিগ্রাফ কি বস্তু?** প্রথমত. এটা জানা যায়নি যে, যার নাম লিখিত আছে প্রকৃতপক্ষে তার প্রেরিত কি না? মনে করুন আর হলেও তোমার নিকট তার কি প্রমাণ আছে? এটা হতে পারে সে টেলিগ্রাফে অনেক ভুল পরিবেশিত হয়। হ্যাঁ কে না বলা, না কে হ্যাঁ, বলা সাধারণ বিষয়। সম্পূর্ণ সঠিক মনে করে মেনে নেয়া নিছক এক সংবাদ, সাক্ষ্য নয়, কিন্তু তাও বিশটি মাধ্যম অতিক্রম করে আসে। টেলিগ্রাফের যদি ইংরেজী পাঠ না থাকে হতে পারে অন্য কারো দ্বারা লিখিয়েছে, এটাও জানা নেই যে, কি লিখা হয়েছে বা কি লিখেছে। কাকে দিয়ে কে লেখেছে টেলিগ্রাফম্যানকে দিয়েছে এখন সে টেলিগ্রাফ বাড়ীতে পৌঁছেছে। সে বন্টনকারীকে দিয়েছে সে না অন্য আরেকজনকে সোপর্দ করেছে, জানা নেই এভাবে অনেক হাত বদল হয়ে নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট পৌঁছেছে, যদিও তাকে দেয়া হয় কয়টি স্তর অতিক্রম করেছে। এখন দেখুন মসতুর বা বিশ্বস্ত মুসলমান যার আদিল বা ফাসিক হওয়া অজানা, এ পর্যায়ের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয়। যেসব স্তর অতিক্রম করে টেলিগ্রাফ পৌঁছেছে সকল স্তরের লোকে মুসলমান হওয়াও নিশ্চিত নয়। এটা বিবেক গ্রাহ্য যে, যার অস্তিত্ব অজানা এবং পত্র প্রাপক ব্যক্তি যদি ইংরেজী পড়ুয়া না হয়, কারো দ্বারা পড়িয়ে নেয়া হয়, যদি কোন কাফির কর্তৃক পঠিত হয়, তা কিভাবে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হবে আর যদি মুসলমান কর্তৃক হয় বিশুদ্ধ পড়ার ব্যাপারে ও কিরূপে আস্থাবান হওয়া যায়? উদ্দেশ্য সাবধান হও, এমন অনেক দিক আছে যা তার বার্তাযোগে হারিয়ে যায়। ফকীহগণ তো চিঠিপত্রকে গুরুত্বও দেয়নি। যদিও লেখকের লেখা ও স্বাক্ষর পরিচিত হয় এবং তাতে তার সীলও যদি দেয়া হয়।

الخط يشبه الخط والخاتم يشبه الخاتم

চিঠি চিঠির মত হয়, মোহর মোহরের অনুরূপ। তাহলে তার বার্তার কি অবস্থা।

মাস'আলা নং-২৮: নতুন চাঁদ দেখে চাঁদের দিকে আঙ্গুলি দিয়ে ইঙ্গিত করা মাকরূহ, যদিও অন্যকে জানানোর জন্য হয়।[৫৬০] (দুররুল মুখতার, আলমগীরি)

যেসব কারণে রোজা ভঙ্গ হয় না

হাদিস নং-১: ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ

৫৬০ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪১৯ পৃ. পরিচ্ছেদ: **مَطْلَبٌ فِي اخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ**

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলে করীম (সাঃ)ইরশাদ করেন, যে রোজা অবস্থায় ভুলবশতঃ কিছু খেয়েছে বা পান করেছে, সে যেন তার রোজা পূর্ণ করে, কেননা আল্লাহ তা'আলা তাকে পানাহার করিয়েছেন।"[৫৬১]

হাদিস নং- ২: ইমাম আবু দাউদ রহঃ, ইমাম তিরমিযী রহঃ, ইমাম ইবনে মাযাহ রহঃ এবং ইমাম দারেমী (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ.

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেন, রোজা অবস্থায় যার বমি হয়েছে তার উপর কাযা আবশ্যক নয়। আর যে ইচ্ছাকৃত বমি করেছে সে যেন তা কাজা করে।"[৫৬২]

হাদিস নং-৩: ইমাম তিরমিযী (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اشْتَكَتْ عَيْنِي، أَفَأَكْتَحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ.

-"হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি প্রিয়নবী ﷺ দরবারে হাজির হয়ে বললেন, হুজুর! আমার দু'চক্ষু ব্যথা করে, আমি কি রোজা অবস্থায় সুরমা লাগাতে পারি? হুজুর বললেন, হ্যাঁ।"[৫৬৩]

হাদিস নং-৪: ইমাম তিরমিযী (রহঃ) সংকলন করেন-

---

৫৬১ . ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ২/৮০৯ পৃ. হা/১১৫৫, সুনানে দারেমী, ২/১০৭৭ পৃ. হা/১৭৬৭, আবু নুয়াইম ইস্পাহানী, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/২৭৯ পৃ., মুসনাদে আহমদ, ১৫/২৯৬ পৃ. হা/৯৪৮৯, ইবনে আছির, জামেউল উসূল, ৬/৩০১ পৃ. হা/৪৪৩১, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৮/৪৯৭ পৃ. হা/২৩৮১৪, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬২৩ পৃ. হা/২০০৩, পরিচ্ছেদ: **بَاب تَنْزِيه الصَّوْم**

৫৬২ . ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ২/৯১ পৃ. হা/৭২০, পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا** , বায়হাকী, আল-মা'রিফাতুল সুনানি ওয়াল আছার, ৬/২৬১ পৃ. হা/৮৬৭২ এবং বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/৩৭১ পৃ. হা/৮০২৭, ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ১/৫৮৯ পৃ. হা/১৫৫৭, তাহাভী, শরহে মা'আনিল আছার, ২/৯৭ পৃ. হা/৩৪১০, সহীহ ইবনে খুজায়মা, হা/১৯৬১, সুনানে আবি দাউদ, ২/৩১০ পৃ. হা/২৩৮০, সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৩৫১৮, মুসনাদে আহমদ, ১৬/২৮৩ পৃ. হা/১০৪৬৩, বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ৬/২৯৩ পৃ. হা/১৭৫৫, ইমাম খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬২৪ পৃ. হা/২০০৭

৫৬৩ . ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ২/৯৭ পৃ. হা/৭২৬, পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ** , ইমাম খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬২৫ পৃ. হা/২০১০, ইবনে আছির, জামেউল উসূল, ৬/২৯৫ পৃ. হা/৪৪১৮

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ثَلاَثٌ لاَ يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: الحِجَامَةُ، وَالقَيْءُ، وَالاِحْتِلاَمُ.

-"হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেন, তিন জিনিস রোজাদারের রোজাকে ভঙ্গ করে না। শিংগা লওয়া, বমি করা এবং স্বপ্নদোষ হওয়া।"[৫৬৪]

সতর্কতা: এ অধ্যায়ে যেসব বিষয়ের বর্ণনা করা হয়েছে, সেসব কাজ দ্বারা রোজা ভঙ্গ হয় বা হয় না। তবে অবশিষ্ট থাকলো ওসব কাজা যার দ্বারা রোজা মাকরূহ হয়? এর সাথে এ অধ্যায়ের কোন সম্পর্ক নেই। ঐ কাজগুলো জায়িয না জায়িয এ সাথে সম্পর্ক নেই।

মাস'আলা নং-১: ভুলে পানাহার বা সহবাস করলে, রোজা ভঙ্গ হবে না। ফরজ রোজা হোক বা নফল হোক। রোজার নিয়্যত করার পূর্বে বা পরে এসব হয়েছে। কিন্তু স্মরণ করিয়ে দেয়ার পরও স্মরণ হয় নি যে, সে রোজাদার তখন রোজা ভঙ্গ

---

৫৬৪ . ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ২/৯০ পৃ. হা/৭১৯, পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّائِمِ يَذْرَعُهُ القَيْءُ** , ইমাম বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ৬/২৯৪ পৃ. হা/১৭৫৬, ইমাম ইবনে আছির, জামেউল উসূল, ৬/২৯২ পৃ. হা/৪৪০৭, ইমাম মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৮/৪৯৮ পৃ. হা/২৩৮১৬, ইমাম খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬২৬ পৃ. হা/২০১৫, এ বিষয়ে ইমাম তাবরানী (রহঃ) আরেকটি সূত্র এভাবে উল্লেখ করেন-

عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ثَلَاثٌ لَا يَمْنَعَنَ الصِّيَامَ: الْحِجَامُ، وَالْقَيْءُ، وَالِاحْتِلَامُ، وَلَا يَتَقَيَّأُ الصَّائِمُ مُتَعَمِّدًا

-"হযরত ছাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, তিন জিনিস রোজাদারের রোজাকে ভঙ্গ করে না। শিংগা লওয়া, বমি করা এবং স্বপ্নদোষ হওয়া।" (ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ২/৯৯ পৃ. হা/১৪৩৮, ইমাম মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৮/৫০১ পৃ. হা/২৩৮২৭, ইমাম হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩/১৭০ পৃ. হা/৫০০৫) এ বিষয়ে ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহঃ) আরেকটি সূত্র এভাবে উল্লেখ করেন-

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه، يَرْفَعُهُ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُفَطِّرُونَ الصَّائِمَ: الْحِجَامَةُ، وَالْقَيْءُ، وَالِاحْتِلَامُ

-"হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত ইশারা করেছেন, তিনি ইরশাদ করেন, তিন জিনিস রোজাদারের রোজাকে ভঙ্গ করে না। শিংগা লওয়া, বমি করা এবং স্বপ্নদোষ হওয়া।" (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বাহ, ২/৩০৮ পৃ. হা/৯৩১৬)

হবে। তবে স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর যদি ঐসব কাজ, সংগঠিত হয়েছে। কিন্তু এমতাবস্থায় কাফ্ফারা আবশ্যক নয়।[৫৬৫] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাস'আলা নং-২: কোন রোজাদারকে উক্ত কার্যাদি করতে দেখে স্মরণ করিয়ে দেয়া ওয়াজিব। স্মরণ করিয়ে না দিলে গুনাহগার হবে। কিন্তু রোজাদার যদি অধিক দুর্বল হয় যে, স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি খাবার ছেড়ে দেবে এবং যদি বেশী দুর্বল হয়ে থাকে তার জন্য, রোজা রাখা কষ্টকর হবে। খেয়ে নিলে রোজাও ভালমতে পূর্ণ করতে পারবে এবং অন্যান্য ইবাদতও ভালভাবে করতে পারবে। এমতাবস্থায় স্মরণ করিয়ে না দেয়া উত্তম।

কতিপয় মাশায়েখগণ বলেন, যুবকদের দেখলে স্মরণ করিয়ে দেবে, বৃদ্ধদের দেখলে স্মরণ করিয়ে না দিলে ক্ষতি নেই। কিন্তু এ বিধান অধিকাংশের বিবেচনায় হয় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুবক শক্তিশালী হয়, অধিকাংশ বৃদ্ধ দুর্বল হয় তবে মূল বিধান হলো এই যে, যুবক বা বৃদ্ধ হওয়া বিবেচ্য নয় বরং সামর্থ ও দুর্বলতাই বিবেচ্য হবে। সুতরাং যদি যুবক এত দুর্বল হয় যে, স্মরণ করিয়ে না দিলে অসুবিধা নেই। আর বৃদ্ধ যদি শক্তিশালী হয় তাহলে স্মরণ করিয়ে দেয়া ওয়াজিব।[৫৬৬] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৩: মাছি, ধোঁয়া, বা ধুলাবালি কণ্ঠনালীতে পৌঁছলে রোজা ভঙ্গ হবে না। আটার বালি হোক বা চাক্কি পিষার আটা হোক। ঝাড়ার সময় হোক বা ফসলের ধুলা আসা ধুল যদিও বা বাতাসে উড়ন্ত, বা প্রাণীর ক্ষুর বা পা থেকে উড়ে কণ্ঠনালীতে পৌঁছলে, রোজাদার হওয়া স্মরণে থাকে আর যদি ইচ্ছা করে ধোয়া পৌঁছায় তাহলে রোজা ভঙ্গ হবে। যদিও রোজাদার হওয়া স্মরণ থাকে। যে কোন ধরনের ধোঁয়া হোক না কেন। যে কোনভাবেই পৌঁছুক। এমনকি আগর বাতি ইত্যাদির সুগন্ধি। আহরণ করছে। মুখ নিকটে নিয়ে যদি নাক দিয়ে ধোয়া টানে তাহলে রোজা ভঙ্গ হবে। অনুরূপ হুক্কা পান করলেও রোজা ভঙ্গ হবে। রোজা স্মরণ থাকাবস্থায় হুক্কা পান করলে কাফ্ফারাও দিতে হবে।[৫৬৭] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

---

৫৬৫ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪১৯ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**

৫৬৬ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪২০ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**

৫৬৭ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪২০ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**

মাস'আলা নং-৪: শিংগা লাগালে বা তৈল অথবা সুরমা লাগালে রোজা ভঙ্গ হবে না। যদি তেল বা সুরমার স্বাদ কণ্ঠনালীতে অনুভূত হয়। বরং থুথুর সাথে সুরমার রং দৃশ্যমান হলেও রোজা ভঙ্গ হবে না।[৫৬৮] (জাওহিরাতুন নাইয়্যারা)

মাস'আলা নং-৫: চুম্বনে কিন্তু বীর্যপাত না হলে রোজা ভঙ্গ হবে না। অনুরূপ স্ত্রী প্রতি বা তার লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করেছে, হাতে স্পর্শ না করলে বীর্যপাত হয়, যদি বারবার দৃষ্টিপাত করায় বা সহবাস ইত্যাদির খেয়াল করায় বীর্যপাত হয়েছে। যদি দীর্ঘক্ষণ এ ধরনের খেয়াল করায় এরূপ হয়ে থাকে, এমতাবস্থায় রোজা ভঙ্গ হবে না।[৫৬৯] (জাওহিরা, দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৬: গোসল করায়, পানির আদ্রতা ভিতরে অনুভূত হয়েছে বা কুল্লি করে, পানি সম্পূর্ণরূপে বাইরে নিক্ষেপ করেছে, শুধু সামান্য আর্দ্রতা মুখে বাকী রয়েছে থুথুর সাথে তা-ও বের হয়ে গেছে বা ঔষধ সেবন করছে কণ্ঠনালীতে তার স্বাদ অনুভব করেছে, অথবা হাড় চোষণ করেছে এবং থুথু বেরিয়ে পরেছে, কিন্তু থুথুর সাথে হাঁড়ে এক প্রকার ঔষধ কোন কিছু কণ্ঠনালীতে পৌঁছেনি বা কানে পৌঁছছে, অথবা খড়কুটা দিয়ে কান খুজুলিয়েছে, তাতে কানের ময়লা লেগেছে এরূপ, অতঃপর ঐ ময়লাযুক্ত খড়কুটো কানের ভিতর ঢুকেছে-যদিও অনেকবার করা হয় অজ্ঞাতে দাঁত বা মুখে পাতলা জিনিস রয়ে গেছে, লালা বা শ্লেষার সাথে এমনিতে বের হয়েছে বা বেরিয়ে গেছে, বা দাঁত থেকে বের হয়ে কণ্ঠনালীতে পৌঁছেছে, কিন্তু কণ্ঠনালীর নীচে যায়নি। উপরোক্ত অবস্থায় রোজা ভঙ্গ হবে না।[৫৭০] (দুররুল মুখতার, ফতহুল কাদীর)

মাস'আলা নং-৭: রোজাদারের পেটে কেউ তীর বা বর্শ বিদ্ধ করেছে যদিও বর্শার খণ্ডাংশ অথবা ফলা পেটের ভিতরে পৌঁছেছে, তাহলে রোজা ভঙ্গ হবে না। আর

---

৫৬৮ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪২১ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**, (খ) আল্লামা আবু বকর ইবনে হাদ্দাদ, জাওয়াহারাতুন নায়্যারাহ, কিতাবুস সাওম, ১৭৯ পৃ.

৫৬৯ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪২১ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**, (খ) আল্লামা আবু বকর ইবনে হাদ্দাদ, জাওয়াহারাতুন নায়্যারাহ, কিতাবুস সাওম, ১৭৮ পৃ.

৫৭০ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪২১ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**, (খ) আল্লামা কামালুদ্দীন ইবনে হুমাম, ফাতহুল কাদীর, কিতাবুস সওম, ২/২৫৭-২৫৮ পৃ.

যদি নিজে এসব কাজ করে এবং বর্শার ফলা বা খণ্ডাংশ ভিতরে থেকে যায় তাহলে রোজা ভঙ্গ হবে।[৫৭১] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৮: কথা বলায় থুথতে ঠোঁট ভিজে গেছে এবং তা পান করেছে, অথবা মুখ থেকে লালা টপকে পড়েছে, কিন্তু একেবারে পড়ে নি, তা তুলে পান করে ফেলেছে বা নাকে শ্লেষা এসেছে, নাকের বাইরে এসে যায়, কিন্তু বন্ধ হচ্ছে না তা অতিক্রম করে বেরিয়ে আসছে, খেয়ে ফেলেছে। পরিমান যা হোক না কেন, রোজা ভঙ্গ হবে না তবে এসব বিষয় সর্তকতা অপরিহার্য।[৫৭২] (আলমগীরি, দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৯: মাছি কণ্ঠনালীর ভিতরে চলে গেলে, রোজা ভঙ্গ হবে না। ইচ্ছাকৃত হলে রোজা ভঙ্গ হবে।[৫৭৩] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-১০: ভুলবশতঃ সহবাসে লিপ্ত হয়েছে, স্মরণ হওয়া মাত্রই পৃথক হয়ে গেছে বা সুবহে সাদিকের পূর্বে সহবাসে লিপ্ত হয়েছে, সুবহে সাদেক হওয়া মাত্রই পৃথক হয়ে গেলে রোজা ভঙ্গ হবে না। যদিও উভয় অবস্থায় প্রথক হওয়া স্মরণ হয়েছে। এবং সুবহে সাদেক হওয়া মাত্রই পৃথক হওয়ায় সহবাস হয়নি, যদি স্মরণ হয় বা সুবহে সাদিক হওয়া মাত্রই পৃথক হয়নি, কেবল স্থির হয়ে রয়েছে, নড়াছড়া না করলেও, রোজা ভঙ্গ হবে।[৫৭৪] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-১১: ভুলবশতঃ খাবার খাচ্ছে, স্মরণ হওয়া মাত্রই গ্রাস নিক্ষেপ করেছে বা সুবহে সাদিকের পূর্বে ভক্ষণ করতেছে সুবহে সাদিক হওয়া মাত্রই রেখে দেয়, রোজা ভঙ্গ হবে না। আর যদি বের করিয়ে আনে, উভয় অবস্থায় রোজা ভঙ্গ হবে।[৫৭৫] (আলমগীরি)

---

৫৭১ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪২৩ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**,

৫৭২ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪২৮ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**, আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২০৩ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يُفْسِدُ وَمَا لَا يُفْسِدُ**

৫৭৩ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২০৩ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يُفْسِدُ وَمَا لَا يُفْسِدُ**

৫৭৪ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪২৪ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**,

৫৭৫ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২০৩ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يُفْسِدُ وَمَا لَا يُفْسِدُ**

মাস'আলা নং-১২: সহবাসের স্থান ব্যতিত অন্য পথে সহবাস করেছে, কিন্তু বীর্যপাত না হলে রোজা ভঙ্গ হবে না, অনুরূপ হস্তমৈথুন করে বীর্য বের করে, যদিও এটা কঠোর হারাম। হাদিস শরীফে এসেছে-

نَاكِحُ الْيَدِ مَلْعُونٌ

-"হস্তমৈথুনকারীকে অভিশপ্ত বলা হয়েছে।"[৫৭৬] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-১৩: চতুষ্পদ প্রাণী বা মৃতের সাথে সহবাস করায় বীর্যপাত না হলে, রোজা ভঙ্গ হবে না। বীর্যপাত হলে রোজা ভঙ্গ হবে। প্রাণীকে চুম্বন বা তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে রোজা ভঙ্গ হবে না, যদিও বীর্যপাত হয়।[৫৭৭] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-১৪: স্বপ্নদোষ হলে বা গীবত করলে, রোজা ভঙ্গ হবে না[৫৭৮]; যদিও গীবত করা কঠোর কবীরা গুনাহ। কোরআন মাজীদে গীবত সম্পর্কে বলা হয়েছে, যেমন নিজের মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করে।[৫৭৯] হাদিস শরীফে ইরশাদ করা হয়েছে-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا

-"হযরত জাবের (রাঃ) এবং হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, গীবত জিনা'র চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট খারাপ কাজ।"[৫৮০] যদিও গীবতের কারণে রোজার নূরানীয়ত দূরীভূত হয়ে যায়। (দুররুল মুখতার ও অন্যান্য ফিকহের কিতাব)

মাস'আলা নং-১৫: স্ত্রী সহবাস জনিত অপবিত্র অবস্থায় সকাল হয়ে গেছে। বরং যদি পুরো দিনই অপবিত্র থাকে, রোজা ভঙ্গ হবে না।[৫৮১] কিন্তু ইচ্ছাকরে দীর্ঘ সময় গোসল না করা যাতে নামায কাজা হয়, তা গুনাহ ও হারাম। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে যে,

---

৫৭৬ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪২৮ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**,

৫৭৭ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪২৭ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**,

৫৭৮ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪২১ পৃ. এবং ৪২৮ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**

৫৭৯ . সূরা হুজরাত, আয়াত নং-১২

৫৮০ . ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৬/৩৪৮ পৃ. হা/৬৫৯০

৫৮১ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪২৮ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ

-"যে ঘরে কোন প্রাণীর ছবি, কুকুর এবং অপবিত্র লোক থাকবে সেখানে রহমতের ফেরেশতা (নতুন রহমতসহ) আসে না।"[৫৮২] (দুররুল মুখতার ও অন্যান্য ফিকহের কিতাব)

মাস'আলা নং-১৬: জ্বীন অর্থাৎ পরীর সাথে সহবাসে বীর্যপাত না হলে রোজা ভঙ্গ হবে না।[৫৮৩] (দুররুল মুখতার) অর্থাৎ যদি মানুষের আকৃতিতে না হয়। আর যদি মানুষের আকৃতিতে হয়, তাহলে মানুষের সাথে সহবাস করলে যে হুকুম এক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম।

মাস'আলা নং-১৭: তিল বা তিল পরিমাণ কোন বস্তু চিবিয়ে তা থুথুর সাথে কণ্ঠনালীর ভিতর প্রবেশ করে রোজা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু এর স্বাদ যদি কণ্ঠনালীতে অনুভূত হয় তখন রোজা ভঙ্গ হবে।[৫৮৪] (ফাতহুল কাদীর)

রোজা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহের বর্ণনা

হাদিস নং-১: ইমাম বুখারী রহঃ, আহমদ রহঃ, আবু দাউদ রহঃ, তিরমিযী রহঃ, ইবনে মাযাহ রহঃ এবং ইমাম দারেমী (রহ.) সংকলন করেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ، لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ.

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলে করীম (সাঃ)ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রমজানের এক দিনের রোজা কোন ওজর বা রোগ ব্যতীত ভাঙবে, সারা জীবনের রোজা তার ক্ষতিপূরণ হবে না। যদিও সারা জীবন রোজা রাখে।"[৫৮৫] অর্থাৎ রমজানে রাখলে যে ফযিলত কোনভাবে তা অর্জন করতে পারবে না। রোজা না রাখলে যদি এ ধরনের কঠোর শাস্তি তাহলে রোজা রাখার পর ভেঙ্গে ফেললে তার চেয়েও কঠোর শাস্তি হবে।

---

৫৮২ . ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, ১/৫৮ পৃ. হা/২২৭

৫৮৩ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৪২ পৃ. পরিচ্ছেদঃ **مَطْلَبٌ فِي جَوَازِ الْإِفْطَارِ بِالتَّحَرِّي**

৫৮৪ . আল্লামা কামালুদ্দীন ইবনে হুমাম, ফাতহুল কাদীর, কিতাবুস সওম, ২/২৫৯ পৃ.

৫৮৫ . ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ২/৯৩ পৃ. হা/৭২৩, মুসনাদে আহমদ, ১৬/১০১ পৃ. হা/১০০৮১, মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক, ৪/১৯৮ পৃ. হা/৭৪৭৫, ইমাম বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ৬/২৯০ পৃ. হা/১৭৫৩, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৬৫ পৃ. হা/১৫০৯, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬২৬ পৃ. হা/২০১৩, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৮/৪৯৪ পৃ. হা/২৩৭৯৬, ইমাম ইবনে আছির, জামেউল উসূল, ৬/৪২১ পৃ. হা/৪৬১৫

হাদিস নং-২: ইমাম ইবনে খুজায়মা রহঃ, ইমাম ইবনে হিব্বান রহঃ তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সাঃ)কে বলতে শুনেছি যে,

بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ، فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ، فَأَتَيَا بِي جَبَلًا وَعْرًا، فَقَالَا: اصْعَدْ، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أُطِيقُهُ، فَقَالَا: إِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ، فَصَعِدْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ إِذَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ، قُلْتُ: مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ؟ قَالُوا: هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ انْطُلِقَ بِي، فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ، مُشَقَّقَةٍ أَشْدَاقُهُمْ، تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ

-"আমি নিদ্রিত ছিলাম দু'জন লোক উপস্থিত হলেন এবং আমার বাহু ধরে একটি পাহাড়ের নিকটে নিয়ে গেলেন, আমাকে বললো চড়ুন, আমি বললাম, এ কাজে আমার শক্তি নেই, তারা বললো আমরা সহজ করে দিব, আমি আরোহন করলাম, যখন পাহাড়ের মাঝখানে পৌঁছলাম তখন বজ্রধ্বনির মত শুনা গেলো, আমি বললাম, এটা কোন ধরণের আওয়াজ? তারা বললো, এটা জাহান্নামীদের আওয়াজ, অতঃপর আমাকে সম্মুখে নেয়া হল, আমি একদল লোককে দেখতে পেলাম, তাদেরকে ওল্টো ঝুলিয়ে রাখা হল, তাদের ঠোটের কিনারায় ছিড়ে যাচ্ছে যেখান থেকে রক্ত বের হচ্ছে আমি জিজ্ঞেস করলাম, লোকেরা কারা? বললেন এরা যারা নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ইফতার করে।"[৫৮৬]

হাদিস নং-৩ : ইমাম আবু ই'য়ালা রহঃ 'হাসান' সনদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে,

عُرَى الْإِسْلَامِ وَقَوَاعِدُ الدِّينِ ثَلَاثَةٌ عَلَيْهِنَّ أُسِّسَ الْإِسْلَامُ مَنْ تَرَكَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً فَهُوَ بِهَا كَافِرٌ حَلَالُ الدَّمِ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَالصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

---

৫৮৬ . ইমাম ইবনে খুজায়মা, আস-সহীহ, ৩/২৩৭ পৃ. হা/১৯৮৬, ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ১/৫৯৫ পৃ. হা/১৫৬৮, তিনি বলেন- **هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ**- "এ হাদিসটি সহীহ মুসলিমের শর্তানুসারে সহীহ।" বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/৩৬৫ পৃ. হা/৮০০৬, নাসাঈ, আস-সুনানুল কোবরা, হা/৩২৭৩, সহীহ ইবনে হিব্বান, ১৬/৫৩৬ পৃ. হা/৭৪৯১, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১৪/৬৬৭ পৃ. হা/৩৯৭৯৯

-"ইসলামের খুটি এবং দ্বীনের ভিত্তি হচ্ছে তিনটি যেগুলোর উপর ইসলামের ভিত্তি সুদৃঢ় করা হয়েছে, যে ব্যক্তি তার একটি বর্জন করবে সে কাফির, তার রক্ত হালাল কালেমা তৌহিদের স্বাক্ষ্য দেয়া, ফরজ নামায এবং রমজানের রোজা।"[৫৮৭] অন্যদিকে বর্ণনায় আছে,

من ترك مِنْهُنَّ وَاحِدَة فَهُوَ بِاللَّه كَافِر وَلَا يقبل مِنْهُ صرف وَلَا عدل وَقد حل دَمه وَمَاله

-"যে উক্ত তিনটির একটি অর্জন করবে, সে আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে, তার ফরজ, নফল, কিছু কবুল হবে না।"[৫৮৮]

মাস'আলা নং-১: পানাহার ও স্ত্রী সহবাস করলে রোজা ভঙ্গ হয় যদি রোজাদার হওয়া তার স্মরণ থাকে। (ফিকহের সব কিতাব দ্রষ্টাব্য)

রোজাবস্থায় হুক্কা, বিড়ি, সিগারেট, সুরুট ইত্যাদি পান করার মাসআলা:

মাস'আলা নং-২: হুক্কা, বিড়ি, সিগারেট, সরুট ইত্যাদি পান করলে রোজা ভঙ্গ হয়, যদিও নিজ ধারণা মতে কণ্ঠনালী পর্যন্ত ধোঁয়া না পৌঁছে এবং পান, তামাক খেলেও রোজা ভঙ্গ হবে, যদি থুথু ফেলে দেয়া হয়, এগুলোর সূক্ষ্ম অংশ সমূহ অবশ্যই কণ্ঠনালীতে পৌঁছে যায়।

মাস'আলা নং-৩: চিনি ইত্যাদি জিনিস মুখে রাখলে যা গলে গেলে, মুখে রাখলো, থুথুর সাথে বেরিয়ে যায়, রোজা ভঙ্গ হবে। অনুরূপ দাতেঁর মাঝখানে চনাবুট পরিমান কোন জিনিস ছিল তা খেয়ে ফেলে, অথবা পরিমাণে কম ছিল। কিন্তু মুখ থেকে বের করে ফেলে পুনরায় খেয়ে নেয়, অথবা দাঁতসমূহ থেকে রক্ত বের হয়ে কণ্ঠনালীর নীচে যায় থুথুর চেয়ে রক্ত বেশী বা সমান বা কম হয়, কিন্তু তার স্বাদ কণ্ঠনালীতে অনুভূত হয়, উপরোক্ত অবস্থায় রোজা ভঙ্গ হবে। আর যদি কম হয় স্বাদও অনুভুত না হয় তাহলে, রোজা ভঙ্গ হবে না।[৫৮৯] (দুররুল মুখতার)

---

৫৮৭ . মুসনাদে আবি ই'য়ালা, ৪/২৩৬ পৃ. হা/২৩৪৯, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১/২৮ পৃ. হা/২৩, ইমাম হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ১/৪৭ পৃ. হা/১৪০, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/২১৫ পৃ. হা/৮১৭ এবং ২/৬৬ পৃ. হা/১৫১১, তিনি বলেন- **رَوَاهُ أَبُو يعلى بِإِسْنَاد حسن** - "হাদিসটি ইমাম আবু ই'য়ালা (রহঃ) সংকলন করেছেন, সনদটি 'হাসান' পর্যায়ের।"

৫৮৮ . ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/২১৫ পৃ. হা/৮১৭ এবং ২/৬৬ পৃ. হা/১৫১১, পরিচ্ছেদ: **التَّرْهِيب من الْمُرُور بَين يَدي الْمُصَلِّي**

৫৮৯ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪২২ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**

মাস'আলা নং-৪: রোজা অবস্থায় দাঁত উপড়িয়ে ফেলে এবং রক্ত বের হয়ে কণ্ঠনালীর নীচে যায়, যদিও বা শোবার সময় এমন হয়। রোজার কাযা দেয়া ওয়াজিব হবে।[৫৯০] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৫: কোন জিনিস মলদ্বারে রেখেছে, যদি তার অন্য অংশ বাইরে থাকে রোজা ভঙ্গ হবে না, অন্যথায় ভঙ্গ হবে। আর তা যদি আদ্র হয় এবং আদ্রতা মলদ্বারের অভ্যন্তরে পৌঁছে, তাহলে সাধারণ নিয়মে রোজা ভঙ্গ হবে। মহিলাদের লজ্জাস্থানেরও অনুরূপ হুকুম। লজ্জাস্থানে বলতে যৌনদ্বার বুঝায়। অনুরূপ, সুতলিতে পুলটি বেঁধে ভেতরে নিয়ে যায়, সুতালীর অংশ বাইরে থাকে তা দ্রুত বের করে নেবে যেন গলে না যায় তাহলে রোজা ভঙ্গ হবে না। আর যদি অন্য অংশও অভ্যন্তরে ঢুকে যায় বা পুলটির অংশ ভিতরে থেকে যায়, তখন রোজা ভঙ্গ হবে।[৫৯১] (দুররুল মুখতার, আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৬: মহিলা প্রস্রাবের স্থানে তুলো বা কাপড় রাখে তা মোটেই বাইরে না থাকে, তাহলে রোজা ভঙ্গ হবে। শুকনো আঙ্গুল মলদ্বারে প্রবেশ করালে বা মহিলা লজ্জাস্থানে রাখে রোজা ভঙ্গ হবে না। আঙ্গুল ভেজা হলে বা এতে কিছু লেগে থাকলে তখন রোজা ভঙ্গ হবে। তবে শর্ত হলো মলদ্বারে দ্বারে রাখে যেখানে পায়খানা করার জন্য ডুস লাগানো হয়।[৫৯২] (আলমগীরি, দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৭: আধিক্যের সাথে শৌচর্কায করে, যার মলদ্বারের অভ্যন্তরে পানি পৌঁছে যায়, তাহলে রোজা ভঙ্গ হবে। অতিরিক্ত শৌচকার্য না করা উচিত তাতে জটিল রোগের আশঙ্কা দেখা।[৫৯৩] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৮: পুরুষ প্রস্রাবের ছিদ্রে পানি বা তেল প্রবেশ করালে, রোজা ভঙ্গ হবে না, যদিও মূত্রথলী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আর মহিলা যদি তদ্রুপ প্রবেশ করায় রোজা ভঙ্গ হবে।[৫৯৪] (আলমগীরি)

---

৫৯০ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪২২ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**

৫৯১ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪২৩ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**, আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২০৪ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يُفْسِدُ وَمَا لَا يُفْسِدُ**

৫৯২ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪২৪ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**, আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২০৪ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يُفْسِدُ وَمَا لَا يُفْسِدُ**

৫৯৩ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪২৪ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**

মাস'আলা নং-৯: মাথা বা পেটের আবরণী পর্যন্ত জখম ছিল। তাতে ঔষধ প্রয়োগ করালে তা যদি মাথায় বা পেটে পৌঁছে যায়, তাহলে রোজা ভঙ্গ হবে। চাই ঔষধ তরল হোক বা শক্ত হোক, আর যদি মাথা ও পেটে পৌঁছানা পৌঁছা জানা না যায়, আর যদি ঐ ঔষধ তরল হয়, তাহলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর শক্ত হয় তাহলে রোজা ভঙ্গ হবে না।[৫৯৫] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-১০: মলদ্বারে পিছকারীর সাহায্যে কিছু ডুকিয়ে থাকে অথবা কানে তেল দেয়ায় তেল ভিতরে চলে যায় তাহলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি কানে পানি ডুকে যায়, কিন্তু কানে ঠালা হয়নি, তাহলে রোজা ভঙ্গ হবে না।[৫৯৬] (আলমগরি)

মাস'আলা নং-১১: কুল্লি করতে অনিচ্ছাকৃতভাবে পানি কণ্ঠনালীর ভিতরে চলে যায়, বা নাকে পানি দেয়ায় পানি মস্তিস্কে চলে যায়, তাহলে রোজা ভঙ্গ হবে, কিন্তু যদি রোজা রাখার কথা ভুলে যায় ভঙ্গ হবে না। যদিওবা ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তি রোজাদারের প্রতি কোন জিনিস নিক্ষেপ করে, তা যদি তার কণ্ঠনালীর নীচে চলে যায় রোজা ভঙ্গ হবে।[৫৯৭] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-১২: নিদ্রত অবস্থায় পানি পান করেছে বা কোনকিছু খেয়েছে, অথবা মুখ খোলা রাখায়, পানির ফোটা বা বৃষ্টি কণ্ঠনালীর ভিতরে পানি ডুকে যায় তাহলে রোজা ভঙ্গ হবে।[৫৯৮] (আলমগীরি, জাওয়াহেরা)

মাস'আলা নং-১৩: অন্যজনের থুথু গিলে খেলে, বা নিজের থুথু হাতে নিয়ে গিলে ফেললে রোজা ভঙ্গ হবে।[৫৯৯] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-১৪: মুখে রঙ্গিন সুতা রাখায় থুথু রঙ্গিন হয়ে যায় এবং সেই থুথু গিলে ফেললে রোজা ভঙ্গ হবে।[৬০০] (আলমগীরি)

---

৫৯৪ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২০৪ পৃ. পরিচ্ছেদ: **اَلْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يُفْسِدُ وَمَا لَا يُفْسِدُ**

৫৯৫ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২০৪ পৃ. পরিচ্ছেদ: **اَلْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يُفْسِدُ وَمَا لَا يُفْسِدُ**

৫৯৬ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২০৪ পৃ. পরিচ্ছেদ: **اَلْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يُفْسِدُ وَمَا لَا يُفْسِدُ**

৫৯৭ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২০২ পৃ. পরিচ্ছেদ: **اَلْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يُفْسِدُ وَمَا لَا يُفْسِدُ**

৫৯৮ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২০৪ পৃ. পরিচ্ছেদ: **اَلْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يُفْسِدُ وَمَا لَا يُفْسِدُ**, আল্লামা আবু বকর ইবনে হাদ্দাদ, জাওয়াহারাতুন নায়্যারাহ, কিতাবুস সাওম, ১৭৮ পৃ.

৫৯৯ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২০৪ পৃ. পরিচ্ছেদ: **اَلْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يُفْسِدُ وَمَا لَا يُفْسِدُ**

মাস'আলা নং-১৫: সুতা গেঁথেছে তা ভিজিয়ে নেয়ার জন্য মুখে দিলে দু' তিনবার এরূপ করলে, রোজা ভঙ্গ হবে না, কিন্তু আদ্রতা পৃথক হয়ে যদি মুখে থাকে এবং থুথু গিলে ফেলে রোজা ভঙ্গ হবে।[৬০১] (জাওয়াহিরা)

মাস'আলা নং-১৬: চোখের অশ্রু মুখে পড়ছে এবং তা গিলে ফেলছে, যদি এককোটা দু'ফোটা হয় রোজা ভঙ্গ হবে না, আর যদি অধিক হয় এবং লবানাক্ততা দেহে অনুভুক্ত হয় তখন রোজা ভঙ্গ হবে। ঘামের হুকুমও অনুরূপ।[৬০২] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-১৭: মলদ্বার বেরিয়ে এসেছে, তখন কাপড় দিয়ে রক্ত মুছে নেবে, যেন আদ্রতা বিন্দুমাত্র বাকী না থাকে আর যদি কিছু পানি অবশিষ্ট থাকে, দাঁড়ালে পানি ভিতরে ঢুকে যাবে। তখন রোজা ভঙ্গ হবে। এ কারণে ফোকাহায়ে কেরাম বলেছেন যে, রোজাদার শৌচাকার্য করার সময় যেন নিঃশ্বাস না টানে।[৬০৩] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-১৮: স্ত্রীকে চুম্বন বা স্পর্শ করলে অথবা সহবাস করলে, বা জড়িয়ে ধরলে বীর্যপাত হলে রোজা ভঙ্গ হবে। মহিলা পুরুষকে স্পর্শ করছে, পুরুষের বীর্যপাত হলে, রোজা ভঙ্গ হবে না, মহিলাকে কাপড়ের উপর দিয়ে স্পর্শ করছে, কাপড় এত মোট যে, শরীরের তাপ না হয় অনুভুত, তাহলে রোজা ভঙ্গ হবে না।[৬০৪] যদিওবা বীর্যপাত হয়। (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-১৯: অনিচ্ছাকৃতভাবে মুখভর্তি বমি হয় রোজাদার হওয়াও স্মরণ আছে তাহলে সাধারণ নিয়মে রোজা ভঙ্গ হবে, আর যদি মুখভর্তি থেকে কম হয়, এবং অনিচ্ছাকৃত বমি হয় তাহলে মুখভর্তি হোক বা না হোক সার্ববস্থায় তা কণ্ঠনালীর মধ্যে পৌঁছে যায়, বা নিজে স্বয়ং কণ্ঠনালীর ভিতর চলে যায় বা নিজে প্রবেশ করায়নি, তাহলে মুখ ভর্তি না হলে রোজা ভঙ্গ হবে না, যদিও ঢুকে পড়ে বা সে নিজে ঢুকায়। আর যদি মুখভর্তি হয় এবং নিজে কণ্ঠনালীর ভিতর ঢুকায় যদিও বা এর চনাবুট পরিমাণ কণ্ঠনালীর ভিতরে যায়, তখন রোজা ভঙ্গ হয়ে

---

৬০০ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২০২ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يُفْسِدُ وَمَا لَا يُفْسِدُ**

৬০১ . আল্লামা আবু বকর ইবনে হাদ্দাদ, জাওয়াহারাতুন নায়্যারাহ, কিতাবুস সাওম, ১৭৮ পৃ.

৬০২ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২০৩ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يُفْسِدُ وَمَا لَا يُفْسِدُ**

৬০৩ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২০৪ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يُفْسِدُ وَمَا لَا يُفْسِدُ**

৬০৪ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২০৪-২০৫ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يُفْسِدُ وَمَا لَا يُفْسِدُ**

যাবে, অন্যথায় রোজা ভঙ্গ হবে না।[৬০৫] (দুররুল মুখতার ও অন্যান্য ফিকহের কিতাব)

মাস'আলা নং-২০: বমির উপরোক্ত হুকুম সেই সময় প্রয়োজন হবে যদি বমির সাথে পিওরস বা রক্ত কফ আসে রোজা ভঙ্গ হবে না।[৬০৬] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-২১: রমজান শরীফে যে ব্যক্তি বিনা ওজরে প্রকাশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করে তাকে কতল করার নির্দেশ রয়েছে।[৬০৭] (রদ্দুল মুহতার)

এসব অবস্থাদির বর্ণনা যেসব ক্ষেত্রে শুধু কাযা আবশ্যক হয়:

মাস'আলা নং-১: এ ধারণা ছিলো যে, সুবহে সাদিক হয়নি, পানাহার বা সহবাস করে, পরে জানতে পারে যে, সুবহে সাদিক হয়েছে বা পানাহারে বাধ্য করা হয়েছে, অর্থাৎ শরয়ী বাধ্যবাধকতা পাওয়া যায়, যদিও বা নিজে হাতে খেয়ে থাকে তাহলে শুধু কাযা আবশ্যক হবে। অর্থাৎ এই রোজার পরিবর্তে একটি রোজা রাখতে হবে।[৬০৮] (দুররুল মুখতার ও অন্যান্য ফিকহের কিতাব)

মাস'আলা নং-২: ভুলবশত: পানাহার সংগম করছে বা দৃষ্টিপাত করায় বীর্যপাত হয়েছে, বা স্বপ্নদোষ হয়েছে বা বমি হয়েছে, উপরোক্ত অবস্থায় ধারণা করছে যে রোজা ভঙ্গ হয়েছে তারপর ইচ্ছাকৃতভাবে খেয়ে নেয় তাহলে শুধু কাযা ফরজ হবে।[৬০৯] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৩: কানে তেল বা পেট ও মস্তিষ্কের পাতলা চামড়া ক্ষত ছিল, তাতে ঔষধ দিলে, ঔষধ পেটে বা মস্তিষ্কে পৌঁছে যায়, বা নৈশ্য টানছে, বা নাকে ঔষধ দিয়েছে. অথবা পাথর, কংকর, মাটি, তুলা, কাগজ, ঘাস ইত্যাদি এ সব জিনিস খেয়েছে যেগুলো মানুষ ঘৃণা করে বা রমজান মাসে নিয়ত ছাড়া রোজা রাখছে, রোজার মতো রয়েছে বা সকালে নিয়্যত করেনি, দিনে দ্বিপ্রহরের পূর্বে রোজার নিয়্যত ছিল না বা কণ্ঠনালীতে বৃষ্টির ফোটা প্রবেশ করছে, প্রথমেই ঢুকে পড়ছে অধিক ঘাম বা অশ্রু গিলে ফেলছে, বা সহবাসের অযোগ্য অতি ছোট

---

৬০৫ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪২৪ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**

৬০৬ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২০৪ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يُفْسِدُ وَمَا لَا يُفْسِدُ**

৬০৭ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৪৯ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**

৬০৮ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৩০ পৃ. এবং ৪৩৬ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**

৬০৯ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৩১ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**

মেয়ের সাথে সহবাস করে, বা মৃত প্রাণীর সাথে সংগম করছে, বা উরুতে বা পেটের উপর সংগম করছে অথবা চুম্বন দিয়েছে বা মহিলার ঠোট চুষছে, বা মহিলার শরীর স্পর্শ করছে, যদি কোন কাপড় অন্তরায় হয়। তারপরও দেহের তাপ অনূভুত হয়েছে; এ অবস্থায় বীর্যপাত ঘটছে বা হস্তমৈথুন দ্বারা বীর্য বের করছে, বা শ্লীলতাহানির দ্বারা বীর্যপাত হয়েছে, বা রমজানের রোজা ছাড়া অন্য যে কোন রোজা ভঙ্গ করছে যদিও তা রমজানের কাযা রোজাও হয়, বা রোজাদার নিদ্রিত মহিলার সাথে সংগম করেছে, অথবা সুবহে সাদিকের সময় সুস্থ ছিল এবং রোজার নিয়ত করেছে, পাগল হয়ে যায় এই অবস্থায় তার সাথে সংগম করা হয়েছে অথবা ধারণা ছিলো করছে যে, রাত তখনো বাকী আছে সেহেরী খেয়েছে, অথবা সুবহে সাদিক হয়েছে, অথবা ধারণা করছে যে, সূর্য অস্ত গেছে ইফতার করে ফেলছে অথচ সূর্য ডুবেনি, অথবা দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, সূর্য ডুবে গেছে, আর দুজন সাক্ষ্য দেয় এখনো দিন বাকী আছে, রোজাদার ইফতার করার পরে জানতে পারে, যে তখনও সূর্য অস্ত যায়নি উপরোক্ত অবস্থায় কেবল কাযা আবশ্যক হবে। কাফফারা আদায় করতে হবে না।[৬১০] (দুররুল মুখতার, অন্যান্য ফিকহের কিতাব)

মাস'আলা নং-৪: মুসাফির মুকীম হয়েছে হায়েজ নিফাসওয়ালা মহিলা পবিত্র হয়েছে, পাগল সুস্থ হয়েছে, রুগ্ন ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করেছে, চাপ দিয়ে কেউ কারো রোজা করে ভাঙ্গায়নি, বা ভুলবশত পানি ইত্যাদি কোন বস্তু কণ্ঠনালীর ভিতর ঢুকে গেছে, কাফির মুসলমান হয়েছে, প্রাপ্ত বয়স্ক বালেগ হয়েছে, রাত মনে করে সেহেরী খেয়েছে, অথচ সুবহে সাদিক হয়ে গেছে, সূর্য অস্ত গেল মনে করে ইফতার করেছে, অথচ দিন বাকী ছিল। উপরোক্ত অবস্থায় দিনের যে অংশটুকু বাকী থাকে তা রোজার মত অতিবাহিত করা ওয়াজিব। যে নাবালেগ বালেগ হয়েছে, যে কাফির মুসলমান হয়েছে তাদের উপর উক্ত দিনের রোজার কাযা ওয়াজিব হবে না বাকি সকলের উপর কাযা ওয়াজিব হবে।[৬১১] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৫: নাবালেগ দিনে বালেগ হয়েছে, বা কাফির দিনে মুসলমান হয়েছে, আর তা এমন সময় ছিলো, যে সময়ে রোজার নিয়ত করা যায় এবং

---

৬১০ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৩১-৪৩৯ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**

৬১১ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৪০ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**

নিয়তও করে নেয় অতঃপর রোজা ভঙ্গে ফেলে, তাহলে ওই দিনের কাযা ওয়াজিব হবে না।[৬১২] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৬: শিশুর দশ বছর বয়স হয়েছে আর তার রোজা রাখার শক্তিও আছে, তাকে রোজা রাখতে দেবে। যদি রোজা না রাখতে চায় তাহলে মারপিট করে রোজা রাখাবে। যদি পূর্ণ শক্তি থাকে এবং রোজা ভেঙ্গে ফেলে তাহলে কাযা করার হুকুম দেবে না। আর নামায না পড়লে পুনরায় পড়িয়ে নেবে।[৬১৩] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৭: হায়েজ ও নিফাস সম্পন্না মহিলা সুবহে সাদিকের পর পবিত্র হয়, যদি দ্বিপ্রহরের পূর্বে অন্য রোজার নিয়্যত করে, তাহলে সেদিনের রোজা হবে না, ফরজ ও হবে না নফলও হবে না, রুগ্ন ব্যক্তি বা মুসাফির নিয়ত করছে, বা পাগল ছিলো সুস্থ হয়ে নিয়ত করছে তাদের সকলের রোজা হবে।[৬১৪] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৮: সুবহে সাদিকের পূর্বে ভূলবশত সংগমে লিপ্ত হয়েছে, সকাল হওয়া মাত্র স্মরণ হলে দ্রুত পৃথক হয়ে যায়, তাহলে কোন কাযা দিতে হবে না, আর যদি ঐ অবস্থায় বহাল থাকে কাযা ওয়াজিব হবে, কাফফারা ওযাজিব হবে না।[৬১৫] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৯: মৃত ব্যক্তির রোজা কাযা হয়েছে, তার পক্ষ থেকে রোজা সমূহের ফিদায়া আদায় করতে হবে। যদি মৃত ব্যক্তি এ ব্যাপারে অসিয়ত করে যায় এবং মাল স্পদও রেখে যায়। অন্যথায় ঐগুলোর উপর ফিদিয়া দেয়া জরুরী নয়, তবে করা হবে উত্তম।

যে অবস্থায় কাফ্ফারা ও আবশ্যক হয়:

মাস'আলা নং-১: শরীয়াতের দ্বায় বদ্ধ মুকিম রোজাদার রমজানের রোজা আদায়ের নিয়্যতে রোজা রেখেছে, আর সহবাসের ব্যক্তির সাথে সম্মুখ বা পশ্চাৎ দিক দিয়ে সঙ্গম করেছে, বীর্যপাত হোক বা না হোক বা যে রোজাদার সংগম করে, অথবা কোন খাদ্য বা ঔষধ খেয়েছে বা পান করেছে বা কোন বস্তুর স্বাদ উপভোগের

---

৬১২ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৪১ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**

৬১৩ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৪২ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**

৬১৪ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৪১ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**

৬১৫ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪২৫ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**

উদ্দেশ্যে ভক্ষণ করেছে, বা এমন কোন কাজ করেছে যা দ্বারা রোজা ভঙ্গ করার ধারণা হয় না, সে ধারণা করেছে যে, রোজা ভেঙ্গে গেছে। অতঃপর ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করেছে, যেমন সিঙ্গা লাগিয়েছে, বা সুরমা লাগিয়েছে, বা কোন প্রাণীর সাথে সঙ্গম করেছে, বা স্ত্রীকে স্পর্শ করেছে বা চুম্বন করেছে বা একসঙ্গে শয়ন করেছে, বা অশ্লীলভবে সঙ্গম করেছে কিন্তু উপরোক্ত অবস্থায় বীর্যপাত হয়নি, বা পায়খানা রাস্তায় শুকনা আঙ্গুল দিয়েছে, ওসব কার্যদির পর ইচ্ছাকৃতভাবে খেয়েছে।

উপরোক্ত অবস্থায় রোজার কাযা এবং কাফ্ফারা উভয়টি আবশ্যক হবে। আর যদি এ উপরোক্ত অবস্থায় রোজা ভঙ্গ হওয়ার ধারণা ছিল না, সে ধারণা করে নেয় এবং কোন মুফতি ফতোয়া দেয় যে, রোজা ভঙ্গ হয়ে গেছে। মুফতি যদি এমন হয় যে, শহরবাসী তার উপর আস্থাশীল, তার ফতোয়ার কারনে, সে ইচ্ছাকৃতভাবে খেয়েছে, বা সে কোন হাদিস শুনেছে, কিন্তু সে হাদীসের সঠিক অর্থ বুঝেনি। ভুল অর্থ বুঝে নিয়েছে, যে রোজা ভেঙ্গে গেছে, এবং ইচ্ছাকৃত খেয়েছে, তখন কাফ্ফারা আবশ্যক হবে না যদিও মুফতি ভুল ফতোয়া দিয়েছে বা যে হাদিস সে শুনেছে তা প্রমাণ না হয়।[৬১৬] (দুররুল মুখতার ও অন্যান্য ফিকহের কিতাব)

মাস'আলা নং-২: যে স্থানে রোজা ভঙ্গের কারণে কাফ্ফারা আবশ্যক হয় সেক্ষেত্রে শর্ত হলো যে, রাত হতেই রমজানের রোজার নিয়্যত করা, যদি দিনের বেলায় নিয়্যত করার পর রোজা ভেঙ্গে ফেলে কাফফারা আবশ্যক নয়।[৬১৭] (জাওয়াহিরা)

মাস'আলা নং-৩: মুসাফির সকালের পর দ্বিপ্রহরের পূর্বে দেশে ফিরছে এবং রোজার নিয়্যত করে, ভেঙ্গে ফেলছে, অথবা এমন সময় পাগলের সংজ্ঞা ফিরে এসেছে, রোজার নিয়্যত করে পুনরায় ভেঙ্গে ফেলেছে, তখন কাফ্ফারা আবশ্যক হবে।[৬১৮] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৪: কাফ্ফারা আবশ্যক হওয়ার জন্য এটাও জরুরী যে, রোজা ভঙ্গ করার পর এমন কোন কাজ না হয় যা রোজা পরিপন্থি বা অনিচ্ছাকৃতভাবে এমন কাজ পাওয়া না যায়, যার কারনে রোজা ভাঙ্গার ফেলার অনুমতি রয়েছে। উদাহরণ মহিলার ঐদিনই হায়েজ বা নিফাস হয়েছে, বা রোজা ভাঙ্গার পর ঐদিন এমন অসুস্থ হয়ে পড়লো যদ্বারা রোজা না রাখার অনুমতি রয়েছে, তখন কাফ্ফারা রহিত হবে, কিন্তু মুসাফির হলে রহিত হবে না, যেহেতু এটা ইচ্ছাধীন কাজ,

---

৬১৬ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৪২-৪৪৬ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**

৬১৭ . আল্লামা আবু বকর ইবনে হাদ্দাদ, জাওয়াহারাতুন নায়্যারাহ, কিতাবুস সওম, ১৮০-১৮১ পৃ.

৬১৮ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২০৬ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يُفْسِدُ وَمَا لَا يُفْسِدُ**

অনুরূপ যদি নিজেকে নিজে আহত করায় এমন অবস্থা হয়েছে যে, রোজা রাখতে পারছেনা তাহলে কাফফারা বাদ যাবে না।[৬১৯] (জাওহিরা)

মাস'আলা নং-৫: এমন কাজ করেছে, যাতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়। তারপর বাদশাহ তাকে সফরে বাধ্য করেছে। তাহলে কাফ্ফারা বাতিল হবে না।[৬২০] (আলমগিরী)

মাস'আলা নং-৬: পুরুষকে বাধ্য করে সহবাস করিয়েছে, অথবা মহিলা পুরুষকে মজবুর করেছে। এমতাবস্থায় স্বেচ্ছায় নিজ ইচ্ছায় খুশিতে সহবাসে লিপ্ত হয়েছে। তাহলে কাফ্ফারা অবধারিত হবে না। কেননা রোজাতো পূর্বে ভঙ্গ হয়ে গেছে।[৬২১] (জাওহিরা)

মজবুরী অর্থ শরঈ জোর জবরদস্তি। যাতে হত্যা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে ফেলা, বা ভীষণ মারধর করা, ধমকদেয়া, আর রোজাদারও মনে করে যে, যদি আমি তার কথা মেনে না নেই, তাহলে যা বলছে, তা করে ফেলবে।

মাস'আলা নং-৭: কাফ্ফারা ওয়াজিব হবার জন্য উদরপূর্ণ করে খাওয়া জরুরী নয়, সামান্য খেলেই কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়ে যাবে।[৬২২] (জাওহিরা)

মাস'আলা নং-৮: তৈল মালিশ করেছে বা গীবত করেছে, তারপর ধারণা করেছে যে, রোজা ভঙ্গ হয়ে গেছে বা কোনো আলেম ফাতওয়া দিয়েছে, তাই সে খেয়ে ফেলেছে; তাহলে কাফ্ফারা অত্যাবশক হবে।[৬২৩] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৯: বমি আসছে বা ভুলকরে খেয়েছে বা সঙ্গম করেছে এসব অবস্থায় তার জানা ছিল যে রোজা ভঙ্গ হয়নি, তারপর খেলে কাফফারা আবশ্যক হবে না। যদি স্বপ্নদোষ হয় এবং সে জানে যে, রোজা ভঙ্গ হয়নি, তারপরও খেয়েছে, তখন কাফফারা আবশ্যক হবে।[৬২৪] (দুররুল মুখতার)

---

৬১৯ . আল্লামা আবু বকর ইবনে হাদ্দাদ, জাওয়াহারাতুন নায়্যারাহ, কিতাবুস সওম, ১৮১ পৃ.

৬২০ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২০৬ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يُفْسِدُ وَمَا لَا يُفْسِدُ**

৬২১ . আল্লামা আবু বকর ইবনে হাদ্দাদ, জাওয়াহারাতুন নায়্যারাহ, কিতাবুস সওম, ১৮০-১৮১ পৃ.

৬২২ . আল্লামা আবু বকর ইবনে হাদ্দাদ, জাওয়াহারাতুন নায়্যারাহ, কিতাবুস সওম, ১৮০ পৃ.

৬২৩ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৪৬ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**

৬২৪ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৩১ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**

মাস'আলা নং-১০: লালা থুক করে চেটে নিয়েছে, বা অন্য কারো থুথু গিলে ফেলছে, তখন কাফফারা দিতে হবে না। কিন্তু প্রিয়জনের স্বাদ ও দ্বীনী বরকতের জন্য থুথু গিলে ফেলেছে, তখন কাফ্ফারা জরুরী হবে।[৬২৫] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-১১: যেসব অবস্থায় রোজা ভঙ্গের দরুন কাফ্ফারা আবশ্যক হয় না, সেক্ষেত্রে শর্ত হলো যে একবার যদি এক হয় এবং গুনাহর ইচ্ছা না হয়, নতুবা তাতে কাফ্ফারা দিতে হবে।[৬২৬] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-১২: কাঁচা গোশত ভক্ষণ করেছে, যদি মৃতের হয়, কাফ্ফারা আবশ্যক হবে। কিন্তু যদি দুর্গন্ধ যুক্ত হয় বা এতে কেড়া পড়েছে তখন কাফ্ফারা আবশ্যক হবে না।[৬২৭] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-১৩: মাটি ভক্ষণ করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না, কিন্তু গুল আর মাটি যা খেতে সে অভ্যস্থ, এমন মাটি খেলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে, যদি লবন অল্প খায় কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। বেশি খাওয়া যায় না।[৬২৮] (জাওহিরা, আলমগীরি)

মাস'আলা নং-১৪: নাপাক শিরাতে রুটি ভিজিয়ে খায়, বা কারো কোন জিনিস জোরপূর্বক খেলে, তখন কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। থুথুতে রক্ত ছিল, যদিও রক্ত পরিমান বেশি হয়। ফেলছে বা রক্ত পান করেছে, তখন কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।[৬২৯] (জাওহিরা)

মাস'আলা নং-১৫: কাঁচা পেস্তা বা খাটি আখরোট বা শুকনো বাদাম গিলে ফেলেছে, বা চিল্কা সহ ডিম বা চিল্কা সহ আনার খেয়ে ফেলছে, তাহলে কাফ্ফারা হবে না, আর যদি শুকনো পোস্তা বা শুকনো বাদাম চিবিয়ে খায় এতে যদি মাজাও থাকে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে, পূর্ণটাই গিলে ফেললো কাফ্ফারা

---

৬২৫ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৪৪ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**

৬২৬ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৪০ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**

৬২৭ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৪৪-৪৪৫ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**

৬২৮ . আল্লামা আবু বকর ইবনে হাদ্দাদ, জাওয়াহারাতুন নায়্যারাহ, কিতাবুস সওম, ১৮১ পৃ., আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২০২ পৃ. এবং ২০৫ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يُفْسِدُ وَمَا لَا يُفْسِدُ**

৬২৯ . আল্লামা আবু বকর ইবনে হাদ্দাদ, জাওয়াহারাতুন নায়্যারাহ, কিতাবুস সওম, ১৮১ পৃ.

ওয়াজিব নয়, যদিও ফেটে যায়, ভিজা বাদাম সম্পূর্ণ গিলে ফেলছে তাহলে কাফ্ফারা আবশ্যক হবে।[৬৩০] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-১৬: ছোলার খোসা খেলে, কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে, বৃক্ষের পাতারও এরূপ হুকুম। যদি খেয়ে ফেলে, অন্যথায় নয়।

মাস'আলা নং-১৭: খরবুজা বা তরমুজের খোসা খেয়েছে যদি শুকনো হয় অথবা যদি এমন হয় যে, যা খেতে লোকেরা ঘৃণা করে তখন কাফ্ফারা আবশ্যক হবে না। কাঁচা চাউল, বাজরা, মশুর ডাল খেয়ে ফেলে কাফ্ফারা নেই। এ হুকুম কাঁচা যবের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ভুনা হলে কাফ্ফারা আবশ্যক।[৬৩১] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-১৮: তিল বা তিল বরাবর কোন খাবারের জিনিস বাহির থেকে মুখে দিয়ে বিনা চর্বন গিলে ফেলছে, রোজা ভঙ্গ হবে এবং কাফ্ফারা আবশ্যক হবে।[৬৩২] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-১৯: অন্যজন গ্রাস চর্বন করে দিলে, সে খেয়ে নেয় বা সে নিজে মুখ থেকে বের করে খেয়ে নেয়, তাহলে কাফ্ফারা আবশ্যক হবে না। (আলমগীরি)। তবে শর্তহলো তার চর্বন করা খাদ্যকে স্বাদ তাবাররুক মনে করা না হয়।

মাস'আলা নং-২০: সেহেরীর গ্রাস মুখে ছিল, সকাল উদিত হয়ে যায়, বা ভুলবশতঃ খেতেছে, গ্রাস মুখে স্মরণ হয় এবং গিলে ফেলছে, উভয় অবস্থায় কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। যদি মুখ থেকে বের করে পুনরায় ভক্ষণ করে, তাহলে শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।[৬৩৩] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-২১: নাবালেগ বা পাগলের দ্বারা স্ত্রীলোক সঙ্গম করেছে বা পুরুষকে সঙ্গমে বাধ্য করেছে, তখন স্ত্রীলোকের উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। পুরুষের উপর নয়।[৬৩৪] (আলমগীরি ও অন্যান্য)

---

৬৩০ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২০২ পৃ. এবং ২০৫ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يُفْسِدُ وَمَا لَا يُفْسِدُ**

৬৩১ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২০২ পৃ. এবং ২০৫ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يُفْسِدُ وَمَا لَا يُفْسِدُ**

৬৩২ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৫৩ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**

৬৩৩ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২০৩ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يُفْسِدُ وَمَا لَا يُفْسِدُ**

৬৩৪ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২০৫ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يُفْسِدُ وَمَا لَا يُفْسِدُ**

মাস'আলা নং-২২: মেশ্‌ক, জাফরান, কাপুর, সিরকা খেয়েছে বা খরবুজা তরমুজ, কাকড়ি, ক্ষিরা, তরমুজের পানি পান করেছে, তাহলে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে।[৬৩৫] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-২৩: রমজানে রোজাদারকে হত্যার জন্য হাজির করা হলে পর সে পানি চায়, কেউ তাকে পানি পান করায়, তারপর তাকে ছেড়ে দেয়া হয় তখন কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে।[৬৩৬] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-২৪: পালা বন্টনের দিবসে জ্বর এসেছে, আজ পালার দিন, সে ধারণা করেছে যে, জ্বর আসবে রোজা ইচ্ছাকৃত ভেঙ্গে ফেলছে, এমতাবস্থায় কাফ্‌ফারা বাদ যাবে। অনুরূপ স্ত্রীলোকের নির্ধারিত তারিখে ঋতুস্রাব হয় আজকে ঋতুস্রাবের দিল, সে ইচ্ছাকৃত রোজা ভেঙ্গে ফেলছে, ঋতুস্রাব হয়নি, কাফ্‌ফারা বাদ যাবে। অনুরূপ যদি সে নিশ্চিত ছিল যে, আজ শত্রুর সাথে মুকাবিলাও দিন, রোজা ভেঙ্গে ফেলছে, মুকাবিলা হয়নি, কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে না।[৬৩৭] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-২৫: রোজা ভঙ্গ করার কাফ্‌ফারা হলো এই যে, সম্ভব হলে এক গোলাম অর্থাৎ দাস-দাসী আযাদ করে দেবে। আর তা সম্ভব না হলে উদাহরণত তার নিকট না দাস-দাসী আছে। না দাস-দাসী ক্রয় করার সম্পদ আছে। অথবা সম্পদ আছে। কিন্তু দাস-দাসী পাওয়া যায় না। বর্তমানে ভারত বর্ষে ধারাবাহিকভাবে ষাট রোজা রাখা হয়। যদি তাও সম্ভব না হলে ষাট মিসকিনকে দু'বেলা উদর পূর্ণ করে আহার করাবে। আর রোজা অবস্থায় যদি মাঝখানে একদিনও রোজা ভঙ্গ হয়ে যায়। তাহলে তখনও পূর্ণ ষাট রোজা রাখতে হবে। পূর্বের রোজা হিসেব করা যাবে না। যদি উনষাটটি রাখা হয় যদিও অসুস্থতা ইত্যাদি কোন ওজরের কারণে ছেড়ে দেয়া হয়, কিন্তু মহিলার যদি ঋতুস্রাব হয় তাহলে ঋতুস্রাবের কারণে যতটা বাদ পড়েছে তা গণ্য হবে না। পূর্বের রোজা এবং ঋতুস্রাবের পরের রোজা উভয়ে মিলায়ে একত্রে ষাটটি হলে কাফ্‌ফারা আদায় হয় যাবে।[৬৩৮] (ফিকহের বিভিন্ন কিতাব দ্রষ্টব্য)

---

৬৩৫ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২০৫ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يُفْسِدُ وَمَا لَا يُفْسِدُ**

৬৩৬ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২০৬ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يُفْسِدُ وَمَا لَا يُفْسِدُ**

৬৩৭ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৪৮ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**

৬৩৮ . ইমাম আহমদ রেযা খাঁন, ফাতওয়ায়ে রযভিয়্যাহ, ১০/৫৯৫ পৃ., ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৪৭ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**

মাস'আলা নং-২৬: যদি দু'টি রোজা ভঙ্গ করা হয় দু'টির জন্য দু'টি কাফ্ফারা দেবে, যদিও প্রথমটির কাফ্ফারা এখনো আদায় করেনি। (রদ্দুল মুখতার) অর্থাৎ দু'টি যদি দুই রমজানের হয় আর উভয়টি যদি একই রমজানের হয় প্রথমটির কাফ্ফারা যদি আদায় করা হয়নি, তাহলে একটির কাফ্ফারা উভয়টির জন্য যথেষ্ট।[৬৩৯] (জাওহিরা) কাফ্ফারা সম্পর্কিত আনুসাঙ্গিক আলোচনা তালাক পর্বে জিহার অধ্যায়ে ইনশাআল্লাহ জানতে পারবে।

মাস'আলা নং-২৭: স্বাধীন ও ক্রীতদাস, পুরুষ ও মহিলা, বাদশাহ ও ফকির সকলের উপর রোজা ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। এমনকি ক্রীতদাসীর জানা ছিল যে, সকাল হয়েছে সে তার মুনীবকে সংবাদ দেয়, এখানো সকাল হয়নি, সে তার সাথে সঙ্গম করছে, তাহলে ক্রীতদাসীর উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। মনীবকে শুধু কাযা দিতে হবে, কাফ্ফারা দিতে হবে না।[৬৪০] (রদ্দুল মুহতার)

রোজার মাকরূহ সমূহের বর্ণনা

হাদিস নং- ১-২ : ইমাম বুখারী রহঃ, আবু দাউদ রহঃ, তিরমিযী রহঃ, নাসাঈ রহঃ এবং ইবনে মাযাহ (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, যে মন্দ কথা বলা এবং এর উপর আমল করা পরিত্যাগ না করবে, তার পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহ ত'আলার কোন প্রয়োজন নেই।"[৬৪১]

অনুরূপ হাদিস ইমাম তাবরানী রহঃ খাদেমুর রাসূল (ﷺ), হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।[৬৪২]

---

৬৩৯ . আল্লামা আবু বকর ইবনে হাদ্দাদ, জাওয়াহারাতুন নায়্যারাহ, কিতাবুস সওম, ১৮২ পৃ.

৬৪০ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৪৭ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**

৬৪১ . ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ৩/২৬ পৃ. হা/১৯০৩, ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/৪৪৯ পৃ. হা/৮৩১১, মুসনাদে আলী ইবনে যা'দ, হা/২৮৩১, সুনানে ইবনে মাযাহ, হা/১৬৮৯, সুনানে আবি দাউদ, হা/২৩৬২, সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৩৪৮০, মুসনাদে আহমদ, হা/৯৮৩৯, বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ৬/২৭৩ পৃ. হা/১৭৪৬, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬২৩ পৃ. হা/১৯৯৯, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৯৪ পৃ. হা/১৬৪১,

৬৪২ . ইমাম তাবরানী (রহঃ) সংকলন করেন-

হাদিস নং-৩-৪ : ইমাম ইবনে মাযাহ রহঃ, ইমাম নাসাঈ রহঃ, ইমাম ইবনে খুজায়মা রহঃ, ইমাম হাকেম রহঃ, ইমাম বায়হাকী রহঃ, ইমাম দারেমী (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, অনেক রোজাদার আছে রোজা পিপাসা ছাড়া কিছুই নয়, অনেক বিনিদ্র রাত জাগরণকারী এমন আছেন তাদের জাগ্রত থাকা ছাড়া কিছুই অর্জিত হয় না।"[৬৪৩]

অনুরূপ হাদিস ইমাম তাবরানী রহঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন।[৬৪৪]

হাদিস নং-৫-৬ : ইমাম বায়হাকী রহঃ, ইমাম আবু উবায়দা (রহঃ) এবং ইমাম তাবরানী (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الصِّيَامُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهُ قِيلَ: وَبِمَ يَخْرِقُهُ؟ قَالَ: بِكَذِبٍ، أَوْ غِيبَةٍ

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। হুজুর (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, রোজা একটি সেতু যদি তার মধ্যে ফাটল না হয়, জিজ্ঞেস করা হলো কিসে ফাটল হয়? ইরশাদ করলেন, মিথ্যা এবং গীবত দ্বারা।"[৬৪৫]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ لَمْ يَدَعِ الْخَنَا وَالْكَذِبَ، فَلَا حَاجَةَ لِلّٰهِ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

-"খাদেমুর রাসূল (সাঃ), হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে মন্দ কথা বলা এবং এর উপর আমল করা পরিত্যাগ না করবে, তার পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহ ত'আলার কোন প্রয়োজন নেই।" (ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ৪/১৯৩ পৃ. হা/৭৪৫৫, তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৪/৬৫ পৃ. হা/৩৬২২, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৯৪ পৃ. হা/১৬৪১, ইমাম ইবনে আদি, আল-কামিল, ৭/৪৯ পৃ. ক্রমিক. ১৫০০)

৬৪৩ . সুনানে ইবনে মাযাহ, ১/৫৩৯ পৃ. হা/১৬৯০, নাসাঈ, আস-সুনানুল কোবরা, ৩/৩৪৮ পৃ. হা/৩২৩৬, মুসনাদে আহমদ, ১৫/৪২৮ পৃ. হা/৯৬৮৫, ইমাম ক্বাদাঈ, আল-মুসনাদ, ৮২/৩০৯ পৃ. হা/১৪২৪, ইমাম ইবনে আদি, আল-কামিল, ৮/১৪১ পৃ. ক্রমিক. হা/১৮৮৬, আল্লামা মানাভী (রহঃ) লিখেন- **وَهُوَ حسن** -"এ হাদিসটি 'হাসান'। (মানাভী, তাইসীর বিশারহে জামেউস সগীর, ২/২৯ পৃ.)

৬৪৪ . মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৩/৪৭৪ পৃ. হা/৭৪৯১

হাদিস নং-৭: ইমাম ইবনে খুজায়মা রহঃ, ইমাম ইবনে হিব্বান রহঃ, ইমাম হাকেম নিশাপুরী (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। পানাহার থেকে বিরত থাকার নাম রোজা নয়, রোজা হচ্ছে অযথা ও অনর্থক কথা থেকে বিরত থাকা।"[৬৪৬]

হাদিস নং-৮: ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ، فَرَخَّصَ لَهُ، وَأَتَاهُ آخَرُ، فَسَأَلَهُ، فَنَهَاهُ، فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট রোজাদারের স্ত্রীর সাথে একত্রে অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। অতঃপর অন্য একজন উপস্থিত হয়ে অনুরূপ জিজ্ঞেস করলেন, তাকে নিষেধ করেছেন, যাকে অনুমতি দিয়েছেন, তিনি ছিলেন বৃদ্ধ, যাকে নিষেধ করেছেন তিনি ছিলেন যুবক।"[৬৪৭]

হাদিস নং-৯ : ইমাম আবু দাউদ রহঃ এবং ইমাম তিরমিযী (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ.

---

৬৪৫ . ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৫/১৩ পৃ. হা/৪৫৩৬ এবং হা/৭৮১৪, ইমাম ইবনে আদি, আল-কামিল, ৪/৩২ পৃ. ক্রমিক. হা/৬৫১, ইমাম হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩/১৭১ পৃ. হা/৫০১২

৬৪৬ . ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ১/৫৯৫ পৃ. হা/১৫৭০, তিনি বলেন- **هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ** -"এ হাদিসটি সহীহ মুসলিমের শর্তানুসারে সহীহ।" বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/৪৪৯ পৃ. হা/৮৩১২, সহীহ ইবনে খুজায়মা, ৩/২৪২ পৃ. হা/১৯৯৬, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৮/৫০৭ পৃ. হা/২৩৮৬৪, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৯৪ পৃ. হা/১৬৪৪

৬৪৭ . ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, ২/৩১২ পৃ. হা/২৩৮৭, পরিচ্ছেদ: **بَابُ كَرَاهِيَتِهِ لِلشَّابِّ** , বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/৩৯০ পৃ. হা/৮০৮৩ এবং আল-মা'রিফাতুল সুনানি ওয়াল আছার, ৬/২৮১ পৃ. হা/৮৭৩৮, ইবনে আছির, জামেউল উসূল, ৬/৩০০ পৃ. হা/৪৪২৮, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬২৪ পৃ. হা/২০০৬, পরিচ্ছেদ: **بَاب تَنْزِيه الصَّوْم** , ইমাম ইবনে আদি, আল-কামিল, ২/১৩৩ পৃ. ক্রমিক. হা/২৩৭

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমের বিন রাবী'আ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা হযরত আমের বিন রাবী'আ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি অসংখ্যবার নবী করীম (সাঃ)কে রোজাবস্থায় মিসওয়াক করতে দেখেছি।"[৬৪৮]

মাস'আলা নং-১: মিথ্যাচার, গীবত, চোগলখুরী, গালি দেয়া, অর্থহীন কথা বলা, কাউকে কষ্ট দেয়া, এসব কাজ তো এমনিতেই নাজায়িয ও হারাম। রোজাতে আরো অধিক হারাম। ওসবের কারনে রোজা মাকরূহ হয়।

মাস'আলা নং-২: রোজাদারের বিনা ওজরে কোনো বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করা বা চিবানো মাকরূহ। স্বাদ উপভোগের ওজর হলো এই যে, যথা স্ত্রীর স্বামী বা দাসির মনিব বদমেজাজি হয় যে, লবন কম বেশী হওয়ার তার অসন্তুষ্টির কারণ হবে। এ অবস্থায় স্বাদ গ্রহনে ক্ষতি নেই। চিবানোর জন্য ওজর হলো এই যে, এতো ছোট শিশু যে, রুটি খেতে পারছেনা। আর তাকে খাওয়ানোর মতো কোনো নরম বস্তু আছে। যা তাকে খাওয়ানো যায় বা হায়েজ ও নিফাসওয়ালী বা অন্য কোনো বে-রোজদার এমন আছে যে তাকে চিবিয়ে খাওয়াতে পারে। তাহলে শিশুকে খাওয়ানোর জন্য রুটি ইত্যাদি চিবানো মাকরূহ হবে না।[৬৪৯] (দুররুল মুখতার ও অন্যান্য)

বর্তমানে যে, সাধারণ অভ্যাসের প্রচলন রয়েছে। অর্থাৎ কোনো বস্তুর স্বাদ গ্রহনের জন্য তা থেকে সামান্য কিছু খেয়ে নেয়া। এভাবে মাকরূহের কারনে কত রোজা ভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। বরং যদি কাফ্ফারার শর্তাবলী পাওয়া যায়, তাহলে কাফ্ফারা ও অত্যাবশ্যক হবে। বরং স্বাদ গ্রহনের মমার্থ হলো এই যে, জিহ্বার স্বাদ অনুভব করে। তা থুথুকরে ফেলে দেয়া। তা থেকে কোনো কিছু যেন কণ্ঠনালীতে না যায়।

মাস'আলা নং-৩: এমন কোন জিনিস ক্রয় করছে যার স্বাদ দেখা প্রয়োজন, স্বাদ না দেখলে ক্ষতি হবে, তাহলে স্বাদ দেখতে ক্ষতি নেই অন্যথায় মাকরূহ হবে।[৬৫০] (দুররুল মুখতার)

---

৬৪৮ . ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ২/৯৬ পৃ. হা/৭২৫, তিনি বলেন, হাদিসটি 'হাসান'। বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/৪৫২ পৃ. হা/৮৩২৫, মুসনাদে আহমদ, ২৪/৪৪৭ পৃ. হা/১৫৬৭৮, সুনানে দারাকুতনী, ৩/১৮৯ পৃ. হা/২৩৬৮, ইমাম বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ৬/২৯৮ পৃ. হা/১৭৫৭, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬২৫ পৃ. হা/২০০৯, পরিচ্ছেদ: **بَاب تَنْزِيه الصَّوْم** , ইমাম ইবনে আদি, আল-কামিল, ৬/৩৮৯ পৃ. ক্রমিক. ১৩৮১

৬৪৯ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৫৩ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**

৬৫০ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৫৩ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**

মাস'আলা নং-৪: বিনা ওজরে স্বাদ নেয়া যা মাকরূহ বলা হয়েছে, এটা ফরজ রোজার হুকুম, নফল রোজার ক্ষেত্রে মাকরূহ হবে না। যদি এর প্রয়োজন হয়।[৬৫১] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৫: মহিলাকে চুম্বন করে, গলায় জড়িয়ে ধরে, শরীর স্পর্শ করা মাকরূহ। যদি বীর্যপাতের আশংকা হয় বা সহবাসে লিপ্ত হওয়ার ভয় থাকে ঠোঁট এবং মুখে চুষণ করা মাকরূহ।[৬৫২] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৬: গোলাপ বা মেশ্‌ক ইত্যাদির ঘ্রাণ নেয়া দাড়ি গোঁফে তৈল লাগানো, সুরমা লাগানো মাকরূহ নয়। কিন্তু যদি রূপ চর্চার উদ্দেশ্যে সুরমা লাগায় এজন্য তৈল লাগানো হয় যে, যেন দাঁড়ি বেড়ে যায়। অথচ দাঁড়ি এক মুষ্টি বরাবর আছে, এ দু'কাজ রোজা ছাড়াও মাকরূহ হবে। রোজাতে এ কাজ করলো আরো অধিক মাকরূহ হবে।[৬৫৩] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৭: রোজায় মিসওয়াক করা মাকরূহ নয়। বরং অন্যদিনে যেরূপ সুন্নাত রোজাতেও অনুরূপ সুন্নাত মিসওয়াক শুকনো হয় বা আদ্র হয়। যদিও পানি দ্বারা ভিজা হয় দ্বিপ্রহরের পূর্বে করা হয় বা পরে করা হয় মাকরূহ হবে না।[৬৫৪] (বিভিন্ন ফিকহের কিতাব সমূহ দ্রষ্টব্য)

অধিকাংশ লোকের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, রোজাদারের জন্য দুপুরের পর মিসওয়াক করা মাকরূহ এটা আমাদের মাযহাবের বিপরীত।

মাস'আলা নং-৮: রগ থেকে রক্ত বের করা শিংগা লাগানো মাকরূহ নয়। দুর্বল হওয়ার ভয় হলে মাকরূহ হবে। তার উচিত হবে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দেরী করা।[৬৫৫] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৯: রোজাদারের কুল্লি করা, নাকে পানি দেয়ার ব্যাপারে অতিরিক্ত করা মাকরূহ, অতিরিক্ত কুল্লি করার অর্থ হলো, মুখ ভর্তি পানি নেয়া অযু ও গোসল ব্যতীত ঠান্ডা পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে কুল্লি করা, নাকে পানি দেয়া বা ঠান্ডার

---

৬৫১ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৫৩ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**

৬৫২ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৫৪ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**

৬৫৩ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৫৫ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**

৬৫৪ . ইমাম ইবনে নুজাইম মিশরী, বাহরুর রায়েক, কিতাবুস সওম, ২/৪৯১ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**

৬৫৫ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/১৯৯-২০০ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يُفْسِدُ وَمَا لَا يُفْسِدُ**

জন্য গোসল করা বরং শরীরে ভিজা কাপড় জড়ানো মাকরূহ নয়। তবে পেরেশানী প্রকাশ করার জন্য শরীরে ভেজা কাপড় জড়ানো মাকরূহ, ইবাদতে মনক্ষুন্ন করা উত্তম কাজ নয়।[৬৫৬] (আলমগীরি, রদ্দুল মুহতার ও অন্যান্য ফিকহের কিতাব)

মাস'আলা নং-১০: পানির ভিতরে বায়ু নির্গত হলে রোজা ভঙ্গ হবে না, তবে মাকরূহ হবে। রোজাদার ইসতিনযাতে আধিক্য মাকরূহ।[৬৫৭] (আলমগীরি) অর্থাৎ অন্যদিন সমূহে এ বিধান রয়েছে যে, ইসতিনযা করার সময় নীচের দিকে জোর দেয়া হয়, রোজাতে এরূপ করা মাকরূহ।

মাস'আলা নং-১১: মুখে থুথু একত্রে করে গিলে ফেলা, রোজা ছাড়াও অপছন্দনীয় কাজ। রোজাতে এরূপ করা মাকরূহ।[৬৫৮] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-১২: রমজানের দিনে এমন কাজ করা জায়িজ নেই, যাতে এমন দুর্বলতা এসে যায় যে, ফলে রোজা ভঙ্গ করার আশংকা দেখা দেয়। সুতরাং দুর্বল ব্যক্তি দ্বি-প্রহর পর্যন্ত রুটি তৈরী করবে। অবশিষ্ট দিন বিশ্রাম নেবে।[৬৫৯] (দুররুল মুখতার) রাজমিস্ত্রি, শ্রমিক ও ভারী কাজ যারা করে তাদের যদি দুর্বল হয়ে যাবার আশংকা দেখা দেয়, তাহলে রোজা আদায় করার মতে কাজ করবে।

মাস'আলা নং-১৩: যদি রোজা রেখে দুর্বল হয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়বে না, তখন হুকুম হলো রোজা রেখে বসে নামায পড়বে।[৬৬০] (দুররুল মুখতার) দাঁড়িয়ে নামায পড়লে যদি এতটুক অক্ষম হয় যা রগ্ন ব্যক্তির নামাজের অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

---

৬৫৬ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/১৯৯ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يُفْسِدُ وَمَا لَا يُفْسِدُ**, ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৫৯ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**

৬৫৭ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/১৯৯ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يُفْسِدُ وَمَا لَا يُفْسِدُ**

৬৫৮ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/১৯৯ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يُفْسِدُ وَمَا لَا يُفْسِدُ**

৬৫৯ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৬০ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**

৬৬০ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৬১ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**

মাস'আলা নং-১৪: সেহেরী খাওয়া সুন্নাত এতে দেরী করা মুস্তাহাব। কিন্তু অতিরিক্ত দেরী করা মাকরূহ। কিন্তু সুবহে সাদিক হবার সন্দেহ হওয়ার মত বিলম্ব করা মাকরূহ।[৬৬১] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-১৫: তাড়াতাড়ি ইফতার করা মুস্তাহাব কিন্তু ইফতার এমন সময়ে করবে, যেন সূর্যাস্ত সম্পর্কে প্রবল ধারণা হয়। যতক্ষণ ধারণা প্রবল না হবে ততক্ষণ ইফতার করবে না। যদিও মুয়ায্যিন আযান দেয়। মেঘলা দিনে ইফতার তাড়াতাড়ি করা উচিত নয়।[৬৬২] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-১৬: একজন ন্যায়পরায়ন ব্যক্তির কথায় ইফতার করা যায়। যদি তার কথা সত্য হয়। যদি তার কথা সত্য মনে না হয়, তাহলে তার কথা মতে ইফতার করবে না। অনুরূপ অজ্ঞান ব্যক্তির কথায়ও ইফতার করবে না। বর্তমানে অধিকাংশ ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে ইফতারের সময় সাইরেন বাজানোর প্রথা চালু আছে এর ভিত্তিতে ইফতার করা যাবে। যদি সাইরেন পরিচালনাকারী ফাসিক না হয়। যদি কোন বিজ্ঞ আলেম পরহেজগার জ্ঞান বিশারদ আলেমের নির্দেশে দেয়া হয়। আজকাল সাধারণ আলেমগণ এ বিষয়ে অজ্ঞ। পঞ্জিকায়ও অধিকাংশ সময় ভুল হয়, এর উপর আমল কারা নাজায়িয। অনুরূপ সেহেরীর সময় অনেকস্থানে তোপ বাজানো হয় শর্তের ভিত্তিতে তার উপর নির্ভর করা যায় যদিও চালনাকারী যেই হোক না কেন।[৬৬৩]

মাস'আলা নং-১৭: সেহেরীর সময় মোরগের আজান ধর্তব্য হবে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, সুবহে সাদিকের অনেক পূর্বে আযান শুরু করে দেয় বরং শীতকালে অনেক মোরগ দু'টার সময় আযান শুরু করে। অথচ এমন সময় সুবহে সাদিক হওয়ার অনেক বাকী থাকে। এভাবে কথা বার্তা শুনে এবং আলো দেখে আযান বলতে থাকে। (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-১৮: সুবহে সাদিক সাধারণতঃ রাতের ষষ্টাংশ বা সপ্তমাংশ মনে করা ভুল। সুবহে সাদিক কখন থেকে শুরু হয় তা আমরা তয় খণ্ড নামাযের সময় সমূহের অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি, ওখান থেকে জেনে নিন।

সেহরী ও ইফতারের বর্ণনা

---

৬৬১ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২০০ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يُفْسِدُ وَمَا لَا يُفْسِدُ**

৬৬২ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৫৯ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**

৬৬৩ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৩৯ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**

হাদিস নং-১: ইমাম বুখারী রহঃ, ইমাম মুসলিম রহঃ, ইমাম তিরমিযী রহঃ, ইমাম নাসাঈ রহঃ এবং ইমাম ইবনে মাযাহ (রহঃ) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, ইরশাদ করেছেন,

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

-"তোমরা সাহ্‌রী খাও, সাহ্‌রী খাওয়ার মধ্যে বরকত রয়েছে।"[৬৬৪]

হাদিস নং-২: ইমাম মুসলিম রহঃ, ইমাম আবু দাউদ রহঃ, ইমাম তিরমিযী রহঃ, ইমাম নাসাঈ, ইমাম ইবনে খুজায়মা (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكْلَةُ السَّحَرِ

-"হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, আমাদের এবং আহলে কিতাব (ইহুদী ও খৃষ্টান)দের রোজার মধ্যে পার্থক্য হল সেহ্‌রী খাওয়া।"[৬৬৫]

---

৬৬৪ . ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ৩/২৯ পৃ. হা/১৯২৩, সহীহ মুসলিম, ২/৭৭০ পৃ. হা/১০৯৫, ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ২/২৯৬ পৃ. হা/২০২৮, সুনানে দারেমী, ২/১০৫৬ পৃ. হা/১৭৩৮, বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/৩৯৭ পৃ. হা/৮১১৩, সুনানে নাসাঈ, ৪/১৪০ পৃ. হা/২১৪৬, সুনানে তিরমিযি, হা/৭০৮, মুসনাদে আবি ই'য়ালা, ৫/২৩৫ পৃ. হা/২৮৪৮, সুনানে ইবনে মাযাহ, হা/১৬৯২, সহীহ ইবনে খুজায়মা, হা/১৯৩৬, ইমাম নাসাঈ (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রিয় নবী রাসূলে আরাবী (সাঃ) তোমরা সাহ্‌রী খাও, কেননা সাহ্‌রী খাওয়ার মধ্যে বরকত নিহিত রয়েছে।" (সুনানে নাসাঈ, ৪/১৪০ পৃ. হা/২১৪৪, মুসনাদে বায্‌যার, হা/১৮২১) ইমাম নাসাঈ (রহঃ) আরেকটি সূত্র উল্লেখ করেছেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

-"হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, তোমরা সাহ্‌রী খাও, কেননা সাহ্‌রী খাওয়ার মধ্যে বরকত রয়েছে।" (সুনানে নাসাঈ, ৪/১৪১ পৃ. হা/২১৪৭)

৬৬৫ . সহীহ মুসলিম, ২/৭৭০ পৃ. হা/১০৯৬, ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৩/৩০৫ পৃ. হা/৩২৩৮, সুনানে দারেমী, হা/১৭৩৯, বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/৩৯৭ পৃ. হা/৮১১৫, নাসাঈ, আস-সুনানুল কোবরা, ৩/১১৫ পৃ. হা/২৪৮৭, সুনানে তিরমিযি, হা/৭০৮, সুনানে আবি দাউদ, হা/২৩৪৩, মুসনাদে আহমদ, হা/১৭৭৬২, মুসান্নাফে আব্দুর রায্‌যাক, হা/৭৬০২, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বাহ, ২/২৭৫ পৃ. হা/৮৯১৫, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬১৯ পৃ. হা/১৯৮৩, পরিচ্ছেদ: **بَاب فِي مسَائِل مُتَفَرِّقَة من كتاب الصَّوْم** ,

হাদিস নং-৩: ইমাম তাবরানী (রহঃ) তাঁর আল-মু'জামুল কাবীর নামক কিতাবে সংকলন করেন-

عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اَلْبَرَكَةُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْجَمَاعَةِ، وَالثَّرِيدِ، وَالسُّحُورِ

-"হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) হতে বর্ণিত। হুজুর (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, তিনটি জিনিসে বরকত রয়েছে, জামাত, সরীদ (এক জাতীয় খাদ্য) এবং সেহ্রীতে।"[৬৬৬]

হাদিস নং-৪: ইমাম তাবরানী (রহঃ) তাঁর মু'জামুল আওসাত নামক কিতাবে এবং ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ) তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে সংকলন করেন-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ এবং ফিরিশ্তারা সেহ্রী ভক্ষণকারীদের উপর রহমত বর্ষণ করেন।"[৬৬৭]

হাদিস নং-৫: ইমাম ইবনে মাযাহ, ইমাম ইবনে খুজায়মা, ইমাম বায়হাকী (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ، وَبِالْقَيْلُولَةِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, তোমরা সাহ্রী খাওয়ার মাধ্যমে দিনে রোযা রাখার জন্য এবং দিনে বিশ্রামের মাধ্যমে রাতে সালাত পড়ার জন্য সাহায্য গ্রহণ করো।"[৬৬৮]

---

৬৬৬ . ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ৬/২৫১ পৃ. হা/৬১২৭, বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ১০/২৪ পৃ. হা/৭১১৪, ইবনে কাসির, জামেউল মাসানীদ ওয়াল সুনান, ৩/৫৪০ পৃ. হা/৪৪২৩, ইমাম হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, হা/৪৮৫০, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৮৯ পৃ. হা/১৬১৬

৬৬৭ . ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ৬/২৮৭ পৃ. হা/৬৪৩৪, সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৩৪৬৭, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৮৯ পৃ. হা/১৬১৮, ইমাম হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, হা/৪৮৪২

৬৬৮ . ইমাম ইবনে মাযাহ, আস-সুনান, ১/৫৪০ পৃ. হা/১৬৯৩, হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ১/৫৮৮ পৃ. হা/১৫৫১, সহীহ ইবনে খুজায়মা, হা/১৯৩৯, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, হা/২৩৯৫৬, ইবনে

হাদিস নং-৬ : ইমাম নাসাঈ (রহঃ) 'হাসান' সূত্রে সংকলন করেন-

عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ، يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَتَسَحَّرُ، فَقَالَ: إِنَّهَا بَرَكَةٌ أَعْطَاكُمُ اللهُ إِيَّاهَا فَلَا تَدَعُوهُ

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস (রাঃ) তিনি আল্লাহর নবীর এক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলের খেদমতে উপস্থিত হলাম, হুজুর সেহ্‌রী খেতেছিলেন, ইরশাদ করলেন, এটা বরকত, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দিয়েছেন, তোমরা তা ছাড়বে না।"[৬৬৯]

হাদিস নং-৭ : ইমাম তাবরানী (রহঃ) তাঁর মু'জামুল কাবীরে সংকলন করেন-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَيْسَ عَلَيْهِمْ حِسَابٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا كَانَ حَلَالًا: الصَّائِمُ، وَالْمُتَسَحِّرُ، وَالْمُرَابِطُ فِي سَبِيلِ اللهِ

-"হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, তিন ব্যক্তির খাবারে ইন্‌শাআল্লাহ তা'য়ালা হিসাব হবে না। রোজাদার যদি হালাল ভক্ষণ করেন, সেহ্‌রী ভক্ষণকারী এবং সীমান্তে ঘোড়া আবদ্ধকারী।"[৬৭০]

হাদিস নং-৮-১০: ইমাম আহমদ (রহঃ) তাঁর মুসনাদ নামক কিতাবে সংকলন করেন-

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: السَّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ، فَلَا تَدَعُوهُ، وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ

-"হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, সেহ্‌রীর সম্পূর্ণটাই বরকত, তা পরিত্যাগ করবে না, যদিও এক অঞ্জলী

আদি, আল-কামিল, ৪/৩৬৮ পৃ. ক্রমিক. ৭৮৯, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৯০ পৃ. হা/১৬২০

৬৬৯ . ইমাম নাসাঈ, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/১৪৫ পৃ. হা/২১৬২ এবং আস-সুনানুল কোবরা, ৩/১১৪ পৃ. হা/২৪৮৩, ইমাম ইবনে আছির, জামেউল উসূল, ৬/৩৬২ পৃ. হা/৪৫৩২, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৯০ পৃ. হা/১৬২১, তিনি বলেন- **رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَاد حسن** -"হাদিসটি ইমাম নাসাঈ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, সনদটি 'হাসান'।"

৬৭০ . মুসনাদে বাযযার, ১১/৭৭ পৃ. হা/৪৭৮২, ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ১১/৩৫৯ পৃ. হা/১২০১২, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৮/৪৫০ পৃ. হা/২৩৬০৪, ইমাম হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, হা/৪৮৪৫, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৯০ পৃ. হা/১৬২২

পানি হয়, তা পান করো, কেননা সেহ্‌রী ভক্ষণকারীর উপর আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশ্‌তারা রহমত বর্ষণ করেন।"[৬৭১]

অনুরূপ হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর[৬৭২] (রাঃ), হযরত সায়িব বিন ইয়াযিদ[৬৭৩] (রাঃ) ও হযরত আবু হুরায়রা[৬৭৪] (রাঃ) থেকেও একই প্রকার হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

হাদিস নং-১১: ইমাম বুখারী রহঃ, ইমাম মুসলিম রহঃ, ইমাম তিরমিযী (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ.

-"হযরত সাহ্‌ল বিন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, মানুষ সর্বদা কল্যাণের সাথে থাকবে যতদিন তারা ইফতারী বিলম্ব না করবে।"[৬৭৫]

হাদিস নং-১২: ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ) তার 'আস-সহীহ' নামক কিতাবে সংকলন করেন-

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُومَ

-"হযরত সাহ্‌ল বিন সাদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, আমার উম্মত আমার সুন্নতের উপর থাকবে। যতক্ষণ তারা ইফতারের সময় নক্ষত্রসমূহের অপেক্ষা সনাক্ত করবে।"[৬৭৬]

---

৬৭১ . ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, ১৭/১৫০ পৃ. হা/১১০৮৬ এবং হা/১১৩৯৬, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৯০ পৃ. হা/১৬২৩, তিনি বলেন- **رَوَاهُ أَحْمد وَإِسْنَاده قوي**-"এ সনদটি শক্তিশালী।"

৬৭২ . ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৯০ পৃ. হা/১৬২৪

৬৭৩ . ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৯০ পৃ. হা/১৬২৫

৬৭৪ . ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৯০ পৃ. হা/১৬২৬

৬৭৫ . সুনানে তিরমিযি, ২/৭৪ পৃ. হা/৬৯৯, সুনানে দারেমী, ২/১০৬০ পৃ. হা/১৭৪১, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৯০ পৃ. হা/১৬২৭, বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/৩৯৯ পৃ. হা/৮১১৮, সুনানে ইবনে মাযাহ, হা/১৬৯৮, সহীহ ইবনে খুজায়মা, হা/২০৫৯, সহীহ বুখারী, হা/১৯৫৭, সহীহ মুসলিম, হা/১০৯৮, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬১৯ পৃ. হা/১৯৮৪

৬৭৬ . ইমাম ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, ৮/২৭৭ পৃ. হা/৩৫১০, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৯০ পৃ. হা/১৬২৮, ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ১/৫৯৯ পৃ. হা/১৫৮৪, সহীহ ইবনে খুজায়মা, ৩/২৭৫ পৃ. হা/২০৬১, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, হা/২৩৮৯১

হাদিস নং-১৩: ইমাম আহমদ রহঃ, ইমাম তিরমিযী রহঃ, ইমাম ইবনে খুজায়মা রহঃ ও ইবনে হিব্বান (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللهُ جَلَّ جَلَالُهُ : إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا.

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, আল্লাহপাক বলেন, আমার বান্দাদের মধ্যে আমার অধিক প্রিয় সেই বান্দা যিনি শীঘ্র ইফতার করে।"[৬৭৭]

হাদিস নং-১৪: ইমাম তাবরানী (রহঃ) তার মু'জামুল আওসাত নামক কিতাবে সংকলন করেন-

عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهَا اللهُ: تَعْجِيلُ الْفِطْرِ، وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ، وَضَرْبُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ

-"হযরত উমর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ই'য়ালা মুর্‌রা (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতা তিনি তার পিতামহ হযরত ই'য়ালা ইবনে মুর্‌রাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, তিনটি জিনিস আল্লাহ ভালবাসেন, শীঘ্র ইফতার করা, দেরীতে সেহ্‌রী খাওয়া, নামাজে হাতের উপর হাত রাখা।"[৬৭৮]

হাদিস নং-১৫: ইমাম আবু দাউদ, ইবনে খোজায়মা, ইবনে হিব্বান (রহ.) সংখলন করেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ، لِأَنَّ الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ

---

৬৭৭. ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ২/৭৪ পৃ. হা/৭০০, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৯০ পৃ. হা/১৬২৯, ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ১/৫৯ পৃ. হা/১৪৯, বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, হা/৮১২০, সহীহ ইবনে খুজায়মা, হা/২০৬২, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬২০ পৃ. হা/১৯৮৯

৬৭৮ . ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৭/২৬৯ পৃ. হা/৭৪৭০, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৯১ পৃ. হা/১৬৩০, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১৫/৮২০ পৃ. হা/৪৩২৫৭, ইমাম হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ২/১০৫ পৃ. হা/২৬১০

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, এই দ্বীন সর্বদা জয়যুক্ত থাকবে যতক্ষন পর্যন্ত মানুষ শীঘ্র শীঘ্র ইফাতর করবে, কেননা ইহুদী ও নাসারাগণ থাকবে দেরীতে ইফতার করে।"[৬৭৯]

হাদিস নং-১৬: ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ, দারেমী (রহ.) সংকলন করেন-

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ.

-"হযরত সালমান বিন আমের যাব্বী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, হুজুর করীম (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কোন রোজাদার ইফতার করে সে যেন খেজুর দ্বারা ইফতার করেন, কেননা এতে বরকত আছে, আর যদি খেজুর পাওয়া না যায়, তবে যেন পানি দ্বারা ইফতার করে। কেননা পানি পবিত্রকারী।"[৬৮০]

হাদিসের আলোকে ইফতারের দোয়া

হাদিস নং-১৭ : ইমাম আবু দাউদ রহঃ, তিরমিযী (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ.

-"খাদেমুর রাসূল (ﷺ), হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ)নামাযের পূর্বেই কয়েকটি তাজা খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন, যদি তাজা খেজুর পাওয়া না যেন তবে কয়েকটি শুকনা খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন, আর

---

৬৭৯ . ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, ২/৩০৫ পৃ. হা/২৩৫৩, ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ১/৫৯৬ পৃ. হা/১৫৭৩, তিনি বলেন- **هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ**-"এ হাদিসটি সহীহ মুসলিমের শর্তানুসারে সহীহ।" বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/৩৯৯ পৃ. হা/৮১১৯, সহীহ ইবনে খুজায়মা, হা/২০৬০, সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৩৫০৩, মুসনাদে আহমদ, হা/৯৮১০, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বাহ, ২/২৭৭ পৃ. হা/৮৯৪৪, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৯১ পৃ. হা/১৬৩১

৬৮০ . ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ২/৭১ পৃ. হা/৬৯৫, তিনি বলেন, হাদিসটি হাসান, সহীহ। সুনানে দারেমী, হা/১৭৪৩, নাসাঈ, আস-সুনানুল কোবরা, ৩/৩৭২ পৃ. হা/৩৩০৫, সুনানে ইবনে মাযাহ, হা/১৬৯৯, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬২০ পৃ. হা/১৯৯০, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৯১ পৃ. হা/১৬৩৩

যদি শুকনা খেজুরও পাওয়া না যেত কয়েক ঢোক পানি দ্বারা ইফতার করতেন।"[৬৮১]

ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, হযরত মুয়াজ ইবনে যুহরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর (সাঃ)ইফতারের সময় নিম্নোক্ত দোয়া পড়তেন,

اللهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু রিযকিকা আফতারতু'

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য রোজা রেখেছি এবং তোমারই দেয়া রিযিক দ্বারা ইফতার করেছি।"[৬৮২]

---

৬৮১ . ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ২/৭১ পৃ. হা/৬৯৬, তিনি বলেন, হাদিসটি হাসান। ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/৪০২ পৃ. হা/৮১৩১ এবং শুয়াবুল ঈমান, হা/৩৬১৭, ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পহানী, ৯/২২৭ পৃ., বাগভী, শরহে সুন্নাহ, হা/১৭৪২, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬২০ পৃ. হা/১৯৯১, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৯১ পৃ. হা/১৬৩৪

৬৮২ . ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, ২/৩০৬ পৃ. হা/২৩৫৮, ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/৪০৩ পৃ. হা/৮১৩৪, ইমাম আবু দাউদ, কিতাবুল মারাসীল, হা/৯৯, ইমাম বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ৬/২৬৫ পৃ. হা/১৭৪১, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬২১ পৃ. হা/১৯৯৪, তবে ইমাম তাবরানী (রহঃ)সহ আরও অনেকে হাদিসটি এভাবে সংকলন করেন-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، اللهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

-"খাদেমুর রাসূল (দ.), হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে পাক (দ.) যখন ইফতারি করতেন তখন দোয়া এভাবে বলতেন-

بِسْمِ اللهِ، اللهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

-"আল্লাহর নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য রোজা রেখেছি এবং তোমারই দেয়া রিযিক দ্বারা ইফতার করেছি।" (ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৭/২৯৮ পৃ. হা/৭৫৪৯, ইমাম হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩/১৫৬ পৃ. হা/৪৮৯২) আর ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহঃ) এভাবে উল্লেখ করেছেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَامَ ثُمَّ أَفْطَرَ، قَالَ: اللهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

-"সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (দ.) যখন রোজা রাখতেন, তখন ইফতারীর পূর্বে

اللهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

হাদিস নং-১৮: ইমাম নাসাঈ রহঃ, ইমাম ইবনে খোজায়মা (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا، وَمَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ كَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا

-"হযরত যায়েদ বিন খালেদ জুহাইনী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, করেন রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন রোজাদারকে ইফতার করায়, তার জন্য রয়েছে ইফতারকারীদের সমান সাওয়াব এবং কোন যোদ্ধাকে জিহাদের সামগ্রী ঠিক করে অথবা পরবর্তীতে (সে মারা গেলে) তার পরিবারকে সহযোগিতা করবে, সে যোদ্ধার সমান সাওয়াব লাভ করবে। কিন্তু এর ফলে রোজাদারের রোজা এবং যোদ্ধার যুদ্ধের সাওয়াবের কোন কম হবে না।"[৬৮৩]

হাদিস নং-১৯: ইমাম তাবরানী (রহঃ) তার মু'জামুল কাবীর নামক কিতাবে সংকলন করেন-

---

হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য রোজা রেখেছি এবং তোমারই দেয়া রিযিক দ্বারা ইফতার করেছি। এ দোয়া পাঠ করতেন।" (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বাহ, ২/৩৪৪ পৃ. হা/৯৭৪৪, ইমাম তাবরানী (রহঃ) ইফতারীর দোয়ার আরেকটি সূত্র সংকলন করেন-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ : إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

-"রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (দ.) যখন ইফতারি করতেন তখন বলতেন-

لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ১২/১৪৬ পৃ. হা/১২৭২০, ইমাম হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩/১৫৬ পৃ. হা/৪৮৯৩)

৬৮৩ . ইমাম বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৫/৪২৭ পৃ. হা/৩৬৬৬ এবং আস-সুনানুল কোবরা, ৪/৪০৪ পৃ. হা/৮১৩৭-৮১৩৮, সুনানে তিরমিযি, হা/৮০৭, সুনানে ইবনে মাযাহ, হা/১৭৪৬, মুসনাদে বাযযার, হা/৩৭৭৫, ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ৫/২৫৬ পৃ. হা/৫২৭২, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৯১ পৃ. হা/১৬৩৭

عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى طَعَامٍ، وَشَرَابٍ مِنْ حَلَالٍ، صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ فِي سَاعَاتِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَصَلَّى عَلَيْهِ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

-"হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি হালাল খাদ্য বা পানি দিয়ে রোজাদারকে ইফতার করাবে, ফিরিশ্তারা রমজান মাসের সময়ে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, হযরত জিবরাঈল (আঃ) শবে কদরে তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।"[৬৮৪]

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে,

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ كَسْبٍ حَلَالٍ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ لَيَالِيَ رَمَضَانَ كُلَّهَا، وَصَافَحَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ

-"তাবেয়ী হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায্যিব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি হযরত সালমান ফারসী (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, যে হালাল উপার্জন দিয়ে রোজাদারের ইফতার করাবে রমজানের সকল রাত্র সমূহে ফিরিশ্তারা তার উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করেন, শবে কদরে হযরত জিবরাঈল (আঃ) তার সাথে করমর্দন করেন।"[৬৮৫]

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে,

يُعْطِي اللهُ هَذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى مَذْقَةِ لَبَنٍ أَوْ تَمْرَةٍ أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ

-"এ সাওয়াব আল্লাহ তা'আলা ঐ ইফতার পরিবেশনকারীকেও প্রদান করেন, যে একজন সায়িমকে (রোজাদারকে) এক চুমুক দুধ, একটি খেজুর অথবা এক চুমুক পানি দিয়ে ইফতার করায়। আর যে ব্যক্তি একজন সায়িমকে পেট ভরে খাইয়ে পরিতৃপ্ত করলো, আল্লাহ তা'আলা তাকে আমার হাওযে কাউসার থেকে এভাবে

---

৬৮৪ . ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ৬/২৬১ পৃ. হা/৫২, মুসনাদে বায্যার, ৬/৪৬৯ পৃ. হা/২৫০১, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৮/৪৫৯ পৃ. হা/২৩৬৫৭, ইমাম হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩/১৫৬ পৃ. হা/৪৮৯৪, ইমাম ইবনে আদি, আল-কামিল, ৩/১৩৮ পৃ. হা/৪৪৭

৬৮৫ . মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৮/৪৫৯ পৃ. হা/২৩৬৫৮, মুসনাদে বায্যার, হা/২৫০১, মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ৪/১৩৬৯ পৃ. হা/১৯৬৫, ইমাম সুয়ূতি, জামেউল আহাদিস, ২১/১০৫ পৃ. হা/২৩০৮১, ইমাম ইবনে আদি, আল-কামিল, ৩/১৩৮ পৃ. হা/৪৪৭

পানি খাইয়ে পরিতৃপ্ত করবেন, যার পর সে জান্নাতে (প্রবেশ করার পূর্বে) আর পিপাসার্ত হবে না। এমনকি সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৬৮৬]

যেসব অবস্থায় রোজা না রাখার অনুমতি রয়েছে

হাদিস নং-১: ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ

-"উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত হামযা ইবনু 'আমর আসলামী (রা.) অধিক সাওম পালনে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি নবী করীম (সাঃ)কে বললেন, আমি সফরে থাকাকালে কি রোজা রাখতে পারি? তখন নবী করীম (সাঃ)বললেন, যদি চাও তবে রোজা রাখতে পারো, আর যদি চাও রোজা নাও রাখতে পারো।"[৬৮৭]

হাদিস নং-২: ইমাম মুসলিম (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِسِتَّ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ

-"হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে জিহাদে রওয়ানা হলাম। সে সময় রমজানের ষোল তারিখ অতিবাহিত হয়েছিল। (এ সময়) আমাদের কেউ সাওম (রোজা) রেখেছে,

---

৬৮৬ . খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬১২ পৃ. হা/১৯৬৫, পরিচ্ছেদ: **كتاب الصَّوْم** , ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৫৮ পৃ. হা/১৪৮৩, ইমাম সুয়ূতি, জামেউল আহাদিস, ৩৫/১০৫ পৃ. হা/৩৭৯৪৬, বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৫/২২৩ পৃ. হা/৩৩৩৬ ও দাওয়াতুল কাবীর, ২/১৫১ পৃ. হা/৫৩২ এবং ফাযায়েলুল আওকাত, ১৪৬ পৃ. হা/৩৭, সহীহ ইবনে খুজায়মা, হা/১৮৮৭

৬৮৭. ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ৩/৩৩ পৃ. হা/১৯৪৩, পরিচ্ছেদ: **بَابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَالإِفْطَارِ**, সহীহ মুসলিম, হা/১১২১, সুনানে নাসাঈ, হা/২৩০৫, তাহাভী শরীফ, হা/৩২৫১, সুনানে ইবনে মাযাহ, হা/১৬৬২

আবার কেউ রাখেনি। রোজাদারগণ রোজা না থাকা ব্যক্তিদেরকে খারাপ জানেনি, আবার রোজা না থাকা লোকজনও রোজাদারদেরকে খারাপ মনে করেনি।"[৬৮৮]

হাদিস নং-৩: ইমাম আবু দাউদ রহঃ, তিরমিযী রহঃ, নাসাঈ রহঃ, ইবনে মাযাহ (রহঃ) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ، وَشَطْرَ الصَّلاَةِ، وَعَنِ الحَامِلِ أَوِ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوِ الصِّيَامَ

-"আল্লাহ্ তা'আলা মুসাফির লোকের রোযা ও অর্ধেক নামায কমিয়ে দিয়েছেন আর গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদের রোযা মাফ করে দিয়েছেন (তাদের জন্য অনুমতি রয়েছে সে সময় রাখবে না, পরর্বতীতে সে সংখ্যা পূর্ণ করে দিবে)।"[৬৮৯]

মাস'আলা নং-১: সফর, গর্ভবতী, শিশুকে দুগ্ধ পানকারিনী রোগাক্রান্ত অবস্থায় প্রান নাশের আশংকা বাধ্যবাধকতা, মস্তিষ্ক বিকৃতি, জিহাদ এসবে রোজা না রাখার ওজর। সমস্ত কারণে যদি কেউ রোজা না রাখে গুনাহগার হবে না।[৬৯০] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-২: সফর বলতে শরয়ী সফর বুঝায় অর্থাৎ এত দূরে গমনের উদ্দেশ্যে বের হওয়া যে স্থানের দূরত্ব তিন দিনের পথ, যদি ঐ সফর কোন নাজায়িয কাজের জন্য হয়।[৬৯১] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৩: দিনে সফর শুরু করেছে, তাহলে এ দিনের রোজা ভঙ্গ করার জন্য আজকের সফর ওজর হবে না। যদি রোজা ভঙ্গ করে ফেলে তাহলে কাফ্ফারা অবধারিত হবে না। কিন্তু গুনাহগার হবে, আর যদি সফর শুরু করার পূর্বে রোজা ভেঙ্গে ফেলে তারপর সফর শুরু করে। তা হলে কাফ্ফারা অবধারিত হবে। আর যদি দিনে সফর করে, আর যদি ভুলে ঘরে কোনো জিনিস রেখে

---

৬৮৮ . সহীহ মুসলিম, ২/৭৮৬ পৃ. হা/১১১৬, পরিচ্ছেদ: **بَابُ جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ**, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬২৮ পৃ. হা/২০২০, পরিচ্ছেদ: **بَاب صَوْم الْمُسَافِر**, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৮৮ পৃ. হা/১৬১৩

৬৮৯ . ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ২/৮৬ পৃ. হা/৭১৫, সুনানে নাসাঈ, ৪/১৮০ পৃ. হা/২২৭৬

৬৯০ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৬২ পৃ. পরিচ্ছেদ: **بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ**

৬৯১ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৬৩ পৃ. পরিচ্ছেদ: **فَصْلٌ فِي الْعَوَارِضِ**

যায়। তা নেয়ার জন্য কিরে রোজা ভেঙ্গে ফলে, তাহলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।[৬৯২] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৪: মুসাফির সুবহে সাদিকে পূর্বে ফিরে এসেছে তখনও কিছু খায়নি, তাহলে রোজার নিয়ত করে নেয়া ওয়াজিব।[৬৯৩] (জাওহিরা)

মাস'আলা নং-৫: যদি গর্ভবতী বা দুগ্ধদানকারী মহিলার নিজের প্রাণের বা শিশুর বাস্তব আশংকা হয় তাহলে সেসময় রোজা না রাখার অনুমতি রয়েছে। সেই দুগ্ধদান কারিনী মহিলা শিশুর মা হোক বা ধাত্রী হোক। যদিও বা রমজান মাসে দুধ পান করানোর চাকুরী নিয়ে থাকে।[৬৯৪] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৬: অসুস্থ ব্যক্তির অসুস্থতা বৃদ্ধি পাওয়া বা বিলম্বে আরোগ্য লাভ করা বা সুস্থ ব্যক্তি নেশাগ্রস্থ হওয়ার প্রবল ধারণা হয়, বা সেবক সেবিকার ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ার প্রবল ধারণা সৃষ্টি হয় তাহলে তাদের সকলের জন্য সেদিনের রোজা না রাখার অনুমতি রয়েছে।[৬৯৫] (জাওহিরা, দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৭: উক্ত অবস্থা সমূহে সুদৃঢ় ধারণা শর্ত, শুধু সন্দেহ প্রবন হলে যথেষ্ট হবে না। প্রবল ধারণা তিন প্রকার হতে পারে।

১. এর বাহ্যিক নিদর্শন পাওয়া।

২. নিজ ব্যক্তিগত আভজ্ঞতা।

৩. কোনো বিশ্বস্ত মুসলমান চিকিৎসকের যিনি ফাসিক জানানোর পর এরূপ হয়েছে, আর যদি আলামত, অভিজ্ঞতা না হয়, এরূপ কোনো চিকিৎসক তাকে বলেছে। বরং কোনো ফাসিক চিকিৎসক বলায় রোজা ভেঙ্গে ফেলেছে, তাহলে কাফ্ফারা অবধারিত হবে।[৬৯৬] (দুররুল মুখতার)

বর্তমানের অধিকাংশ চিকিৎসক যদিও কাফির নয়, ফাসিকতো অবশ্যই হবে। আর না হোক। অভিজ্ঞ চিকিৎসক তো প্রত্যেক যুগে দুর্লভ হয়। তাদের অভিমত ধর্তব্য হবে না। আর না তাদের কথার রোজা ভঙ্গ করা যাবে। এসব চিকিৎসক

---

৬৯২ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২০৬-২০৭ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يُفْسِدُ وَمَا لَا يُفْسِدُ**

৬৯৩ . আল্লামা আবু বকর ইবনে হাদ্দাদ, জাওয়াহারাতুন নায়্যারাহ, কিতাবুস সওম, ১৮৬ পৃ.

৬৯৪ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৬৩ পৃ. পরিচ্ছেদ: **فَصْلٌ فِي الْعَوَارِضِ**

৬৯৫ . ক. আল্লামা আবু বকর ইবনে হাদ্দাদ, জাওয়াহারাতুন নায়্যারাহ, কিতাবুস সওম, ১৮৩ পৃ., খ. ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৬৪ পৃ. পরিচ্ছেদ: **فَصْلٌ فِي الْعَوَارِضِ**

৬৯৬ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৬৪ পৃ. পরিচ্ছেদ: **فَصْلٌ فِي الْعَوَارِضِ**

কে দেখা অতি সাধারণ অসুস্থতার রোজা রাখতে নিষেধ করে। এই পার্থক্য ও জানে না যে, কোন রোগে রোজা রাখা ক্ষতিকর হবে, আর কোন রোগে হবে না।

মাস'আলা নং-৮: ক্রীতদাসী মনীবের সেবা করার কারনে ফরজ ইবাদতের সুযোগ না পায় তা কোন অজুহাত নয়। ফরজ সমূহ আদায় করে নেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেবা করবে না যেমন ফরজ নামাযের সময় চলে যাচ্ছে। এসময় কাজ ছেড়ে, ফরজ আদায় করে নেবে, আর যদি মনীবের কাজ করতে করতে রোজা ভঙ্গ করে ফেলে তাহলে কাফ্ফারা দিতে হবে।[৬৯৭] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৯: মহিলার যদি হায়েজ নিফাস এসে যায় তাহলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে, হায়েজ থেকে পূর্ণ দশ দিন পর রাতে পবিত্র হলে সর্বাবস্থায় সবগুলো রোজা রাখতে হবে। আর যদি দশ দিনের কম সময়ে পবিত্র হয় এবং সকাল হতে যদি বাকী থাকে যে, গোসল করার পর সময় বাকী থাকে তখনও রোজা রাখবে। আর যদি গোসল শেষ করার সময় সকাল আলোকিত হয়, তাহলে রোজা রাখবে না।[৬৯৮] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-১০: হায়েজ ও নিফস সম্পন্না মহিলার জন্য চুপে চুপে খাওয়ার অনুমতি আছে। বাহিক্যকভাবে রোজার ন্যায় থাকা তাদের উপর জরুরী নয়।[৬৯৯] (জাওহেরা) কিন্তু চুপে চুপে খাওয়া উত্তম। বিশেষতঃ ঋতুবতী মহিলার জন্য।

মাস'আলা নং-১১: ক্ষুধা ও পিপাসায় যদি প্রাণহানির বাস্তব আশংকা হয় বা মস্তিষ্ক বিকৃতির ভয় হয় তাহলে রোজা রাখবে না।[৭০০] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-১২: রোজা ভেঙ্গে ফেলতে বাধ্য করা হলে, তখন এখতিয়ার থাকবে, তবে ধৈর্য্য ধারণ করলে সাওয়াব পাবে।[৭০১] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-১৩: সর্প দংশন করলে প্রাণহানির ভয় হলে রোজা ভেঙ্গে ফেলবে।[৭০২] (রদ্দুল মুহতার)

---

৬৯৭ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৬৪ পৃ. পরিচ্ছেদ: **فَصْلٌ فِي الْعَوَارِضِ**

৬৯৮ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২০৭ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْأَعْذَارِ الَّتِي تُبِيحُ الْإِفْطَارَ**

৬৯৯ . আল্লামা আবু বকর ইবনে হাদ্দাদ, জাওয়াহারাতুন নায়্যারাহ, কিতাবুস সওম, ১৮৬ পৃ.

৭০০ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২০৭ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْأَعْذَارِ الَّتِي تُبِيحُ الْإِفْطَارَ**

৭০১ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৬২ পৃ. পরিচ্ছেদ: **فَصْلٌ فِي الْعَوَارِضِ**

৭০২ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৬২ পৃ. পরিচ্ছেদ: **فَصْلٌ فِي الْعَوَارِضِ**

মাস'আলা নং-১৪: যেসব লোকেরা উপরোক্ত অজুহাতের কারণে রোজা ভঙ্গ করবে তাদের উপর ফরজ কাযা দেয়া। তবে এসব কাযা রোজায় তারতীব বা পর্যায়ক্রমিক ফরজ নয়। সুতরাং এসব রোজার আগে যদি নফল রোজা রাখে তাহলে এগুলো নফল রোজা হবে। তবে বিধান হলো ওজর দূরীভূত হওয়ার পর পরবর্তী রমজান আসার পূর্বে কাযা রোজা আদায় করে নেয়া।

হাদীসে ইরশাদ করা হয়েছে, যার উপর পূর্বের রমজানের কাযা রোজা বাকী রয়েছে, তার কাযা আদায় করেনি, তার রমজানের রোজা কবুল হবে না।[৭০৩] আর যদি রোজা রাখেনি দ্বিতীয় রমজান এসে যায়, তাহলে প্রথমে রমজানের রোজা রাখবে কাযাগুলো রাখবে না, তবে যদি অসুস্থ ও মুসাফির ছাড়া অন্য ব্যক্তি কাযার নিয়ত করে, তবুও কাযা হবে না। রমজানের রোজাই আদায় হবে।[৭০৪] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-১৫: স্বয়ং ঐ মুসাফির তার সঙ্গীদের রোজা রাখতে কষ্ট না হয় তাহলে সফরে রোজা রাখা উত্তম। অন্যথায় না রাখা উত্তম।[৭০৫] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-১৬: যদি সেই ব্যক্তি উপরোক্ত অজুহাতে মারা যায়, কাযা রাখার সুযোগও হয়নি, তার ফিদয়ার অসিয়ত করে যাওয়া ওয়াজিব হবে না, তবুও অসিয়ত করে গেলে সম্পদের এক তৃতীয়াংশে অসিয়ত কার্যকর হবে। আর যদি এত কাযা রোজা রাখার সুযোগ ছিল কিন্তু রাখেনি তখন অসিয়ত করে যাওয়া ওয়াজিব। আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে না রেখে থাকে তাহলে অসিয়ত করা আরো অধিক ওয়াজিব। অসিয়ত করেনি কিন্তু ওলী নিজের পক্ষ থেকে দান করে তখনও জায়িয হবে। কিন্তু দান করা ওলীর উপর ওয়াজিব হবে না।[৭০৬] (দুররুল মুখতার, আলমগীরি)

মাস'আলা নং-১৭: প্রত্যেক রোজার ফিদিয়া সাদকায়ে ফিতরের পরিমাণ হবে মালের তৃতীয়াংশে অসিয়ত তখন কার্যকর হবে যখন মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ থাকে, আর যদি ওয়ারিশ না থাকে সবগুলো মাল ফিদিয়া আদায়যোগ্য হলে সবগুলো ফিদিয়াও খরচ করে দেয়া আবশ্যক। অনুরূপ ওয়ারিশ যদি কেবল স্বামী বা স্ত্রী

---

৭০৩ . ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, ৩/২৬৬ পৃ. হা/৮৬২৯, মুসনাদে আবি হুরায়রা (রা.)।

৭০৪ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৬৫ পৃ. পরিচ্ছেদ: **فَصْلٌ فِي الْعَوَارِض**

৭০৫ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৬২ পৃ. পরিচ্ছেদ: **فَصْلٌ فِي الْعَوَارِض**

৭০৬ . (ক) ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৬২ পৃ. পরিচ্ছেদ: **فَصْلٌ فِي الْعَوَارِض** (খ) আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২০৭ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْأَعْذَارِ الَّتِي تُبِيحُ الْإِفْطَارَ**

থাকে তখন এক তৃতীয়াংশ বের করার পর তাদের হক দিতে হবে। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে যদি ফিদয়াতে ব্যয় করে ফেলবে।[৭০৭] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-১৮: অসিয়ত করা কেবল তত দিনের রোজার জন্য ওয়াজিব হবে যত দিনের রোজা রাখতে সক্ষম হয়। যেমন: দশ রোজা কাযা হয়েছে, ওজর চলে যাওয়ার পর পাঁচটি রাখতে সক্ষম হয়েছে এরপর ইন্তেকাল করেছে, তাহলে পাঁচটির অসিয়ত ওয়াজিব হবে।[৭০৮] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-১৯: এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে অন্য ব্যক্তি রোজা রাখতে পারবে না।[৭০৯] (ফিকহের বিভিন্ন কিতাব দ্রষ্টব্য)

মাস'আলা নং-২০: ই'তিকাফ ওয়াজিব আর সাদকায়ে ফিতরের বদলা। যদি ওয়ারিশ আদায় করে জায়িয হবে। তা হবে সাদকায়ে ফিতরের অনুরূপ পরিমাণ। যাকাত দিতে চাইলে যা ওয়াজিব ছিল সে পরিমান সম্পদ বের করে নেবে।[৭১০] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-২১: অতিশয় বৃদ্ধ অর্থাৎ যার বয়স এমন হয়েছে যে, ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ছে, যদি রোজা রাখতে অক্ষম হয়, না এখন রাখতে পারছে, ভবিষ্যতেও রাখতে পারবে আশা করা যায় না, তখন তার জন্য রোজা না রাখার অনুমতি রয়েছে, প্রত্যেক রোজার পরিবর্তে সাদকায়ে ফিতর মিসকিনকে দিয়ে দিবে।[৭১১] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-২২: এ ধরনের বৃদ্ধ যদি গরম কালে গরমের কারণে রোজা রাখতে না পারে, কিন্তু শীতকালে রাখতে পারে, তাহলে গরমকালে রোজা ভেঙ্গে ফেলবে। এবং এর পরিবর্তে শীতকালে রোজা রাখা ফরজ হবে।[৭১২] (রদ্দুল মুহতার)

---

৭০৭ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৬৭ পৃ. পরিচ্ছেদ: **فَصْلٌ فِي الْعَوَارِضِ**

৭০৮ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৬৭ পৃ. পরিচ্ছেদ: **فَصْلٌ فِي الْعَوَارِضِ**

৭০৯ . আল্লামা কামালুদ্দীন ইবনে হুমাম, ফাতহুল কাদীর, কিতাবুস সওম, ২/২৭৯ পৃ. পরিচ্ছেদ: **فَصْلٌ فِي الْعَوَارِضِ**

৭১০ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৭১ পৃ. পরিচ্ছেদ: **فَصْلٌ فِي الْعَوَارِضِ**

৭১১ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৭১ পৃ. পরিচ্ছেদ: **فَصْلٌ فِي الْعَوَارِضِ**

৭১২ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৭২ পৃ. পরিচ্ছেদ: **فَصْلٌ فِي الْعَوَارِضِ**

মাস'আলা নং-২৩: ফিদ্‌য়া আদায়ের পর রোজা আদায় করার মত শক্তি এসে যায়। তখন রোজার কাযা আদায় করা ওয়াজিব, ফিদ্‌য়া নফল সাদকা হিসেবে গণ্য হবে।[৭১৩] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-২৪: রমজানের শুরুতেই পূর্ণ রমজানের ফিদ্‌য়া একসাথে দিয়ে দেয়া অথবা শেষে দেয়ার বেলায় এখতিয়ার রয়েছে, এতে মালিক বানানো শর্ত নয়, বরং মুবাহ হিসেবে যথেষ্ট। এটাও জরুরী নয় যে, যত ফিদ্‌য়া ততজন মিসকীনকে দিতে হবে, বরং একজন মিসকীনকে কয়েক দিনের ফিদ্‌য়া দিতে পারবে।[৭১৪] (দুররুল মুখতার ও অন্যান্য)

মাস'আলা নং২৫: শপথ বা হত্যার কাফ্‌ফারা হিসেবে তার জিম্মায় রোজা রয়েছে, বার্ধক্যের কারনে রোজা রাখতে পারছে না, সেই রোজার ফিদ্‌য়া দিতে হবে না, রোজা ভঙ্গ করলে বা জিহাদ করলে তার কাফ্‌ফারা বর্তাবে। রোজা যদি রাখতে না পারে ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে।[৭১৫] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-২৬: কেউ সর্বদা রোজা রাখার মান্নত করে সর্বদা রোজা রাখলে কোন কাজও করতে পারবে না, যদ্বারা জীবন নির্বাহ করতে পারে; তাহলে তার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী রোজা ভঙ্গের অনুমতি রয়েছে, প্রত্যেক রোজার পরিবর্তে ফিদয়া দেবে, এর সাধ্য না থাকলে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।[৭১৬] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-২৭: নফল রোজা ইচ্ছাকৃত শুরু করলে অত্যাবশ্যক হয়ে যায়। যদি ভঙ্গ করে, তাহলে কাযা ওয়াজিব হবে। সে মনে করেছে যে, তার জিম্মায় কোন রোজা আছে রোজা রাখা শুরু করার পর স্মরণ হয় যে, তার জিম্মায় কোন রোজা নেই, তাহলে যদি তাৎক্ষণিক রোজা ভঙ্গ করে ফেলে তাহলে কিছু দিতে হবে না। জানার পর যদি ভঙ্গ না করে এখন ভঙ্গ করতে পারবে না, ভঙ্গ করলে কাযা ওয়াজিব হবে।[৭১৭] (দুররুল মুখতার)

---

৭১৩ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২০৭ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْأَعْذَارِ الَّتِي تُبِيحُ الْإِفْطَارَ**

৭১৪ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৭২ পৃ. পরিচ্ছেদ: **فَصْلٌ فِي الْعَوَارِضِ**

৭১৫ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২০৭ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْأَعْذَارِ الَّتِي تُبِيحُ الْإِفْطَارَ**

৭১৬ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৭২ পৃ. পরিচ্ছেদ: **فَصْلٌ فِي الْعَوَارِضِ**

৭১৭ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৭৩ পৃ. পরিচ্ছেদ: **فَصْلٌ فِي الْعَوَارِضِ**

মাস'আলা নং-২৮: ইচ্ছাকৃত নফল রোজা ভঙ্গ করেনি বরং অনিচ্ছাকৃতভাবে ভেঙ্গে গেছে, যেমন-রোজার মাঝখানে হায়েজ শুরু হয়েছে, তাহলে কাযা ওয়াজিব হবে।[৭১৮] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-২৯: ঈদদ্বয় বা কুরবানী ঈদের পরবর্তী দিন কেউ নফল রোজা রেখেছে, তাহলে রোজা পূর্ণ করা ওয়াজিব নয়। তা ভেঙ্গে ফেললেও কাযা ওয়াজিব হবে না, বরং এই রোজা ভেঙ্গে ফেলা ওয়াজিব। আর যদি ঐ দিন সমূহে নয়া পূর্ণ করা ওয়াজিব।[৭১৯] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৩০: বিনা ওজরে নফল রোজা ভেঙ্গে ফেলা না-জায়িয। মেহমানের সাথে যদি মেজবান খাবার না খায়, তাহলে মেহমান অসন্তুষ্ট হবে, অথবা মেহমান খাবার না খেলে মেহমান কষ্ট পাবে, তাহলে নফল রোজা ভাঙ্গ করার এটা অজুহাত। তবে তা কাযা রাখার শর্তে ভেঙ্গে ফেলা যাবে। তবে শর্ত হলো, দ্বিপ্রহরের পূর্বে ভঙ্গ করা যাবে, পরে নয়। দ্বিপ্রহরের পর পিতামাতার অসন্তুষ্টির কারণে ভেঙ্গে ফেলা যাবে। তাতে আসরের পূর্বে পর্যন্ত ভেঙ্গে ফেলার অনুমতি রয়েছে আসরের পর নয়।[৭২০] (আলমগীরি, দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৩১: কেউ শপথ করছে যে, তুমি যদি রোজা ভঙ্গ না করো তাহলে আমার স্ত্রী তালাক। তাহলে তার শপথ সত্যে পরিণত করা উচিৎ অর্থাৎ রোজা ভেঙ্গে ফেলবে, যদিও রোজা কাযা হয়, যদি দ্বিপ্রহরের পরেও।[৭২১] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৩২: কোন ভাই দাওয়াত দিলে, তাহলে দ্বিপ্রহরের পূর্বে নফল রোজা ভেঙ্গে ফেরার অনুমতি রয়েছে।[৭২২] (দুররুল মেখতার)

মাস'আলা নং-৩৩: স্ত্রী স্বামীর বিনা অনুমতি নফল, মান্নত ও শপথের রোজা রাখতে পারবে না, আর যদি রাখে স্বামী ভঙ্গ করাতে পারবে। কিন্তু ভঙ্গ করালে

---

৭১৮ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৭৪ পৃ. পরিচ্ছেদ: **فَصْلٌ فِي الْعَوَارِضِ**

৭১৯ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৭৪ পৃ. পরিচ্ছেদ: **فَصْلٌ فِي الْعَوَارِضِ**

৭২০ . (ক) আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২০৮ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْأَعْذَارِ الَّتِي تُبِيحُ الْإِفْطَارَ** (খ) ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৭৫-৪৭৭ পৃ. পরিচ্ছেদ: **فَصْلٌ فِي الْعَوَارِضِ**

৭২১ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৭৬ পৃ. পরিচ্ছেদ: **فَصْلٌ فِي الْعَوَارِضِ**

৭২২ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৭৭ পৃ. পরিচ্ছেদ: **فَصْلٌ فِي الْعَوَارِضِ**

কাযা ওয়াজিব হবে। কিন্তু কাযা আদায়েও স্বামীর অনুমতির প্রয়োজন আছে। অথবা যদিও স্বামী এবং তার মাঝখানে পৃথকতা সৃষ্টি হয় অর্থাৎ বিচ্ছেদ হয় বা তালাক দেয় বা মৃত্যু বরণ করে হ্যাঁ যদি রোজা রাখায় স্বামীর কোন ক্ষতি না হয়, যেমন: স্বামী সফরে বা অসুস্থ বা ইহরাম পরিহিত হয়, উপরোক্ত অবস্থায় স্বামীর বিনা অনুমতিও কাযা রোজা রাখতে পারবে। বরং স্বামী নিষেধ করলেও। ঐসব দিনে স্বামী বিনা অনুমতিতে নফল রোজা রাখতে পারবে না। রমজান ও রমজানের কাযা রোজা জন্য স্বামীর অনুমতির কোন প্রয়োজন নেই, বরং তার নিষেধ সত্ত্বেও রাখবে।[৭২৩] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৩৪: ক্রীতদাস দাসীও ফরজ রোজা ব্যতিত মনিবের অনুমতি ব্যতীত রোজা রাখতে পারবে না, মনিব ইচ্ছা করলে ভঙ্গ করাতে পারবে। অতঃপর এর কাযা মনিবের অনুমতি বা স্বাধীন হলে রাখবে। অবশ্য গোলাম যদি স্বীয় স্ত্রীর সাথে জেহার করে তাহলে কাফ্ফারা রোজা মনিবের বিনা অনুমতিতে রাখতে পারবে।[৭২৪] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৩৫: শ্রমিক বা চাকর যদি নফল রোজা রেখে কাজ সঠিক করতে পারে না পারবে, তাহলে যার শ্রমিক বা যিনি পারিশ্রমিক দিয়ে নিযুক্ত করেছেন তার অনুমতির প্রয়োজন হবে। যদি পূর্ণরূপে কাজ করতে পারে তাহলে অনুমতির প্রয়োজন হবে না।[৭২৫] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৩৬: মেয়েকে পিতার, মাকে পুত্রের, বোনকে ভাইয়ের অনুমতি প্রয়োজন নেই। মাতা-পিতা যদি ছেলেদেরকে রোগের কারনে নফল রোজা রাখতে নিষেধ করে, তাহলে মাতা-পিতার আনুগত্য করবে।[৭২৬] (রদ্দুল মুহতার)

নফল রোজার ফযিলত

পয়েন্ট নং-১: আশুরা অর্থাৎ মহররমে রোজা এবং মহররমের নবম তারিখের রোজা রাখা উত্তম।

হাদিস নং-১: ইমাম বুখারী রহঃ এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) সংকলন করেন-

---

৭২৩ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৭৭ পৃ. পরিচ্ছেদ: **فَصْلٌ فِي الْعَوَارِضِ**

৭২৪ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৭৮ পৃ. পরিচ্ছেদ: **فَصْلٌ فِي الْعَوَارِضِ**

৭২৫ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৭৮ পৃ. পরিচ্ছেদ: **فَصْلٌ فِي الْعَوَارِضِ**

৭২৬ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৭৮ পৃ. পরিচ্ছেদ: **فَصْلٌ فِي الْعَوَارِضِ**

حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

-"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)আশুরার রোজা নিজে রেখেছেন এবং রাখার আদেশ করতেন।"[৭২৭]

হাদিস নং-২: ইমাম মুসলিম রহঃ, ইমাম আবু দাউদ রহঃ, ইমাম তিরমিযী রহঃ, নাসাঈ (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, রমজানের পর আল্লাহর মাস মহররমের রোজাই হল শ্রেষ্ঠ রোজা এবং ফরজ নামাযের পর রাত্রের (তাহাজ্জুদের) নামাযই হলো সর্বোত্তম নামায।"[৭২৮]

হাদিস নং- ৩: ইমাম বুখারী রহঃ এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ

-"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে এই আশুরার দিন এবং এই রমজান মাস ব্যতীত অন্য কোন দিনের রোজা রাখাকে এত অধিক সাওয়াবের বলে ধারণা করতে এবং অপরাপার দিন সমূহের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করতে দেখিনি।"[৭২৯]

হাদিস নং-৪: ইমাম বুখারী রহঃ এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا، يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُومُونَهُ؟ فَقَالُوا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ، أَنْجَى اللهُ فِيهِ مُوسَى عليه السلام وَقَوْمَهُ، وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ،

---

৭২৭ . ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ২/৭৯৭ পৃ. হা/১১৩৪, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬৩৪ পৃ. হা/২০৪১, পরিচ্ছেদ: **بَاب الْقَضَاء**

৭২৮ . ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ২/৮২১ পৃ. হা/১১৬৩, সহীহ ইবনে খুজায়মা, হা/২০৭৬, মুসনাদে আহমদ, হা/৮৫৩৪, বাগভী, শরহে সুন্নাহ, হা/১৭৮৮, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬৩৩ পৃ. হা/২০৩৯, পরিচ্ছেদ: **بَاب الْقَضَاء** , ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/২৩৯ পৃ. হা/৯০৬

৭২৯ . ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ৩/৪৪ পৃ. হা/২০০৬, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬৩৪ পৃ. হা/২০৪০, পরিচ্ছেদ: **بَاب الْقَضَاء**

فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا، فَنَحْنُ نَصُومُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى عليه السلام مِنْكُمْ فَصَامَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

-"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাদীনায় গমন করার পর দেখলেন ইয়াহূদীরা 'আশূরার দিন সাওম রাখে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের জিজ্ঞেস করলেন, এ দিনটার বৈশিষ্ট্য কি যে, তোমরা সাওম রাখো? তারা বললো, এটা একটি গুরুত্ববহ দিন। এ দিনে আল্লাহ তা'আলা মূসা (S) ও তাঁর জাতিকে মুক্তি দিয়েছেন। আর ফিরাউন ও তার জাতিকে (সমুদ্রে) ডুবিয়েছেন। হযরত মূসা (S) শুকরিয়া হিসেবে এ দিন সাওম রেখেছেন। অতএব, তাঁর অনুসরণে আমরাও রাখি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, দীনের দিক দিয়ে আমরা মূসার বেশী নিকটে আর তার তরফ থেকে শুকরিয়া আদায়ের ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে আমরা বেশী হকদার। বস্তুত 'আশূরার দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও সাওম রেখেছেন অন্যদেরকেও রাখার হুকুম দিয়েছেন।"[৭৩০]

হাদিস নং-৫: ইমাম মুসলিম (রহঃ) হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহু (সাঃ)ইরশাদ করেন,

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ

-"আল্লাহর উপর আমার বিশ্বাস আছে যে, আশুরার রোজা এক বৎসর পূর্বের গুনাহ মিটায়ে দেন।"[৭৩১]

পয়েন্ট নং-০২: আরাফাতের অর্থাৎ জিলহজ্বের নবম তারিখের রোজা:

হাদিস নং-৬-১০: ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযাহ (রহঃ) হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলে করীমে (সাঃ)ইরশাদ করেছেন,

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ

---

৭৩০ . ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ২/৭৯৬ পৃ. (১২৮) হা/১১৩০, বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/৪৭৩ পৃ. হা/৮৩৯৭, মুসনাদে আবি দাউদ তায়লসী, হা/২৭৪৭, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬৩৮ পৃ. হা/২০৬৭, পরিচ্ছেদ: بَاب الْقَضَاء

৭৩১ . ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ২/৮১৮ পৃ. হা/১১৬২, সুনানে তিরমিযি, হা/৭৪৯, তাহাভী শরীফ, ২/৭৭ পৃ. হা/৩২৯৫, সুনানে ইবনে মাযাহ, হা/১৭৩০, সুনানে আবি দাউদ, হা/২৪২৫

-"আমার বিশ্বাস, আরাফা দিবসের রোজা এক বৎসর পূর্বের ও পরের গুনাহ মিটায়ে দেন।"[৭৩২]

অনুরূপ হাদিস হযরত সাহল বিন সা'দ[৭৩৩] (রাঃ), হযরত আবু সাঈদ[৭৩৪] (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর[৭৩৫] (রাঃ) এবং হযরত যায়েদ বিন আরকাম[৭৩৬] (রাঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে।

হাদিস নং-১১: ইমাম বায়হাকী রহঃ এবং ইমাম তাবরানী রহঃ উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَعْدِلُهُ بِصِيَامِ أَلْفِ يَوْمٍ

-"রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফাত দিবসের রোজা হাজারের সমান জানতেন।"[৭৩৭]

কিন্তু হজ্ব পালনকারীর জন্য যিনি আরাফতে অবস্থান করেন, তাঁর জন্য আরাফাত দিবসের রোজা রাখা মাকরূহ।

---

৭৩২ . ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ২/৮১৮ পৃ. হা/১১৬২, সুনানে তিরমিযি, হা/৭৪৯, তাহাভী শরীফ, ২/৭৭ পৃ. হা/৩২৯৫, সুনানে ইবনে মাযাহ, হা/১৭৩০, সুনানে আবি দাউদ, হা/২৪২৫, সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৩৬৩২, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬৩৪ পৃ. হা/২০৪৪, পরিচ্ছেদ: **بَاب الْقَضَاء**

৭৩৩ . ইমাম মুনযিরী (রহঃ) উল্লেখ করেন-

عَن سهل بن سعد رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ من صَامَ يَوْم عَرَفَة غفر لَهُ ذَنْب سنتَيْن متتابعتين

-"হযরত সাহল বিন সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (দ.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আরাফার দিনে রোযা রাখবে, তার একাধারে দু'বছরের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।" (ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৬৮ পৃ. হা/১৫১৯) তিনি বলেন-

رَوَاهُ أَبُو يعلى وَرِجَاله رجال الصَّحِيح

-"এ হাদিসটির সকল রাবী সহীহ বুখারীর ন্যায়।"

৭৩৪ . মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৫/৬৭ পৃ. হা/১২০৮২

৭৩৫ . মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৫/৬৭ পৃ. হা/১২০৮৫

৭৩৬ . ইমাম মুনযিরী (রহঃ) উল্লেখ করেন-

عَن زيد بن أَرقم رضي الله عنه عَن رَسُول الله ﷺ أَنه سُئِلَ عَن صِيَام يَوْم عَرَفَة قَالَ يكفر السّنة الَّتِي أَنْت فِيهَا وَالسّنة الَّتِي بعْدهَا

-"হযরত যায়েদ বিন আরকাম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি প্রিয় নবী (দ.) হতে বর্ণনা করেন, তাঁকে আরাফার দিনের রোযা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি তখন বলেছিলেন, আরাফার রোযা তুমি যে বছরটি অতিবাহিত করছ, এ বছরের ও পরের বছরের (গুনাহর) কাফ্ফারা হয়ে যায়।" (ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৬৯ পৃ. হা/১৫২৪)

৭৩৭ . ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৭/৪৪ পৃ. হা/৬৮০২

ইমাম আবু দাউদ রহঃ, ইমাম নাসাঈ রহঃ, ইমাম ইবনে খোজায়মা (রহঃ) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ

-"হুজুর (সাঃ)আরাফার দিন আরাফার ময়দানে রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন।"[৭৩৮]

পয়েন্ট নং-০৩: শাওয়ালের ছয় রোজা যেগুলো লোকেরা ঈদের ছয় রোজা বলে থাকে:

হাদিস নং-১২-১৩: ইমাম মুসলিম রহঃ, আবু দাউদ রহঃ, তিরমিযী রহঃ, নাসাঈ রহঃ, ইবনে মাযাহ রহঃ এবং ইমাম তাবরানী রহঃ, হযরত আবু আইয়্যুব আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

-"যে রমজানের রোজা রাখলো, এরপর শাওয়ালের ছয় দিন রোজা রাখলো, সে যেন পূর্ণ বৎসর রোজা রাখলো।"[৭৩৯]

অনুরূপ হাদিস হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে।[৭৪০]

---

৭৩৮ . ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, ২/৩২৬ পৃ. হা/২৪৪০, ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৩/৮১ পৃ. হা/২৫৫৬, বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/৪৭০ পৃ. হা/৮৩৮৯, মুসনাদে আবি ই'য়ালা, ২/৩৭২ পৃ. হা/১১৩৪, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬৩৮ পৃ. হা/২০৬২, পরিচ্ছেদ: **بَاب الْقَضَاء**

৭৩৯ . ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ২/৮২২ পৃ. হা/১১৬৪, সুনানে তিরমিযি, ২/১২৪ পৃ. হা/৭৫৯, ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ৪/১৩৪ পৃ. হা/৩৯০২, মুসনাদে আহমদ, ৩৮/৫১৪ পৃ. হা/২৩৫৩৩, মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক, ৪/৩১৫ পৃ. হা/৭৯১৮, বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ৬/৩৩১ পৃ. হা/১৭৮০, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬৩৫ পৃ. হা/২০৪৭, পরিচ্ছেদ: **بَاب الْقَضَاء**

৭৪০ . ইমাম বায্যার (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ

-"হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূল (দ.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেন, যে রমজানের রোজা রাখলো, এরপর শাওয়ালের ছয় দিন রোজা রাখলো, সে যেন পূর্ণ বৎসর রোজা রাখলো।" (হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩/১৮৩ পৃ. হা/৫০৯৯) ইমাম হাইসামী (রহ.) বলেন-

رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَلَهُ طُرُقٌ رِجَالُ بَعْضِهَا رِجَالُ الصَّحِيحِ.

-"হাদিসের সমসবদ রাবী সহীহ বুখারীর ন্যায়।"

হাদিস নং-১৪-১৫: ইমাম নাসাঈ রহঃ, ইবনে মাযাহ রহঃ, ইবনে খোজায়মা রহঃ এবং ইবনে হিব্বান রহঃ প্রমুখ হযরত সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। আর ইমাম আহমদ রহঃ, ইমাম তাবরানী রহঃ এবং ইমাম বায্যার (রাঃ) হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন,

عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بِشَهْرَيْنِ فَذَلِكَ صِيَامُ سَنَةٍ

-"নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, যে ঈদুল ফিতরের পর ছয় রোজা রাখলো, সে পূর্ণ বৎসরের রোজা রাখলো, যে একটি সৎ কাজ করলো, সে দশটি প্রতিদান পাবে, রমজান মাসের রোজা দশ মাসের সমান এবং ছয় দিনের রোজা দুই মাসের সমান পূর্ণ এক বৎসরের রোজা হয়ে গেল।"[৭৪১]

হাদিস নং-১৬: ইমাম তাবরানী (রহঃ) তাঁর মু'জামুল আওসাত নামক কিতাবে সংকলন করেন-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

-"হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলে কারীম (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, যে রমজান মাসের রোজা রাখলো, অতঃপর শাওয়ালে ছয়দিন রাখলো, সে গুনাহ হতে এমনভাবে বেরিয়ে গেল, যেমন আজ মায়ের পেট হতে জন্ম হয়েছে।"[৭৪২]

পয়েন্ট নং-৪: শাবানের রোজা এবং শবে বরাত তথা শাবানের ১৫ তারিখে ফযিলত

হাদিস নং-১৭: ইমাম তাবরানী (রহঃ) এবং ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ) হযরত মুয়াজ বিন জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন,

يَطْلُعُ اللهُ إِلَى خَلْقِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ

---

৭৪১ . ইমাম নাসাঈ, আস-সুনানুল কোবরা, ৩/২৩৯ পৃ. হা/২৮৭৩, সহীহ ইবনে খুজায়মা, হা/২১১৫, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৬৭ পৃ. হা/১৫১৩

৭৪২ . ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৮/২৭৫ পৃ. হা/৮৬২২, হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩/১৮৪ পৃ. হা/৫১০২, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৬৭ পৃ. হা/১৫১৫

-"রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, শাবানের ১৫ তারিখের রাত্রিতে (শবে বরাতের রাতে) আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টিকুলের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন, মুশরিক এবং হিংসুক ব্যতিত সকলকে ক্ষমা করেন।"[৭৪৩]

হাদিস নং-১৮-১৯: ইমাম বায়হাকী (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَقَدْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَخَرَجْتُ أَطْلُبُهُ، فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ رَافِعٌ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ. فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟ قَالَتْ، قَدْ قُلْتُ: وَمَا بِي ذَلِكَ، وَلَكِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ. فَقَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعَرِ غَنَمِ كَلْبٍ

-"উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসূলে আকরাম (সাঃ)কে হারিয়ে ফেললাম। অর্থাৎ মধ্যরাতে তাঁকে আমি বিছনায় দেখতে পেলাম না। এ সময় ঘর ছেড়ে গিয়ে তিনি জান্নাতুল বাকীতে অবস্থান করতে ছিলেন। (এবং এ সময় মুনাজাত রোনাজারীতে মশগুল ছিলেন) আমাকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন, তুমি কি এ ভয় করছ যে, আল্লাহ্ ও রাসূল তোমার প্রতি জুলুম করেছেন? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (□)! আমি ধারণা করেছি আপনি আপনার পবিত্র বিবিদের থেকে কারো গৃহে অবস্থান করতেছেন। তখন তিনি বলেন, **আল্লাহ্ তা'য়ালা অর্ধ শাবান (শবে বরাত) এর রজনীতে দুনিয়ার আসমানে** তাজাল্লি বর্ষণ করে, বনী কালীবের বকরির পশমের সংখ্যার চেয়েও অধিক বান্দাকে ক্ষমা করেন।"[৭৪৪]

---

৭৪৩ . ইমাম ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, ১২/৪৮১ পৃ. হা/৫৬৬৫, ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ৭/৩৬ পৃ. হা/৬৭৭৬, ইমাম আবু নুয়াইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫/১৯১ পৃ., ইমাম বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৫/৩৬০ পৃ. হা/৩৫৫২ এবং ৯/২৪ পৃ. হা/৬২০২, ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ২০১/০৮ পৃ. হা/২১৫ এবং মুসনাদিশ শামিয়্যীন, ১/১২৮ পৃ. হা/২০৩ ও হা/২০৫ এবং ৪/৩৬৫ পৃ. হা/৩৫৭০, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৭৩ পৃ. হা/১৫৪৬ এবং ৩/৩০৭ পৃ. হা/৪১৯০, ইমাম হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৮/৬৫ পৃ. হা/১২৯৬০, তিনি বলেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَرِجَالُهُمَا ثِقَاتٌ.

-"ইমাম তাবরানী (রহঃ) তার মু'জামুল কাবীর ও আওসাতে বর্ণনা করেছেন, সনদের সমস্ত রাবী বিশ্বস্ত।"

৭৪৪. ইমাম তিরমিযী : আস সুনান : ৩/১১৫ পৃ. হা/৭৩৯ (২) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল : আল-মুসনাদ : ১৮/১১৪ : হা/২৫৮৯৬ (৩) ইমাম আবি শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ : ১০/৪৩৮ : হা/৯৯০৭(৪) ইমাম ইবনে মাজাহ : আস-সুনান :১/৪৪৪ পৃ. হা/১৩৮৯ (৫) ইমাম বগভী : শরহে সুন্নাহ : ৪/১২৬ :

ইমাম আহমদ (রহঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে যে বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, সেখানে হত্যাকারীর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।[৭৪৫]

হাদিস নং- ২০: ইমাম বায়হাকী (রহঃ) উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

إِنَّ اللهَ ﷻ يَطَّلِعُ عَلَى عِبَادِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ، وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِينَ، وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحِقْدِ كَمَا هُمْ

-"আল্লাহ জাল্লাশানুহু শাবানের পনের তারিখে রাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন, ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের ক্ষমা করেন, রহমত তলবকারীদের প্রতি দয়া করেন, শত্রুতাকারীদের যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় ছেড়ে দেন।"[৭৪৬]

হা/৯৯২ (৬) ইমাম ইবনে মুনযিরী : আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব : ৪/২৪০ : হা/২৪ (৭) ইমাম ইবনে ইসহাক রায়াহু : আল মুসনাদ : ২/৩২৬ : হা/৮৫০ও ৩/৯৭৯পৃ.হাদিস, ১৭০০ (৮) শায়খ খতিব তিবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ : ২/২৫৩ পৃঃ হা/১২৯৯ (৯) ইমাম বায়হাকী : ফাযায়েলুল ওয়াক্ত, ১/১৩০পৃ.হাদিস, ২৮ (১০) আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মিরকাতুল মাফাতীহ : ৩/৩৪০ পৃঃ হা/১২৯৯ (১১) ইমাম কুরতুবী : তাফসীরে কুরতুবী : ১৬/১২৬-১২৭ পৃ.(১২) সুয়ূতি : আল-জামেউস সগীর : ১/১৪৬ পৃ. হা/১৯৪২ (১৩) আব্বাস আল-মাক্কী ফিকহী, আখবারুল মক্কা, ৩/৬৬পৃ. হাদিস, ১৮০৬ও ১৮৪০ (১৪) শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ১/১৩৯পৃ. হাদিস, ১৪২০ (১৫-১৬) মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৩/৪৬৪পৃ. হাদিস, ৭৪৫০, ও ১২/৩১৪পৃ. হাদিস, ৩৫১৭৯ (১৭) মুত্তাকী হিন্দী, ইকমাল, ১২/৩১৫ পৃ.হাদিস, ৩৫১৮, (১৮) মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১২/৩১৫পৃ. হাদিস, ৩৫১৮৪ (১৯) সুয়ূতি, জামেউস সগীর, ১/১৬৬৭ পৃ. হাদিস, ১৬৬৭ ও জামিউল আহাদিস, ৩/৪৮৫পৃ. হাদিস, ২৬২৪ (১৩) আলবানী : দ্বঈফু মিশকাত : হা/১২৯৯, দ্বঈফু জামে, হাদিস, ৬৫৪, তিনি বলেন, সনদটি দ্বঈফ।

৭৪৫ . ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) সংকলন করেন-

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: يَطَّلِعُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا لِاثْنَيْنِ: مُشَاحِنٍ، وَقَاتِلِ نَفْسٍ

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, **শাবানের মধ্য রজনীতে 'আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর সৃষ্টির প্রতি বিশেষ** করুনার দৃষ্টি প্রদান করেন এবং তাঁর সকল বান্দাকে ক্ষমা করে দেন, কিন্তু দুই শ্রেণীর মানুষ ব্যতীত। তারা হল, বিদ্বেষ পোষণকারী ও আত্ম হত্যাকারী।" (ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : আল-মুসনাদ : ৮/৬৫পৃ. হা/১২৯৬১, ইমাম ইবনে মুনযিরী : আত-তারগীব ওয়াত তারহীব : ৪/২৩৯, খতীব তিবরিযি, মিশকাতুল মাসাবীহ, ২/২৫৫ পৃ. হা/১৩০৭, ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউয যাওয়াইদ : ৮/৬৫ পৃ., হা/১২৯৬১, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৩/৪৬৭পৃ. হা/৭৪৬৫)

৭৪৬ . ইমাম বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৫/৩৬১ পৃ. হা/৩৫৫৪, ইমাম সুয়ূতি, তাফসিরে আদ-দুররুল মানসুর, ৭/৪০৩ পৃ., শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ১/৩৩৩ পৃ. হা/৩৬২৪, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৭৪ পৃ. হা/১৫৪৯, তিনি বলেন- **هَذَا مُرْسل جيد** -"এ হাদিসটি মুরসাল তবে শক্তিশালী।"

হাদিস নং-২১: ইমাম ইবনে মাযাহ (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ وفی روایة حتی تطلع الشمس

-"আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাঃ)ইরশাদ করেন, **যখন শাবানের চৌদ্দ তারিখ আসবে, সে রাতে তোমরা কিয়াম করবে (নামায ইবাদত বন্দেগীতে কাটাবে) এবং দিনে রোযা রাখবে,** আল্লাহ্ তা'য়ালার রহমত এ রাতে সূর্যাস্তের সাথে সাথে প্রথম আকাশে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন, কেউ আছ কি? ক্ষমা চাইলে আমি গুনাহ ক্ষমা করে দেব। কেউ রোগাগ্রস্ত আছ কি? (রোগ মুক্তি প্রার্থনা করলে) আমি আরোগ্য দান করবো। কেউ রিযিক চাওয়ার আছ কি? আমি তোমাকে রিযিক (জীবন উপকরণ) দেব। কেউ আছ কি? কেউ আছ কি? এভাবে ফজর পর্যন্ত ঘোষণা আসতে থাকে। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে সূর্যাদয় পর্যন্ত ঘোষণা চলতে থাকে।"[৭৪৭]

---

৭৪৭. ইবনে মাজাহ : আস্-সুনান : ১/৪৪৪ : হা/১৩৮৮ (২) ইমাম বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ৫/৩৫৪ পৃ.হা/৩৮২২ (৩) ইমাম বায়হাকী : ফাযায়েলুল ওয়াক্ত : হা/৩৩ (৪) দায়লামী : আল ফিরদাউস : ১/২৫৯ : হা/১০০৭(৫) ইমাম মুনযির : তারগীব ওয়াত তারহীব : ২/৭৫ : হা/১৫৫(৬) ইমাম খতিব তিবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ : ২/২৪৫পৃ. : হা/১২৩৩ (৭) আল্লামা ইমাম আবু বকর কেনানী : মিসবাহুয যুজ্জাহ: ২/১০ পৃ.: হা/৮০ (৮) আল্লামা আবু বকর কেনানী : মিসবাহুয যুজ্জাহ: ২/১০ : হা/৪৯১ (৯) মোল্লা আলী ক্বারী : মিরকাতুল মাফাতীহ : ৩/১৯৫ : হা/১৩০৮ (১০) সুয়ূতি : তাফসীরে দুররুরে মানসূর, : ৭/৪০২ পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত (১১) শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী : আশিআতুল লুমআত : ৪/২১২ পৃ: হা/১২৩৩(১২)ইমাম তিব্বী : শরহে মেশকাত : ৩/৪৪৮ পৃ: হা/১২৩৩ (১৩) ইমাম কুরতুবী : তাফসীরে কুরতুবী : ১৬/১২৬-১২৭ পৃ.(১৪) ইমাম ইবনে হিব্বান : আস-সহীহ : হাদিস নং : ১৩৮৮(১৫) তায়মী ইস্পাহানী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩৯৭ পৃ. হাদিস, ১৮৬০ (১৬) ইরাকী, তাখরীজে ইহইয়া, ১/২৪০পৃ. শাওকানী, ফাওয়াইদুল মাওদ্বুআত, ১/৫১পৃ. (১৭) মাহমুদ মুহাম্মদ খলিল, মুসনাদে জামে, ১৩/২১৬পৃ. হাদিস, ১০০৭০, (১৮) বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ১১/৮২পৃ. (১৯) মোবারকপুরী, মের'আত, ৪/৩৪৩পৃ. হাদিস, ১৩১৬, (২০) জওজী, আল-ইল- ল মুতনাহিয়্যাত, ২/৭১ পৃ. হাদিস, ৯২২ (২১) তাহের পাটনী, তাযকিরাতুল মাওদ্বুআত, ১/৪৫ পৃ. (২২) আবদুল হাই লাখনৌভী, ১/৮১পৃ. (২৩) কাস্তাল্লানী, মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া, ৩/৩০০ পৃ. (২৪) যুরকানী, শরহুল মাওয়াহেব, ১০/৫৬১পৃ. (২৫) ইমাম রমলী, ফাতওয়ায়ে রমলী, ২/৭৯ পৃ. (২৬) ইবনে হাজার মক্কী, ফাতওয়ায়ে ফিকহিয়্যাতুল কোবরা, ২/৮০পৃ. (২৭) মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১২/৩১৪ পৃ. হাদিস, ৩৫১৭৭ (২৮) সূয়ুতী, জামেউস সগীর, ১/১৬৬৫পৃ. হাদিস, ১৬৬৫ (২৯) জামিউল আহাদিস, ৩/৪৮৩পৃ. হাদিস, ২৬২১ (৩০) শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ১/১৩৮ পৃ. হাদিস, ১৪১৮ (৩১) দায়লামী, আল-ফিরদাউস, ১/২৫৯পৃ. হাদিস, ১০০৭ (৩২) বায়হাকী,

হাদিস নং-২২: ইমাম তিরমিযি (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ عَائِشَةَ. أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُهُ إِلاَّ قَلِيلاً بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ.

-"উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হুজুর (সাঃ)কে শাবান চেয়ে অন্য কোন মাসে অধিক রোজা রাখতে দেখিনি।"[৭৪৮]

পয়েন্ট নং-৫: প্রত্যেক মাসের তিন রোজা বিশেষ করে আইয়্যামে বীজ তথা মাসের ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখে রোজা রাখা:

হাদিস নং-২৩-২৪: ইমাম বুখারী (রহঃ), ইমাম মুসলিম (রহঃ), ইমাম নাসাঈ (রহঃ) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) হযরত আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তাঁরা বলেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلاَثٍ: صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ

-"রাসূলুল্লাহ (সাঃ)আমাকে তিনটি বিষয়ে অসিয়ত করেছেন, এর মধ্যে একটি হলো, প্রত্যেক মাসে যেন তিনটি রোজা রাখি।"[৭৪৯]

হাদিস নং-২৫-২৬: ইমাম বুখারী রহঃ এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন,

وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ

-"তুমি মাসে তিন দিন করে সাওম পালন করো, কারণ নেক কাজের ফল তার দশগুণ; এভাবেই সারা বছরের সাওম পালন হয়ে যাবে।"[৭৫০] অনুরূপ হাদিস হযরত কুর্‌রা ইবনে আইয়্যাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে।[৭৫১]

ফাযায়েলুল ওয়াক্ত, ১/১২২ পৃ. হাদিস, ২৪ (৩৩) আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্-দ্বঈফাহ, ৫/১৫৪ পৃ. হাদিস, ২১৩২ (৩৪) আবদুল আযিয বিন বায, মাজমূউল ফাতওয়া, ১/১৯০ পৃ.

৭৪৮ . ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ২/১০৫ পৃ. হা/৭৩৬, সহীহ ইবনে হিব্বান, ৮/২৮৩ পৃ. হা/৩৫১৬, মুসনাদে আহমদ, হা/২৪১১৬, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৭২ পৃ. হা/১৫৪১

৭৪৯ . ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ৩/৪১ পৃ. হা/১৯৮১, সহীহ মুসলিম, হা/৭২১, সুনানে দারেমী, হা/১৪৯৫, বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, হা/২৭৪১, সুনানে নাসাঈ, হা/১৬৭৭, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, হা/১২৬২,

হাদিস নং-২৭-২৮: ইমাম আহমদ রহঃ এবং ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে[৭৫২]; অপরদিকে ইমাম বায্যার (রহঃ) আমিরুল মুমিনীন হযরত মাওলা আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন,

عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يُذْهِبُ بِوَحَرِ الصَّدْرِ

-"প্রত্যেক মাসের তিন দিনের রোজা সীনার অনিষ্ঠতা দূর করে ফেলে।"[৭৫৩]

হাদিস নং-২৯: ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হযরত মায়মুনা বিনতে সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, হুজুর (সাঃ)ইরশাদ করেছেন,

مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَصُومَهُنَّ، فَإِنَّ كُلَّ يَوْمٍ يُكَفِّرُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ، وَإِنَّهُ يُنَقِّي مِنَ الْإِثْمِ، كَمَا يُنَقِّي الْمَاءُ الثَّوْبَ

---

৭৫০ . ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ২/৮১২ পৃ. হা/১১৫৯, সহীহ বুখারী, ৩/৪০ পৃ. হা/১৯৭৬, সুনানে নাসাঈ, হা/২৩৯২, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৭৭ পৃ. হা/১৫৬৪

৭৫১ . ইমাম আলী ইবনে যা'দ (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ أَبِي إِيَاسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ وَإِفْطَارُهُ

-"হযরত আবু আইয়্যাশ (রহঃ) তিনি তার পিতা হযরত কুর্‌রা ইবনে আইয়্যাশ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মাসে তিন দিন করে সাওম পালন করবে, তার সারা বছরের সাওম পালন এবং ইফতার হয়ে যাবে।" (মুসনাদে আলী ইবনে যা'দ, ১/১৬৮ পৃ. হা/১০৯১, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৭৫ পৃ. হা/১৫৫৬) ইমাম মুনযিরী (রহ.) বলেন- **رَوَاهُ أَحْمد بِإِسْنَاد صَحِيح**-"এ হাদিসটি ইমাম আহমদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, সনদটি সহীহ।"

৭৫২ . ইমাম বায্যার (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يُذْهِبْنَ وَحَرَ الصَّدْرِ

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (দ.) ইরশাদ করেন, সবর (রমযান) মাসের এবং প্রত্যেক মাসের তিন দিনের রোজা সীনার অনিষ্ঠতা দূর করে ফেলে।" (ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৫/১৫৯ পৃ. হা/৪৯৪০, ইমাম হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩/১৯৬ পৃ. হা/৫১৮৮, মুসনাদে আবি ইয়ালা, ১/৩৪৬ পৃ. হা/৪৪২, শুয়াবুল ঈমান, ৫/৩৭৭ পৃ. হা/৩৫৭৫) ইমাম হাইসামী (রহঃ) বলেন- **رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ**-"হাদিসটি বায্যার বর্ণনা করেছেন, সনদের সমস্ত রাবী সহীহ বুখারীর ন্যায়।"

৭৫৩ . ইমাম বায্যার, আল-মুসনাদ, ৩/৮৮ পৃ. হা/৮৬২ এবং ২/২৭১ পৃ. হা/৬৮৮, ইমাম হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩/১৯৬ পৃ. হা/৫১৮৭

-"যেভাবে হোক প্রত্যেক মাসে তিনটি রোজা রাখবে। প্রত্যেক রোজা দশটি গুনাহ মিটায়ে দেয়, গুনাহ হতে এমনভাবে পবিত্র করে, যেমন পানি কাপড়কে পবিত্র করে।"[৭৫৪]

হাদিস নং-৩০: ইমাম আহমদ (রহঃ), তিরমিযী (রহঃ), নাসাঈ (রহঃ) এবং ইবনে মাযাহ (রহঃ) হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন,

يَا أَبَا ذَرٍّ، إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ.

-"হে আবূ যার! তুমি প্রতি মাসে তিনদিন রোজা পালন করতে চাইলে তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখে তা পালন করো।"[৭৫৫]

হাদিস নং-৩১: ইমাম নাসাঈ (রহঃ) উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ: صِيَامَ عَاشُورَاءَ، وَالْعَشْرَ، وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ

-"হুজুর ﷺ চারটি বিষয় ছাড়তেন না: (১) আশুরার রোজা। (২) জিলহজ্বের দশ তারিখের রোজা। (৩) প্রত্যেক মাসের তিন দিনের রোজা। (৪) এবং ফজরের পূর্বের দুই রাকাত সালাত।"[৭৫৬]

হাদিস নং-৩২: ইমাম নাসাঈ (রহঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُفْطِرُ أَيَّامَ الْبِيضِ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ

---

৭৫৪ . ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ২৫/৩৫ পৃ. হা/৬০, ইমাম হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩/১৯৭ পৃ. হা/৫১৯৪, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩/১৯৭ পৃ. হা/৫১৯৪

৭৫৫ . ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ২/১২৬ পৃ. হা/৭৬১, তিনি বলেন, হাদিসটি 'হাসান'। বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/৪৮৬ পৃ. হা/৮৪৪৫, মুসনাদে আবি দাউদ তায়লসী, ১/৩৮১ পৃ. হা/৪৭৭, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬৩৭ পৃ. হা/২০৫৭, পরিচ্ছেদ: **بَاب الْقَضَاء** ,

৭৫৬ . ইমাম নাসাঈ, আস-সুনান, ৪/২২০ পৃ. হা/২৪১৬ এবং আস-সুনানুল কোবরা, ৩/১৯৮ পৃ. হা/২৭৩৭, সহীহ ইবনে হিব্বান, ১৪/৩৩২ পৃ. হা/৬৪২২, ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ২৩/১০৫ পৃ. হা/৩৫৪, ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, ৪৪/৫৯ পৃ. হা/২৬৪৫৯, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬৩৭ পৃ. হা/২০৭০, পরিচ্ছেদ: **بَاب الْقَضَاء**

-"রাসূলুল্লাহ (সাঃ)আইয়্যামে বীযে রোজা বিহীন হতেন না, সফরে হোক অবস্থানে হোক।"[৭৫৭]

পয়েন্ট নং-৬: সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোজা:

হাদিস নং-৩৩-৩৫: ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ.

-"নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, সোমবার ও বৃহস্পতিবার (আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে) আমলসমূহ পেশ করা হয়। সুতরাং আমার আমলসমূহ যেন রোজা পালনরত অবস্থায় পেশ করা হোক এটাই আমার পছন্দনীয়।"[৭৫৮]

অনুরূপ হাদিস হযরত উসামা বিন যায়েদ[৭৫৯] (রাঃ), হযরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

হাদিস নং-৩৬: ইমাম ইবনে মাযাহ (রহঃ) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ تَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ؟ فَقَالَ: إِنَّ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ يَغْفِرُ اللهُ فِيهِمَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ، إِلَّا مُتَهَاجِرَيْنِ، يَقُولُ: دَعْهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا

-"হুজুর (সাঃ)সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখতেন। এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রেখে থাকেন। তিনি ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'য়ালা এ দু'দিন পরস্পর সম্পর্ক ছিন্নকারী দু'ব্যক্তি

---

৭৫৭ . ইমাম নাসাঈ, আস-সুনান, ৪/১৯৮ পৃ. হা/২৩৪৫ এবং আস-সুনানুল কোবরা, ৩/১৭৩ পৃ. হা/২৬৬৬, মুসনাদে বাযযার, ১১/২৫১ পৃ. হা/৫০৩৫, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬৩৭ পৃ. হা/২০৭১, পরিচ্ছেদ: **بَاب الْقَضَاء** ,

৭৫৮ . ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ২/১১৪ পৃ. হা/৭৪৭, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬৩৭ পৃ. হা/২০৫৬, পরিচ্ছেদ: **بَاب الْقَضَاء** , ইমাম বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ৬/৩৫৪ পৃ. হা/১৭৯৯, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৭৮ পৃ. হা/১৫৬৯,

৭৫৯ . ইমাম নাসাঈ, আস-সুনান, ৪/২০১ পৃ. হা/২৩৫৮ এবং আস-সুনানুল কোবরা, ৩/১৭৭ পৃ. হা/২৬৭৯, ইমাম তাহাভী, শরহে মা'আনীল আছার, ২/৮২ পৃ. হা/৩৩২২, মুসনাদে বাযযার, ৭/৬৯ পৃ. হা/২৬১৭, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৭৮ পৃ. হা/১৫৭১

ব্যতিত প্রত্যেক মুসলমানকে ক্ষমা করেন। তিনি (ফিরিশতাদের) বলেন, তারা সন্ধিতে আবদ্ধ হওয়া অবধি তাদের ত্যাগ করো।"[৭৬০]

হাদিস নং-৩৭: ইমাম তিরমিযী (রহঃ) উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَحَرَّى صَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ.

-"রাসূলুল্লাহ (সাঃ)সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোজার প্রতি বেশি খেয়াল রাখতেন।"[৭৬১]

হাদিস নং-৩৮: ইমাম মুসলিম (রহঃ) হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ؟ قَالَ: ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ

-"হুজুর (সাঃ)কে সোমবার দিবসে রোজা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে ইরশাদ করেছেন, সোমবার দিন আমার বিলাদাত (শুভাগমন) হয়েছে, সেই দিনে আমার ওপর ওহী নাজিল করা হয়েছে।"[৭৬২]

পয়েন্ট নং-৭: অন্য দিন সমূহে রোজা:

হাদিস নং-৩৯: ইমাম আবু ই'য়ালা (রহঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ صَامَ الْأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيسَ كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ

-"যে বুধবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখবে, তার জন্য দোযখের মুক্তি লিপিবদ্ধ করা হবে।"[৭৬৩]

---

৭৬০ . ইমাম ইবনে মাযাহ, আস-সুনান, ১/৫৩৩ পৃ. হা/১৭৪০, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৭৮ পৃ. হা/১৫৭০, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬৩৯ পৃ. হা/২০৭৩, পরিচ্ছেদ: **بَاب الْقَضَاء**

৭৬১ . ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ২/১১৩ পৃ. হা/৭৪৫, ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পহানী, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/১২৩ পৃ., ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৭৯ পৃ. হা/১৫৭৪

৭৬২ . ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ২/৮১৯ পৃ. (১৯৭) হা/১১৬২, ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ২/৬৫৮ পৃ. হা/৪১৭৯, ইমাম নাসাঈ, আস-সুনানুল কোবরা, ৩/২১৪ পৃ. হা/২৭৯০, সহীহ ইবনে খুজায়মা, হা/২১১৭

৭৬৩ . ইমাম আবু ই'য়ালা, আল-মুসনাদ, ১০/১০ পৃ. হা/৫৬৩৬, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৮০ পৃ. হা/১৫৭৫, ইমাম হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩/১৯৮ পৃ. হা/৫২০২

হাদিস নং-৪০-৪২: ইমাম তাবরানী (রহঃ) তাঁর মু'জামুল আওসাত নামক কিতাবে বর্ণনা করেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ الْأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيسَ وَالْجُمُعَةَ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ يُرَى ظَاهِرُهُ مِنْ بَاطِنِهِ وَبَاطِنُهُ مِنْ ظَاهِرِهِ

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি বুধবার, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার, রোজা রাখবে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য জান্নাত একটি ঘর নির্মাণ করবেন, যার বাইরের অংশ ভিতর থেকে দেখা যাবে এবং ভিতরের অংশ বাইর থেকে যাবে।"[৭৬৪]

হযরত আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَامَ الْأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيسَ وَالْجُمُعَةَ بَنَى اللهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ، مِنْ لُؤْلُؤٍ وَيَاقُوتٍ وَزَبَرْجَدٍ، وَكُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ

-"হুজুর (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি বুধবার, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার, রোজা রাখবে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য জান্নাত একটি ঘর নির্মাণ করবেন, সেটি মুণিমুক্ত, ইয়াকুত এবং যাবরযদ পাথর দ্বারা নির্মাণ করা হবে এবং তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি লিপিবদ্ধ করা হবে।"[৭৬৫]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) এর বর্ণনায় আছে,

---

৭৬৪ . ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ১/৮৬ পৃ. হা/২৫৩ এবং মু'জামুল কাবীর, ৮/২৫০ পৃ. হা/৭৯৮১, ইমাম হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩/১৯৮ পৃ. হা/৫২০৪, তিনি আরেকটি সনদ এভাবে উল্লেখ করেন-

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَامَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَالْخَمِيسِ وَالْجُمُعَةِ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ; يُرَى ظَاهِرُهُ مِنْ بَاطِنِهِ، وَبَاطِنُهُ مِنْ ظَاهِرِهِ

-"হযরত আবূ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলে পাক (দ.) কে ইরশাদ করতে শুনেছি, যে ব্যক্তি বুধবার, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার, রোজা রাখবে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য জান্নাত একটি ঘর নির্মাণ করবেন, যার বাইরের অংশ ভিতর থেকে দেখা যাবে এবং ভিতরের অংশ বাইর থেকে যাবে।" (ইমাম হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩/১৯৮ পৃ. হা/৫২০৬)

৭৬৫ . ইমাম তাবরানী, আল-মু'জামুল আওসাত, ১/৮৭ পৃ. হা/২৫৪, ইমাম হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩/১৯৮ পৃ. হা/৫২০৫, বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৫/৩৮৭ পৃ. হা/৩৫৯০ এবং ফাযায়েলুল আওকাত, ১/৫৩২ পৃ. হা/৩০৪, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৮০ পৃ. হা/১৫৭৭

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ صَامَ الْأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيسَ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ تَصَدَّقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ، غُفِرَ لَهُ كُلُّ ذَنْبٍ عَمِلَهُ؛ حَتَّى يَصِيرَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا

-"হুজুর (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি বুধবার, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার, রোজা রাখবে, অতঃপর জুম'আর দিবসে অল্প বা অধিক সাদকা দিবে, যা গুনাহ হয়েছে তা ক্ষমা হবে, গুনাহ থেকে এমন পবিত্র হয়ে যাবে যেন সেই দিন স্বীয় মাতার পেটে থেকে জন্ম হয়েছে।"[৭৬৬]

কিন্তু বিশেষভাবে জুম'আর দিবসে রোজা রাখা মাকরূহ।

হাদিস নং-৪৩: ইমাম মুসলিম রহঃ এবং নাসাঈ (রহঃ) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, হুজুর আকদাস (সাঃ)ইরশাদ করেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ

-"অন্যান্য রাতগুলোর মধ্যে লাইলাতুল জুম'আকে ইবাদত বন্দীগীর জন্য খাস করো না। আর জুম'আর দিনকেও অন্যান্য দিনের মধ্যে রোজার জন্য নির্দিষ্ট করে নিও না। তবে তোমাদের কেউ যদি আগে থেকেই অভ্যস্থ থাকে, জুম'আহও ওর মধ্যে পড়ে যায়, তাহলে জুম'আর দিন সাওমে (রোজায়) অসুবিধা নেই।"[৭৬৭]

হাদিস নং-৪৪: ইমাম বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসঈ, ইবনে মাযাহ ও ইবনে খোজায়মা (রহঃ) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (দ.) ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ، فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ، إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ

---

৭৬৬ . ইমাম হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩/১৯৮ পৃ. হা/৫২০৭, বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৫/৩৮৭ পৃ. হা/৩৫৮৯, ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ১২/৩৪৭ পৃ. হা/১৩৩০৮, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৮০ পৃ. হা/১৫৭৮

৭৬৭ . ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ১/৮০১ পৃ. (১৪৮) হা/১১৪৪, বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/৪৯৭ পৃ. হা/৮৪৯০, ইমাম নাসাঈ, আস-সুনানুল কোবরা, ৩/২০৬ পৃ. হা/২৭৬৪, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬৩৬ পৃ. হা/২০৫২, পরিচ্ছেদ: بَاب الْقَضَاء

-"নিশ্চয় জুম'আর দিন হচ্ছে ঈদের দিন। জুম'আর দিবসে কোন রোজা রাখবে না, কিন্তু এর পূর্বে অথবা পরে একদিনসহ রাখবে।" ইমাম ইবনে খোজায়মার বর্ণনায় আছে, জুম'আর দিন হচ্ছে ঈদ, সুতরাং ঈদের দিনকে রোজার দিন করো না, কিন্তু তার পূর্বে বা পরের দিন রোজা রাখো।"[৭৬৮]

হাদিস নং-৪৫: ইমাম বুখারী রহঃ এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) হযরত মুহাম্মদ বিন উব্বাদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ

-"হযরত জাবের (রাঃ) পবিত্র কাবা শরীফের তাওয়াফ করতেছিলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী করীম (সাঃ)জুম'আর দিবসে রোজা রাখতে কি নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এই ঘরের প্রভুর শপথ।"[৭৬৯]

মান্নতের রোজার বর্ণনা

শরয়ী মান্নত যা মান্নত করলে শরয়ী দৃষ্টিকোণে পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়; এর জন্য সাধারণত কতিপয় শর্ত রয়েছে।

১. এমন বস্তুর মান্নত করবে যাতে ঐ জাতীয় বস্তু থেকে কিছু ওয়াজিব হয়। অসুস্থ ব্যক্তির সেবা শশ্রুষা, মসজিদে গমন করা এবং জানাযায় সাথে যা পরে মান্নত করা যাবে না।

২. মূল ইবাদত উদ্দেশ্য হয়, অন্য কোন ইবাদতের জন্য উসিলা না হয়, যেমন অযু, গোসল, কুরআন শরীফের প্রতি দৃষ্টিপাত করার মান্নত শুদ্ধ হবে না।

৩. এমন বস্তু মান্নত হতে পারবে না, যা শরীয়ত এমনিতেই তার উপর ওয়াজিব করেছে, বর্তমানে হোক বা ভবিষ্যতে, যেমন আজকের জোহর বা কোন ফরজ নামাজের মান্নত সহীহ হবে না। যেহেতু এসব ইবাদত তো এমনতিই ওয়াজিব।

৪. যে বিষয়ের মান্নত করা হয় তা যেন স্বয়ং কোন গুনাহর কারণ না হয়। আর যদি অন্য কোন কারণে গুনাহ হয়, তাহলে মান্নত শুদ্ধ হবে। যেমন ঈদের দিন রোজা রাখা নিষেধ, যদি রোজা রাখার মান্নত করে, মান্নত হয়ে যাবে, যদিও হুকুম হচ্ছে ঈদের দিন রাখবে না, বরং অন্য কোন দিন রাখবে। এ নিষেধ

---

৭৬৮ . ইমাম ইবনে খুজায়মা, ৩/৩১৫ পৃ. হা/২১৬১, হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ১/৬০৩ পৃ. হা/১৫৯৫, ইমাম তাহাভী, শরহে মা'আনীল আছার, হা/৩৩১৪, মুসনাদে আহমদ, হা/৮০২৫ এবং হা/১০৮৯০, তাবরানী, মুসনাদিশ শামেয়্যীন, ৩/১৬৪ পৃ. হা/১৯৯৯, ইমাম মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৮০ পৃ. হা/১৫৮২

৭৬৯ . ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ২/৮০১ পৃ. (১৪৮) হা/১১৪৩, সুনানে নাসাঈ, হা/২৭৫৭, তাহাভী, শরহে মা'আনীল আছার, হা/৩৩১২, সুনানে ইবনে মাযাহ, হা/১৭২৪

আনুসাঙ্গিক অর্থাৎ ঈদের দিন হওয়ার কারণে। স্বয়ং রোজা হচ্ছে এক বৈধ ইবাদত।

৫. যেন এমন বস্তুর মান্নত করা না হয়, যার বাস্তবায়ন অসম্ভব, যেনন মান্নত করে যে, আমি গতকাল রোজা রাখবো, এ ধরনের মান্নত শুদ্ধ হবে না।[৭৭০]

মাস'আলা নং-১: মান্নত শুদ্ধ হওয়ার জন্য এটা কোন জরুরী নয় যে, অন্তরে মান্নতের সংকল্পও থাকতে হবে। যদি কিছু বলার ইচ্ছা করায় মুখ থেকে মান্নতের শব্দ বেরিয়ে গেছে, মান্নত শুদ্ধ হবে। অথবা এটা বলতে চায় যে, আল্লাহর জন্য এক দিন রোজা রাখবো, মুখ থেকে মাস বের হয়ে গেছে, এক মাসের রোজা ওয়াজিব হয়ে যাবে।[৭৭১] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-২: নিষিদ্ধ দিনসমূহ অর্থাৎ রমজানের ঈদ, কুরবানীর ঈদ, জিলহজ্জের এগার, বার, তের তারিখে রোজা রাখার মান্নত করছে আর দিনসমূহে রেখে ফেলেছে, যদিও তাতে গুনাহ হবে, কিন্তু মান্নত আদায় হয়ে যাবে।[৭৭২] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৩: এই বছরের রোজার মান্নত করেছে, তাহলে নিষিদ্ধ দিনসমূহ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট দিনগুলোতে রোজা রাখবে এবং নিষিদ্ধ দিনসমূহের পরিবর্তে অন্য দিনে রোজা রাখবে, আর যদি নিষিদ্ধ দিন সমূহেও রেখে ফেলে তবুও মান্নত পূর্ণ হবে। কিন্তু গুনাহগার হবে। এ হুকুম তখন প্রযোজ্য হবে যদি নিষিদ্ধ দিন সমূহের পূর্বে মান্নত করে থাকে। আর যদি নিষিদ্ধ দিন সমূহের পর যেমন জিলহজ্জের চৌদ্দ তারিখ রাত্রে ঐ বছরের রোজার মান্নত করছে, তাহলে জিলহজ্জের সমাপ্তি পর্যন্ত রোজা রাখলে মান্নত পূর্ণ হবে। জিলহজ্জ মাসের সমাপ্তিতে বছর সমাপ্ত হবে। রমজানের পূর্বে রমজানের বছরের রোজার মান্নত করে তাহলে রমজানের পরিবর্তে রোজার মান্নত করেছে তাহলে রমজানের বদলে রোজা রাখা তার জিম্মায় থাকবে না।

যদি মান্নত করার সময় পরপর রোজা রাখার শর্ত বা নিয়ত করে, তবুও যেসব দিনসমূহে সময় রাখা নিষেধ ঐসব দিনে রোজা রাখবে না। কিন্তু পরবর্তীতে এসব দিন সমূহের রোজা পরপর রাখবে। একদিনও যদি রোজা বিহীন থাকে তাহলে ঐ

---

৭৭০ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২০৮ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ السَّادِسُ فِي النَّذْرِ**

৭৭১ . (ক) আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২০৯ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ السَّادِسُ فِي النَّذْرِ** (খ) ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৮২ পৃ. পরিচ্ছেদ: **مَطْلَبٌ فِي الْكَلَامِ عَلَى النَّذْرِ**

৭৭২ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৮১-৪৮৩ পৃ. পরিচ্ছেদ: **فَصْلٌ فِي الْعَوَارِضِ**

দিনের পূর্বে যতদিন রোজা ছিল সবগুলো পুনরায় রাখতে হবে। আর যদি পুরো বছর রোজা রাখার মান্নত করে তাহলে পূর্ণ বছর রোজা রাখার পর আরো পঁয়ত্রিশ বা চৌত্রিশ দিন অতিরিক্ত রোজা রাখবে, অর্থাৎ রমজান মাস এবং নিষিদ্ধ পাঁচ দিনের রোজার পরিবর্তে। যদিও ঐসব দিনে তিনি রোজা রাখে, ঐ অবস্থায় এটাই যথেষ্ট হবে না। অবশ্য যদি এরূপ বলে যে, এক বছরের পরপর রোজা রাখবো, তাহলে পঁয়ত্রিশ রোজা রাখার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু এ অবস্থায় যদি পরপর না রাখা হয় তাহলে শুরু থেকে পুনরায় রাখতে হবে। কিন্তু নিষিদ্ধ দিন সমূহে রাখবে না। বরং বছর পূর্ণ হবার পর লাগাতার পাঁচদিন রাখবে।[৭৭৩] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মান্নাত ছয় প্রকার হতে পারে

মাস'আলা নং-৪: মান্নতের শব্দের মধ্যে শপথের সম্ভাবনা থাকতে পারে। সুতরাং এখানে ছয় প্রকার হতে পারে।

১.এসব শব্দে কিছু নিয়্যত করেনি, না মান্নতের না শপথের।

২. শুধু মান্নতের নিয়ত করেছে অর্থাৎ শপথ হওয়া কোনটার ইচ্ছা করেনি।

৩. মান্নতের নিয়্যত করেছে, শপথের নিয়ত করেনি।

৪. শপথের নিয়ত করেছে, এটা মান্নত নয়।

৫. মান্নত ও শপথ উভয়ে নিয়ত করেছে।

৬. শুধু শপথের নিয়্যত করেছে মান্নত হওয়া না হওয়া কোনটির নিয়ত করেনি।

প্রথম তিন অবস্থায় শুধু মান্নত হবে। পূর্ণ না করলে কাযা দেবে, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অবস্থায় মান্নত ও শপথ উভয় হবে, পূর্ণ না করলে মান্নত শপথের কাফ্ফারা দেবে।[৭৭৪] (তানভীরুল আবসার)

মাস'আলা নং-৫: এমন মাসে রোজার মান্নত করেছে, আর সে মাসে নিষিদ্ধ দিন রয়েছে তাহলে ঐসব নিষিদ্ধ দিনে রোজা রাখবে না। বরং এর পরিবর্তে পরে রাখবে। যদি রোজা রাখে, গুনাহগার হবে। কিন্তু মান্নত পূর্ণ হয়ে যাবে। ঐ অবস্থায় পূর্ণ এক মাসের রোজা ওয়াজিব নয়। বরং মান্নত করার সময় থেকে ঐ মাসের যতদিন বাকী আছে, ততদিনের রোজা ওয়াজিব হবে। যদি তা রমজানের মাস হয়। তাহলে মান্নতই হবে না। রমজানের রোজ তো এমনিতেই ফরজ। রমজান মাসের রোজার মান্নত করছে, রমজান আসার পূর্বেই মারা গেছে, তাহলে এক মাস পর্যন্ত মিসকীনকে খাবার খাওয়ানোর অসিয়ত করা ওয়াজিব।

---

৭৭৩ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৮২-৪৮৪ পৃ. পরিচ্ছেদ: **مَطْلَبٌ فِي الْكَلَامِ عَلَى النَّذْرِ**

৭৭৪ . ইমাম তামরতাশী, তানভিরুল আবসার (দুররুল মুখতারসহ), কিতাবুস সাওম, ৩/৪৮৪ পৃ.

আর যদি কোন নির্দিষ্ট মাসের মান্নত করে যেমন রজব অথবা শাবান মাসের, তাহলে পূর্ণ মাস রোজা রাখা অবশ্যক এ মাস ঊনত্রিশে হলে ঊনত্রিশ রোজা, ত্রিশটি হলে ত্রিশ রোজা রাখবে। মাঝখানে বিরতি হতে পারবে না। কোন রোজা যদি বাদ পড়ে, সেটা পরে পূর্ণ করে দিলে পূর্ণ মাস পূনরায় রাখার প্রয়োজন নেই।[৭৭৫] (রদ্দুল মুহতার ও অন্যান্য)

মাস'আলা নং-৬: এক মাসের রোজার মান্নত করেছে, তাহলে পূর্ণ ত্রিশ দিন রোজা রাখা ওয়াজিব হবে। যে মাসে রাখে সে মাস যদি ঊনত্রিশে হয় এবং এটাও আবশ্যক যে, কোন রোজা যেন নিষিদ্ধ দিন সমূহে না হয়। এ অবস্থায় যদি নিষিদ্ধ দিনে রোজা রাখে গুনাহগার হবে ঐ রোজা যথেষ্ট হবে না। পরপর রাখার শর্ত থাকলে বা অন্তরে নিয়্যত করে, তাহলে এটা জরুরী হবে যেন মাঝখানে বিরতি না হয়। যদি বিরতি হয় যদিও নিষিদ্ধ দিনে হয় তাহলে তখন থেকে পুনরায় লাগাতার এক মাস রোজা রাখতে হবে। অর্থাৎ এটা জরুরী যে, ঐ ত্রিশ দিনে এমন কোন দিন না হয় যে দিনে রোজা রাখা নিষেধ আর লাগাতার রোজা রাখার শর্তও পাওয়া না যায়। নিয়্যতেও না থাকে। তাহলে পৃথক পৃথক ত্রিশটি রাখলেও মান্নত পূর্ণ হয়ে যাবে।

আর যদি স্ত্রী লোক এক মাস লাগাতার রোজা রাখার মান্নত করে, তাহলে এক মাস বা বেশী পবিত্রাবস্থার সময় পার, তাহলো জরুরী হলো এমন সময় রোজা শুরু করবে, যেন ঋতুস্রাব হওয়ার পূর্বে ত্রিশ দিন পূর্ণ হয়ে যায়। অন্যথায় হায়েজ আসার পর নতুনভাবে ত্রিশদিন পূর্ণ করতে হবে। আর যদি মাস পূর্ণ হবার শেষে হায়েজ এসে যায়, তাহলে হায়েজ আসার পূর্বে যতটি রোজা রেখেছে তা হিসেব রাখবে, যতটি অবশিষ্ট রয়েছে, ততটি রোজা হায়েজ শেষ হওয়ার পর বিরতিহীনভাবে পূর্ণ করবে।[৭৭৬] (দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৭: ধারাবাহিকভাবে রোজার মান্নত করেছে, ঐ তাহলে বিরতি দেয়া হবে না। আর পৃথকভাবে যেমন দশ রোজার মান্নত করেছে, তখন লাগাতার রাখা জায়িয হবে।[৭৭৭] (বাহার)

মাস'আলা নং-৮: মান্নত দুই প্রকার।

---

৭৭৫ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৮৪ এবং ৪৮৬ পৃ. পরিচ্ছেদ: **مَطْلَبٌ فِي الْكَلَامِ عَلَى النَّذْرِ**

৭৭৬ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৮৬ পৃ. পরিচ্ছেদ: **مَطْلَبٌ فِي الْكَلَامِ عَلَى النَّذْرِ**

৭৭৭ . ইমাম ইবনে নুযাইম মিশরী, আল-বাহরুর রায়েক, কিতাবুস সাওম, ২/৫১৯ পৃ. পরিচ্ছেদ: নযর প্রসঙ্গ।

১. শর্তযুক্ত যেমন আমার অমুক কাজ হলে বা অমুক ব্যক্তি সফর থেকে ফিরে আসে তাহলে আমি আল্লাহর জন্য এতদিন রোজা বা নামায অথবা সাদকা ইত্যাদি আদায় করবো।

২. শর্তহীন, তা কোন কাজ হওয়া না হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়। বরং এরূপ বলা যে, আল্লাহর জন্য আমি নিজের উপর এতটি রোজা বা নামায অথবা সাদকা ইত্যাদি ওয়াজিব করছি। শর্তহীন যদিও সময় বা স্থান ইত্যাদি নির্দিষ্ট করে, কিন্তু মান্নত পূর্ণ করার জন্য এগুলো আবশ্যক নয় যে, এর পূর্বে বা এর বিপরীত হবে না, তা নয়। বরং সে সময়ের পূর্বে রোজা রেখে ফেলে বা নামায পড়েছে ইত্যাদি, তখনও মান্নত পূর্ণ হবে। (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৯: এই রজবে রোজার মান্নত করেছে। কিন্তু জমাদিউস সানীতে রোজা রেখে ফেলেছে, তা রজব মাসের হবে। রজব যদিও ঊনত্রিশে হয়, পূর্ণ হয়ে যাবে। আর এক রোজা রাখার প্রয়োজন নেই, যদি ত্রিশে হয় তা তাহলে এক রোজা রাখবে।[৭৭৮] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-১০: এ রজবে রোজার মান্নত করেছে, রজবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তাহলে অন্যদিন সমূহে তা কাযা করবে। কাযা রাখায় এখতিয়ার রয়েছে যে, লাগাতার রোজা রাবে বা বিরতি দিয়ে রাখুক।[৭৭৯] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-১১: শর্তযুক্ত অবস্থায় শর্ত পাওয়া যাওয়ার পূর্বে মান্নত পূর্ণ করতে পারবে না। যদি প্রথমেই রোজা রেখে ফেলে, পরে শর্ত পাওয়া যায়, তাহলে পুনরায় রাখা ওয়াজিব হবে। প্রথমের রোজা তার স্থলাভিষিক্ত হবে না।[৭৮০] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-১২: একদিন রোজা রাখার মান্নত করেছে, তাহলে এখতিয়ার থাকবে, নিষিদ্ধ দিন সমূহ ছাড়া যেদিন রোজা রাখার ইচ্ছা করবে, রাখতে পারবে। অনুরূপ দুই দিন তিন দিনেরও এখতিয়ার রয়েছে, অবশ্য যদি এক্ষেত্রে পরপর রাখার নিয়ত করে তাহলে পরপর লাগাতার রাখা ওয়াজিব। অন্যথায় এক সাথে রাখা বা বিরতি দিয়ে রাখার এখতিয়ার রয়েছে। পৃথকভাবে রাখার নিয়্যত করলে, লাগাতার রেখে ফেলেছে, তবুও জায়িয হবে।[৭৮১] (আলমগীরি)

---

৭৭৮ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৮৭ পৃ. পরিচ্ছেদ: শাওয়ালের ছয় রোজা প্রসঙ্গ।

৭৭৯ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুস সাওম, ৩/৪৮৯ পৃ.

৭৮০ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুস সাওম, ৩/৪৮৮ পৃ.

৭৮১ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২০৯ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ السَّادِسُ فِي النَّذْرِ**

মাস'আলা নং-১৩: একসাথে দশ রোজার মান্নাত করেছে, পনের রোজা রেখে মাঝে একদিন রোজা, ভঙ্গ করেছে এবং কোন দিন তা স্মরণ নেই, তাহলে পুনরায় লাগাতার পাঁচদিন রাখতে হবে।[৭৮২] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-১৪: রুগ্ন ব্যক্তি এক মাস রোজা রাখার মান্নত করেছে, সুস্থ না হয়ে, মারা গেছে তার উপর কিছু দিতে হবে না। যদি এক দিনের জন্য হলেও সুস্থ হয়, কিন্তু রোজা রাখেনি, তাহলে পূর্ণ মাসের ফিদিয়া দান করার অসিয়ত করা ওয়াজিব। সুস্থ দিনে রোজা রেখেছে, তাহলে অবশিষ্ট দিন সমূহের জন্যও অসিয়ত করে যেতে হবে। অনুরূপ অসুস্থ ব্যক্তি মান্নত করেছে, মাস পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মারা গেছে, তার উপরও অসিয়ত করা ওয়াজিব। আর যদি রাতে মান্নত করে রাত্রেই মারা যায়, তখনও অসিয়ত করে যাওয়া উচিৎ।[৭৮৩] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-১৫: মান্নত করেছে যে, যেদিন অমুক ব্যক্তি আসবে সেদিন আল্লাহর জন্য আমার উপর রোজা রাখা ওয়াজিব। যদি সে দ্বিপ্রহরের পূর্বে আসে এবং সে কিছু পানাহার করেনি, তাহলে রোজা রেখে দেবে। আর যদি রাতে আসে তাহলে কিছু করতে হবে না। অনুরূপ যদি দ্বিপ্রহরের পর এসে বা খাবারের পর আসে বা মান্নতকারী মহিলা ছিল, ঐ দিন তার হায়েজ, উপরোক্ত হয়েছে অবস্থায়ও কিছু করতে হবে না। এরূপ বলছে যে, যে দিন অমুক আসবে ঐ দিন আল্লাহর জন্য আমার উপর সর্বদা রোজা রাখা কর্তব্য, যদি খাবার খাওয়ার পর আসে তাহলে ঐ দিনের রোজা হল না, কিন্তু পরবর্তিতে প্রতি সপ্তাহে ঐ দিনে রোজা রাখা ওয়াজিব হয়ে যাবে। যেমন যদি সোমবারে আসে প্রত্যেক সোমবারে রোজা রাখা ওয়াজিব।[৭৮৪] (আলমগীরি ও অন্যান্য)

মাস'আলা নং-১৬: এরূপ মান্নত করেছে যে, যে দিন অমুক আসবে ঐ দিনের রোজা আমার উপর সর্বদা হবে। আর দ্বিতীয় এ ধরনের মান্নত যে, যেদিন অমুক সুস্থ হবে সে দিনের রোজা আমার উপর সব সময় হবে। ঘটনাচক্রে যেদিন সে

---

৭৮২ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২০৯ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ السَّادِسُ فِي النَّذْرِ**

৭৮৩ . আল্লামা হাসকাফী, দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ), কিতাবুস সাওম, ৩/৪৮৮ পৃ. পরিচ্ছেদ: শাওয়ালের ছয় রোজা প্রসঙ্গ।

৭৮৪ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২০৮-২০৯ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ السَّادِسُ فِي النَّذْرِ**

এসেছে, ঐ দিন সে সুস্থও হয়ে যায়, তাহলে প্রতি সপ্তাহে শুধু ঐ দিন রোজা রাখা তার উপর সব সময় ওয়াজিব হবে।[৭৮৫] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-১৭: অর্ধ দিনের রোজার মান্নত করলে এ ধরনের মান্নত শুদ্ধ হবে না।[৭৮৬] (আলমগীরি)

ই'তিকাফের বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

-"স্ত্রীদের সাথে তোমরা সহবাস করো না যখন তোমরা মসজিদগুলোতে ই'তিকাফ রত থাকো।"[৭৮৭]

হাদিস নং-১ : ইমাম বুখারী রহঃ এবং ইমাম মুসলিম রহঃ উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা ছিদ্দিকা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ

-"নাবী কারীম ﷺ রমজানের শেষ দশকেই তাঁর ওফাতের আগ পর্যন্ত ই'তিকাফ করতেন।"[৭৮৮]

হাদিস নং-২ : ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ: أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ، إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ

-"ই'তিকাফ পালনকারীর জন্য এই সুন্নাত পালন করা জরুরী, সে কোন রোগীকে দেখতে যাবে না, জানাযা নামাযে হাজির হবে না, স্ত্রী সহবাস করবে না, তার

---

৭৮৫ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২০৯ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ السَّادِسُ فِي النَّذْرِ**

৭৮৬ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২০৯ পৃ. পরিচ্ছেদ: **الْبَابُ السَّادِسُ فِي النَّذْرِ**

৭৮৭ . সূরা বাক্বারা, আয়াত নং-১৮৭

৭৮৮ . সহীহ মুসলিম, ২/৮৩০ পৃ. হা/১১৭২, বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/৫১৭ পৃ. হা/৮৫৬৬, নাসাঈ, আস-সুনানুল কোবরা, ৩/৩৭৭ পৃ. হা/৩৩২২, সুনানে তিরমিযি, হা/৭৯০

সাথে মেলামেশাও করবে না, একান্ত বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত বের হবে না, রোজা ব্যতীত ই'তিকাফ হয় না এবং জা'মে মসজিদ ব্যতীতও ই'তিকাফ হয় না।"[৭৮৯]

হাদিস নং-৩ : ইমাম ইবনে মাযাহ (রহঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ই'তিকাফকারী সম্পর্কে বলেছেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي الْمُعْتَكِفِ هُوَ يَعْكِفُ الذُّنُوبَ، وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا

-"সে নিজেকে গুনাহ সমূহ হতে বিরত রাখে এবং নেককারদের সকল নেকী তার জন্য লেখা হয়।"[৭৯০]

হাদিস নং-৪ : ইমাম বায়হাকী রহঃ সংকলন করেন-

عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَنِ اعْتَكَفَ عَشْرًا فِي رَمَضَانَ كَانَ كَحَجَّتَيْنِ وَعُمْرَتَيْنِ

-"হযরত জয়নুল আবেদীন (রাঃ) তিনি তাঁর পিতা হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। হুযূর ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে রমজানে দশ দিনের ই'তিকাফ করলো, সে যেন দুইটি হজ্ব ও দুইটি উমরা আদায় করলো।"[৭৯১]

ই'তিকাফের ফিকহী আহকাম:

মাস'আলা নং-১: মসজিদে আল্লাহর ওয়াস্তে নিয়ত সহকারে অবস্থান করা হচ্ছে ই'তিকাফ। ই'তিকাফের জন্য মুসলমান, বুদ্ধিমান, হায়েজ নিফাস হতে পবিত্র হওয়া শর্ত। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া শর্ত নহে। বরং যে নাবালেগ রুখতে পারে সে যদি ই'তিকাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করে, তাহলে এই ই'তিকাফ সহীহ হবে। আজাদ বা স্বাধীন হওয়া শর্ত নয়, সুতরাং ক্রীতদাসও ই'তিকাফ করতে পারবে।

---

৭৮৯ . ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, ২/৩৩৩ পৃ. হা/২৪৭৩, বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/৫২৬ পৃ. হা/৮৫৯৪, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬৪৯ পৃ. হা/২১০৬, **بَاب الِاعْتِكَاف**

৭৯০ . ইমাম ইবনে মাযাহ, আস-সুনান, ১/৫৬৭ পৃ. হা/১৭৮১,

৭৯১ . ইমাম বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৫/৪৩৬ পৃ. হা/১৬৮০, এ হাদিসকে আহলে হাদিস আলবানী জাল বলেছেন, আমি আমার লিখিত **'প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন' ১ম** খণ্ডের ৪৭২-৪৭৪ পৃষ্ঠায় এ মনগড়া তাহকীকের খণ্ডন করেছি, পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

কিন্তু মুনিবের অনুমতি নিতে হবে। মুনিবের সর্বাবস্থায় নিষেধ করার অধিকার আছে।[৭৯২] (আলমগীরি, দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-২: ই'তিকাফের জন্য জামে মসজিদ হওয়া শর্ত নয়। বরং যে মসজিদে জামাত হয় তাতেও ই'তিকাফ করা যাবে। জামে মসজিদ হলো, যে মসজিদে ইমাম মুয়াজ্জিন নির্দিষ্ট আছে। যদিও তাতে পাঞ্জেগানা জামাত না হয়, তবে সহজ হলে এই যে, সাধারণতঃ প্রত্যেক মসজিদে ই'তিকাফ সহীহ হবে যদিও ঐ মসজিদে জামাত না হয়। বিশেষতঃ বর্তমানে অনেক মসজিদ এমন রয়েছে, যেখানে ইমাম ও মুয়াজ্জিন নির্দিষ্ট নেই।[৭৯৩] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৩: মসজিদে হারামে ই'তিকাফ করা সর্বোত্তম। অতঃপর মসজিদে নববীতে (ﷺ), তারপর ঐ মসজিদ যাতে বড় জামাত হয়, তারপর এমন মসজিদ যাতে জামাত হয়।[৭৯৪] (জাওহেরা)

মাস'আলা নং-৪: মহিলারা মসজিদে ই'তিকাফ করা মাকরূহ। বরং তারা ঘরের মধ্যে ই'তিকাফ করবে। তবে এমন স্থানে করবে, যা নামায পড়ার জন্য নির্ধারিত আছে। যাকে ঘরের মসজিদ বলা হয়। মহিলার জন্য এটাও মুস্তাহাব যে, ঘরে নামাযের জন্য কোন এক স্থান নির্ধারণ করবে এবং সে স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে। উত্তম হলো ঐ স্থান প্লাটফর্মের ন্যায় উঁচু করবে, পুরুষের জন্যও নফলের জন্য ঘরে কোন এক স্থান নির্ধারণ করা। নফল নামায ঘরে পড়া উত্তম।[৭৯৫] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাস'আলা নং-৫: যে স্ত্রী লোক নামাযের জন্য কোন স্থান নির্দিষ্ট করে রাখেনি। তাহলে ঘরে ই'তিকাফ করতে পারবে না। অবশ্য যখন ই'তিকাফের ইচ্ছা করবে, তখন যে কোন স্থান নামাযের জন্য নির্দিষ্ট করে নেবে, তাহলে সে স্থানে ই'তিকাফ করতে পারবে।[৭৯৬] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাস'আলা নং-৬: খুনসাও ঘরে মসজিদে ই'তিকাফ করতে পারবে না।[৭৯৭] (দুররুল মুখতার)

---

৭৯২ . (ক) আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২১১ পৃ. পরিচ্ছেদ নং-৭: ই'তিকাফ। (খ) ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৪৯২-৪৯৪ পৃ. বাব: ই'তিকাফ।

৭৯৩ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৪৯৩ পৃ. বাব: ই'তিকাফ।

৭৯৪ . আল্লামা আবু বকর ইবনে হাদ্দাদ, জাওয়াহারাতুন নায়্যারাহ, কিতাবুস সাওম, ১৮৮ পৃ. বাব: ই'তিকাফ।

৭৯৫ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৪৯৪ পৃ. বাব: ই'তিকাফ।

৭৯৬ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৪৯৪ পৃ. বাব: ই'তিকাফ।

৭৯৭ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৪৯৪ পৃ. বাব: ই'তিকাফ।

ই'তিকাফের প্রকারভেদ ও বিধানঃ

মাস'আলা নং-৭: ই'তিকাফ তিন প্রকার:

১. ওয়াজিব, ই'তিকাফের মান্নত করেছে, অর্থাৎ মুখে বলবে, শুধু অন্তরের ইচ্ছায় ওয়াজিব হবে না।

২. সুন্নাতে মোয়াক্কাদা, রমজানের পূর্ণ শেষ দশকের ই'তিকাফ। অর্থাৎ শেষের দশ দিন ই'তিকাফ করবে। অর্থাৎ রমজানের বিশ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বে ই'তিকাফের নিয়তে মসজিদে প্রবেশ করবে এবং ত্রিশে রমজান সূর্যাস্তের পর বা উনত্রিশ তারিখ চাঁদ দেখার পর মসজিদ থেকে বের হবে। যদি বিশ তারিখ মাগরিব নামাযের পর ই'তিকাফের নিয়ত করে, তাহলে সুন্নাতে মোয়াক্কাদা আদায় হবে না। ই'তিকাফ সুন্নাতে মোয়াক্কাদা কেফায়া, সকলে বর্জন করলে সকলে দায়ী হবে। আর যদি শহরের একজন পালন করে, তাহলে সকলে দায়মুক্ত হবে।

(৩) এছাড়া অন্য যে, ই'তিকাফ পালন করা হয়, তা হবে মুস্তাহাব ও সুন্নাতে গায়রে মোয়াক্কাদা।[৭৯৮] (দুররুল মুখতার, আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৮: মুস্তাহাব ইতিকাফের জন্য রোজা শর্ত নয়। এর জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণও শর্ত নয়। বরং যখন মসজিদে ই'তিকাফের নিয়ত করবে, যতক্ষণ মসজিদে থাকবে ই'তিকাফ পালনকারী হবে। বের হলে ই'তিকাফ শেষ হয়ে যাবে।[৭৯৯] (আলমগীরি ও অন্যান্য)

তাতে বিনা পরিশ্রম সাওয়াব পাবে। শুধু নিয়্যত করলেই ই'তিকাফের সাওয়াব পাবে। ই'তিকাফ ত্যাগ্য কারা উচিৎ নয়। যদি মসজিদের দরজায় লিখা থাকে যে, ই'তিকাফের নিয়ত করলেও সাওয়াব পাবে; তা করা উত্তম হবে। যে জানে না তার জানা হবে। আর যে জানে সে যেন স্মরণ করে নেবে।

মাস'আলা নং-৯: সুন্নাত ই'তিকাফ অর্থাৎ রমজান শরীফের শেষ দশকের যে ই'তিকাফ পালন করা হয়, সেটাতে রোজা শর্ত। বিধায় কোন রুগ্ন ব্যক্তি অথবা মুসাফির ই'তিকাফ করেছে, কিন্তু রোজা রাখেনি, সুন্নাত আদায় হল না, বরং নফল হবে।[৮০০] (রদ্দুল মুহতার)

---

৭৯৮ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৪৯৫ পৃ. বাব: ই'তিকাফ। (খ) আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২১১ পৃ. পরিচ্ছেদ নং-৭: ই'তিকাফ।

৭৯৯ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২১১ পৃ. পরিচ্ছেদ নং-৭: ই'তিকাফ।

৮০০ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৪৯৬ পৃ. বাব: ই'তিকাফ।

ই'তিকাফ সম্পর্কিত ছত্রিশটি মাসায়েল

মাস'আলা নং-১০: মান্নতের ই'তিকাফের জন্যও রোজা শর্ত, এমনকি যদি এক মাসের ই'তিকাফের মান্নতও করে আর যদি বলে যে, রোজা রাখবে না, তাহলেও রোজা রাখা ওয়াজিব হবে। আর যদি রাতে রাতে ই'তিকাফের মান্নত করে তাহলে এ মান্নত সহীহ হবে না। কেননা রাতে রোজা হয় না। আর যদি এরূপ বলে যে, আমার উপরে প্রতি এক রাতের ই'তিকাফ ওয়াজিব। তাহলে এ মান্নত সহীহ হবে। আর যদি আজকের দিনে ই'তিকাফের মান্নত করার পর খাবার খায়, তাহলে এ মান্নত সহীহ হবে না।[৮০১] (দুররুল মুখতার, আলমগীরী)

অনুরূপ যদি দ্বি-প্রহরের পরে মান্নত করে আর রোজা না থাকে, তাহলে এ মান্নত সহীহ হবে না যে, এখন তো রোজার নিয়্যাত করতে পারবে না। বরং যদি রোজার নিয়্যাত করে থাকে। উদাহরণত দ্বি-প্রহরের পূর্বে যখনই মান্নত করবে, মান্নত সহীহ হবে না। যদিওবা রোজা নফল হয়। আর ঐ ই'তিকাফের রোজা ওয়াজিব হবে।

মাস'আলা নং-১১: এটা জরুরী নয় যে, খাস ই'তিকাফের জন্যই রোজা রাখতে হবে, বরং রোজা থাকা জরুরী হবে, যদিও ই'তিকাফের নিয়তে না হয়। যথা- এ রমজানের ই'তিকাফের মান্নত করেছে এ রমজানের রোজা এ ই'তিকাফের জন্য যথেষ্ট হবে। আর যদি রমজানের রোজা রাখে, কিন্তু ই'তিকাফ করেনি, তাহলে এক মাস রোজা রাখবে। আর এর সাথে ই'তিকাফ করবে, আর যদি তা না করে অর্থাৎ রোজা রেখে ই'তিকাফ করেনি, আর দ্বিতীয় রমজান এসে গেছে, তাহলে এ রমজানের রোজা এ ই'তিকাফের জন্য যথেষ্ট হবে না। আর যদি অন্য কোনো ওয়াজিব রোজা রাখে, তাহলে এ ই'তিকাফ ঐ রোজার সাথেও আদায় হবে না। বরং সেটার জন্য খাস ই'তিকাফের নিয়্যাতে রোজা রাখা জরুরী হবে। আর যদি এ অবস্থায় রমজানের ই'তিকাফের মান্নত করা হয়, আর এখন ঐ রোজা সমূহ কাজা করতেছে। তাহলে ঐ কাযা রোজা সমূহের সাথে ঐ ই'তিকাফের মান্নতও পুরো করতে পারবে।[৮০২] (আলমগীরি, দুররুল মুখতার)

---

৮০১ . (ক) ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৪৯৬ পৃ. বাব: ই'তিকাফ। (খ) আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২১১ পৃ. পরিচ্ছেদ নং-৭: ই'তিকাফ।

৮০২ . (ক) ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৪৯৭ পৃ. বাব: ই'তিকাফ। (খ) আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২১১ পৃ. পরিচ্ছেদ নং-৭: ই'তিকাফ।

মাস'আলা নং-১২: নফল রোজা রেখেছে আর ঐ দিনে ই'তিকাফের মান্নত করেছে, ঐ মান্নত সহীহ হবে না যে, ওয়াজিব ই'তিকাফের জন্য নফল রোজা যথেষ্ট নয়। আর এ রোজা ওয়াজিব হতে না।[৮০৩] (আলমগীরি)

মাসআলা নং-১৩: এক মাসের ই'তিকাফের মান্নত করেছে। এ মান্নত রমজানের পূর্ণ হবে না, বরং ঐ ই'তিকাফের জন্য, বিশেষ রোজা রাখতে হবে।[৮০৪] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-১৪: স্ত্রীলোক ই'তিকাফের মান্নত করেছে, স্বামী মান্নত পূর্ণকরতে নিষেধ করতে পারবে। তাহলে বিচ্ছেদ বা স্বামীর মৃত্যুর পর মান্নত পূর্ণ করবে। অনুরূপ ক্রীতদাস দাসীকে তার মুনিব বাধা দিতে পারবে। স্বাধীন হওয়ার পর পূর্ণ করবে।[৮০৫] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-১৫: স্বামী, স্ত্রীকে ই'তিকাফের অনুমতি দিয়েছে, বাধা দিতে চাইলে বাধা দিতে পারবে না। মুনিব দাসীকে অনুমতি দেয়ার পরও বাধা দিতে পারবে। তার বাধা দিলে গুনাহগার হবে।[৮০৬] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-১৬: স্বামী এক মাসের ই'তিকাফের অনুমতি দিয়েছে, স্ত্রী লাগাতার পূর্ণ একমাস ই'তিকাফ করতে চায় তখন স্বামীর ইখতিয়ার থাকবে অল্প অল্প করে এক মাস পূর্ণ করার আদেশ করতে পারবে। আর নির্দিষ্ট কোন মাসের। অনুমতি দেয় তাহলে এখতিয়ার থাকবে না।[৮০৭] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-১৭: ওয়াজিব ইতিকাফে ই'তিকাফ পালনকারী বিনা ওজরে মসজিদ থেকে বের হওয়া হারাম। যদিও ভুলবশত বের হয়। অনুরূপ সুন্নাত ই'তিকাফেও বিনা ওজরে বের হলে ভঙ্গ হয়ে যাবে। অনুরূপ মহিলা ঘরের মসজিদে ওয়াজিব ই'তিকাফ বা সুন্নাত ই'তিকাফ করে। তাহলে বিনা ওজরে ওখানে থেকে বের

---

৮০৩ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২১১ পৃ. পরিচ্ছেদ নং-৭: ই'তিকাফ।

৮০৪ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২১১ পৃ. পরিচ্ছেদ নং-৭: ই'তিকাফ।

৮০৫ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২১১ পৃ. পরিচ্ছেদ নং-৭: ই'তিকাফ।

৮০৬ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২১১ পৃ. পরিচ্ছেদ নং-৭: ই'তিকাফ।

৮০৭ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২১১ পৃ. পরিচ্ছেদ নং-৭: ই'তিকাফ।

হতে পারবে না, যদি ওখান থেকে বের হয় যদিও ঘরেই থাকে, ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে।[৮০৮] (আলমগীরি, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-১৮: দুই কারণে ই'তিকাফ পালনকারী মসজিদ থেকে বের হতে পারবে।

এক: প্রাকৃতিক হাজত, যা মসজিদে সমাধা হয় না। যেমন-পায়খানা, পেশাব, ইসতিনযা, অযু ও গোসলের প্রয়োজন হলে গোসল করবে। কিন্তু গোসল ও অযুতে শর্ত হলো যে, যেন তা মসজিদে না হয়, অর্থাৎ এমন কোন জিনিস যদি না থাকে, যাতে অযু ও গোসলের পানি রাখা যায়। অনুরূপ মসজিদে যেন পানির ফোটাও না পড়ে। যেহেতু অযু গোসলের পানি মসজিদে ফেলা না-জায়িয। আর যদি চিলমছি ইত্যাদি বিদ্যমান থাকে যদ্বারা অযু এমনভাবে করা যায় যে মসজিদে কোন ছিটকে পড়ে না, তাহলে অযুর জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া জায়িয হবে না। বের হলে ই'তিকাফ ভঙ্গ হবে। অনুরূপ যদি মসজিদে অযু গোসলের জন্য জায়গা বা হাউজ আছে, তাহলে বাইরে যাওয়ার অনুমতি নেই।

দুই: শরয়ী হাজত যেমন, ঈদ বা জুম'আর জন্য যাওয়া, বা আজান দেয়ার জন্য মিনারায় গমন করা। যদি মিনারায় যাবার রাস্তা বাহিরে থেকে হয়। আর যদি মিনারায় রাস্তা ভিতর দিকে হয়, তখন মুয়াজ্জিন ছাড়া অন্য লোকও মিনারায় যেতে পারবে। মুয়াজ্জিনের জন্য নির্দিষ্ট নয়। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-১৯: হাজত সমাধান জন্য বের হলে পবিত্র হয়ে তাড়াতাড়ি চলে আসবে। অপেক্ষা করার অনুমতি নেই। আর যদি ই'তিকাফ পালনকারীর বাসস্থান মসজিদ থেকে দূরে হয়। আর তার বন্ধুর বাসস্থান নিকটে হয়। তাহলে বন্ধুর ওখানে হাজত সমাধান জন্য যাওয়া জরুরী নয়, বরং নিজের ঘরেও যেতে পারবে। আর যদি তার দু'টি ঘর থাকে একটি নিকটে অন্যটি দূরে, তাহলে নিকটের ঘরে যাবে। কতিপয় মাশায়েখ বলেছেন, দূরবর্তী ঘরে গেলে ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে।[৮০৯] (রদ্দুল মুহতার, আলমগীরি)

মাস'আলা নং-২০: যদি নিকটতম মসজিদে জুম'আ হয়, তাহলে সূর্য ঢলে পড়ার পর এমন সময়ে যাবে, যেন দ্বিতীয় আযানের পূর্বে সুন্নাত পড়া যায়। আর যদি দূরে হয়, তখন সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্বেও যেতে পারবে। তবে এমন সময়ে যাবে যেন দ্বিতীয় আযানের পূর্বে সুন্নাত পড়া যায়। বেশী আগে যাবে না।

---

৮০৮ . (ক) ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৫০১ পৃ. বাব: ই'তিকাফ। (খ) আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২১২ পৃ. পরিচ্ছেদ নং-৭: ই'তিকাফ।

৮০৯ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৫০১ পৃ. বাব: ই'তিকাফ।

এ বিষয় রায়ের উপর নির্ভরশীল। যদি বুঝে আসে যে, পৌঁছার পর কেবল সুন্নাত পড়তে পারবে, তখন চলে যাবে এবং জুম'আর ফরজের পর চার বা ছয় রাকাত সুন্নাত পড়ার পর ফিরে আসবে। জোহর যদি সর্তকতার সাথে পড়তে অভ্যস্ত হয়। তাহলে ই'তিকাফ পালনের মসজিদে এসে পড়ে নেবে। আর যদি পরবর্তী সুন্নাত পড়ার পর ফিরে না এসে জামে মসজিদে দাঁড়িয়ে থাকে, যদিও এক রাত পর্যন্ত ওখানে অবস্থান করে অথবা স্বীয় ই'তিকাফ ওখানে পূর্ণ করে তখনও ঐ ই'তিকাফ নষ্ট হবে না। কিন্তু এরূপ করা মাকরূহ। উপরোক্ত অবস্থা সমূহ তখন প্রযোজ্য হবে। যে মসজিদে ই'তিকাফ পালন করেছে ওখানে যদি জুম'আ না হয়।[৮১০] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-২১: এমন মসজিদে ই'তিকাফ করে, যেখানে জামাত হয় না, তা হলে জামাতের জন্য বের হওয়ার অনুমতি রয়েছে।[৮১১] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-২২: ই'তিকাফের সময় হজ্জ বা ওমরার ইহরাম বাঁধা তাহলে ই'তিকাফ পূর্ণ করে যাবে। আর যদি সময় কম হয়, ই'তিকাফ পূর্ণ করলে হজ্জ বাদ যাবে তখন হজ্জে চলে যাবে। অতঃপর নতুন করে ই'তিকাফ করবে।[৮১২] (রদ্দুল মুখতার)

মাস'আলা নং-২৩: যদি মসজিদ ঐ ভেঙ্গে যায় বা কেউ জোর করে মসজিদ থেকে বের করে দেয়। তাৎক্ষণিক অন্য মসজিদে চলে যায়, তাহলে ই'তিকাফ ফাসিদ হবে না।[৮১৩] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-২৪: যদি পানিতে ডুবে ও আগুনে পুঁড়ে যাওয়া লোককে বাঁচানোর জন্য বের হয় বা সাক্ষী দেয়ার জন্য বা জিহাদের সাধারণ ঘোষণা দেয়ার পর বের হয়। অথবা রুগ্ন ব্যক্তির সেবা করা বা জানাযার নামায পড়ার জন্য যায়। যদিও অন্য কেউ জানাযার নামায পড়ার না থাকে। এসব অবস্থায় ইতিকাফ ভঙ্গ হবে।[৮১৪] (আলমগীরি)

---

৮১০ . (ক) ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৫০১ পৃ. বাব: ই'তিকাফ। (খ) আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২১২ পৃ. পরিচ্ছেদ নং-৭: ই'তিকাফ।

৮১১ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৫০৩-৫০৫ পৃ. বাব: ই'তিকাফ।

৮১২ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৫০৩ পৃ. বাবুল ই'তিকাফ।

৮১৩ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২১২ পৃ. পরিচ্ছেদ নং-৭: ই'তিকাফ।

৮১৪ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২১২ পৃ. পরিচ্ছেদ নং-৭: ই'তিকাফ।

মাস'আলা নং-২৫: স্ত্রীলোক মসজিদে ই'তিকাফ পালনকারিনী ছিল, তাকে তালাক দেয়া হলো, তখন ঘরে চলে যাবে এবং ই'তিকাফকে পূর্ণ করে নিবে।[৮১৫] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-২৬: এ শর্তে মান্নত করেছে যে, রোগীর সেবা, আর জানাযার নামায, ইলমের মজলিসে উপস্থিত হবে এ শর্ত জায়িয হবে। যদি ওসব কাজের জন্য যায়, ই'তিকাফ ফাসিদ হবে না। তবে অন্তরে নিয়ত করে নেয়া যথেষ্ট নয়, বরং মুখে বলা আবশ্যক।[৮১৬] (আলমগীরি, রদ্দুল মুহতার ও অন্যান্য)

মাস'আলা নং-২৭: পায়খানা পেশাবের জন্য বের হয়, কর্জ পাওনাদার পাকড়াও করে, ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে।[৮১৭] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-২৮: ই'তিকাফ পালনকারী সহবাস করা, স্ত্রীকে চুম্বন করা বা স্পর্শ করা বা জড়িয়ে ধরা হারাম। সঙ্গম করলে সর্বাবস্থায় ই'তিকাফ ফাসিদ হবে। বীর্যপাত হোক বা না হোক ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলবশতঃ হোক, মসজিদে হোক বা বাইরে হোক। রাতে হোক বা দিনে হোক, সঙ্গম ব্যতিত অন্য অবস্থায় যদি বীর্যপাত হয় ই'তিকাফ ভঙ্গ হবে। অন্যথায় হবে না। স্বপ্নদোষ হয় বা স্মরণ করার বা দৃষ্টিপাত করায় দরুন বীর্যপাত হয় ই'তিকাফ ফাসিদ হবে না।[৮১৮] (আলমগীরি ও অন্যান্য)

মাস'আলা নং-২৯: ই'তিকাফ পালনকারী দিনে ভুলক্রমে খেয়ে ফেলেছে, ই'তিকাফ ভঙ্গ হবে না। গালাগালি ঝগড়া বিবাদের কারণে ই'তিকাফ নষ্ট হবে না। কিন্তু নূরহীন ও বরকতহীন হবে।[৮১৯] (আলমগীরি ও অন্যান্য)

মাস'আলা নং-৩০: ই'তিকাফকারী বিবাহ করতে পারবে, স্ত্রীকে রজয়ী তালাক দিলে তা প্রত্যাহারও করতে পারবে। কিন্তু এসব কাজের জন্য যদি মসজিদ হতে

---

৮১৫ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২১২ পৃ. পরিচ্ছেদ নং-৭: ই'তিকাফ।

৮১৬ . (ক) ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৫০৬ পৃ. বাব: ই'তিকাফ। (খ) আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২১২ পৃ. পরিচ্ছেদ নং-৭: ই'তিকাফ।

৮১৭ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২১২ পৃ. পরিচ্ছেদ নং-৭: ই'তিকাফ।

৮১৮ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২১৩ পৃ. পরিচ্ছেদ নং-৭: ই'তিকাফ।

৮১৯ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২১৩ পৃ. পরিচ্ছেদ নং-৭: ই'তিকাফ।

বের হয় তাহলে ই'তিকাফ ভঙ্গ হবে।[৮২০] (আলমগীরি, দুররুল মুখতার) কিন্তু সহবাস এবং চুম্বন ইত্যাদি দ্বারা স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া হারাম। যদিও রাজায়াত হয়ে যাবে।

মাস'আলা নং-৩১: ই'তিকাফকারী হারাম মাল বা নেশাজাতীয় বস্তু রাতে ভক্ষণ করছে, ই'তিকাফ ফাসিদ হবে না।[৮২১] (আলমগীরি) কিন্তু হারামের কারণে গুনাহ হবে, তাওবা করতে হবে।

মাস'আলা নং-৩২: সংজ্ঞাহীনতা ও পাগলামী যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়। যদ্বারা রোজা হয় না। তাহলে ই'তিকাফ ভঙ্গ হবে এবং কাযা ওয়াজিব হবে। যদিও কয়েক বছর পর সুস্থ হয়, আর যদি বধির হয়ে যায় তখনও সুস্থ হওয়ার পর কাযা ওয়াজিব হবে।[৮২২] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৩৩: ই'তিকাফ পালনকারী মসজিদে পানাহার করবে, নিদ্রা যাবে, এসব কাজের জন্য যদি মসজিদ থেকে বের হয় ই'তিকাফ ভঙ্গ হবে।[৮২৩] (দুররুল মুখতার, ইত্যাদি) কিন্তু পানাহারের বেলায় সতর্কতা জরুরী। যেন মসজিদ অপরিস্কার না হয়।

মাস'আলা নং-৩৪: ই'তিকাফ পালনকারী ব্যতীত অন্য কারো জন্য মসজিদ পানাহার করা, অনুমতি নেই, এসব কাজ করতে চায় তাহলে ই'তিকাফের নিয়ত করে মসজিদে যেতে হবে এবং নামায পড়বে। অথবা আল্লাহর যিকির করবে। অতঃপর এসব করতে পারবে।[৮২৪] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৩৫: ই'তিকাফ পালনকারীর নিজের বা সন্তানদের প্রয়োজন মসজিদে কোন জিনিস বেচা কেনা করা জায়িয আছে। তবে শর্ত হলো ঐ জিনিস যেন মসজিদে না হয়, অথবা মসজিদে হলে তা যেন অল্প হয়, যেন জায়গা দখল না করে। আর যদি ক্রয় বিক্রয় ব্যবসার উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে জায়িয হবে না। যদিও তা মসজিদে না হয়।[৮২৫] (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

---

৮২০ . (ক) ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৫০৬ পৃ. বাব: ই'তিকাফ। (খ) আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২১৩ পৃ. পরিচ্ছেদ নং-৭: ই'তিকাফ।

৮২১ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২১৩ পৃ. পরিচ্ছেদ নং-৭: ই'তিকাফ।

৮২২ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২১৩ পৃ. পরিচ্ছেদ নং-৭: ই'তিকাফ।

৮২৩ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৫০৬ পৃ. বাব: ই'তিকাফ।

৮২৪ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৫০৬ পৃ. বাব: ই'তিকাফ।

৮২৫ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৫০৬ পৃ. বাব: ই'তিকাফ।

মাস'আলা নং-৩৬: ই'তিকাফ পালনকারী ইবাদতের নিয়তে যদি চুপ থাকে, অর্থাৎ যদি চুপ থাকাকে সাওয়াব মনে করে তাহলে মাকরূহ তাহরিমী হবে। চুপ থাকাকে সাওয়াব মনে করে না, তাহলে কোন ক্ষতি নেই। মন্দ কথা থেকে চুপ থাকলে মাকরূহ হবে না। বরং এটা উত্তম বিষয়, কেননা, মন্দ কথা মুখ থেকে বের না করা ওয়াজিব। যে কথায় সাওয়াবও হবে না গুনাহও হবে না। অর্থাৎ মুবাহ কথা ও ই'তিকাফ পালনকারীর জন্য মাকরূহ। কিন্তু প্রয়োজনের সময় বলা যাবে। অপ্রয়োজনে মসজিদে মুবাহ কথা বালা নেকি সমূহকে এমনভাবে ভক্ষণ করে যেমন আগুন লাকড়ীকে ভক্ষণ করে।[৮২৬] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৩৭: ই'তিকাফ পালনকারী না চুপ থাকবে, না কথাও বলবে, তাহলে কি করবে, সে কুরআান তিলাওয়াত করবে, হাদিস শরীফ পাঠ করবে, অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, ইলমে দ্বীনের পাঠ দানের আলোচনা করবে। নবী করীম (ﷺ) ও অন্যান্য নবীদের (আলাইহিমুস সালাম) জীবনী গ্রন্থ, আউলিয়ায়ে কেরাম ও পূণ্যাত্মা বান্দাদের ঘটনাবলী এবং দ্বীন সম্পর্কে লিখিত বিষয়াদি পাঠ করবে।[৮২৭] (দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৩৮: এক দিনে ই'তিকাফের মান্নত করলে, তাতে রাত অন্তর্ভুক্ত হবে না। ফজর উদয়ের পূর্বে মসজিদে গমন করবে এবং সূর্যাস্তের পর চলে আসবে। আর যদি দুই বা তিন দিন বা ততোধিক দিনের মান্নত করে, অথবা দুই দিন বা তিন বা ততোধিক রাতের ই'তিকাফ মান্নত করে, তাহলে উপরোক্ত উভয় অবস্থায় যদি শুধু দিন বা রাত সমূহ উদ্দেশ্য করে নিয়ত সহীহ হবে। সুতরাং প্রথম অবস্থায় মান্নত শুদ্ধ হবে এবং শুধু দিনে ই'তিকাফ ওয়াজিব হবে। এ অবস্থায় এখতিয়ার থাকবে যে, উক্ত দিন সমূহের ই'তিকাফ লাগাতার করবে বা পৃথকভাবে করতে পারবে। দ্বিতীয় অবস্থায় মান্নত সহীহ হবে না। ই'তিকাফের জন্য রোজা শর্ত এবং রাতে রোজা হয় না, আর উভয় অবস্থায় দিন রাত উভয় উদ্দেশ্য হলে বা কোন নিয়ত না করে, তাহলে উভয় অবস্থায় দিন ও রাত উভয়ের ই'তিকাফ ওয়াজিব এবং লাগাতার তত দিনের ই'তিকাফ করা আবশ্যক। পৃথকভাবে ই'তিকাফ করতে পারবে না।

উপরন্তু এ অবস্থায় এটাও আবশ্যক যে, দিনের পূর্বে যে রাত হয় সে রাত যেন হয়, তাই সূর্যাস্তের পূর্বেই ই'তিকাফে চলে যাবে, যেদিন পূর্ণ হবে সূর্যাস্তের পর বের হয়ে যাবে। আর যদি দিনে ই'তিকাফের মান্নত করে এবং যদি একথা বলে যে, আমি দিন বলে রাতকে উদ্দেশ্য করেছি তাহলে এ রূপ নিয়ত সহীহ হবে

---

৮২৬ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৫০৭ পৃ. বাব: ই'তিকাফ।

৮২৭ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৫০৮ পৃ. বাব: ই'তিকাফ।

না। দিন এবং রাত উভয়ের ই'তিকাফ ওয়াজিব হবে।[৮২৮] (জাওহেরা, আলমগীরি, দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৩৯: ঈদের দিনে ই'তিকাফের মান্নত করে, তাহলে অন্য যেদিন রোজা রাখা জায়িয তা সেদিন কাযা করবে। আর যদি শপথের নিয়তে করে, তাহলে কাফ্ফারা আদায় করবে। আর যদি ঈদের দিনে ই'তিকাফ পালন করে তাহলে মান্নত পূর্ণ হবে।[৮২৯] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৪০: কোন দিন কোন মাসের ই'তিকাফের মান্নত করছে, তাহলে এর পূর্বেই ঐ মান্নত পূর্ণ করতে পারবে। অর্থাৎ যদি শর্তযুক্ত না হয়, মসজিদে হেরম শরীফে ই'তিকাফ করার মান্নত করেছে, তাহলে অন্য মসজিদেও করতে পারবে।[৮৩০] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৪১: বিগত মাসের ই'তিকাফের মান্নত করে, মান্নত সহীহ হবে না। মান্নত করার পর (মাযাজাল্লাহ) মুরতাদ ধর্মত্যাগী হয়ে গেছে, মান্নত রহিত হয়ে যাবে। পুনরায় মুসলমান হলে কাযা ওয়াজিব হবে না।[৮৩১] (আলমগীরি)

মাস'আলা নং-৪২: এক মাসের ই'তিকাফের মান্নত করার পর মারা গেলে তাহলে প্রত্যেক রোজার পরিবর্তে সাদকায়ে ফিতর পরিমাণ মিসকীনকে দান করবে। যদি অসিয়ত করে যায় তার উপর ওয়াজিব হলো অসিয়ত করে যাওয়া। আর যদি অসিয়ত না করে । কিন্তু ওয়ারিশগণ তার পক্ষ থেকে ফিদিয়া দিয়ে দেয়া তখন জায়িয হবে। রগ্ন ব্যক্তি মান্নত করার পর মারা গেছে, তাহলে এক দিনের জন্য হলেও সুস্থ হয়ে থাকলে, প্রত্যেক রোজার পরিবর্তে সাদকায়ে ফিতর দান করতে হবে। আর এক দিনের জন্য হলেও সুস্থ না হয় কিছু ওয়াজিব হবে না।[৮৩২] (আলমগীরি)

---

৮২৮ . (ক) ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৫১০ পৃ. বাব: ই'তিকাফ। (খ) আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২১৩-২১৪ পৃ. পরিচ্ছেদ নং-৭: ই'তিকাফ। (গ) আল্লামা আবু বকর ইবনে হাদ্দাদ, জাওয়াহারাতুন নায়্যারাহ, কিতাবুস সওম, ১৯০ পৃ. বাব: ই'তিকাফ প্রসঙ্গ।

৮২৯ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২১৪ পৃ. পরিচ্ছেদ নং-৭: ই'তিকাফ।

৮৩০ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২১৪ পৃ. পরিচ্ছেদ নং-৭: ই'তিকাফ।

৮৩১ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২১৪ পৃ. পরিচ্ছেদ নং-৭: ই'তিকাফ।

৮৩২ . আল্লামা মোল্লা নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুস সাওম, ১/২১৪ পৃ. পরিচ্ছেদ নং-৭: ই'তিকাফ।

মাস'আলা নং-৪৩: এক মাসের ই'তিকাফ মান্নত করেছে, তাহলে এ বিষয়ে তার এখতিয়ার থাকবে, যে মাসে ইচ্ছা সে মাসে ই'তিকাফ পালন করতে পারবে। কিন্তু লাগাতার ই'তিকাফ পালন করা ওয়াজিব। আর যদি একথা বলে যে, আমার উদ্দেশ্য এক মাস দ্বারা কেবল দিন ছিল রাত নয়, তাহলে একথা গ্রহণ যোগ্য হবে না। দিন এবং রাত উভয়ের ই'তিকাফ ওয়াজিব হবে এবং ত্রিশ দিন বলে থাকে তখনও একই হুকুম। অবশ্য মান্নত করার সময় যদি একথা বলে, যে এক মাসের দিনের ই'তিকাফ মান্নত করেছি, রাতের নয়, তাহলে শুধু দিনের ই'তিকাফ ওয়াজিব হবে। তখন এটাও এখতিয়ার থাকবে যে, পৃথক পৃথকভাবেও ত্রিশ দিনের ই'তিকাফ পালন করতে পারবে। আর যদি এরূপ বলে যে, এক মাসের রাতের ই'তিকাফ মান্নত করছি, দিনের নয়, তাহলে কিছু ওয়াজিব হবে না।[৮৩৩] (জাওহেরা, দুররুল মুখতার)

মাস'আলা নং-৪৪: নফল ই'তিকাফ ছেড়ে দিলে তার কাযা নেই। ঐ পর্যন্ত এটা শেষ হয়ে যাবে। সুন্নাত ই'তিকাফে রমজানের শেষে দশ তারিখ পর্যন্ত বসেছে তা ভঙ্গ করে তাহলে যেদিনের ই'তিকাফ ভঙ্গ করলো শুধু সেই দিনের কাযা করবে। দশ দিনের কাযা করা ওয়াজিব নহে। মান্নতের ই'তিকাফ ভঙ্গ করছে, যদি কোন নির্দিষ্ট মাসের মান্নত হয়ে থাকে তাহলে অবশিষ্ট দিন সমূহের কাযা দেবে। অন্যথায় লাগাতার ওয়াজিব হয়, শুরু থেকে ই'তিকাফ পালন করবে। আর লাগাতার ওয়াজিব না হয় তাহলে অবশিষ্ট দিন সমূহের ই'তিকাফ করবে।[৮৩৪] (রদ্দুল মুহতার)

মাস'আলা নং-৪৫: ই'তিকাফের কাযা শুধু ইচ্ছাকৃত ভঙ্গ করলে। বরং যদি ওজরের কারণে ছেড়ে দেয়, যেমন অসুস্থ হয়ে পড়ছে, অথবা অনিচ্ছাকৃত ছেড়ে দিয়েছে, যেমন মহিলার হায়েজ নিফাস হয়েছে, অথবা দীর্ঘ পাগলামী অথবা সংজ্ঞাহীনতা সৃষ্টি হয়, এসব অবস্থায়ও কাযা ওয়াজিব। এসবের মধ্যে যদি দিন বাদ যায়, তাহলে প্রত্যেকের কাযা দেয়ার প্রয়োজন নেই। বরং কয়েকটি কাযা দেবে। আর যদি সবগুলো বাদ যায় সবগুলো কাযা দিতে হবে। মান্নতে লাগাতার ওয়াজিব হয়েছে, তাহলে লাগাতার সবটি কাযা দেবে।[৮৩৫] (রদ্দুল মুহতার)

---

৮৩৩ . (ক) ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৫১০ পৃ. বাব: ই'তিকাফ। (খ) আল্লামা আবু বকর ইবনে হাদ্দাদ, জাওয়াহারাতুন নায়্যারাহ, কিতাবুস সওম, ১৯০ পৃ. বাব: ই'তিকাফ প্রসঙ্গ।

৮৩৪ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৪৯৯, ৫০১, ৫০৩ পৃ. বাব: ই'তিকাফ।

৮৩৫ . ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৫০৩ পৃ. বাব: ই'তিকাফ।

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى اٰلَائِهٖ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى اَفْضَلِ اَنْبِيَائِهٖ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَاَوْلِيَائِهٖ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ – وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْن .

সমাপ্ত